



SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No. 3/199.....

**Book should be returned by date (last) noted below
or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P.
daily shall have to be paid.**

--	--	--	--	--

96

3/199

9/200

3/199

PRESENTED

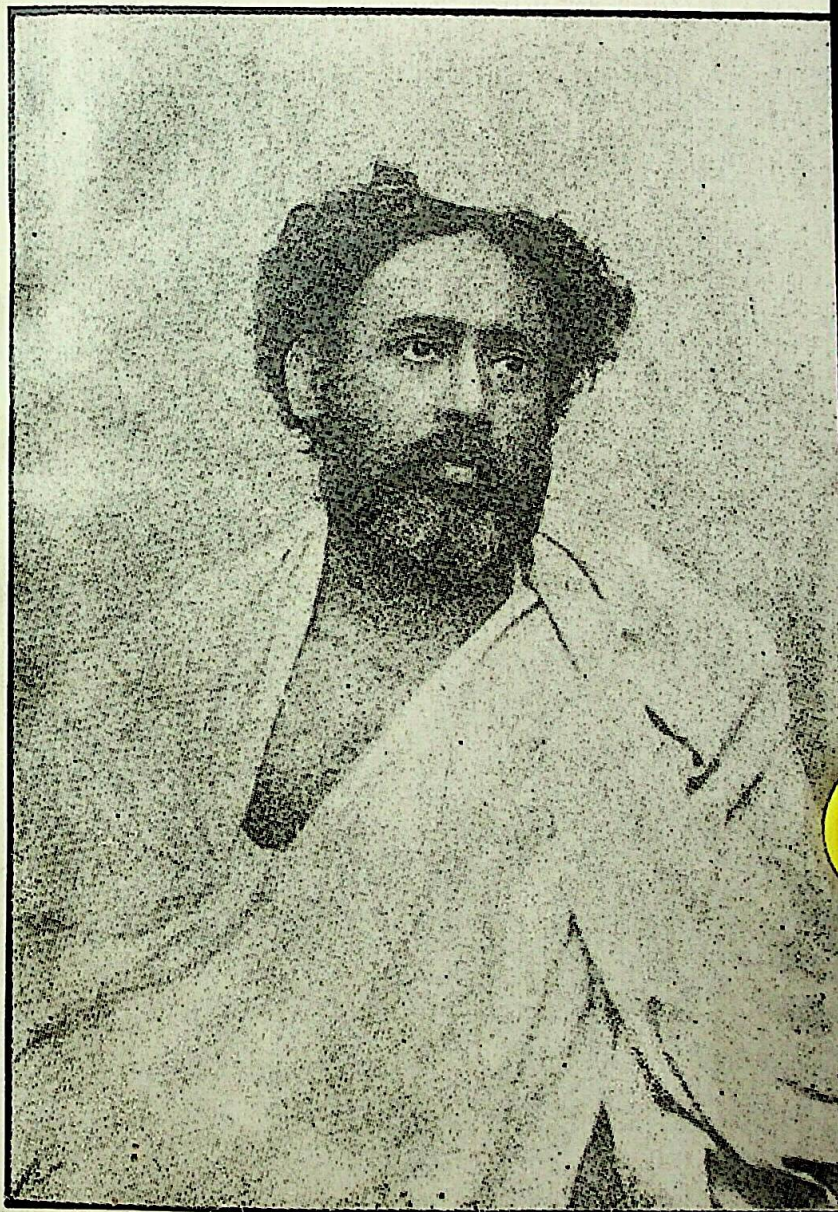
1/27

LIBRARY

No... 3/199

Sri Sri Anandamayee Ashram

BANARAS. 3/199



শ্রীমৎ সোহহং স্বামী ।

সোহহং গীতা

PRESENTED

সোহহংস্বামী প্রণীত

With best Compliments of
NIRAMOY-CALCUTTA
W. O. 78/1, Rafi Ahmed Kidwai Rd
Calcutta. 700013.

LIBRARY

No..... 3/199

Shri Shri Sri Anandamayee Ashram
BANARAS.

প্রকাশক :

শ্যামাকান্ত-ছহিতা

শ্রীমতী রঙ্গিনী মুখোপাধ্যায়

১নং সার্কাস রোড

কলিকাতা-১৯

ষষ্ঠ সংস্করণ

(All rights reserved)

মুদ্রক :

শ্রীরঞ্জননাথ সেন

মিডল্যাণ্ড প্রেস

৫১ বামাপুকুর লেন

কলিকাতা-৯

মূল্য ৫.২৫

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

যৌবনে ব্যায়ামবীর, অভূতপূর্ব দেহশক্তিসম্পন্ন, বহু ব্যাঘ্র-বশকারী শ্যামাকান্ত আমার গাতামহ, পরবর্তী জীবনে সোহহং স্বামী রূপে তিনি সকল সাংসারিক আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলেন। শ্যামাকান্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা, আমার মাতৃস্বনা শ্রদ্ধেয়া হাস্যবালা দেবী তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত ‘শ্যামাকান্ত জীবনী’-গ্রন্থে শ্যামাকান্তের জীবনের নানা দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সোহহং স্বামী রূপে তিনি যে গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ না করিলে এই মহান পুরুষের সম্যক পরিচয় লাভ করা যায় না। নূতন সংস্করণ দীর্ঘকাল প্রকাশিত না হওয়ায় এই গ্রন্থগুলি একান্তই দুস্প্রাপ্য ছিল, অথচ, আমাদের বর্তমান কালের সত্যানু-সন্ধানের ক্ষেত্রে সোহহং স্বামীর ভাবচিন্তা পরম সহায়ক হইতে পারে। তাই, তাঁহার গ্রন্থগুলির নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বাঙালী যুবকদের হস্তে পৌঁছাইয়া দেওয়া আমাদের পবিত্র কর্তব্য—‘সোহহং গীতা’ অব কলেবরে প্রকাশ করিয়া আমি সেই কর্তব্যকর্মেরই সূত্রপাত করিলাম।

১৯৩০ সালে প্রকাশিত ‘সোহহং গীতার’ পঞ্চম সংস্করণের নিবেদনে প্রকাশক লিখিয়াছিলেন, “ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণ অবিচ্ছিন্ন সমাজে চিরদিন লাঞ্ছিত হইয়াছেন ও হইবেন।.....যদিও বাল-রবি-কিরণবৎ বিজ্ঞানালোকে বঙ্গ-

সমাজ বর্তমানে কিঞ্চিৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে তথাপি সোহহং স্বামী ও তৎকৃত সোহহং গীতা এই প্রচলিত রীতি অতিক্রম করিতে সম্যক্ সমর্থ হয় নাই।” দেখা যাইতেছে, সেই সময়ে ধর্ম্মভীরু সাধারণ নরনারী অনেকেই সোহহং স্বামীর সংস্কারহীন নির্ভীক চিন্তার প্রখর আলোক সহ করিতে পারেন নাই। তথাপি, পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে সোহহং স্বামীর বেদান্তভিত্তিক সত্যোপলব্ধির ভাষণের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রতি যে আঘাত ছিল তাহা গ্রহণ করার মত নিম্পৃহ জ্ঞানানুসন্ধানীরও বাঙলা দেশে অভাব ছিল না। বর্তমান কালে এই ধরনের জ্ঞানমার্গের পথিকের সংখ্যা বিপুল এবং আধুনিক জীবনে ধর্ম্মানুষ্ঠান বিধিবদ্ধ আচারনিয়মের অন্ধ অনুসরণের পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া অপরোক্ষ উপলব্ধির প্রচেষ্টায় উন্নীত হইয়াছে। তাই ‘সোহহং গীতা’ কেবল হিন্দুই নয়, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির দ্বারাও সাদরে গৃহীত হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি !

সরাজরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

3/199

1/1001

উৎসর্গ

অবিদ্যা-শয্যায় রাখি' সুখে শির

বিশ্বাসের উপাধানে ।

হ'য়ে আচ্ছাদিত সঙ্কীর্ণ সংসার

বর্ণাশ্রম অভিমানে ॥

শাস্ত্রের গোণার্থ কল্পনা, রূপক

কল্পি' দৃঢ় আর্লঙ্কন ।

মহা-মোহাবেশে আছে নিপতিত

ভারত সন্তানগণ ॥

স্বযুগু কি সবে ? এদের ভিতরে

জাগরিত যত জন-।

তাহাদের করে 'সোহং গীতা' মম

করিলাম সমর্পণ ॥

সোহং

LIBRARY

No.

Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS.

সোহহং স্বামীর প্রণীত গ্রন্থাবলী

সোহহং তত্ত্ব

ঐ হিন্দী সংস্করণ

সোহহং গীতা

সোহহং সংহিতা

বিবেক গাথা

সম্মুক বধ কাব্য

ভগবদ্গীতা সমালোচনা

Truth

Common Sense

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা	১
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা	১২
সংসার	১৫
গুরু-শিষ্য	২৯
শাস্ত্র	৩৯
ঈশ্বর	৪৭
অবতার	৭৩
ধর্ম	৮৫
মন	১০৮
রূপজমোহ	১৩১
মনোবুদ্ধি	১৪০
আহার	১৫৪
পুনর্জন্ম	২০৫
কর্ম	২৩২
ভক্তি	২৬৭
যোগ	৩২১
জ্ঞান	৩৩৩
শিব	৩৪২
সৃষ্টিরহস্ত	৩৬৪
সন্ন্যাসী	৩৭২
নিয়তি	৩৯৭
মায়ী	৪০৯
তত্ত্বমসি	৪৫১
উপসংহার	৪৬২



সোহহং গীতা

—:—

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

—:—

গুরু কেশপ্রায় ধবল তুবারে
যার শির বিমণ্ডিত ।
রোম রাজিরূপে তরু লতা গুল্মে
দেহ যার আবরিত ॥

শুভ্র বস্ত্র সম ধবল জলদে
যার অঙ্গ সুশোভিত ।
স্বেদবিন্দু যার যমুনা জাহ্নবী
নদীরূপে প্রবাহিত ॥

চির শান্তিময় যার ক্রোড়ে বসি
তত্ত্বজ্ঞানিষ্কামিগণ ।
'করি' যোগবলে মনের নিরোধ
হ'ত ব্রহ্মে নিমগন ॥

সেই গিরিরাজ হিমাদ্রির অঙ্কে
 বসিয়া বিজন বনে ।
 করিয়া রচনা সোহং গীতা আজ
 গাইব প্রশান্ত মনে ॥

ভক্তি প্রেম মাথা পদাবলী যুত
 নহে ইহা স্তুতি গীত ।
 সে দীপক রাগ নহে ইহা, যাহে
 বীর হৃদি উদ্দাপিত ॥

নহে এই গীত বীণার বাঙ্কার
 ভ্রমরের গুঞ্জরণ ।
 কোকিল কাকলী রবাবের রব
 মধুর মুরলীস্বন ॥

নহে নাথহারা বিরহবিধুরা
 রমণীর পরিতাপ ।
 নহে শোকাতুরা দীনা জননীর
 মর্ম্মভেদী সে বিলাপ ॥

ছিন্ন ভাবতন্ত্রী হৃদয় বীণার
 রসহীন এবে মন ।
 কেমনে তুষিব সরস সঙ্গীতে
 রসিক ভাবুক জন ?

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

৩

সহ শাস্ত্রলয় বিচার রাগিনী
 অনুভূতি রূপ তান ।
 গাইব আনন্দে শুষ্ক রসহীন
 জ্ঞান বৈরাগ্যের গান ॥

সংস্কার বিশ্বাস ব্যাধিতে বধির
 শুনিবে না মম স্বর ।
 শুনিলেও ভক্ত ভাবুক জনের
 হইবে না প্রীতিকর ॥

এ ভবসাগরে অবিজ্ঞা তিমিরে
 দিক্‌হারা যেই জন !
 আশা নিরাশার তরঙ্গ আঘাতে
 অবসন্ন যার মন ॥

ডাকি' মনে প্রাণে প্রভু দয়াময়ে
 না পাইয়া দরশন ।
 না পেয়ে উদ্ভর না দেখিয়া কূল
 হতাশ যাহার মন ॥

যদি সেই জন করিয়া শ্রবণ
 কঠোর এ কণ্ঠস্বর ।
 দিক্‌ স্থির করি' ভব সিদ্ধু পারে
 হয় ক্রমে অগ্রসর ॥

তাহার শ্রবণে অঙ্গরাসঙ্গীত
 হইতেও সুমধুর ।
 অমরত্বপ্রদ অমিয় লহরী
 আমার নীরস সুর ॥

সংসার কাননে মোহ অন্ধকারে
 পথভ্রান্ত যেই জন ।
 শ্রান্ত পথশ্রমে বিষয় কণ্টকে
 ছিন্ন ভিন্ন ছ'চরণ ॥

বাসনা পিয়াসে শুষ্ক কণ্ঠ বক্ষ
 অবসন্ন দেহ মন ।
 মস্তক উপরে আসক্তির ভার
 করিতেছে নিষ্পেষণ ॥

কাম-ক্রোধ-লোভ স্থাপদ-দংশনে
 বিদারিত কলেবর ।
 হিংসা-দ্বৈষরূপ বিষধর বিষে
 মন প্রাণ জর জর ॥

দীক্ষাগুরুবেশে প্রবঞ্চক দম্ভ
 পথ প্রদর্শন ছলে ।
 দেখায়ে বিপথ শিষ্যত্বের পাশ
 বাঁধিয়াছে যার গলে ॥

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

৫

আহত বঞ্চিত বন্দী সেই জন
 শুনিয়া এ কণ্ঠস্বর ।
 ছিন্ন করি' পাশ লভি' সত্যপথ
 হয় যদি অগ্রসর ॥

তাহার শ্রবণে গন্ধর্বের বীণা
 হইতেও প্রীতিকর ।
 হুঃখ তাপহারী চির শান্তিপ্রদ
 আমার কঠোর স্বর ॥

ত্রিবিধ হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি
 হয় ধর্মের ফল ।
 ধর্মপ্রাণ হিন্দু এত হুঃখ তাপ
 ভোগিতেছে কেন বল ॥

আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের হিন্দু
 কত অভিমান করে ।
 সয়েছে সহিছে কত হুঃখ ক্লেশ
 ধর্ম পালন তরে ॥

জ্বলন্ত শ্মশানে সতীদেহ দাহ
 করিয়াছে হিন্দুগণ ।
 প্রাণপ্রিয় শিশু সাগর সলিলে
 করিয়াছে বিসর্জন ॥

কত উপবাস

কত সংযমন

একাদশী উদ্‌যাপন ।

উর্দ্ধ বাহু পদে

কৃষ্ণ তপ করে

ভারত সন্তানগণ ॥

পূজে' শিবলিঙ্গ

শালগ্রাম শিলা

ঈশ অবতার কত ।

মৃন্ময় ধাতব

দারু মূর্তি, ছবি

পূজিতেছে শত শত ॥

করি' কত ক্লেশ

আহার সংযমে

শীর্ণ করে কলেবর ।

হর-হরি-রাম

কালী-কৃষ্ণ নাম

করে জপ নিরন্তর ॥

কত কেঁদে' কেঁদে'

তালে তালে নেচে

নাম সংকীর্তন করে ।

কভু ভাবাবেশে

হইয়া বিভোর

মাটিতে লোটায়ে পড়ে ॥

পুণ্যলাভ তরে

তাজি' গৃহকর্ম

ভারত সন্তানগণ ।

সহি' কত ক্লেশ

শত শত তীর্থ

করিতেছে পর্য্যটন ॥

একি সত্য ধর্ম ? না না ইহা কভু

মোক্ষপ্রদ ধর্ম নয় ।

ধার্মিকের হুঃখ ক্লেশ মনস্তাপ

কভু কি সম্ভব হয় ?

ভারত সন্তান এবে ভাগ্যবশে

উপধর্মে কবলিত ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সবে

ধর্মভ্রষ্ট নিপতিত ॥

সংযত হৃদয় বিষয়ে নিষ্পৃহ

আত্মধ্যানে নিমগন ।

বেদ-বক্তা সেই ঋষিদের ধর্ম

পালিতেছে কোন্ জন ?

বীর জামদগ্ন্য দ্রোণ দ্রোণি কুপ

দুর্ধর্ষ আচার্য্য যত ।

ব্রহ্ম তেজে দীপ্ত মহা ধনুর্ধর

কে তাদের ধর্মে রত ?

কর্মশ্রোতে দেশ হ'লে বিপ্লাবিত

বৌদ্ধধর্ম অভ্যুদিত ।

সে নির্বাণ ধর্ম ভারত সন্তান

করিয়াকে নিরাকৃত ॥

আবার ভারত হ'য়েছিল যবে
কস্মুমেষে আবরিত ।
শঙ্কর ভাস্কর জ্ঞানালোকে দিক্
ক'রেছিল উজলিত ॥

শঙ্কর সূর্য্যাস্তে হইল ভারত
মহা মোহে অন্ধকার ।

না হ'ল উদিত জ্ঞানপ্রভাকর
ভারত গগনে আর ॥

ভারত আকাশ অবিভা জনদে
হ'ল চির আবরিত ।

যবন বিপ্লব প্রভঞ্জন প্রায়
হ'ল বেগে প্রবাহিত ॥

হইল বিধ্বস্ত দুর্বল সমাজ
ধর্ম মূল উন্মূলিত ।

নব উপধর্ম প্রবর্তকগণ
হ'ল ক্রমে অভ্যাদিত ॥

বেদ বেদান্তাদি হ'ল লুপ্ত প্রায়
পুরাণ পাইল বল ।

হইল সাধন জড় মূর্ত্তি পূজা
সংকীৰ্ত্তন অশ্রদ্ধাল ॥

হইল গঠিত

শত সম্প্রদায়

সহস্র সহস্র দল ।

দলে দলে দ্বন্দ্ব

হিংসা বিদ্বেষাদি

হইল তাহার ফল ॥

সেই উপধর্ম

ঋষির সন্তান

পৈতৃক ধর্ম বলে ।

তাজি আখ্যধর্ম

এ ভারত আজ

ভাসিছে নয়নজলে ॥

দৈহিক মানস

আধ্যাত্মিক শক্তি

না হইলে অপহত ।

নাহি হয় কভু

মানস সমাজ

নিপতিত পদানত ॥

বেদান্ত মহিমা

করিছে কীর্তন

বিদেশী মনীষিগণ ।

সে অধ্যাত্মতত্ত্ব

ভারত ভিতরে

অবগত কত জন ?

তাজি' ঋষিদের

বেদ বেদান্তাদি

ভারত সন্তানগণ ।

তন্ত্র পুরাণের

মূর্তি অবতার

করিয়াছে আলম্বন ॥

ব্রাহ্মণগণের পতনের সহ

ভারতের নিপতন ।

পুতুল পূজক ব্যবসায়ি-গুরু

এবে ঋষিস্মৃতগণ ॥

আহার বিহারে সঙ্কীর্ণ সংস্কার

মোক্ষধর্ম মনে করে ।

পূজে কাষ্ঠ লোষ্ট্র ব্রহ্মজ্ঞের স্মৃত

কৈবল্য লাভের তরে ॥

পৌত্তলিক ধর্মে কু-প্রথা সংস্কারে

করে সদা অভিমান ।

নাহি পায় লাজ সভ্য জাতি যবে:

অর্দ্ধ-সভ্য করে জ্ঞান ॥

স্বরগ হইতে হ'য়ে আর্য্যস্মৃত

রসাতলে নিপতিত ।

নাহি মেলে আঁখি মোহনিদ্রা হ'তে

নাহি হয় জাগরিত ॥

গিরিশৃঙ্গে বসি' অশনি নিনাদে

গাইব বৈদিক গান ।

হইবে জাগ্রত ভারত সন্তান

যদি দেহে থাকে প্রাণ ॥

অবিভা অঁধার মোহময়ী নিদ্রা

হ'বে ক্রমে বিদূরিত ।

হ'বে জ্ঞানালোকে দিচ্ প্রকাশিত

প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত ॥

যদি এ সঙ্গীতে না হয় জাগ্রত

ভারত সন্তানগণ ।

জেনে মৃত সবে থাকিব সতত

আত্মস্থানে নিমগন ।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মহামোহময়ী অবিচার ক্রোড়ে
যারা সুপ্ত অচেতন ।
তাদের শ্রবণে এ শুভ সঙ্গীত
পশে নাই কদাচন ॥

হ'লেও কর্কশ বিশুদ্ধ রাগিনী
লয়যুত মম সুর ।
সঙ্গীত রসজ্ঞ প্রবুদ্ধ শ্রোতার
লাগিয়াছে সুমধুর ॥

মম উচ্চস্বরে সুখের স্বপন
ভঙ্গ হেতু কত জন ।
জানিয়াছে মিথ্যা স্বাঙ্গিক বিষয়
সুখ, সুখ আশ্বাদন ॥

বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন দর্শনে
ছিল যারা সম্ভ্রাসিত ।
হ'য়েছে জাগ্রত অশ্রু, শ্বেদ, কম্প
হইয়াছে নিবারণিত ॥

জাগি' কাঁচা ঘুমে নির্মীলিত নেত্রে
মোহ ঘোরে কত জন ।

অসংলগ্ন বাক্যে কটু কাটব্যাদি
করিতেছে উচ্চারণ ॥

জেগে'ও নিদ্রিত কত শত জীব
করিয়া নিদ্রার ভাণ ।

স্বার্থ হানি ভয়ে নির্বাক-নিষ্পন্দ
শুনিয়াও মম গান ॥

যেরূপ যাহার অবস্থা চিন্তের
যার যথা প্রয়োজন ।

সেই অনুরূপ এ গীতার তত্ত্ব
করে ত্যাগ, আলম্বন ॥

বিতরিছে ভাতি রবি বিশ্বময়
আত্মপর নাহি তার ।

কিন্তু কূপ মধ্যে প্রবেশে না জ্যোতি
থাকে সদা অন্ধকার ॥

গীতা তপনের প্রভায় পৃথিবী
হইলেও উজলিত ।

অজ্ঞের হৃদয়ে বিশ্বাসের কূপ
হ'তেছে না বিভাসিত ॥

পাত্র নির্বিশেষে বর্ষে জলধার

জলধর অনিবার ।

উর্দ্ধ অধোগ্রন্থ পূর্ণাপূর্ণ পাত্রে

ভেদ-ভাব নাহি তার ॥

অপূর্ণ উগ্রন্থ যে সকল পাত্র

তাহাই পূর্ণিত হয় ।

অধোগ্রন্থ কিংবা আবর্জনা পূর্ণে

পূরণ সম্ভব নয় ॥

বর্ধিছে এ গীতা পাত্র নির্বিশেষে

আশ্রিতত্বামৃত ধার ।

পাত্রাপাত্র ভেদে হ'বে ফলাফল

যে রূপ অবস্থা যার ॥

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

উদিতছে তৃতীয় বার প্রদীপ্ত গীতা তপন,

করিবারে দূর ঘোর অবিচার অন্ধকার ।

প্রজ্ঞান-প্রভায় শ্রীত প্রমায়ক প্রাজ্ঞগণ

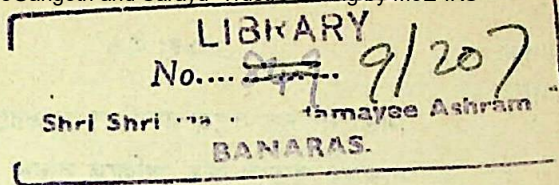
করিতেছে সত্যানুত-অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিচার ॥

বিষম বিশ্বাস-কূপ মহামোহ আবরিত,

নাহি পারে প্রবেশিতে গীতার প্রভা তথায় ।

কত শত জীব হায় ! ভাব পক্ষে বিলুপ্তিত,

হাসিতেছে কাঁদিতেছে অহো ! পাগলের প্রায় ॥



সংসার (১)

প্রকৃতির মোহময় ইন্দ্রজালে বিরচিত,
এই ভবরঙ্গালয় সংসার এ নামাঙ্কিত ।২।

খেলিছে বালক বালা সদা হরষিত মনে,
মাটির পুতুল ল'য়ে সমবয়সীর সনে ।

হাসিছে নাচিছে কভু নিরত কভু কোন্দলে,
ভগ্ন পুতুলের শোকে ভাসিছে নেত্রজলে ।

নূতন পুতুলে সদা আদর যতন করে,
হ'লে পুরাতন তাহা রাখে ফেলে অনাদরে ।

কুসুমকোরক প্রায় বাল্যের সে দেহ মন,
কালের কোমল স্পর্শে প্রস্ফুট নব যৌবন ।

নখর স্ফুটাম দেহ নবীন অশোক প্রায়,
যৌবন মাধুরী-মাখা মাখবী জড়িত তায় ।

বাল্যসখা সখ্যভাব আর কিছু নাহি মনে,
হ'তেছে নূতন খেলা নব প্রণয়িনী সনে ।

• বাল্যক্রীড়া ক্রীড়নকে করি' এবে অবহেলা,
জীবন্ত পুতুল সহ পাতিছে প্রেমের খেলা ।

নিত্য নব নব সাজে নানা রত্ন আভরণে,
সাজায়ে পুতুলে কত খেলিছে সানন্দ মনে ।

প্রসবিছে প্রণয়িনী সুত সুতা কাল ভরে,
স্নেহের কমল কলি ভাসে প্রেম সরোবরে ।

দারাসুত সুতাতরে অর্জন করিছে ধন,
সহিছে যাতনা কত করিতেছে প্রাণপণ !

কত আশা অভিলাষ সুখের কল্পনা কত,
খেলিছে হৃদয় মাঝে সাগরে লহরী মত ।

ভব নাট্যশালামাঝে পরিয়া নটের সাজ,
কেহ রায় বাহাদুর কেহ রাজা মহারাজ ।

লভিতে উপাধি কেহ ব্যাধিতে বিশীর্ণ হয়,
শোভা পায় ক্ষীণ নেত্রে উপনেত্র স্বর্ণময় ।

সংস্কৃত শাস্ত্রের খনি জনমে তাহাতে কত,
স্মৃতিরত্ন সাংখ্যানিধি শিরোমণি শত শত ।

কেহ সচ্চরিত্র সাধু কেহ বা রত ব্যসনে,
কেহ বা কুপণ, কেহ করে দান দীন জনে ।

কেহ বা ধর্মপিপাসু জপ তপে নিমগন,
কেহ অবকাশ শূন্য কারো নাহি প্রয়োজন ।

নিষ্কাম বা নিত্যকর্ম্মে কেহ গুহ্ব করে মন,
কেহ করে সত্ত্বগুহ্ব ত্যজি' মৎস্য মাংসাশন ।

থাকিতে ভোগের তৃষা ইন্দ্রিয় সংযম তরে,
 করি' বৃথা যত্ন কেহ অন্তরে জ্বলিয়া মরে ।
 কেহ ভক্ত অনুগত দাসত্বে আনন্দ পায়,
 কেহ বা বিভোর প্রেমে অশ্রুশ্রোতে ভেসে যায় ।
 কেহ বা ধর্ম্মাভিমানী করিছে ধরম দান,
 কেহ বংশ ক্রমাগত করিতেছে শিশ্যব্রাণ !
 ক্রম অতিক্রম করি' কেহ করে হঠযোগ,
 যোগানন্দ ভোগানন্দ বাসনা উভয় ভোগ ।
 বৈরাগ্য বিহীন মন কার সাধ্য রোধ করে,
 রেচক পুরকে বৃথা ভস্তার আকার ধরে । ৩ ।
 কেহ পরিচ্ছিন্ন মনে ভূমা ব্রহ্মে ধ্যান করে,
 মনের স্বভাবে তাহা সাকারের রূপ ধরে ॥
 হস্ত পদ স্থান বাক্য আরোপিত হয় কত,
 মনোবৃত্তি যোগে ব্রহ্মে করে জীবে পরিণত ।
 হৃন্ময় পুতুল গড়ি' করি মন্ত্রে প্রাণ দান,
 স্রষ্টা পাতা বলি, কেহ করে উপাসনা ধ্যান ।
 এ সংসার রঙ্গালয়ে বিচিত্র নটের মেলা,
 পরিয়া বিচিত্র সাজ খেলিছে বিচিত্র খেলা ।
 কিন্তু সকলের মনে সদা এক অভিলাষ,
 নির্বিশেষে সুখলাভ দুঃখের একান্ত নাশ ।

নাহি জানে কিবা সুখ কোথা তাহা অবস্থিত,
তবু সদা জীবগণ সুখ-তরে লালায়িত ।

অনিত্য বিষয়ে মজি' ক্ষণিক সুখ আশায়,
ভোগে দুঃখ নিরন্তর মরুভূমে মৃগ প্রায় ।

ধন মান যশোভোগে পুত্র প্রণয়িনী সনে,
পাবে চিরন্তন সুখ জীবগণ ভাবে মনে ।

না হয় সকল তাহা, শারদ-জলদ প্রায়,
মানবের সুখ-আশা হৃদাকাশে মিলে যায় ।
প্রাণপ্রিয়তমা কারো নবীন যৌবনে হয়,
গ্রাসে নিদারুণ ব্যাধি ভীষণ রাক্ষসী প্রায় ।

না জেনে না শুনে কেহ ফণিনী হৃদয়ে ধরে,
প্রণয়পীযুষ ভ্রমে হলাহল পান করে ।

দেহি প্রেম দেহি প্রেম চাহে জীব প্রাণ ভরে,
আত্মসুখে জাত প্রেম কে কাহারে দান করে ?

প্রাণোপগম স্মৃত স্মৃতা কালের পরশে হয়,
অকালে বিনীর্ণ হয় ছিন্ন কোরকের ন্যায় ।

যশো মান নাম মাত্র আকাশ কুসুম প্রায়,
নাহি হয় আশাতৃপ্ত সঙ্গে কভু নাহি যায় ।

সুধু শাস্ত্র অধ্যয়নে নাহি হয় তত্ত্বজ্ঞান,
চন্দনের ভার বহি' খর নাহি পায় ভ্রাণ ।

অবিজ্ঞা প্রভাবে জীব জন্মে দেহ অভিমান,
দেহ জ্ঞানে স্নেহ প্রেম দারুণ কর্তব্য জ্ঞান ।

কর্তব্য পালনে জীব সহিছে অশেষ ক্লেশ,
নাহি কর্তব্যের অন্ত নাহি করমের শেষ ।

পিঞ্জরে বসিয়া শুক কৃষ্ণনাম জপ করে,
মার্জার দর্শনে কিন্তু স্বজাতীয় বুলি ধরে ।

বিষয় বাসনারত সংসারী—মানব যত,
করে যোগ জপ তপ সাধন ভজন কত ।

বিপদে সন্তাপে শোকে ইষ্টমন্ত্র ভুলে যায়,
বক্ষে করে করাঘাত মুখে বলে হায় হায় । ৪ ।

স্বজন সম্পদ নাশে গৃহধর্ম ত্যাগ করে,
কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ।

ছিল বাল ব্রহ্মচার্য্য গুরুকূলে অধ্যয়ন,
ব্রহ্মচার্য্য উদ্‌যাপনে করিত দার গ্রহণ ।

গৃহশূন্য গৃহী এবে ব্রহ্মচারী নাম ধরে,
না হয় বিদ্যার্থী কভু, শিষ্য পরিভ্রাণ করে ।

অসদ্ধাতু সিদ্ধ 'আস' অর্থ ত্যাগ বিসর্জন,
কি আশ্চর্য্য এবে সবে সন্ন্যাস করে গ্রহণ ।

• অবিজ্ঞান গুরুগণ করিয়া দীক্ষার ভাণ,
অবিবেকি-অসংযতে করিছে সন্ন্যাস দান ।

নাহি হয় মোহ দূর নাহি লভে তত্ত্বজ্ঞান,
 জন্মে নব উপসর্গ আশ্রমের অভিমান ।
 শিখা সূত্র নাম গোত্র বৃথা পরিত্যাগ করে,
 না ধরিয়া জ্ঞানদণ্ড বংশদণ্ড করে ধরে । ৫ ।
 আনন্দান্তু নামে দশ উপাধি যোজনা করে,
 জটী মুণ্ডী নগ্ন কেহ কেহ বা গৈরিক পরে ।
 ছিঁড়িয়া সমাজপাশ ভুক্ত হয় সম্প্রদায়,
 উদর পূরণ তরে করে ধর্ম ব্যবসায় ।
 বৈরাগ্যের ফল 'শ্রাস' করিছে গ্রহণ দান,
 বিদ্বৎ বিনষ্ট এবে বিবিদিষা ত্রিয়মাণ । ৬ ।

এ সংসার বিটপীতে জীব কুসুমের প্রায়,
 কভু কলি, কভু ফুল, কভু বা শুকায়ে যায় ।
 ধরেছে ধরিবে পুন ধরেছিল অগণিত,
 ঝরিছে ঝরিবে আরো ঝরিয়াছে সংখ্যাতীত ।
 অপরে ঝরিতে দেখি' কেহ নাহি মনে করে,
 করাল কালের স্পর্শে আর্মিও যাইব ঝরে ।

মোহময় ধরাধামে হইয়া প্রমোদে রত,
 দারা সূত সূতা সহ আর বা খেলিবে কত ।
 দারা সূত কিংবা তব যখন মরণ হবে,
 হবে ভবরঙ্গ সাজ চিরদিন নাহি রবে ।

লভেছ জনম তুমি আরো কত শত বার,
 ছিল যশো মান ধন প্রিয় পুত্র পরিবার । ৭ ।
 কোথা সে সকল এবে ? বিস্মৃতি-মহাসাগরে,
 ডুবেছে অতল তলে আর নাহি মনে পড়ে ।
 এ সকল দারা স্মৃত যশো মান রাজ্য ধন,
 হইবে বিস্মৃত পুন ছিঁড়িবে ভাববন্ধন ।
 অতৃপ্ত বাসনা রাশি হৃদয়ে করি বহন,
 একাকী এসেছ ভবে করিবে একা গমন ।
 মনোবৃত্তি অনুরূপ শুভাশুভ ফল পাবে,
 অচিরে আত্মীয়গণ শোক তাপ ভুলে যাবে ।
 গার্হস্থ্য দাম্পত্য-প্রেম সুখময় এ সংসার,
 নহে সরলের তরে কপটতা ভিত্তি তার ।
 পতি পত্নী পিতা পুত্র স্বার্থসাধনের তরে,
 লুকায়ে মনের ভাব, লুকোচুরি খেলা করে ।
 ত্যজি' কপটতা যদি প্রাণ খুলে বলে সবে,
 সংসার বলিয়া কিছু নাহি থাকে এই ভাবে ।

বপিলে অমৃত বীজ বিষলতা উপজয়,
 জীবের নিয়তিচক্রে ফলে ফল দুঃখময় ।
 নাহি সুখ যশো মানে নাহি সুখ রাজ্য ধনে,
 • নাহি সুখ প্রিয়তম দারা স্মৃত পরিজনে ।

ভোগ পিপাসায় হায় ! নাহি তৃপ্তি এ সংসারে,
অগ্নিতে ইন্ধন প্রায় উপভোগে তৃষা বাড়ে ।

বিচার সহিত ভোগ ভোগশব্দ বাচ্য হয়,
উপজে বৈরাগ্য তাতে হয় বাসনার ক্ষয় ।

বস্তুর আত্মস্তু মধ্য না করিয়া সুবিচার,
করে ভোগ আজীবন উপভোগ নাম তার ।

বালক যুবক বৃদ্ধ রমণী অথবা নর,
রাজা প্রজা বাগ্মী বীর ধনী মানী লক্ষেশ্বর ।

প্রকৃতির রীতিক্রমে ত্রিতাপে সবে তাপিত,
তবে কেন সুখ তরে হইতেছ লালায়িত ?

ঘুরিতেছে ভাগ্যচক্র সদা অবিরাম গতি,
সুখসহ দুঃখ ভোগ জীবের ধ্রুব নিয়তি ।

সুখ অবসান হ'লে হয় দুঃখ সমুদিত,
পুন দুঃখ অবসানে হয় সুখ উপজিত ।

চির কাল দুঃখভোগ কেহ নাহি করে ভবে,
আজীবন সুখভোগ বল কে করেছে কবে ?

দুঃখভোগ আছে তাই সুখ অনুভূত হয়,
সুখভোগ বিনা কভু দুঃখ অনুভব্য নয় ।

সুখের কারণ দুঃখ দুঃখের সুখ কারণ,
এক হ'তে অন্য জাত বলে তত্ত্বজ্ঞানিগণ ।

অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ দুঃখের একান্ত নয়,
বিষয়ে আসক্ত জীবে কভু সম্ভাবিত নয় ।

অনিত্য অপূর্ণ যত বিষয়ের সহযোগে,
ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ জীবগণ সদা ভোগে ।

বিনা নিত্য সুখময় ভূমা আত্মা আনন্দন,
নিত্য পূর্ণতম সুখ সম্ভবে না কদাচন । ৮ ।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি বিষয়ে যত,
করে অন্বেষণ সুখ জীবগণ অবিরত ।

বিষয়ের সহযোগে জীবের যে সুখ হয়,
সে সুখ অন্তরে স্থিত, কদাপি বিষয়ে নয় ।

হ'তৈছিল সুখবোধ কল্য যে বিষয় যোগে,
অদ্ব বীতস্পৃহ তাতে নাহি ইচ্ছা আর ভোগে ।

করিছে বিষয়ভোগ কিন্তু তৃপ্তি নাহি তায়,
কি যেন অভাব থাকে, আরো কিছু প্রাণ চায় ।

সুষুপ্তি বিষয়হীন কিন্তু তাতে সুখ হয়,
আজীবন ভোগে জীব কভু বীততৃষ্ণ নয় ।

বিষয়-সম্ভোগ সুখে থাকিয়াও নিমজ্জিত,
তামস সুষুপ্তি-সুখে হয় জীব লালায়িত ।

সুপ্তিতে কারণে লীন তাহে সুখী হয় মন,
• বিষয় বিহনে সুখ ভোগে সদা জীবগণ ।

অভ্যাস বৈরাগ্য বলে মন সমাহিত হয়,
সমাধির ভূমা সুখ ভাষায় বক্তব্য নয় ।

সুখদ বিষয় প্রিয় তাহাতে আসক্তি হয়,
দুঃখদ পদার্থে প্রেম কদাপি সম্ভব নয় ।
পৌত্র পুত্রবধু হ'তে হয় প্রিয় পুত্রগণ,
তাহা হ'তে প্রিয়তর দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি মন ।
সকল বিষয় হ'তে আত্মা প্রিয়তম হয়,
তাহাতে সিদ্ধান্ত হয় এই আত্মা সুখময় ।
আত্মার সম্বন্ধ হেতু দেহাদিতে প্রেম হয়,
দেহের সম্বন্ধ হেতু পুত্রে প্রেম উপজয় ।
পুত্রের সম্বন্ধ হেতু পৌত্রাদিও এই মত,
আত্মার সান্নিধ্য ভেদে প্রেমের পার্থক্য যত ।
আত্মা, আত্মেতর, প্রেম, দেখ করি সুবিচার,
সুখময় আত্মা হ'তে নাহি প্রিয় কিছু আর ।

পত্নীতে আসক্ত যিনি, তাহার সঙ্কীর্ণ মন,
রমণী জাতিতে প্রেম নাহি করে কদাচন ।
আদর্শ সতীর প্রেম একে সীমাবদ্ধ হয়,
জাতি নির্বিশেষে নরে সে প্রেম সম্ভব নয় ।
সংসারে আসক্ত জীবে থাকে আত্মপর জ্ঞান,
ব্যাপি বিশ্ব-সংসারের নাহি তার অভিমান ।

এক সম্প্রদায়ে বদ্ধ অপরে বিদ্বেষ করে,
 নাহি থাকে সমভাব সর্ব সম্প্রদায় তরে ।
 ধর্মের সংস্কার পাশে যে জীব আবদ্ধ হয়,
 ধর্মান্ধার্মাতীত সত্য তাহার আয়ত্ত নয় ?
 করে প্রাণপণ জীব আপন দেশের তরে,
 অপর বিদেশ তার, তাহাতে কি প্রেম করে ?

বিশ্বাত্মক জ্ঞানে যার সর্বভূতে প্রেম হয়,
 হয়, আত্মপর বোধ তাহার সম্ভব নয় ।
 বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা প্রেমিক রসিক জনে,
 কঠোর নিষ্ঠুর শুষ্ক অজ্ঞগণ ভাবে মনে ।
 সংসারীর প্রেমদীপ গৃহবিশেষের তরে,
 আত্মজ্ঞের প্রেমরবি ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল করে ।
 আসক্তের প্রেমকূপ জীব বিশেষের তরে,
 তত্ত্বজ্ঞের প্রেমার্ণব বিশ্ব বিপ্লাবিত করে ।
 পিতৃ মাতৃ স্নেহ যত ক্ষীণ প্রশ্রবণ প্রায়,
 নহে জগতের তরে সূত সূতা তৃপ্ত তায় ।
 জগতের আধ্যাত্মিক পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত,
 শ্রাসীর স্নেহের ধারা করে ধরা বিপ্লাবিত ।
 জ্ঞানফল বিশ্বপ্রেম, স্বস্তি, সমদর্শন,
 জীব সাধারণে তাহা সম্ভবে না কদাচন ।

অপ্রশস্ত প্রস্রবণে থাকে শ্রোত খরতর,
 হয় ক্রমে মন্দ গতি লভে যত পরিসর ।
 বিস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝে হয় যদি বিস্তারিত,
 সেই প্রবাহিণী-শ্রোত নাহি হয় নিরূপিত ।
 সঙ্কীর্ণ সসীম প্রেমে আবেগ লক্ষিত হয়,
 প্রশস্ত, প্রশান্ত, স্থির বিশ্বপ্রেম শান্তিময় ।
 জ্ঞানীর হৃদয়সিন্ধু বিশ্বপ্রেম উর্মিপ্রায়,
 জগতের নর নারী মীনরূপে খেলে তায় ।
 ভক্তিবাপী, প্রেমকূপ, স্নেহ-প্রস্রবণ তার,
 সে তরঙ্গ বিপ্লাবনে হয় প্রেম পারাবার ।
 সংসারের প্রেমে-মাথা বিরহের হলাহল,
 অবিচ্ছিন্ন সুধাময় বিশ্বপ্রেম-জ্ঞানফল ।

কি ভাবে কেন যুবক বাল্যক্রীড়া ত্যাগ করে,
 বুঝে না বালক তাহা, সাথে খেলিবার তরে ।
 মন হ'তে একবার যদি খেলা ভেঙ্গে যায়,
 আর কি খেলিতে পারে শত সাধ্য সাধনায় ?
 যাহার ইন্দ্রিয়গণ ভোগে পরান্মুখ হয়,
 বৈরাগ্য প্রভাবে হয় আসক্তি বাসনা ক্ষয় ।

বিচার আহবে হয় ষড়রিপু পরাজিত,
 ষট্‌সম্পদ মুমুক্‌ষু হইয়াছে উপচিত ।

আর কি সংসার খেলা সে জন খেলিতে পারে,
স্বচ্ছায় স্ববশে কেহ প্রবেশে কি কারাগারে ?

মজিয়া বিষয়ভোগে ব্রহ্মানন্দ নাহি হবে,
অনলে পশিয়া স্নিগ্ধ বল কে হয়েছে কবে ?

কণমাত্র ভোগতৃষ্ণা থাকে চিন্তে যতক্ষণ,
নাহি হয় নিরোধিত প্রবল চঞ্চল মন ।

বৈরাগ্যবিহীন যোগ সাধন ভজন যত,
নির্বাপিত অঙ্গারকে হবির আছতি মত ।

থাকে দেহ যোগাসনে স্থিরভাবে অবস্থিত,
বিষয় পিয়াসে মন হয় সদা প্রধাবিত ।

বার্দ্ধক্যে বাল্যের খেলা পুতুলে যে অবহেলা,
সেইরূপ ধনতনে হ'বে তব যেই বেলা ।

তখন বিমুগ্ধসত্ত্ব যোগক্ষম হ'বে মন,
বিষয় নিরত মনে বৃথা যোগে আকিঞ্চন । ৯ ।

তাই বলি ত্যজ এবে বিষয় ভোগবাসনা,
পরিজনে অনুরাগ অলীক সুখকামনা । ১০ ।

সিংহ যথা ছিন্ন করি, ব্যাধের জালবন্ধন,
গরবে নিনাদ করে ত্রাসে কাঁপে ত্রিভুবন ।

সেইরূপ জ্ঞানবলে ছেদ মায়া-আবরণ,
শৃগালবৃত্তিতে মুক্তি নাহি মিলে কদাচন । ১১ ।

ছিঁড়িয়া মোহের পাশ বৈরাগ্য করি' সম্বল,
 জ্ঞানের প্রশস্ত পথে শান্তি অবেষণে চল ।
 নেতি নেতি প্রতিবাক্যে কর দূর অনুক্ষণ,
 বাসনা আসক্তি সহ যশো মান ধন জন ।
 বিচার অসিতে ছিন্ন করিয়া ভাববন্ধন,
 বৈরাগ্য অনলে দহি' শুদ্ধ কর গ্লান মন ।
 সুতীত্র বৈরাগ্যবলে হবে মন নির্বাপিত,
 মনের বিলয়ে তুমি যেই পদে প্রতিষ্ঠিত । ১২ ।
 নাহি তথা সুখ দুঃখ নাহি পাপ পুণ্য জ্ঞান,
 নাহি আত্মপর কেহ যশো মান অপমান ।
 নাহি বন্ধ মোক্ষ তথা স্বরগ কিংবা নরক,
 নাহি তথা সৃষ্টি স্রষ্টা সাধন সাধ্য সাধক ।
 এক ভূমা আত্মজ্ঞানে মনেন্দ্রিয় বাক্যাভীত,
 স্বীয় মহিমায় তুমি রবে তথা বিরাজিত ।
 পরম কৈবল্য ধাম বলে তারে ঋষিগণ,
 করে বাঞ্ছা সেই পদ প্রজ্ঞানেত্র যোগিজন । ১৩ ।

গুরু-শিষ্য

গুরু-শিষ্য এ সম্বন্ধে সর্বদেশে সর্বধর্মো
চিরকাল আছে প্রতিষ্ঠিত ।

গুরুভক্তি গুরুসেবা শাস্ত্র করে উপদেশ
সমাজে রয়েছে প্রচলিত ॥

ব্রহ্মবিদ হয় ব্রহ্ম তাই তিনি জগতের । ১।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ ।

পরাবিদ্যা দাতা তিনি মুমুক্শু জনের গুরু
পূজে তারে মোক্ষকামিগণ ॥ ২।

জ্ঞানাজন-শলা-যোগে অজ্ঞান-তিমিরাস্কের
করে যেই চক্ষুরুন্মীলন । ৩।

অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর বিশ্বব্যাপী
ব্রহ্মপদ করে প্রদর্শন ॥ ৪।

সেই জন হয় গুরু শিষ্যের পূজ্য প্রণম্য
ইহা হয় শাস্ত্রের বিধান ।

ব্রহ্মবিদ হয় গুরু নহে গুরু মন্ত্রবিদ
করি' শিষ্যে শুধু মন্ত্রদান ॥

নাহি হয় যত দিন অধিগত পরাবিছা

ব্রহ্মপদ না হয় দর্শন ।

জ্ঞানচক্ষুরন্মীলিত না হ'তে কিরূপে কর

গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন ?

যেই পরাজ্ঞানোদয়ে আসক্তি বাসনা কৰ্ম্ম

অবিছাদি ক্লেশ দূর হয় ।

সেই পরা জ্ঞানদান হয় দীক্ষাপদবাচ্য

মন্ত্রদান কভু দীক্ষা নয় ॥ ৫ ।

“মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার-বন্ধনাং”

হয় যাহা হ'তে সংসাধিত ।

বৈদিক সে মহামন্ত্র “তত্ত্বমস্যা”দি বচন

পুরাকালে ছিল প্রচলিত ॥ ৬ ।

লুপ্তপ্রায় বেদমন্ত্র বিলুপ্ত বৈদিক দীক্ষা

অধিকারী আশ্রম বিচার ।

(এবে) হুঁই ক্লীং দীক্ষা মন্ত্রে যে যারে ছলিতে পারে

সেই জন হয় গুরু তার ॥

না করিয়া কৃতকৃত্য যেই গুরু শিষ্য হ'তে

করে অর্থ দক্ষিণা গ্রহণ ।

শ্রুতি মতে সেই জন হয় বঞ্চক তস্কর

করে শিষ্য বিস্তাপহরণ ॥ ৭ ।

বংশ-পরম্পরা গুরু

বংশ-পরম্পরা শিষ্য

বল কোন্ শাস্ত্রানুমোদিত ?

উত্তরাধিকারী রূপে

শিষ্যরূপ বিভ্রাভ

কোন্ মূঢ় করেছে চলিত ? ৮ ।

মীনাদি বিবিধ রূপ

ধরেছিল নারায়ণ

সেই হেতু বংশধরগণ ।

হয় কি পূজা প্রণয় ?

তাহাদের উপাসনা

শ্রেয়ঃপ্রদ হয় কি কখন ?

সিন্ধ বা সাধক খ্যাতি

নভেছিল পূর্বের কেহ

এবে তার বংশধর যত ।

করিতেছে শিষ্যত্রাণ

হইলেও অজ্ঞ মূঢ়

লোভ-মোহ-নাৎসর্য্য নিরত ॥

বার্ষিক-খ্যাতি-লোলুপ

শিষ্যবিত্ত অপহারী

বল গুরু অবনী ভিতরে ।

না জানে গন্তব্যস্থান

নাহি চিনে সত্য পন্থা

অন্তে পথ উপদেশ করে ॥ ৯ ।

বিচারবিহীন শিষ্য

অন্ধ বিশ্বাসের বশে

আজীবন সেই পথে ধায় ।

না হয় তাপনিবৃত্তি

নাহি লভে পরাশান্তি

অন্তকালে করে হায় হায় ॥

শ্রোত্রিয় ব্রহ্মজ্ঞ গুরু অতীব দুর্লভ ভবে

যদি কভু মিলে ভাগ্যবলে ।

সম্যক প্রশান্ত চিত্ত শ্রমাদি গুণসম্পন্ন

শিষ্য হ'তে পারে কি সকলে ? ১০ ।

বিচার করিয়া দেখ

গুরুর গুরুত্ব হ'তে

শিষ্যের গুরুত্ব গুরুতর ।

উপদেশ দান করা

বড়ই সহজ হয়

গ্রহণ অতীব কষ্টকর ॥ ১১ ।

মদমত্ত মতঙ্গজ

নাহি মানে হস্তিপকে

নাহি ফিরে অক্ষুশ-তাড়নে ।

অশনি-নাদে নাদিত

হিত উপদেশ বাণী

প্রবেশে না ভোগীর শ্রবণে ॥

ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের প্রায়

ধায় ভোগী ভোগ্যপানে

কে তাহারে করে নিবারণ ।

বরষার মহাবেগে

নদী প্রবাহিতা হ'লে

রোধে কি তা বালুকা-বন্ধন ?

অশ্বোমুখ পাত্রোপরি

যত্বপি জলদজাল

শতবর্ষ বর্ষে অনিবার ।

কি ফল হইবে বল ?

কভু নাহি প্রবেশিবে ?

অভ্যন্তরে একবিন্দু তার ॥

শত ব্রহ্মবিদ গুরু সহস্র বৎসর যদি
করে দান তত্ত্ব উপদেশ ।

ভোগীর কর্ণকুহরে একটীও বর্ণ তার
ক'ভু নাহি করিবে প্রবেশ ॥

প্রমত্ত বিষয়ভোগে যতদিন থাকে জীব
দোষ গুণ নাহি দেখে তার ।

মত্ততার অবসানে ভোগ্য ভোগ বাসনার
পূর্বাপর করে সুবিচার ॥ ১২ ।

যে জন সত্য-জিজ্ঞাসু গুরুর অভাব তার
নাহি হয় অবনী ভিতরে ।

জগতের জড় জীব সকলেই গুরু তার
তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করে ॥

কঠিন আলানরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস
গন্ধ আদি বিষয় নিকরে ।

ভোগবাসনা প্রমত্ত মানবমন মাতঙ্গে
সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করে ॥

বিষয়ের দোষ যত বিষয় না দেখাইলে
কে করিতে পারে প্রদর্শন ।

শিষ্যের নিয়তি-বলে বিষয় হইয়া গুরু
মুক্ত করে বিষয় বন্ধন ॥

রমণীর মুখ হাসি সুমধুর প্রেমানাপ
বিলোল কটাক্ষ আকিঞ্চন ।
ভোগ-বাসনা-তৃষিত মানবের শুষ্ক প্রাণে
সুধারামি করে বরিষণ ॥

কিন্তু হয় এ সুধার অন্তরালে লুকায়িত
আছে বিষ অতি ভয়ঙ্কর ।
কপটতা-প্রবঞ্চনা উপেক্ষা-বিচ্ছেদ প্রেমে
মিশ্রিত রয়েছে নিরন্তর ॥

ফুল কুসুমের প্রায় জীবের রূপ যৌবন
জ্ঞান হয় জীবন সন্ধ্যায় !
দরশনে পরশনে নাহি হয় সুখ প্রীতি
ভোগ তৃষ্ণা সরমে লুকায় ॥

করী সম বাহুবল সিংহোপম শৌর্য্য গর্বে
যেই জন যৌবনে বিহরে ।
বার্দ্ধক্যে সে শূরবর জরাগ্রস্ত জীর্ণদেহে
অতিক্রমে চলে যষ্টিভরে ॥

ঐশ্বর্য্য অর্জনে ক্লেশ সঞ্চয়ে হুশ্চিন্তা ভীতি
নাশে হয় তাপিত অন্তর ।
নিরমল যশোলাভ বল কে করেছে কবে
নিন্দা যশ চির সহচর ॥

বাসনা অনলে নর সন্তোষ ইন্ধনরাশি
প্রাণপণে যতই যোগায় ।

প্রদীপ্ত বাসনানল হয় তত প্রজ্বলিত
ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিতে দ্রুত ধায় ॥

সৌন্দর্য্য বীৰ্য্য ঐশ্বর্য্য যশোমান প্রেমভোগে
নাহি হয় তৃপ্তি কদাচিত ।
অতৃপ্ত ভোগবাসনা তাপিত মানব প্রাণ
সমধিক করে সন্তাপিত ॥

এই ভব-বিপণিতে পণ্যহস্তে নরনারী
আদান-প্রদানে নিমগন ।
নাহি দাতা এ সংসারে সবে করে বিনিময়
সাথে নিজ নিজ প্রয়োজন ॥

ভক্তি বিনিময়ে স্নেহ প্রেম বিনিময়ে প্রেম
দয়া বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা ।
হিংসা বিনিময়ে দ্বেষ ক্রোধ বিনিময়ে ক্রোধ
উপকারে উপজে মিত্রতা ॥

বিনিময় নাহি হ'লে হৃদয়ে অনল জ্বলে
ভাবের বন্ধন ছিন্ন হয় ।
মাতা পিতা ভগ্নী ভ্রাতা পতি পত্নী স্মৃত স্মৃতা
হয় পর কেহ কারো নয় ॥

রোগের যাতনাকালে যশোমান ধনজন
নাহি করে দুঃখ নিবারণ ।

আছে যশোমান ধন স্বাস্থ্যবল তবু কেহ
পুত্রশোকে করিছে রোদন ॥

আছে দারী স্তুত স্তুতা সবল সুস্থ শরীর
ধনাভাবে করে হাহাকার ।

আছে দেহ স্বাস্থ্যবল আছে ধন জন কিন্তু
অপমানে সকল অসার ॥

অনিত্য বিষয়ভোগে মানবের সুখ আশা
নাহি হয় তৃপ্তি কদাচন ।

একের অভাব কভু অপর সর্ব বিষয়
নাহি পারে করিতে মোচন ॥

দীক্ষাদাতা গুরুগণ চাহে ধন সেবা ভক্তি
গুরু শিষ্যে স্বার্থের বন্ধন ।

নিঃস্বার্থ বিষয়-গুরু প্রকাশিয়া নিজ দোষ
বলে, “ত্যজ, ক'রো না গ্রহণ” ॥

বিষয় নিরত বলে “অস্থির অনিত্য আমি
বুখা কেন হও লালায়িত ।

জীবন যৌবন যশ সৌন্দর্য্য বীৰ্য্য ঐশ্বর্য্য
কালগ্রাসে হবে নিপতিত ॥”

“কুপিত ভুজঙ্গপ্রায় রূপে মনোহর আমি
অন্তরে পুরিত হলাহল ।

যাও জীব ত্যজ মোরে হও আত্মধানে রত
অচিরে পাইবে মোক্ষফল ॥”

বিষয়ের উপদেশে যে জীবহৃদয়ে হয়
বিষয় বৈরাগ্য বিকশিত ।

ষট্‌সম্পদ মুমুক্শুত্ব লভে সেই অনায়াসে
জ্ঞানচক্ষু হয় উন্মীলিত ॥

পঞ্চ বিষয় বিয়োগে নিরুদ্ধ ইন্দ্রিয় পঞ্চ
জগত প্রপঞ্চ তিরোহিত ।

পিঞ্জরে বিহগপ্রায় সে কভু এ ক্ষুদ্র দেহে
বদ্ধ নাহি থাকে কদাচিত ॥

ত্রিতাপ ভিত্তিস্বরূপ মন হ'লে নির্বাপিত
দেহজ্ঞান হয় অন্তর্হিত ।

জীব “আমি” হ'য়ে ভূয়া গ্রাসিয়া সর্ব আমিষ
ঈশরূপে হয় অবস্থিত ॥

উদয়ে অদ্বৈত-সূর্য্য লুপ্ত দ্বৈত-অন্ধকার
হিন্ন হয় ভাবের বন্ধন ।

কে বা গুরু কে বা শিষ্য কোথা ভক্তি কোথা প্রেম
কোথা শত্রু আত্মীয়-স্বজন ॥

এক “আমি” এই বিশ্বে নরনারী সর্বদেহে
অনন্ত আমিহে প্রকাশিত ।
আমি গুরু আমি শিষ্য আমিই সাধক সাধ্য
সর্বরূপে “আমি” বিরাজিত ॥

শাস্ত্র

নিমজ্জিত হইলেও জনধি সনিলে,
প্রতি বারে কভু কারো গুণ্ডি নাহি মিলে ।

যদিও অসংখ্য গুণ্ডি করে আহরণ,
সকল গুণ্ডিতে মুক্তা না পায় কখন ।

কেহ শাস্ত্রসিন্ধু মাঝে হয়ে নিমজ্জিত,
অহো ! শূন্য হস্তে তীরে হয় সমুখিত ।

কভু বহু মন্ত্র-গুণ্ডি করি' উদঘাটন,
না পাইয়া তত্ত্বরত্ন হয় ক্ষুণ্ণ মন ।

সাগর হ'লেও সব নহে রত্নাকর,
নাহি তত্ত্বরত্ন কত শাস্ত্রের ভিতর ।

নহে নিমজ্জক সবে সমশক্তিমান,
না পাইয়া তল কেহ করিছে উত্থান ।

সেই হেতু বহু শাস্ত্র করি' অধ্যয়ন,
কেহ বা তত্ত্বজ্ঞ কেহ বাক্য-পরায়ণ । ১ ।

সংস্কার-বিশ্বাসে অন্ধ ভ্রান্ত জীবগণ,
স্বীয় ধর্মশাস্ত্রে ভ্রম দেখে না কখন ।

অনাদি, ঈশ্বরবাণী, সর্ববজ্র রচিত,
ত্রিবিধ অভ্রান্ত শাস্ত্র সমাজে চলিত ।

চতুর্বেদ, ঋক্ যজু সাম অথর্বন,
অনেকে অপৌরুষেয় করে নিরূপণ ।

ব্রহ্ম যদি বেদকর্তা বেদবক্তা হয়,
তস্মাচ্ছব্দাৎ, তস্মা, স্বং, যস্মা, শব্দচয় । ২ ।

কাহাকে করিছে লক্ষ কাহার কল্পনা ?
পৌরুষেয় বেদমন্ত্র ঋষির রচনা ।

হইলে বৈদিক মন্ত্র ব্রহ্ম বিরচিত,
অহং মম আদি পদ হ'ত ব্যবহৃত ।

বেদমন্ত্র-বক্তা কভু এক জন নয়,
বিভিন্ন ঋষির নামে প্রতি মন্ত্র হয় ।

বিচিত্র যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম বিভিন্ন শাখায়,
হইয়াছে তাহা হ'তে বহু সম্প্রদায় ।

জীবভাব প্রকাশিতে ভাষার উদয়,
জীব অগ্রে পরে ভাষা সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ।

ভাষাযোগে ব্যক্ত বেদ জীবের রচিত,
বক্তা শ্রোতা বিনা 'শ্রুতি' নহে সম্ভাবিত ।

বিদ ধাতু হতে বেদ শব্দ সিদ্ধ হয়,
বেদ-প্রতিপাদ্য জ্ঞান নিত্য নিঃসংশয় ।

জ্ঞান অর্থে বেদ কভু পৌরুষেয় নয়,
শাস্ত্র অর্থে বেদ নিত্য সিদ্ধ নাহি হয় ।

ব্রহ্মবিদ্ হয় ব্রহ্ম শ্রুতির বচন, । ৩ ।

শ্রুতি প্রকাশক যত ব্রহ্ম জ্ঞানিগণ ।

সেই অর্থে যদি ব্রহ্ম বেদের কারণ,

“তস্মাদ্ভজ্যাত্” অসঙ্গত নহে কদাচন ।

উজ্জল উপল খণ্ডে হীরা ভ্রম হয়,

ঋষি আখ্যা প্রাপ্ত সবে তত্ত্বজ্ঞানী নয় ।

তত্ত্বজ্ঞও কভু ভণ্ড উন্মত্ত নির্ণীত,

ভণ্ড তত্ত্বজ্ঞানী ভ্রমে হয় সম্মানিত ।

জ্ঞানী অজ্ঞানীর বাণী শ্রুতি নামাঙ্কিত,

গুরু শিষ্য পরম্পরা ছিল প্রচলিত ।

অনাত্মজ্ঞ জন দ্বারা শ্রুতি সঙ্কলিত,

তাই বেদ সত্যানুত উভয় মিশ্রিত ।

ঈশ-বাণীরূপে শাস্ত্র করিতে গ্রহণ,

কর অগ্রে হেন ঈশ-সত্তা নিরূপণ ।

সর্বগত সর্বব্যাপী ঈশ্বর যখন,

কিরূপে কাহাকে ঈশ করে সম্বোধন ?

নিরাকারে বাগিদ্রিয় নহে সম্ভাবিত,

সাকার ঈশ্বর হয় জীবের কল্পিত ।

প্রচলিত ভাষা যত জীবের রচিত,

কোন্ ভাষা ঈশ্বরের হইবে নির্ণীত ?

যেই শাস্ত্র ঈশ বাণীরূপে গণ্য হয়,

একদেশী তার ভাষা সর্বগত নয় ।

দেশ কাল পাত্র ভেদে ঈশ উপদেশ,

কি হেতু বিভিন্ন রূপ নহে নির্বিশেষ ?

তেজ বায়ু বারি সদা করিছে গ্রহণ,

সমভাবে সর্বজীব যথা প্রয়োজন ।

কাহারো শক্তি নাহি করে উল্লঙ্ঘন,

নাহি তাতে কভু কারো বিরোধ-কারণ ।

ঈশ্বরের উপদেশ বিভিন্ন সময়,

কেন নিরাকৃত কিংবা বিবর্তিত হয় ?

কেন এক সম্প্রদায় করে সত্য জ্ঞান,

মিথ্যা জ্ঞানে কেন অত্রে করে প্রত্যাখ্যান ?

ঈশবাক্য সত্য ধর্ম করিতে প্রচার,

কেন হয় প্রয়োজন অস্ত্র অত্যাচার ?

দেখ যদি এ সকল করিয়া বিচার,

ঈশবাণী রূপ ভ্রম থাকিবে না আর ।

কৌশলে আপন মত করিতে প্রচার,

ঈশবাণী শিববাক্য কহে শাস্ত্রকার ।

সর্বজ্ঞ প্রণীত শাস্ত্র করিতে প্রত্যয়,

সর্বজ্ঞ নিরূপণ প্রয়োজন হয় ।

যেই শাস্ত্র ভ্রান্তিহীন যাহার বিচারে,
বলিবে সে জন জ্ঞানী সেই শাস্ত্রকারে ।

সর্বজ্ঞ বলিয়া কেহ হইলে পূজিত,
অভ্রান্ত তাহার শাস্ত্র হয় নিরূপিত ।

একের অভ্রান্ত শাস্ত্রে অন্যে ভ্রম ধরে,
একের সর্বজ্ঞ, অজ্ঞ অপরের তরে ।

অভ্রান্ততা সর্বজ্ঞতা করিছে নির্ভর,
পাঠকের দর্শকের বুদ্ধির উপর । ৪ ।

সসীম ইন্দ্রিয়গণ সীমাবদ্ধ মন,
সম্ভবে না সর্বজ্ঞত্ব জীবে কদাচন ।

যোগীন্দ্র বিরাটরূপে যবে অবস্থিত,
সে সময়ে সর্বজ্ঞতা হ'লেও স্বীকৃত ।

বিশ্ব যবে আত্মরূপ আত্মময় হয়,
দ্বৈতজ্ঞানে লিখা বলা সম্ভাবিত নয় ।

জীবজ্ঞানে পুনরায় যবে অবস্থিত,
সে সময়ে সর্বজ্ঞতা হয় অন্তর্হিত । ৫ ।

বোধের আভাস মাত্র করি' আলম্বন,
ব্যুখিত হইয়া লিখে, বলে জ্ঞানিগণ ।

মনোভাব প্রকাশিতে ভাষার সৃজন,
মনাতীত বস্তু ব্যক্ত না হয় কখন ।

একই পদের বহু ভিন্ন অর্থ হয়,
বিভিন্ন সমাস যোগে বিভিন্ন অর্থ হয় ।

যাহার যে রূপ বুদ্ধি যথা প্রয়োজন,
শাস্ত্রের বিভিন্ন অর্থ করিছে গ্রহণ ।

এইরূপে ভাষ্যকার কিংবা টীকাকার,
ক'রেছে শাস্ত্রের অর্থ বিভিন্ন প্রকার ।

দর্শন বেদান্ত বেদ পুরাণাদি যত,
প্রক্ষিপ্ত বচন তাতে আছে কত শত ।

সেই হেতু অসংলগ্ন বিরুদ্ধ বচন,
দেখে বহু শাস্ত্র মধ্যে শাস্ত্রাধ্যায়িগণ ।

শ্রীরাম, গোপাল, কৃষ্ণ, আল্লা নামাশ্রিত,
উপনিষদ্ গ্রন্থ কত হ'রেছে রচিত । ৬ ।

বেদান্ত বিরুদ্ধ মত করিতে স্থাপন,
লিখেছে বেদান্ত নব, সম্প্রদায়িগণ ।

হান্দোগ্যে শাণ্ডিল্য বিদ্যা যার বাক্য হয়,
শাণ্ডিল্য সূত্রের কর্তা সেই ঋষি নয় ।

চারি যুগে নারদের নাম দেখা যায়,
জ্ঞানার্থী, কলহপ্রিয়, হরিগুণ গায় ।

নারদ ব্যাসের মত উপাধি নিশ্চয়,
জ্ঞানার্থী নারদ কভু সূত্রকর্তা নয় ।

শুকের বিদেহ মুক্তি ভারতে বর্ণিত । ৭ ।

জন্মেছিল বহু পরে রাজা পরীক্ষিত ।

তৎক্ষণ দংশনে তার মরণ সময়,

কিরূপে শুকের পুন হ'ল অভ্যুদয় ?

ভাগবত ভারতাদি কাহার রচিত ?

প্রথম পুরুষে ব্যাস আছে নির্দেশিত । ৮ ।

প্রথম পুরুষে করি' বাল্মীকে নির্ণয়,

অন্তে লিখিয়াছে কাব্য সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ।

ত্রৈত্য রামের মুখে বৌদ্ধের নিন্দন,

করিতেছে এ গ্রন্থের কাল নিরূপণ । ৯ ।

মনুপ্রোক্ত-বাক্য, ভৃগু ক'রেছে কীর্তন,

কে ক'রেছে মনুস্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন ?

অবৈদিক ধর্মমত প্রবর্তকগণ,

ক'রেছে ঋষির নামে শাস্ত্র প্রচলন ।

কৈলাসে শিবারসহ শিবের কথন,

কেমনে শুনিলে বল তত্ত্বকারগণ ।

নিত্যবুদ্ধা মহামায়া কর নিরূপণ,

ধর্ম উপদেশে তার কিবা প্রয়োজন ?

তত্ত্বোক্ত দেবীর প্রশ্ন মানবীর প্রায়,

জগ-জননীর মুখে নাহি শোভা পায় ।

শ্রুতিও অপরাবিদ্ধা নামে আখ্যায়িত, । ১০ ।

শাস্ত্রপাঠে তত্ত্বজ্ঞান নহে সম্ভাবিত ।

স্বীয় অনুভূতি আর গুরু উপদেশ,

শাস্ত্রবাক্য-সহ যদি হয় নির্বিবশেষ ।

মুমুক্শু জনের দ্বিধা হয় বিদূরিত,

শাস্ত্রের অভ্রান্তি-ভ্রান্তি হয় নিরূপিত ।

ঈশ্বর

জগতের সৃষ্টিকর্তা পালন সংহারকারী
সর্বদর্শী সর্বশক্তিমান ।
মহাসিন্ধু করুণার প্রেম-প্রস্রবণ তুমি
সুখ শ্রীতি শান্তির নিধান ॥

অনাদি অনন্ত তুমি স্বীয় মহিমায় স্থিত
সর্বব্যাপী আছ সর্বস্থানে ।
হও নিত্য পরিপূর্ণ নাহি কোন প্রয়োজন
আত্মরতি তৃপ্ত আত্মজ্ঞানে ॥

‘আয় দণ্ড করে ধরি’ পাপ পুণ্য উভয়ের
করিতেছ যথার্থ বিচার ।
কেহ নহে আত্ম পর সকলে সম্মান তব
সবাকার সম অধিকার ॥

বিপদে সম্মাপে শোকে রোগে যম-যন্ত্রণায়
যবে জীব করে হাহাকার ।
ডাকিলে কাতর প্রাণে দীন জনে কর দয়া
পতিত-পাতকি-সমুদ্বার ॥

গড় খোদা হরি হর পিতা মাতা পতি সখা
যে নামে যে করে সন্তাষণ ।

অন্তর্যামী ভগবান ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু
অভিলাষ কর সম্পূরণ ॥

চিন্ময় মূর্তি তব মানবের জড় নেত্র
দেখিতে না পায় কদাচিত ।
অজ্ঞানীর মনোরাজ্যে বিশ্বাস-মন্দির মধ্যে
চিরদিন আছ প্রতিষ্ঠিত ॥

কিরূপে হে জগদীশ- এই জড় জগতের
সৃষ্টিকার্য্য করেছ সাধন ?
নির্মিত কি উপাদান হও তুমি এ বিশ্বের
কিংবা হও উভয় কারণ ॥

দেখা যায় এ জগতে স্বর্ণ স্বর্ণকার যোগে
অলঙ্কার হয় বিনির্মিত ।
ছিলে অদ্বিতীয় তুমি নাহি ছিল অণু কিছু
কিসে বিশ্ব হইল সৃজত ?

যদি জড় জগতের জড় রূপ উপাদান
আদি কালে ছিল অবস্থিত ।
উপাদানে সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন ক্ষর তুমি
নহ ভূমা ধ্বংস বিরহিত ॥

নিমিত্ত ও উপাদান

উভয় যতপি তুমি

জীব ঈশে নাহি কোন ভেদ ।

অলঙ্কার স্বর্ণখণ্ডে

ঘট আর মৃত্তিকায়

শুধু নাম রূপের প্রভেদ ॥

দুষ্ক হ'তে নবনীত

উত্থিত হইয়া পুন

সেইরূপ না হয় মিলিত ।

সেইরূপ এই বিশ্ব

হ'য়ে জাত ঈশ হ'তে

যদি ভিন্ন রূপে অবস্থিত ॥

অনন্ত ঈশ্বর হ'তে

অনন্ত বিশ্ব-বিশোগে

অবশিষ্ট থাকে “শূন্য” ফল ।

অনন্ত হইতে কভু

বিশোগ সম্ভব নয়

মূঢ়ের জল্পনা এ সকল ॥

সলিল তুমার শিলা

দুষ্ক ক্ষীর দধিরূপে

যেই ভাবে হয় পরিণত ।

বলে কোন সম্প্রদায়

সেইরূপ জগদীশ

তব পরিণাম এ জগত ॥

চৈতন্যস্বরূপ তুমি

যদি জড়ে পরিণত

পরিবর্তনশীল তবে হও ।

যাহা পরিবর্তনশীল

তাই হয় ধ্বংসগত

অব্যয় শাস্ত তুমি নও ॥

বলে কত ধর্মশাস্ত্র হয় তব ইচ্ছা হ'তে
 জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় ।
 অভাব ইচ্ছার ভিত্তি তুমি তৃপ্ত পরিপূর্ণ
 কেন হবে ইচ্ছার উদয় ?

চেতন-জড়-সংযোগে হ'য়ে বিকশিত মন
 করে নানা ইচ্ছা আকিঞ্চন ।
 একমাত্র ছিলে তুমি আত্মতৃপ্ত আত্মরতি
 সম্ভবে না ইচ্ছা কদাচন ॥ ১২ ॥

জড় জীব পরিপূর্ণ বিচিত্র অনন্ত বিশ্ব
 কি কারণে করিলে সৃজন ?
 শান্ত নিরঞ্জন তুমি সদা আত্মানন্দময়
 বিশ্বে তব কিবা প্রয়োজন ?

প্রেমময় দয়াময় আনন্দস্বরূপ ঈশ
 হও যদি জগত কারণ ।
 কেন বিশ্বে জরা মৃত্যু রোগ শোক পাপতাপে
 হাহাকার করে জীবগণ ?

ক্ষর যৌবন জীবন ক্ষর সুখ উপাদান
 অনিত্যতা দুঃখের কারণ ।
 গড়েছ অনিত্যরূপে জড়, জীব, ভাবরাজ্য
 তাই বিশ্ব দুঃখে নিমগন ॥

অর্জন করিতে বিড়া যশো মান ধন ভোগ্য
হয় প্রায় জীবন বিগত ।

থাকে শেষে অবশেষ ভোগ্য আর ভোগতৃষা
ভোগশক্তি হয় অপহত ॥

জীবন যৌবন রূপ বল বীৰ্য্য স্বাস্থ্য সুখ
স্নেহ প্রেমাস্পদ ধন জন ।

কেন তুমি দাও জীবে কেন পুন লও হ'রে
না হইতে বাসনা পূরণ ?

প্রদানি অপত্য স্নেহ দেখাইয়া পুত্র মুখ
হ'রে লও কিসের কারণ ?

হতভাগ্য পিতা মাতা হতাশ ভগ্ন হৃদয়ে
হয় শোকসাগরে মগন ॥

প্রেমিক হৃদয় হ'তে হ'রে লও প্রেমাস্পদে
শোকশোলে করিয়া আহত ।

যত আশা অভিলাষ সুখের কল্পনা যত
নিরাশায় হয় পরিণত ॥

সুখাতুরে দিয়া অন্ন তৃষিতে প্রদানি বারি
কেড়ে' লও মুখের আহার ।

পানীয় পানের কালে ভেঙ্গে ফেল পানপাত্র
ধন্য দানশীলতা তোমার ॥

অন্তর্যামী জগদীশ

জীব হুঃখ শোক তাপ

অনুভব কর কি কখন ?

কিরূপে প্রিয়বিরহে

হৃদয় শ্মশান মাঝে

শোকানল জ্বলে অনুক্ষণ ॥

জরা জীর্ণ দেহেন্দ্রিয়ে

অতৃপ্ত ভোগ বাসনা

কত হুঃখ দেয় জীবগণে ।

কত হুঃখ ভোগে অন্ধ

পদু ক্লীব মুকগণ

ক্ষুণ্ণাতুর পিপাসিত জনে ॥

কত তাপ অপমানে

রোগের যাতনা কত

কত হুঃখ দেয় মৃত্যুভয় ।

কেমনে বুঝিবে তুমি

নাহি যার জন্ম মৃত্যু

জরাব্যাধি আসক্তি আশয় ॥

সর্বব্যাপী জগদীশ

আছে কি হে ব্যাপ্তি তব

জীবের জীবন্তে দেহ মনে ?

আহ কি সঙ্কল্পে কর্মে

শুভাশুভ কর্মফলে

পাপ তাপ প্রার্থনা ক্রন্দনে ?

সর্বগত সর্বময়

হও যদি জগদীশ

জীব ঈশ নহে ভিন্নাকার ।

কোথায় জীবের সত্ত্বা

সাধক সাধ্য সাধন

জড় জীব মুরতি তোমার ॥

জড় জীব হ'তে ভিন্ন হয় যদি জগদীশ
 ভ্রমত্ব নিত্যত্ব লুপ্ত হয় ।
 যাহা কিছু পরিচ্ছিন্ন তাই হয় ধ্বংসগত
 অব্যয় শাস্ত কভু নয় ॥

কেহ জ্ঞানী ধনী মানী সবল সুস্থ সুন্দর
 করে ভোগ সুদীর্ঘ জীবন ।
 কেহ জন্মাবধি অন্ধ রুগ্ন ক্লীব পঙ্গু মুক
 করে ক্লেশে জীবন যাপন ॥

কেহ বা সুরম্য হর্ম্যে বিলাস প্রমোদে রত
 করে ভোগ রাজ্য রত্ন ধন ।
 কেহ ভগ্ন পর্ণ গৃহে বস্ত্রহীন অন্নহীন
 করে দুঃখে জীবন ধারণ ॥

সকলি সম্ভান তব হয় যদি জগদীশ
 কেন এই বিচিত্র সৃজন ।
 সর্বজীবে সমদৃষ্টি দেখিতে না পাই তব
 নহ সমদর্শী ভগবন্ ॥

মৃত শিশু বুকে চেপে শোকে উন্মাদিনী মাতা
 চাহে ভিক্ষা পুত্র-প্রাণধন ।
 সাকরুণ সে বিলাপে কঠিন পাষণ গলে
 তুমি দয়া কর না কখন ॥

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পিতা

অন্ধের সম্বল যষ্টি

মৃত পুত্রে করি আলিঙ্গন ।

ডাকে তোমা দীন বন্ধু

কোথা দয়াময় বলে

তুমি দয়া কর কি তখন ?

আহতা বিহগী প্রায়

পতিশোকে অনাথিনী

ছটফট করে যাতনায় ।

শোকে জ্বলে যায় বুক

বলে কোথা দয়াময়

তুমি দয়া কর কি তাহায় ?

হিন্দুর বাল-বিধবা

মরু ভূমে মুগশিশু

ভোগ্য মরীচিকা চারিধারে ।

সমাজ-রবি-কিরণে

দহিছে কোমল প্রাণ

কেন দয়া না কর তাহারে ?

ছুভিক্ষ মহামারীতে

কত দেশ জনপদ

হ'তেছে অরণ্যে পরিণত ।

মহাছুঃখে নরনারী

করিতেছে হাহাকার

তুমি ছুঃখ মোচনে বিরত ॥

ধাক বুঝি বহু দূরে

স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠধামে

নাহি শুন জীবের ক্রন্দন ।

কিংবা তব নাহি দয়া

জীবের ছুঃখ বিলাপে

নাহি গলে হৃদয় কখন ॥

যদি বল কৰ্মফলে সুখ দুঃখ ভোগে জীব
ব্যতিক্রম না হয় কখন ।

কৰ্মই প্রধান তবে তব পূজা আরাধনা
প্রার্থনার কিবা প্রয়োজন ?

সুকৰ্ম কুকৰ্ম যত পাপপুণ্য নরকাদি
সকলই তোমার সৃজন ।

সুকৰ্মে একের মতি অপরের মন্দ কৰ্মে
কেন হয়, কিসের কারণ ?

সত্ত্ব রজ তম যোগে হ'তেছে মনের সৃষ্টি
ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি গঠন ।

শ্রুতি যদি হও তুমি স্মৃতি কুমতি কৰ্ম
সকলের তুমিই কারণ ॥

যদি তুমি প্রেমময় পাপ তাপ নরকাদি
কেন তবে করিলে সৃজন ?

সৃষ্টি ক'রে নরনারী কুবুদ্ধি কুমতি দিয়ে
দুঃখার্ণবে করিলে মগন ॥

খৃষ্ট মহম্মদ বলে সয়তান সুকৌশলে
করে জীবে পাপে নিমগন ।

কেন তবে প্রেমময় এ হেন ভীষণ শত্রু
মানবের করিলে সৃজন ॥

সর্বজ্ঞ যতাপি হও এ সৃষ্টির ফলাফল
 তুমি জ্ঞাত ছিলে ভগবান ।
 সয়তান নহে দায়ী নহে দোষী জীবগণ
 তুমি পাপ তাপের নিদান ॥

করি' সয়তানে হত জীবের পাপতাপের
 কেন নাহি কর প্রতিকার ?
 আদম হবার দোষে ছুঃখ দেও সর্বজীবে
 বলিহারি বিচার তোমার ॥

কোন সম্প্রদায় বলে সৃষ্টি ক'রে পাপ পুণ্য
 ক'রে স্বর্গ নরক সৃজন ।
 স্বাধীন ইচ্ছা মানবে প্রদান ক'রেছ তুমি
 ইচ্ছাফল ভোগে জীবগণ ॥

দেশকাল পাত্রভেদে বিভিন্ন ধর্মসমাজে
 পাপ পুণ্য একরূপ নয় ।
 একমতে যাহা পাপ মতান্তরে স্বর্গপ্রদ
 পুণ্যকর্মরূপে গণ্য হয় ॥

দস্যুবৃত্তি প্রবন্ধনা পাপ সমাজনীতিতে
 রাজনীতি নাহি গণে পাপ ।
 স্বর্গকামনায় গাজি করে কাফের নিহত
 কভু নাহি ভোগে অনুতাপ ॥

কোনমতে পশুবধ

হয় ধর্ম স্বর্গপ্রদ

মতান্তরে পাপ গণ্য হয় ।

তিব্বত যোয়ানাসারে

বহুপতি করে নারী

গণিকা বলিয়া গণ্য নয় ॥

নিরপেক্ষ দ্রষ্টারূপে

দেখি যদি এ সকল

পূর্বাপর করিয়া বিচার ।

কুকর্ম সুকর্ম জ্ঞান

হিতাহিত বিচারের

ভিত্তি, শিক্ষা সমাজ সংস্কার ॥

মানব পুরুষকার

হয় সদা পরাহত

ব্যর্থ হয় ইচ্ছা আকিঞ্চন ।

অজ্ঞাত অনজ্ঞ্য শক্তি

জীবের জীবনচক্র

নিয়মিত করে সর্বক্ষণ ॥

কেবা আছে এ জগতে

চাহে হতে অন্ধ পশু

দীন মুখ কুরূপ বধির ?

কে না চাহে হ'তে সুস্থ

সবল বিদ্বান ধনী

জ্ঞানী মানী রাজা বাগ্মী বীর ॥

কেবা চাহে স্বইচ্ছায়

হইতে দম্য তস্কর

নরহত্যা শঠ প্রবঞ্চক ।

প্রদীপ্ত জঠরানল

ভোগ সুখের বাসনা

হয় পাপপথ প্রবর্তক ॥

শব্দলুক্ যুগগণ

শুনিয়া বাঁশরী রব

পরে গলে বাগুরা বন্ধন ।

হস্তিনীর ছলনায়

আলানে আবদ্ধ হয়

স্পর্শলোভে মত্ত করিগণ ॥

রূপমুগ্ধ পতঙ্গম

দেখিয়া রূপের ছটা

বাঁপ দেয় অনল-শিখায় ।

সুস্বাদু চারের লোভে

রসলোলুপ মীনের

সুতীক্ষ্ণ বাঁড়িশে প্রাণ যায় ॥

পদ্ম মধ্যে হ'য়ে বদ্ধ

গন্ধলুক্ ভৃঙ্গগণ

চিরদিন হইতেছে হত ।

এইরূপে জীবগণ

ভোগে দুঃখ, হয় হত

বিষয় বিশেষে হ'য়ে রত ॥

হতভাগ্য মানবের

প্রথর পঞ্চ ইন্দ্রিয়

বিষয় বাসনা খরতর ।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস

গন্ধাদি বিষয় পঞ্চ

অভিভূত করে নিরন্তর ॥

এক ইন্দ্রিয় সংযোগে

একটা বিষয়ভোগে

হয় যদি হত জন্তুগণ ।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংযোগে

পঞ্চ বিষয়ের ভোগে

অবধার্য মানব-পতন ॥

পুণ্য পাপ কর্মফল

তব স্বর্গ নরকাদি

হয় জীব-ইন্দ্রিয় অতীত ।

সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য যশ

মনোহর প্রলোভন

চতুর্দিকে রেখেছ সজ্জিত ॥

পাতিয়া মোহের জাল

বাধরূপী জগদীশ

অন্তরালে আছ লুক্কায়িত ।

বিষম বিষয়ফাঁদে

বিমুক্ত মানবগণ

অহরহ হতেছে পতিত ॥

স্বাধীন ইচ্ছার ছলে

দোষী ক'রে যুগ মীনে

হস্তা কভু পায় অব্যাহতি ?

পাপে নিপতন তরে

নিরীহ মানবগণে

দোষী করে কাহার শকতি ?

দেশকাল পাত্র ভেদে

বিভিন্ন ধর্মসমাজে

কেন তুমি বিভিন্ন আকার ।

কোন দেশে নিরাকার

কোন সমাজে সাকার

কোথা নররূপে অবতার ॥

বিভিন্ন ধর্মসমাজে

বিচিত্র স্বরূপ গুণ

কি হেতু বিভিন্ন তব নাম ।

স্বর্গ বৈকুণ্ঠ গোলোকে

বিহিস্ত্ বা বৃন্দাবনে

অথবা সর্বত্র তব ধাম ॥

তব অবতার, তব কিংবা তব প্রেরিতের
উপদেশ একরূপ নয় ।

বিরুদ্ধ প্রলাপ বাক্য এক দেশে যাহা সত্য
অন্য দেশে মিথ্যা গণ্য হয় ॥

অন্ধবিশ্বাসের গণ্ডি অতিক্রম করি' কেহ
দেখে যদি করিয়া বিচার ।

বুঝিতে পারে সে জন তব অস্তিত্বের মূল
অনুমান-বিশ্বাস-সংস্কার ॥

আপন বিশ্বাস বিনা তোমার অস্তিত্বে বল
আস্তিত্বের কি আছে প্রমাণ ?
পক্ষান্তরে নাস্তিত্বের আছে কি প্রমাণ কিছু
বিনা অবিশ্বাস, জড় জ্ঞান ?

তব অস্তিত্ব নাস্তিত্ব রূপগুণ স্থান বাক্য
মানবের কল্পনা রচিত ।

অজ্ঞের হৃদয়রাজ্যে বিশ্বাস-মন্দিরে বিনা
বল তুমি কোথা অবস্থিত ॥

দর্শন, বিজ্ঞান-জ্যোতি উদ্ভাসিত স্থান, তব
প্রীতিপ্রদ নহে কদাচন ।

বিশ্বাস-তিমিরাবৃত অজ্ঞের হৃদিকন্দরে
কর তাহে আবাস-স্থাপন ॥

লেইঙ্গ, পিথোগোরাস সফ্রেটিস্, টিন্ডেল
এরিষ্টটোল ইমারসন্ ।

ইউরিপাইডিস্ প্লেটো এম্পিডোক্লিস্ ক্রণো
হাক্সলী, ক্যান্ট, মিল, হাড্‌সন্ ॥

গ্যাসেন্ট ভলটেয়ার ডেনিস্ ডিমোক্রিটস্
লক্, গেটে এপিকুইরস্ ।
ডিকারটিস্, ডারুইন, হার্টলী ফাইজ্, ক্লড্
স্পেন্সর, কোপারনিকস্ ॥

এইরূপ শত শত পাশ্চাত্য প্রাচীন নব্য
দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ ।
পায় নাই চিহ্ন তব দর্শন-বিজ্ঞানালোকে
করিয়া সন্ধান আজীবন ॥

তব অবতার কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন যাগকালে
করিয়াছে তোমা প্রত্যাখ্যান ।
অস্তিচেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ এই বাক্যে ভাগবতে
আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ॥

কপিল ব্যাসাদি ঋষি প্রত্যক্ষ বা অনুমানে
না পাইয়া সন্ধান প্রমাণ ।

সাংখ্য বেদান্তাদি শাস্ত্রে করিয়াছে জগদীশ
তোমার অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান ॥ ৩ ।

তাপত্রয়রূপ ক্লেশ বিনির্মুক্ত যেই জন
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম বিবর্জিত ।

আশয়বিহীন যিনি করম ফল জনিত
বিষম বিপাক বিরহিত ॥

সর্ববত্ত পুরুষ যিনি সকলের চিরগুরু
কালত্রেয় পরিহীন নয় ।

প্রণব বাচক যার হেন পুরুষ বিশেষ
যোগসূত্রে ঈশ বাচ্য হয় ॥ ৪ ।

কিন্তু সৃষ্টিলয়কারী মুক্তিদাতা পাতা আদি
গুণরাজি না করি' ব্যাখ্যান ।

ঈশ-শব্দে পতঞ্জলি তোমাকে করেছে লক্ষ্য
কিরূপে করিব অনুমান ॥

হয় বিপাক আশয় ক্লেশকর্ম্ম বিবর্জিত
তত্ত্বজ্ঞানী জীবনমুক্ত জন ।

এহেন জীবনমুক্ত মুমুক্শু জনের গুরু
করে ব্রহ্মপদ প্রদর্শন ॥

আত্মার বিকাশ মাত্র স্থাবর জঙ্গম যত
জগৎ প্রপঞ্চ আত্মময় ।

আত্মজ্ঞানে সর্ববত্ততা ঋতি করে নিরূপণ
আত্মজ্ঞ সর্ববত্ত বাচ্য হয় ॥ ৫ ।

অতীতে ছিল প্রমুক্ত আছে মুক্ত বর্তমানে
ভবিষ্যতে হইবে যখন ।

ত্রিকালে অনবচ্ছিন্ন সর্ববৃত্ত জীবনমুক্ত
নহে কালে বন্ধ কদাচন ॥

জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি জীবের অবস্থা ত্রয়
তুরীয় চতুর্থ দশা হয় ।
তুরীয়ে সংস্থিত যিনি প্রণব বাচক তার
শ্রুতিস্মৃতি করিছে নির্ণয় ॥ ৬ ।

সাংখ্যদর্শন মতে হয় ব্যবহার ক্ষেত্রে
পুরুষের বহুত্ব নির্ণীত ।
পুরুষ বিশেষ বাক্যে পুরুষের একতম
যোগসূত্রে ঈশ নামাঙ্কিত ॥

এহেন মুক্ত পুরুষ পতঞ্জলির ঈশ্বর
তাহাকে করিলে প্রণিধান ।
সিদ্ধ হয় সবিকল্প স্বর্গ বা কৈবল্য লাভ
যোগসূত্র করে না প্রমাণ ॥

ঈশ-শব্দ থাক। হেতু সেশ্বর সাংখ্য আখ্যায়
যোগসূত্রে করি' নামাঙ্কিত ।
তোমাতে বিশ্বাসী জন করে অপরে বঞ্চনা
আপনিও হয় প্রবঞ্চিত ॥

মায়িক উপাধিযোগে ঈশ্বর জীবন ব্রহ্মে
পরমার্থে ঈশ মিথ্যা হয় ।

বেদান্তে সমষ্টিরূপী ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ
উপাস্ত্র প্রণম্য কভু নয় ॥ ৭ ॥

দ্বিবিধ বৈদিক বাক্য লৌকিক পারমার্থিক
আছে চতুর্বেদে নিবেশিত ।

পারমার্থিক বচন অবাস্তুর, মহাকাব্য
এই দুই ভাগে বিভজ্জিত ॥

চৈতন্যের বিশেষণ সর্বব্যাপী, অন্তর্ধামী
সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ।

অবাস্তুর পদ বাচ্য হইবে তাৎপর্য বোধ
কর যদি সূক্ষ্ম প্রণিধান ॥

জড় জীব হ'তে ভিন্ন সৃষ্টি, স্থিতি লয়কারী
জগদীশ হইলে স্বীকৃত ।

সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তি সর্বব্যাপ্তি আদিগুণ
কিরূপে হইবে আরোপিত ?

জন্ম অন্ধ মানবের কমললোচন নাম
পরিহাসে হয় পরিণত ।

জড় জীব হ'তে ভিন্ন সসীম ঈশের আখ্যা
'সর্বব্যাপী' হয় অসঙ্গত ॥

অণু পরমাণু মধ্যে পরিব্যাপ্ত যে চৈতন্য
 জড় জীব, দেহ আত্মা মনে ।
 সেই সর্বব্যাপী হ'তে জীবের স্বতন্ত্র সত্তা
 বিশ্লেষিত হইবে কেমনে ?

তুমি, তিনি সর্বব্যাপী একপে ঈশে নির্দেশ
 দ্বৈত জ্ঞানে করে যেই জন ।
 নাহি তার আত্মদৃষ্টি তার 'সর্বব্যাপী' শব্দ
 অর্থহীন প্রলাপ-বচন ॥

জগতের যত জীব 'তুমি সর্বব্যাপী' শব্দে
 করিলে তোমাকে সম্ভাষণ ।
 সর্ব জীব হ'তে ভিন্ন তব 'সর্বব্যাপী' সত্তা
 সিদ্ধ নাহি হয় কদাচন ॥

যবে যোগী ভূমা ঈশে আপন আমিহে ব্যাপ্ত
 একাকার করে দরশন ।
 হয় লুপ্ত 'তুমি তিনি' বলে আত্মা সর্বময়
 'আমি' সর্বব্যাপী সনাতন ॥

জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, ত্রয়ে জ্ঞানের আকর জ্ঞাতা
 জ্ঞাতা হ'তে জ্ঞেয় ভিন্ন হয় ।
 বহুজ্ঞ অল্পজ্ঞ হ'তে ভিন্ন পরিচ্ছিন্ন ঈশে
 সর্বজ্ঞতা যুক্তিযুক্ত নয় ॥

অনন্ত জীব-অন্তরে সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী
জ্ঞাতা দ্রষ্টা রূপে অবস্থিত ।
নাহি অন্য জ্ঞাতা কেহ 'নাহোহতোহস্তি দ্রষ্টা মত্তা'
শ্রুতি বাক্যে হয় প্রমাণিত ॥

স্থাবর জঙ্গম যত অল্লাধিক পরিমাণে
সকলেই শক্তিমান হয় ।
এ সকল শক্তি হ'তে হ'লে ভিন্ন ঐশ-শক্তি
তাহা সর্বশক্তি বাচ্য নয় ॥

যদি বল জড় জীবে নহে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি
এক ঐশ শক্তির বিধান ।
তাহা হ'লে সে শক্তির শক্তিমানে স্থিতি হেতু
ঘটে ঘটে সর্বশক্তিমান ॥

সৃষ্টি স্থিতি লয় রূপ ক্রিয়ার কারণ শক্তি
প্রকৃতি বা মায়ার নিহিত ।
মায়ার সম্বন্ধ যোগে নিগুণ শাস্ত চৈতন্য
সর্বশক্তিমান নামাঙ্কিত ॥

মায়াময় সর্ব, শক্তি মিথ্যা দ্বৈত জ্ঞান রূপ
খ-কুসুম করি' আহরণ ।
গাঁথিয়া কল্লনাসূত্রে তোমাকে করে সজ্জিত
মোহজালে মুক্ত জীবগণ ॥

যোগজ বড় ঐশ্বর্য্য বুথানে যোগীর ভোগ্য
হয় ঈশে বুথা বিকলিত ।

বিশ্বরূপ ঐশ্বর্য্যের অভিমানে চিৎসত্তা
বেদান্তে ঈশ্বর নামাধিত ॥

বেদ, বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঈশ বা সগুণ ব্রহ্ম
নহে জীব ভাবে অনঙ্কৃত ।

ঈশ্বরে ত্রায়পরতা দয়া প্রেম আদিভাব
নহে আর্ষ-শাস্ত্রানুমোদিত ॥

দয়া প্রেম গুণযুত পুরাণের অবতার
জীব হ'তে কভু ভিন্ন নয় ।

খৃষ্ট মুসলমান ধর্ম্ম সংস্রবে আর্ষ্যসমাজে
হইয়াছে তব অভ্যুদয় ॥

কালের কুটিল চক্রে অবিজ্ঞা জলদজালে
আচ্ছাদিত হ'লে দিক্ দেশ ।

যবন-বাটিকা সহ দয়াময় প্রভু তুমি
এ ভারতে করেছ প্রবেশ ॥

প্রবল জাতি বিশেষ দুর্ব্বলে করিয়া জয়
আধিপত্য করিলে বিস্তার ।

প্রবলের ভাষা রীতি বিশ্বাস সংস্কার করে
অধীন-সমাজ অধিকার ॥

সমাজ, ধর্ম, রীতি রক্ষিতে ভারতবাসী
করিয়াছে যত্ন একশেষ ।

কিন্তু বিদেশীয় ভাব হিন্দুর অজ্ঞাতসারে
ক্রমে ক্রমে করেছে প্রবেশ ॥

বিজাতীয় ভাষা বেশ অবরোধ আদি সহ
অষ্টা-পাতা ঈশ্বরে বিশ্বাস ।

হ'য়েছে ব্যাপ্ত সুদৃঢ় ব্রহ্মবিদ্যা বিচারের
এবে আর নাহি অবকাশ ॥

মুসলমানের আল্লা খৃষ্টানের গড্ এবে
একাধারে হ'য়ে সমন্বিত ।

পতিত হিন্দুসমাজে অষ্টা পাতা দয়াময়
ঈশ্বররূপে হয় উপাসিত ॥

সৃজন পালনকারী দয়াময় মুক্তিদাতা
পাপ-তাপ-হারী ভগবান ।

বেদ বেদান্ত দর্শনে কোথাও অস্তিত্ব তব
নাহি পাই করিয়া সন্ধান ॥

কোথা তব দয়াপ্রেম কোথা তব আয়দণ্ড
কোথা তব শক্তি ভগবন্ !

বিপন্ন আর্ন্ত দুর্বল চাহে আশ্রয় অভয়
তাই করে তোমাকে সৃজন ॥

আছে জীবে দয়া প্রেম শক্তি জ্ঞান বিবেকাদি
শ্রেষ্ঠতম যত উপাদান ।

সেই সব উপাদানে মানব কল্লনাবলে
করে ঈশ তোমাকে নিৰ্মাণ ॥

নিভৃত হিমাঙ্গি-অঙ্কে আত্মস্থ হইয়া যোগী
দেখে বিশ্ব সর্ব আত্মময় ।

জড় ঈশে, জড় জড়ে জীবে ঈশে, জীব জীবে
জীব জড়ে কভু ভিন্ন নয় ॥

এক তেজ এ জগতে ভিন্ন রূপ গুণ যোগে
বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত ।

একজন নদী হ্রদ তড়াগ কূপ সাগর
প্রসবণরূপে অবস্থিত ॥

ঘটাদি আধার ভেদে বহুরূপধারী ব্যোম
এক ভিন্ন কভু বহু নয় ।

স্বপ্নকালে একমন দেশকাল কর্তা কৰ্ম্ম
কৰ্ম্মফলরূপে দৃষ্ট হয় ॥

মানস পরিকল্পিত জীব জড় আদি যত
সকলই হয় মনোময় ।

সেইরূপ এ জগত আত্মার স্পন্দন মাত্র
মায়া ভিন্ন অত কিছু নয় ॥

চিন্ময় অব্যয় আত্মা অনন্ত ভূমা মহান্
জীব জড়রূপে অধ্যাসিত ।

তরঙ্গ-ফেন-বুদ্ধুদ নহে ভিন্ন জল হ'তে
নহে স্রষ্টা সৃষ্টির অতীত ॥

খণ্ড দেহ অভিমানে আত্ম-আত্মেতর-জ্ঞানে
চৈতন্যে জীবন্ত অধ্যাসিত ।

বিশ্ব আত্মময় জ্ঞানে সর্বদেহ অভিমানে
চৈতন্য ঈশ্বর নামাঙ্কিত ॥

দ্বৈত বোধে হয় জীবে ইষ্টানিষ্ট অনুভব
সুখ দুঃখ সাধন ভজন ।

ঈশ্বর চৈতন্যে কভু নাহি দ্বৈত অনুভূতি
বুঝা ডাকে ঈশে জীবগণ ॥

দয়া প্রেম আদি ভাব উদ্ভিত দ্বৈত সংযোগে
নাহি হয় ঈশ্বরে সম্ভব ।

জীবের ভিন্ন অস্তিত্ব সুখ দুঃখ স্তব স্তুতি
নাহি করে ঈশ অনুভব ॥

'তুমি ঈশ' 'আমি জীব' উভয়ের মধ্যে স্থিত
দ্বৈত-জ্ঞানরূপ পারাবার ।

অনন্ত জীবন যদি করে কেহ সম্ভরণ
কভু নাহি পায় পরপার ॥ ৮ ॥

দ্বৈত ভাবে কভু জীব নাহি পায় জগদীশে
ইদং জ্ঞানে ঈশ গ্রাহ্য নয় ।

অস্বদ্ প্রত্যয় গম্য চৈতন্য সর্ব সময়ে
আত্মজ্ঞানে উপলব্ধি হয় ॥

দেহ অভিমানরূপ অবিচার অপগমে
হয় যবে 'আমি' সর্বকময় ।

ত্রিতাপ হয় স্তিমিত লভে জীব ঈশ্বরত্ব
ইহার ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় ॥

অবিচার্য অধিষ্ঠিত চৈতন্য ঈশ্বর আখ্য
অবিজ্ঞাভিভূত জীবগণ ॥ ৯ ॥

অধ্যাসের অপগমে থাকে চৈতন্য নিষ্কল
জীব ঈশ থাকে না তখন ॥

নাহি সৃষ্টি নাহি স্রষ্টা নাহি জীব নাহি ঈশ
মায়ায় খেলনা সমুদয় ।

মোহ নিদ্রা অবসানে থাকি একমাত্র 'আমি'
অজ ভূমা অব্যক্ত অব্যয় ॥ ১০ ॥

অবতার

জগতের রীতি বিচিত্র বিকাশ, উচ্চ নীচ রূপে হতেছে প্রকাশ
গুণ ভেদে জীব যত ।

কেহ-বা আরাধ্য বিষ্ণু অবতার, কেহ ঋষি করে বেদের প্রচার
পীর পেগম্বর কত ॥

ঈশের ঔরস পুত্র কোন জন, প্রফেট প্রেরিত আছে অগণন
সিদ্ধ জীবনুক্ত কত ।

কেহ ভক্ত, জ্ঞানী, কেহ করে যোগ কেহ-বা কামনা করি স্বর্গভোগ
ধর্ম্যে কর্ম্যে হয় রত ॥

কেহ বলে প্রভু, আমি তব দাস, কেহ বলে আমি আত্ম স্বপ্রকাশ
কেহ অংশ করে মনে ।

বিচিত্র বুদ্ধিতে বিচিত্র সাধন, বিভিন্ন আরাধ্য করিয়া গঠন
রত হয় আরাধনে ॥

কোন পন্থা শ্রেয় কেবা শ্রেষ্ঠতর, বহু তর্ক যুক্তি বহু মতান্তর
আছে সদা সর্ব স্থানে ।

ভক্ত বলে ভক্তি মুক্তির কারণ কর্ম্মী বলে কর্ম্মে স্বর্গ আরোহণ
জ্ঞানী বলে মোক্ষ জ্ঞানে ॥

দ্বৈত ভাবে কভু জীব নাহি পায় জগদীশে
ইদং জ্ঞানে ঈশ গ্রাহ্য নয় ।

অস্মদ্ প্রত্যয় গম্য চৈতন্য সর্ব সময়ে
আত্মজ্ঞানে উপলব্ধি হয় ॥

দেহ অভিমানরূপ অবিচার অপগমে
হয় যবে 'আমি' সর্বকময় ।

ত্রিতাপ হয় স্তিমিত লভে জীব ঈশ্বরত্ব
ইহার ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় ॥

অবিচার্য অধিষ্ঠিত চৈতন্য ঈশ্বর আখ্য
অবিজ্ঞাভিভূত জীবগণ ॥ ৯ ॥

অধ্যাসের অপগমে থাকে চৈতন্য নিষ্কল
জীব ঈশ থাকে না তখন ॥

নাহি সৃষ্টি নাহি স্রষ্টা নাহি জীব নাহি ঈশ
মায়ায় খেলনা সমুদয় ।

মোহ নিদ্রা অবসানে থাকি একমাত্র 'আমি'
অজ ভূমা অব্যক্ত অব্যয় ॥ ১০ ॥

অবতার

জগতের রীতি বিচিত্র বিকাশ, উচ্চ নীচ রূপে হতেছে প্রকাশ
গুণ ভেদে জীব যত ।

কেহ-বা আরাধ্য বিষ্ণু অবতার, কেহ ঋষি করে বেদের প্রচার
পীর পেগম্বর কত ॥

ঈশের ঔরস পুত্র কোন জন, প্রফেট প্রেরিত আছে অগণন
সিদ্ধ জীবমুক্ত কত ।

কেহ ভক্ত, জ্ঞানী, কেহ করে যোগ কেহ-বা কামনা করি স্বর্গভোগ
ধর্ম্মে কর্ম্মে হয় রত ॥

কেহ বলে প্রভু, আমি তব দাস, কেহ বলে আমি আত্মা স্বপ্রকাশ
কেহ অংশ করে মনে ।

বিচিত্র বুদ্ধিতে বিচিত্র সাধন, বিভিন্ন আরাধ্য করিয়া গঠন
রত হয় আরাধনে ॥

কোন পন্থা শ্রেয় কেবা শ্রেষ্ঠতর, বহু তর্ক যুক্তি বহু মতান্তর
আছে সদা সর্ব স্থানে ।

ভক্ত বলে ভক্তি মুক্তির কারণ কর্ম্মী বলে কর্ম্মে স্বর্গ আরোহণ
জ্ঞানী বলে মোক্ষ জ্ঞানে ॥

কেহ বলে ধর্ম ধূর্তের ছলনা, বেদ আদি শাস্ত্র ভণ্ডের রচনা
জীবিকা অর্জন করে ।

নাহি স্বর্গ মোক্ষ আত্ম পরকাল, দেহনাশ হ'লে ফুরাবে জঞ্জাল
নাহি কিছু অতঃপরে ॥ ১ ॥

‘যামতিঃ’ ‘সাগতিঃ’ শাস্ত্রের বিধান, দাস তিনি যার দাসত্বাভিমান
অংশ কভু পূর্ণ নয় ।

জড়বাদী হয় জড়ে পরিণত, আত্মজ্ঞানী হয় অব্যয় শাস্ত
ভূমা চৈতন্যে বিলয় ॥

অধর্ম জগৎ হইলে প্লাবিত, ধর্ম-প্রবর্তন-হেতু অভ্যুদিত
ধরাধামে অবতার ।

নাস্তিক পাষণ্ডে করিয়া দলন, করিয়া জগতে ধর্ম-সংস্থাপন
করে দেহ পরিহার ॥ ২ ॥

অবতার-রূপে প্রভু নারায়ণ, কেবল ভারতে জনম-গ্রহণ
করিলেন কি কারণ ।

অপর প্রদেশে ছুষ্টের দমন, সাধু-পরিত্রাণ ধর্ম-সংস্থাপন
ছিল নাকি প্রয়োজন ?

যদি বল ঈশা, মুশা হজরত, বুদ্ধ রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মত
সকলেই অবতার ।

তবে তাহাদের অনুগামিগণে, বিধর্মী বা শ্লেচ্ছ বল কি কারণে
স্পর্শে হয় অনাচার ॥

যতপি তাহারা বিষ্ণু অবতার, সর্ব অবতার হয় একাকার
সকলেই ভগবান্ ।

রামাদি আরাধ্য মুক্তিদাতা হয়, মহম্মদ ঈশা ত্রাণকর্তা নয়,
কেন এই ভেদ জ্ঞান ?

শুধু আর্ঘ্যভূমে প্রভু নারায়ণ, করেন সতত জনম-গ্রহণ-
কর যদি অঙ্গীকার ।

ঈশ-নিষেবিত পবিত্র ভারত কি হেতু বিধর্মী পর-পদানত-
করে এবে হাহাকার ?

অর্দ্ধাশনে শুধু রক্ষা করি' প্রাণ, কাষ্ঠ-লোষ্ট্র পূজে ঋষির সন্তান-
বলে এবে কলিকাল ।

বিজ্ঞান-বাণিজ্যে প্রভুত্বস্ত স্থান, ধনরত্নপূর্ণ, বিধর্মী সন্তান-
জগতের মহীপাল ॥

করি' প্রভু হেথা জনম-গ্রহণ, পাষণ্ড-দলন ধরম-স্থাপন-
করিল কি উপকার ?

বিফল তাহার যত্ন আকিঞ্চন সর্বশক্তিমান্ নাম অকারণ-
কি ফল জনমে তার ?

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় যাহার কটাক্ষে সজ্জাটিত হয়-
সেই সর্বশক্তিময় ।

জীবসাধ্য কর্ম সাধনের তরে জঠর-যন্ত্রণা উপভোগ করে-
কিরূপে সঙ্গত হয় ॥

সর্বজ্ঞ ঈশ্বরে সৃষ্টির সময়, জীব-পরিণাম করম আশ্রয়
বুঝি নাহি মনে ছিল ।

তাই স্বীয় ভ্রম সংশোধন তরে, ভ্রণরূপ ধরি' নারীর উদরে
ধরাধামে জনমিল ॥

ঋক্ যজু সাম কিংবা অথর্ববেদে, সমস্ত বেদান্ত বড়-দরশনে
নাহি ইহা উল্লিখিত ।

অবিদ্যা আবৃত হইলে ভারত, পুরাণ কল্পিত অবতার যত
হইয়াছে প্রকটিত ॥ ৩ ॥

হ'লে ত্যক্ত পৌরাণিক গল্প যত, অবতার-বাদ ডারুইন-মত
নহে ভিন্ন কদাচন ।

মীন কূর্ম হ'তে হ'য়ে ক্রমোন্নত, রামকৃষ্ণ বুদ্ধরূপে পরিণত
হইয়াছে জীবগণ ॥

যে শক্তিতে যার হয় আবির্ভাব, সমশক্তি ভিন্ন তার তিরোভাব
হ'তে কি পারে কখন ?

অবতার-করে ধর্ম-স্থাপন, নাস্তিক সে ধর্ম করে নিরসন
অধর্মের সংস্থাপন ॥

অবতার-রূপে ব্রহ্ম প্রকাশিত, কোন্ উপাদানে পাষণ্ড সৃজিত
কেন কর ভিন্ন জ্ঞান ।

যে চৈতন্যমত্তা স্থিত অবতারে, নাস্তিক পাষণ্ড পাপিষ্ঠ আকারে
সে চৈতন্য বর্তমান ॥

পঞ্চমহাভূত যোগে বিনির্মিত জন্ম জরা মৃত্যু ধর্ম সমন্বিত
হয় জড় দেহ যত ।

ধর্ম-প্রবর্তক অবতারগণ নাস্তিক পাষণ্ড মহাপাপী জন
নহে ভিন্ন দেহগত ॥

সত্ত্ব-রজ-তমগুণাধিত মন পরিণাম-ভেদে বিচিত্র গঠন
উত্তম অধম জ্ঞান ।

নাস্তিক পাষণ্ড মহাপাপী নরে সাধু মহাজন সিদ্ধ অবতারে
একমন বিদ্যমান ॥

সত্ত্ব-রজ-গুণ প্রবল যে মনে তারে অবতার বলে অজ্ঞ জনে
তমাধিক্যে পাপী হয় ।

নহে অবতার তম বিরহিত পাপীর মনেও আছে সত্ত্বস্থিত
মন তিন গুণময় ॥

রাম-কৃষ্ণ আর কুমিকীট যত চৈতন্য-স্বরূপ অব্যয় শাস্ত
সকলেই অবতার ।

নামরূপ ভেদে ভিন্ন বোধ হয় উপাধি মায়িক কভু সত্য নয়
চিৎস্বরূপে একাকার ॥

অদৃষ্ট অব্যক্ত বিশ্বের কারণ সেই বস্তু রাম কিংবা কোন জন
কিরূপে নির্ণীত হয় ?

অজ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয় বিজ্ঞাত বস্তুতে তার সমন্বয়
কদাপি সম্ভব নয় ॥

পূর্বদৃষ্ট-সহ পুনঃ সন্মিলনে অথবা তাহার সাদৃশ্য দর্শনে
 'এই সেই' বোধ হয় ।

না করিয়া পূর্বের ব্রহ্ম-দরশন 'রাম সেই ব্রহ্ম' এরূপ বচন
 কভু স্মৃতিদ্বাস্ত নয় ॥

যদি বল ঐশ গুণ নিরূপণে অলৌকিক শক্তি, কৰ্ম্মাদি দর্শনে
 সিদ্ধ হয় অবতার ।

এইরূপ বাক্য যুক্তি-বিগর্হিত ঐশ-গুণ তব মনঃ-প্রকল্পিত
 প্রমাণ কি আছে তার ?

পূর্বের অদৃষ্ট, অজ্ঞাত বিষয় অজ্ঞের বিচারে অলৌকিক হয়
 দেখ করি, স্মৃতিচার ।

একালেও যত বৈজ্ঞানিকগণ কত 'অলৌকিক' করে প্রদর্শন
 কিন্তু নহে অবতার ॥

পুতনা-নিধন পর্বত-ধারণ বনে গোচারণ বসন-হরণ
 গোপীর মান-ভঞ্জন ।

বুদ্ধ জামদগ্ন্যে রণে নির্যাতন সাগর-বন্ধন, রাক্ষস-নিধন
 রনে পত্নী-বিসর্জন ॥

কোন শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রের বচন এসকল কৰ্ম্ম ঈশে আরোপণ
 নাহি করে কদাচন ।

করিছে তথাপি অবিবেকিগণ এসকল কৰ্ম্ম করি আলম্বন
 অবতার-সংস্থাপন ॥

জরাসন্ধ-ভীতি, অনৃত বচন মেঘনাদ-বধ বালি-সংহনন

গুপ্ত যাতকের প্রায় ।

জৈব রাজনীতি ক্রমাযোগ্য হয় কিন্তু কূটনীতি গুপ্তহত্যা, ভয়

ঈশ্বরে কি শোভা পায় ?

বহু মানবের যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষয় 'ভূভার-হরণ' বাচ্য যদি হয়

তাহে যদি অবতার ।

বোনাপাটি, টোগো আদি বীরগণে অবতার-জ্ঞানে সাধন-ভজনে

কর এবে অঙ্গীকার ॥

অহল্যা-উদ্ধার সাগর-বন্ধন পুতনাদি বধ পর্বত-ধারণ

বিশ্বরূপ-প্রদর্শন ।

'অলৌকিক শক্তি করি' আরোপণ অবতার-বাদ অবিবেকিগণ

করিতেছে সংস্থাপন ॥

অগস্ত্য ঋষির সিদ্ধজল-পান প্রত্নাবের রূপে পুনঃ প্রত্যাখ্যান

বিন্ধ্যাচল নির্যাতন ।

'রক্ষ-দানবের অদ্বুত প্রতাপ ঋষির শক্তি, বর, অভিষাপ

নহে ন্যূন কদাচন ॥

'আকাশে বিচিত্র গন্ধর্ব্ব নগরে' শিলাসুতশির ছেদনের তরে

শশশৃঙ্গ-ধনু ধরি ।

চলে স্নান করি মরীচিকা জলে খ-কুমুমমালা দোলাইয়া গলে

বন্ধ্যা-পুত্র হরা করি ॥”

এইরূপ মিথ্যা কবির কল্পনা পৌরাণিক যত অলীক জ্ঞান
করি ঐব সত্যজ্ঞান ।

করে নরপূজা অবিভাঙ্গগণ তাহাতেও তৃপ্ত নহে কত জন
পূজে বীর হনুমান ॥

রাম-কৃষ্ণ আদি শ্রেষ্ঠ জীবগণে আরাধ্য দেবতা না ভাবিয়া মনে
করিলে অনুসরণ ॥

ইহিত কি কভু হীন পদানত পুরুষত্ব শূন্য দাসে পরিণত
ভারত সন্তানগণ ?

ব্রহ্মচর্য্য, বলে অশ্রান্ত শরীর ব্রহ্মতেজোদীপ্ত জামদগ্ন্য বীর
ক্ষত্রকুল নিসূদন ?

ব্রহ্মচর্য্য, বীর্য্য দাঢ্য সৈর্য্য, তার আতম নির্ভর বীরত্ব অপর
নাহি চাহে হিন্দুগণ ॥

পিতৃভক্তি, দয়া অনুগত জনে সাম্রাজ্য-পালনে প্রজার রক্ষণে
শ্রীরাম আদর্শ হয় ।

তাহার চরিত্র গুণানুকরণে স্বীয় স্বজাতির উন্নতি-সাধনে
হিন্দু অভিলাষী নয় ॥

সন্তোগ সময়ে যিনি মহাভোগী, ত্যাগে তত্ত্বজ্ঞানে যিনি মহাযোদ্ধা
রাজনীতি বিচক্ষণ ।

একাধারে বহু গুণসমবিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ আদর্শ-চরিত্র
নাহি চাহে হিন্দুগণ ॥

রাজপুত্র বুদ্ধ প্রথম যৌবনে ত্যজি পিতা, পত্নী, পুত্র, রাজ্যধনে
হয়েছিল ব্রহ্মে লয় ।

সে বৌদ্ধ-বৈরাগ্য, সেই তত্ত্বজ্ঞানে নির্বীজ সমাধি কিংবা নিরবাণে
হিন্দু লালায়িত নয় ॥

এ সব আদর্শ করিয়া গ্রহণ তাহাদের মত হ'তে আকিঞ্চন
না করিয়া হিন্দুগণ ।

মৃতের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা, ক্রন্দন স্তুতি, নতি, জপ, সাধন, ভজন
করে বৃথা অকারণ ॥

এবে এ ভারত কলি-কবলিত তমোময় দাস্ত্রধর্ম প্রচলিত
হ'য়েছে কি সে কারণ ?

জীব, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, বৃক্ষ, গুল্ম, যত সকলের পদে হিন্দু অবনত
ধিক ঋষিস্মৃতগণ ॥

জলধিতে বীচি যেইরূপে জাত আমাতে জগৎ হয় প্রতিভাত
আমি রাম অবতার ।

প্রস্তুরে করিয়া সাগর-বন্ধন করিয়াছি রক্ষ রাবণে নিধন
সীতা সতী সমুদ্বার ॥

যমুনা-পুলিনে ব্রজের কাননে প্রেম-পাগলিনী ব্রজবালা সনে
করিয়াছি প্রেম কত ।

সারথি হইয়া কুরুক্ষেত্র-রণে সবান্ধবে সেই ছুঁই ছুর্য্যোদনে
কৌশলে করেছি হত ॥

কপিল-নগরে বুদ্ধ অবতারে ছাড়ি বুদ্ধ পিতা কাঁদায়ে গোপারে
তাজি' রাজ্য ধন মান ।

আহার তাজিয়ে তাজি' লোকালয় শুদ্ধ জ্ঞানযোগ করিয়া আশ্র
লভিয়াছি নিরবাণ ॥

জর্জনের তীরে যীশু অবতারে পরম পিতার পুত্রের আকারে
হইয়াছি প্রকটিত ।

পুতুল-পূজক অজ্ঞ জীবগণ নিরাকার-বাদ ক'রেছে গ্রন্থ
হইয়াছি ক্রুশে মৃত ॥

সীতা অপহারী 'আমিই' রাবণ, 'আমি' জরাসন্ধ কংস দুর্খ্যোদ
আমি পাপকর্ম্মে রত ।

আছে দেহিমাত্র 'আমি আছি' জ্ঞান, সকল আমিতে 'আমি' বর্জ্য
ধার্মিক পাতকী যত ॥

যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস বামদেবাকারে মহামোহময় অবিদ্যা আঁধারে
জ্বলেছি জ্ঞানের বাতি ।

তন্ত্র-পুরাণাদি স্মৃতিতে ঋতিতে, এই দুর্দিনেও ভারত-ভূমিতে
অলিছে সে দীপ ভাতি ॥

আমি গার্গী মৈত্রী কপিল বারুণী, আমি পতঞ্জলি গোতম আর্ক
কঠ কণ পরাশর ।

আত্র অষ্টাবক্র হারীত সনক, অঙ্গিরা জৈমিনি বশিষ্ঠ জন
হয় মম নামান্তর ॥

হ'য়ে লালায়িত যশো মান ধনে, খেলিয়াছি কত ব্যাভাদির সনে
শ্রামাকান্তরূপে 'আমি' ।

বৈরাগ্য উদয়ে ত্যজেছি সংসার এবে হিমালয় আনয় আমার
বলে লোকে সোহংস্বামী ॥

আমি বামুদেব আমিই বিভব, ব্রহ্ম গড্ খোদা ঈশ বিষ্ণু ভব
আত্মরূপে অন্তর্যামী ।

আমি সর্বসাধ্য আমিই সাধক, আমি সর্বপূজ্য আমিই পূজক
ধার্মিক নাস্তিক আমি ॥

আমি মহাকাল মম গর্ভগত, বর্তমান ভূত আর ভবিষ্যত
নহি বন্ধ কালে স্থানে ।

হবে, আছে, যাহা হয়েছে অতীত, আমি সর্বরূপে আমাতেই স্থিত
মম তত্ত্ব কেবা জানে ॥

কোরাণ পুরাণ তন্ত্র ভাগবত বেদ্ বাইবেল দর্শনাদি যত
আমা প্রকাশিতে চায় ।

জ্ঞানের স্বরূপ 'আমি' জ্ঞেয় নয় অনলে কি কভু অগ্নি দক্ষ হয় ?
শাস্ত্র কি আমায় পায় ?

দেবমূর্তি আর মেথরের ভাঁড় এক মৃত্তিকায় গড়ে কুস্তকার
নাম রূপ ভিন্ন হয় ।

দেবজ্ঞানে মূর্তি হয় উপাসিত মেথরের ভাঁড় অশুচি ঘণিত
কভু স্পর্শযোগ্য নয় ॥

কালবশে সেই মূর্তি আর ভাঁড় মাটিতে মিশিয়ে হয় একাকার
মাটি ভিন্ন অন্য নয় ।

এক হাতে হয় অনন্ত উদ্ভব হয় উপাদেয় উচ্চ নীচ স
একে পুন হয় লয় ॥

সেইরূপ বিশ্ব আমাতে প্রকাশ নাম রূপ ভেদে বিভিন্ন বিকাশ
হয় উপাদেয় জ্ঞান ।

নাম রূপ আদি হ'লে অন্তর্হিত বিচিত্র এ বিশ্ব হয় অন্তর্মিত
'আমি' থাকি বর্তমান ॥

—————

সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য যশো মান ভোগে
হয় সুখ বর্তমানে ।

আশা করে জীব ধর্ম্মে সুখ লাভ
হবে দেহ অবসানে ॥

বিষয়-সংযোগে হয় সুখ ভোগ
কিন্তু তাহা নিত্য নয় ।

ধর্ম্মে নিত্য সুখ করিয়া কল্পনা
ধর্ম্মকর্ম্মে রত হয় ॥

বিষয়ের তরে আশা-নিরাশায়
হয় জীব সন্তাপিত ।

ধর্ম্মজগতেও আশা-নিরাশায়
হয় মন আলোড়িত ॥

বিষয়-অর্জনে সঞ্চয়-রক্ষণে
করে জীব আকিঞ্চন ।

ধর্ম্মজগতেও চেষ্টা যত্ন ক্রেশ
করে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥

সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য যশো মান তরে
যুবো জীব অনুক্ষণ ।

ধর্ম্ম-রক্ষণে ধর্ম্ম-প্রচারেও
যুদ্ধ করে জীবগণ ॥

বিষয়ের তরে হিংসা ঘেব ক্রোধ
 হয় সদা উদ্দীপিত ।
 আছে ধর্মরাজ্যে হিংসা ঘেব ক্রোধ
 নহে তম বিরহিত ॥

বিষয়-ধরম দুই দুঃখময়
 এক রস্তুে দুটি ফুল ।
 জীব-হৃদয়ের সুখের বাসনা
 হয় উভয়ের মূল ॥

দেশ-দেশান্তর ভ্রমি' নরনারী
 ধরম প্রচার করে ।
 ধরম-দাতার কোন অপ্রতুল
 নাহি কভু এ সংসারে ॥

ধন রত্ন যত সতত মানব
 সঙ্গোপনে রক্ষা করে ।
 ধরম-প্রদানে নাহি কৃপণতা
 করে দান অকাতরে ॥

প্রদানে বিষয় হয় ক্ষয়, তাই
 দানকুণ্ঠ জীবগণ ।
 ধরম-প্রচারে শুধু বাক্য ব্যয়
 নাহি ক্ষতি কদাচন ॥

আপন আপন ধর্মশাস্ত্র মাত্র
 ভ্রান্তিহীন মহীতলে ।
 স্বীয় ধর্মমত করে সমর্থন
 শাস্ত্রপ্রমাণের বলে ॥

ব্রহ্মোদ্ভূত ঞ্জতি ঋষিকৃত স্মৃতি
 শিববাক্য তন্ত্র যত ।
 স্বয়ং ভগবান্ মুখ-বিনিঃসৃত
 গীতা শ্লোক সপ্তশত ॥

অবিচ্ছাদ জীবে দেখাইতে পথ
 আল্লাদত্ত একোরাণ ।
 ঈশ্বর-তনয় ঈশখৃষ্ট-বাক্য
 বাইবেলে বিদ্যমান ॥

বৌদ্ধশাস্ত্র-গ্রন্থে নবমাবতার
 বুদ্ধমত প্রচারিত ।
 বিচিত্র ধর্ম শাস্ত্র-সম্প্রদায়
 আছে বিশ্বে অগণিত ॥

কোন শাস্ত্রে ঈশ হয় সর্বব্যাপী
 কোথা সর্বরূপে স্থিত ।
 কোন শাস্ত্রে তিনি স্বর্গে স্বর্গময়
 সিংহাসনে বিরাজিত ॥

কোন শাস্ত্রে ব্রহ্ম হয় নিরঞ্জন

কোন মতে গুণাধিত ।

কোথা নিরাকার কোথা বা সাকার

দারা স্মৃত সমন্বিত ॥

ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র স্বর্গ নরকাদি

ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করে ।

সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্য

মুক্তি জীবের তরে ॥

এক শাস্ত্রে যাহা স্বর্গ-মোক্ষপ্রদ

গণ্য হয় পুণ্যরূপে ।

অন্য শাস্ত্রমতে সে কস্মি করিলে

মজিবে নিরয়কূপে ॥

জ্ঞান ভক্তি যোগ করমাদি ভেদে

চারি পন্থা প্রচলিত ।

আছে কত গুরু পথ-প্রদর্শক

গম্য স্থান অলঙ্কিত ॥

কোন্ শাস্ত্র সত্য কোন্ পন্থা শ্রেয়

কেবা করে নিরূপণ ।

সংস্কার শিক্ষার অনুরূপ পথ

করে সবে আলম্বন ॥

বিচিত্র বিরুদ্ধ শত শত ধর্ম

এ জগতে প্রচলিত ।

বিভিন্ন যুক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন মত

হইতেছে সমর্থিত ॥

সর্বজন-প্রিয় কোন ধর্মমত

কভু নাহি দেখা যায় ।

সেই হেতু, বিশ্বে যত ধর্মমত

আছে তত সম্প্রদায় ॥

হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি

আছে যত সম্প্রদায় ।

এক অপরের বিদ্বেষের পাত্র

ব্যবহারে দেখা যায় ॥

সম্প্রদায় মধ্যে এক শাখা পুন

অপরে বিদ্বেষ করে ।

এক শাখাতেও আছে মতানৈক্য

করে দ্বন্দ্ব পরস্পরে ॥

হিন্দু যেই ধর্ম সাধ্য সাধনাদি

করিতেছে সত্যজ্ঞান ।

ভিন্ন সম্প্রদায়ী গণ্য মান্য জীব

করে তাহা প্রত্যাখ্যান ॥

যেই বৌদ্ধ ধর্ম এ ভারত হ'তে
হ'য়েছিল নিরাকৃত ।

দেখ এবে তাহা সুসভ্য সমৃদ্ধ
কত দেশে প্রচলিত ॥

সেই দেশবাসী হিন্দুর সাধন
সাধ্যো উপহাস করে ।

হিন্দুর বিশ্বাস মূর্থতা, অজ্ঞতা
অন্ধতা তাদের তরে ॥

শিল্প রাজনীতি বিষয়-বিজ্ঞানে
যারা শ্রেষ্ঠ ধরাতলে ।

করিছে সাম্রাজ্য শাসন-বিস্তার
বুদ্ধি বীরত্বের বলে ॥

তাদের বিচারে হিন্দু-সম্প্রদায়
অর্দ্ধ সভ্য গণ্য হয় ।

হিন্দুর পাতক গোহত্যাদি কস্মে
তাহারা বিরত নয় ॥

যদি বল স্নেহ বিষয়-বিজ্ঞানে
যতপি শ্রেষ্ঠ হয় ।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সত্য ধর্ম জ্ঞান
তাদের আয়ত্ত নয় ॥

করে না প্রবেশ যাদের মস্তিষ্কে
জড় বিষয়ের জ্ঞান ।

এরূপ বচনে প্রকাশে তাদের
বৃথা দম্ভ অভিমান ॥

কার্য্য আলম্বনে কারণের সত্ত্বা
স্বরূপ নির্ণীত হয় ।

কার্য্যজ্ঞান-হীনে কারণের জ্ঞান
কদাপি সম্ভব নয় ॥

যদি বল সেই কারণ-নির্ণয়
করিয়াছে ঋষিগণ ।

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থায়
করিতেছি বিচরণ ॥

প্রফেট্-প্রেরিত মুক্ত অবতার
অশ্রুত্রণ দৃষ্ট হয় ।

ঋষি মহাজন তাহারা দুর্জয়
কিরূপে প্রামাণ্য হয় ॥

ঋষির বৈদিক বৈদান্তিক ধর্ম্ম
প্রচলিত নাহি আর ।

তত্ত্ব পুরাণের নব ধর্ম্মে দেশ
করিয়াছে অধিকার ॥

ভক্তিমার্গ, মূর্তি অবতার-পূজা

নামাস্কন সঙ্কীৰ্তন ।

বল কোন্ বেদ বেদান্ত, দর্শন

করিতেছে সমর্থন ?

হিন্দু-সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম, যাহা

বর্তমানে প্রচলিত ।

আধুনিক তাহা নব অভ্যুদিত

‘মহাজন’ প্রবর্তিত ॥

রামানুজ মধ্ব বল্লভ, গৌরাঙ্গ

তন্ত্র-প্রবর্তকগণ ।

কবীর নানক থিওসোফিকেল

মহাত্মা বা মুক্ত জন ॥

হয় মহাজন অথবা বৈদিক

ঋষিগণ মহাজন ।

পথানুসরণ করিবার অগ্রে

কর তাহা নিরূপণ ॥

হয় ক্ষীণ হিন্দু স্থায়ী সমাজের

ধরমের অভিমানে ।

কিন্তু ‘হিন্দু’ শব্দ শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে

‘নাহি দেখি কোন স্থানে ॥

এবে যেই ভাবে নেটিভ, নিগার
শব্দ হয় ব্যবহার ।

পারস্ত-ভাষায় হিন্দু হিন্দুস্থান
পার্যায়িক শব্দ তার ॥

যবনাধিকারে নব ধর্ম, আখ্যা
হইয়াছে প্রচলিত ।

নেটিভের ধর্ম নিগার সমাজ
হবে কালে প্রবর্তিত ॥

এক জলপানে জীব-নির্বিশেষে
পিপাসা নিবৃত্তি হয় ।

নাহি অত্যাচার, নাহি হয় তাতে
দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, ক্রোধোদয় ॥

কিন্তু নাহি বিশ্বে হেন সার্বভৌম
কোন ধর্ম প্রচলিত ।

সকল জীবের আধ্যাত্মিক তৃষা
হয় যাতে নিবারিত ॥

গ্রহণ-ত্যাগাদি করিছে প্রমাণ
ধর্ম্মাধর্ম্ম মনোময় ।

জলাদির তায় আপেক্ষিক সত্য
মায়িক বস্তুও নয় ॥

অতি পুরাকালে বেদ আলম্বনে
ছিল কল্পসূত্র যত ।

হ'য়েছিল তাহা পরে শ্রোত, গৃহ
ধর্মসূত্রে পরিণত ॥

ঋষি সাংখ্যায়ন কথ পারস্কর
বৌদ্ধায়ন জাহ্নয়ন ।

মাশক গেভিল আপস্তম্ব মনু
ভরদ্বাজ লাঠ্যায়ন ॥

এ সকল ঋষি শ্রোতাদি ত্রিবিধ
সূত্র করি প্রণয়ন ।

ভিন্ন বেদশাখী সমাজের তরে
ক'রেছিল প্রচলন ॥

পরে সূত্র হ'তে হ'য়ে অনুষ্টুপে
সংহিতাদি বিরচিত ।

মহাদির নামে বিভিন্ন সময়ে
হ'য়েছিল প্রচলিত ॥

সংহিতা-প্রণেতা কোন বেদশাখা
না করিয়া আলম্বন ।

সূত্রার্থ সহিত স্বীয় অভিমত
ক'রেছিল সংমিশ্রণ ॥

সে সাহিত্য পুন করিয়া বিকৃত
স্মৃতিশাস্ত্রে পরিণত ।

করেছ 'গোপাল' 'রঘু' 'কাশীনাথ'
নব্য স্মৃতিকার যত ॥

বঙ্গদেশে রঘু আখ্যাবর্তে কাশী
গোপাল দক্ষিণ দেশ ।

বেঙ্কেছে ভারতে স্মৃতির শৃঙ্খলে
তাহে এত দুঃখ ক্লেশ ॥

ছিল পুরাকালে স্মৃত্রের প্রণেতা
ব্রহ্মবিদু ঋষি যত ।

ব্রহ্মহা ব্রাহ্মণ স্মৃতিকর্তা এবে
তাহে হিন্দু অবনত ॥

বিধি প্রতিষেধ ধর্মশাস্ত্র যত
লোহ শৃঙ্খলের প্রায় ।

আখ্যানুতগণ স্মৃদূত বন্ধনে
হ'য়েছে নিবদ্ধ তায় ॥

ভোজন-সময়ে সে স্মৃতি-পেবনী
করে কণ্ঠ নিষ্পেষণ ।

যাত্রাকালে তার তিথি নক্ষত্রাদি
শূলে বিদ্ধ ছ'-চরণ ॥

শয়নে আসীনে

পশ্চিম উত্তর

দিশা হয় প্রত্যবায় ।

সকল সময়ে

অমাপূর্ণিমাदि

হয় তার অন্তরায় ॥

বিজ্ঞা, ধন তরে

বিদেশ-গমনে ।

সে স্মৃতি নিগড় প্রায় ।

গড়ি' নিজ হাতে

স্মৃতির শৃঙ্খল

ভারত আবদ্ধ তায় ॥

বেদে আয়ুর্বেদে

রয়েছে বিধান

যুবতি-বিবাহ তরে ।

নব্য স্মৃতিমতে

অনুচার রজ

পিতৃগণ পান করে ॥

বাল বিধবার

কুচ্ছ ব্রহ্মচার্য্য

একাদশী উদ্ভাপন ।

কুল পরিত্যাপ

ভ্রাণ হত্যাতরে

দ্যয়ী স্মৃতিকারগণ ॥

জারাজীর্ণ বৃদ্ধ

মুমূর্ষুর সহ

বালিকার পরিণয় ।

মৃত স্বর্ধপর

স্মৃতিকার মর্তে

কভু দোষাবহ নয় ॥

তৃতীয় পক্ষের বালা-স্ত্রী-সন্তোগী
 নিলজ্জ স্থবির তায় ।

ঘোড়শী যুবতী বালবিধবার
 চরিত্র রক্ষিতে যায় ॥

সাগর-সনিলে শিশু-বিসর্জন
 সতীদাহ বিবরণ ।

স্মৃতি-প্রণেতার মূঢ় জগতে
 করিতেছে কীরতন ॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শোচ প্রত্নাবাদি
 স্বাভাবিক ধর্ম হয় ।

স্বাভাবিক ধর্ম হইলে ব্যত্যয়
 দুঃখ ব্যাধি উপজয় ॥

ত্যাগিয়া হিন্দুর ধর্ম করম
 হিন্দুর সন্তান কত ।

শ্বেচ্ছের ধর্ম করম গ্রহণ
 করিতেছে অবিরত ॥

নাহি হয় ব্যাধি দুঃখ মনস্তাপ
 ধর্ম-বর্জন তরে ।

সুখে নব ধর্ম নূতন সমাজ
 জীবন যাপন করে ॥

হিন্দুর বিচারে পাপিষ্ঠ তাহারা

হইবে নিরয়ে গতি ।

নরক-অনলে

হইবে দগধ

নাহি কভু অব্যাহতি ॥

শ্লেচ্ছমতে তারা

শুদ্ধ পুণ্যবান

কাফেরি বর্জন ক'রে ।

সুখশান্তিপূর্ণ

স্বরগ সজ্জিত

রয়েছে তাদের তরে ॥

ধর্ম-প্রবর্তক

মহাজন যারা

কুলধর্ম ত্যাগ ক'রে ।

নব নব ধর্ম

গঠন গ্রহণ

করিয়াছে অকাতরে ॥

তাহাদের তরে

নরক-ব্যবস্থা

নাহি করে কোন জন ।

কেহ অবতার

কেহ বা প্রেরিত

কেহ মুক্ত গণ্য হন ॥

শ্বেদজ অণুজ

জরায়ুজ আদি

আছে যত জীবগণ ।

প্রাকৃতিক ক্রমে

লভিছে জনম

নাহি হয় উল্লঙ্ঘন ॥

যে যোনি হইতে লভে যে জনম
সেই দেহ প্রাপ্ত হয় ।
মানব প্রযত্নে প্রাকৃতিক রীতি
নাহি হয় বিপর্যয় ॥

যশস্কী-পুরুষ জাতীয় লক্ষণ
দেহ নিরূপিত হয় ।
জীবের ইচ্ছায় যত্ন আকিঞ্চন
নাহি হয় বিপর্যয় ॥

ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি বর্ণভেদ যদি
প্রকৃতি হইতে জাত ।
মানবের কর্মে আহারে আচারে
কেন হয় জাতিপাত ?

ব্রাহ্মণ লক্ষণ শিখাসূত্র কভু
প্রাকৃতিক চিহ্ন নয় !
শিখাসূত্র-সহ ব্রাহ্মণ-সন্তান
কভু কি প্রসূত হয় ॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ তত্ত্ব জ্ঞানোদয়ে
ব্রহ্মত্ব লাভের তরে ।
ব্রাহ্মণের চিহ্ন শিখাসূত্র ত্যজি
সন্ন্যাস গ্রহণ করে ॥

ধর্ম-করমে

আচার-আহারে

বিধি বাধা নাহি তার ।

নারায়ণ-জ্ঞানে

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ

কেন করে নমস্কার ?

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ

হ'য়েছে বিভেদ

গুণভেদে কর্মজালে ।

ব্রাহ্মণ-শূদ্র

শূদ্রাদি ব্রাহ্মণ্য

লভিয়াছে পুরাকালে ॥ ২ ।

ব্রাহ্মণের কর্ম

যজ্ঞ-যাজন

অধ্যয়ন অধ্যাপন । ৩ ।

রাজ্যের রক্ষণ

সাম্রাজ্য-বিস্তার

করিত ক্ষত্রিয়গণ ॥

কৃষি-বাণিজ্যাদি

বৈশ্যের কর্ম

সর্বসেবী শূদ্রগণ ।

কর্মের প্রভেদে

বর্ণ-বিভেদের

হ'য়েছিল প্রচলন ॥

সর্বকর্ম-জীবী

বর্ণধর্ম-ভ্রষ্ট

এবে আর্য্যসুতগণ ।

আচারে আহারে

বর্ণ-অভিমান

তাই করে অকারণ ॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রাদি দ্বিজাতি ত্রিতয়ে
বিবাহ-ভোজন-পান ।

অভাব-সময়ে শূদ্রান্ন-ভোজন
করে শাস্ত্র বিধিদান ॥ ৪ ॥

ক্রমে কালবশে হিন্দুর সমাজ
সঙ্কুচিত নিপতিত ।

ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে বিবাহ-ভোজনে
নহে এবে প্রচলিত ॥

বিনা বেদাভ্যাস অন্য কর্মে শ্রম
করিলে ব্রাহ্মণগণ ।

হয় ইহ দেহে শূদ্রে পতিত
করে মনু নিরূপণ ॥ ৫ ॥

হ'য়েছে এখন শূদ্রবৃত্তি 'সেবা'
ব্রাহ্মণ-জীবনোপায় ।

ক'রেছে প্রবেশ বর্ণ-অভিমান
রন্ধনশালায় হায় ॥

বর্ণাশ্রমগত সামাজিক ধর্ম
আছে বাহ্য প্রচলিত ।

মানবের সৃষ্টি মনের কল্পনা
নহে বিধি-নির্মিত ॥

ছিন্ন করি' পূর্ণ যোজনা করিতে
নাহি পারে যেই জন ।

সেও নবধর্ম করিয়া গঠন
করিতেছে প্রচলন ॥

লজ্জিতে সামান্য দৈহিক নিয়ম
নাহি পারে যেই জন ।

সংখ্যাভীত কাল প্রচলিত ধর্ম
করিতেছে উল্লঙ্ঘন ॥

যাহা যার সৃষ্টি তাহার উপরে
থাকে পূর্ণ অধিকার ।

তাই করে জীব ধর্ম-বর্জন
গঠন, সংস্কার, তার ॥

ধর্ম-অর্জন সংস্কার-বর্জন
ধর্ম-প্রচার-দান ।

অবিচার খেলা ধর্ম, ধর্মসহ
সদাকাল বিদ্যমান ॥

বস্তুর ধর্ম থাকে বস্তুর
নহে ধর্ম বিরহিত ।

ধর্ম-বিহনে বস্তুর অস্তিত্ব
নাহি হয় নিরূপিত ॥

তারল্য জলের স্বাভাবিক ধর্ম
জলসহ সন্মিলিত ।

তারল্য-বিহনে জলের জনহ
হয় পূর্ণ তিরোহিত ॥

দাহিকা-শক্তি দীপ্তি, এই দুই
অনলের ধর্ম হয় ।

ধরম-অভাবে অগ্নির অস্তিত্ব
কদাপি সম্ভব নয় ॥

তোমার ধরম সদা সর্বক্ষণ
তোমাতেই অবস্থিত ।

আছে লুক্কায়িত অবিচ্ছা-বরণে
নাহি হয় নিরূপিত ॥

সমাজের ধর্ম আচার-নিয়ম
আত্মধর্ম মনে ক'রে ।

কর কত যত্ন ভোগ-দুঃখ-তাপ
ধরম-পালন তরে ॥

ব্রাহ্মণ-কুত্রাদি বর্ণের ধরম
তব ধর্ম কভু, নয় ।

আমি দ্বিজ, শূদ্র, এই অভিমানে
কর অধর্মের ভয় ॥ ৬ ॥

আমি ব্রহ্মচারী গৃহস্থ-সন্ন্যাসী
ভাস্ক হ'য়ে এ অজ্ঞানে ।

আশ্রম-বিহিত কর্মে হও রত
আশ্রমের অভিমানে ॥

স্ত্রী-পুরুষ জাতি দেহের ধর্ম
তব ধর্ম কভু নয় ।

আমি স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞানে যত কন্ম
অবিচার খেলা হয় ॥ ৭ ।

মালিন্য দেহের স্বাভাবিক ধর্ম
সদা পূর্ণ মূত্র মল ।

কেন পশুশ্রম দেহশুদ্ধি তরে
তুমি শুদ্ধ নিরমল ॥ ৮ ।

সঙ্কল্প-কামনা মলে কলুষিত
সদা মানবের মন ।

মল-বিমোচনে মনের অস্তিত্ব
নাহি থাকে কদাচন ॥

শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেম মনের ধর্ম
ভাবে মন মগ্ন হয় ।

নহি তুমি মন, মানসিক ভাব
কভু তব ধর্ম নয় ॥

ধর্ম-অধর্ম স্বর্গ-নরক
 পাপ-পুণ্য আদি জ্ঞান ।
 সাধন-ভজন পূজা-আরাধনা
 জপ-তপ-যোগ-ধ্যান ॥

ত্রিতাপে তাপিত মানবের মন
 গ'ড়েছে শান্তির তরে ।
 ত্রিতাপ-নিবৃত্তি শান্তি-লাভাশায়
 সাধন-ভজন করে ॥

ত্রিতাপ মনের স্বাভাবিক ধর্ম
 মনসহ সম্মিলিত ।
 সাধন-ভজনে কখনো ত্রিতাপ
 নাহি হয় তিরোহিত ॥ ৯ ॥

অনিলে সুগন্ধ ভিন্ন বস্তুযোগে
 বায়ু-ধর্ম গন্ধ নয় ।
 বর্ণাশ্রম-জাতি নহে তব ধর্ম
 তব ধর্ম ভিন্ন হয় ॥

শৈত্যযোগে হয় সলিল তুমার
 তরলতা অন্তর্হিত ।
 দেহসহ যোগে জড়রূপী তুমি
 তব ধর্ম লুকায়িত ॥

অণু-বিলেপনে অনিলে সুগন্ধ
 নাহি থাকে কদাচন ।
 জাতি-বর্ণাশ্রম সংস্কার-বিহনে
 তুমি শুদ্ধ নিরঞ্জন ॥
 শৈত্যের বিয়োগে তুষার তরল
 জলে হয় পরিণত ।
 দেহ-অভিমান হ'লে অপগত
 তুমি ভূমা সর্বগত ॥
 ফুৎকারে ভস্মাদি হ'লে তিরোহিত
 অগ্নি প্রকাশিত হয় ।
 মন-আবরণ হ'লে অন্তর্হিত
 তুমি শান্ত চিন্ময় ॥
 চিৎস্বরূপ তুমি চৈতন্য তোমার
 স্বাভাবিক ধর্ম হয় ।
 ধর্মনামে বিশ্বে যাহা প্রচলিত
 তাহা তব ধর্ম নয় ॥
 পরধর্ম্মে তুমি স্থিত যতক্ষণ
 ছুঃখ সমভাবে রবে ।
 স্বধর্ম্মে যখন হবে অবস্থিত
 ত্রিতাপ বিমুক্ত হবে ॥ ১০ ।

মন

মনের উৎপত্তি স্বরূপ-শক্তি
জড় কি চেতন মন ।
নির্গয় করিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত
ক'রেছে বিভিন্ন জন ॥

মনোবুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই
চারি বৃত্তি সমন্বিত ।
যে অন্তঃকরণ জীবন্তের মূল
হ'ল মন অভিহিত ॥ ১ ।

মনীষী নির্বোধ জ্ঞানী অব্বাচীন
ভকত অভক্ত জন ।
প্রেমিক কঠোর দয়ালু নিষ্ঠুর
পুণ্যাত্মা পাষণ্ডগণ ॥

বীর কাপুরুষ বদান্ত কৃপণ
সরল কুটিল যত ।
জিতেন্দ্রিয় ভোগী যতি স্বেচ্ছাচারী
বিরাগী বিষয়ে রত ॥

নির্লিপ্ত আসক্ত প্রশান্ত চঞ্চল

গম্ভীর চপল মতি ।

নির্মম সন্ন্যাসী মমত্বাভিমানী

যতিনী অসতী সতী ॥

ভাবের বিভেদে মনের বৈচিত্র্য

উত্তম অধম জ্ঞান ।

ভাবভেদে কেহ ভোগে সুখশান্তি

কেহ শোকহুঃখে ম্লান ॥

কেহ-বা আরাধ্য অবতার-জ্ঞানে

কেহ-বা নিন্দিত হয় ।

কেহ পূজ্য মান্য স্নেহ-প্রেমাস্পদ

কেহ দয়াযোগ্য নয় ॥

কিন্তু হয় মন সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ

তিন গুণ সমন্বিত ।

এক গুণযোগে মনের অস্তিত্ব

নহে কভু সম্ভাবিত ॥

অধার-আলোক পরম্পরাক্রমে

যেই রূপ দৃষ্ট হয় ।

সেই মত মনে পরম্পরাক্রমে

খেলে এই গুণত্রয় ॥

বিভিন্ন সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন ভাব
হৃদয়ে উদ্ভিত হয় ।

সংযোগ-বিহনে ভাবের অস্তিত্ব
কভু সম্ভাবিত নয় ॥

নহে অবতার শুধু সত্ত্বগুণ
বিবেকাদি সমন্বিত ।

থাকে গুণত্রয় সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ
তার মনে সংমিলিত ॥

অজ্ঞানী জানিয়া যাহাকে সকলে
সদা অবহেলা করে ।

মায়া-মেঘাবৃত আছে জ্ঞানসূর্য্য
তার হৃদি অভ্যন্তরে ॥

কঠোর নিষ্ঠুর পাবণ দস্যুর
শুষ্ক হৃদি মরুময় ।

আছে তাহাতেও প্রেম-প্রবাহিনী
কেহ পরিতৃপ্ত হয় ॥

যার শৌর্য্যবীর্য্যে রণক্ষেত্রে যোধ
হয় ত্রাসে প্রকম্পিত ।

অন্ধকার গৃহে যাপিতে যামিনী
সেই বীর হয় ভীত ॥

যাহার হৃদয়ে যে ভাবের খেলা
হয় তব সংঘর্ষণে ।

ভাব অনুরূপ উত্তম অধম
তারে তুমি কর মনে ॥

যার দয়ান্নেহ প্রেমামৃত পানে
তৃপ্ত তব মন প্রাণ ।
হ'য়ে দগ্ধ তার হিংসা-ক্রোধানলে
হয় কেহ ত্রিয়মাণ ?

সাংসারিক সুখ বিষয়-সম্ভোগ
যেই জন তুচ্ছ করে ।
হয় লালায়িত সালোক্য সামীপ্য
সায়ুজ্য মুক্তির তরে ॥

পঞ্চভূত-যোগে বিচিত্র আকারে
হয় বিশ্ব বিনির্মিত ।
সংযোগ-বৈচিত্র্যে তরু-লতা-খাতু
দেহরূপে বিকশিত ॥

সেইরূপ মন সত্ত্বঃ-রজঃ-তম
তিন গুণ সমন্বিত ।
বিভিন্ন সংযোগে গুণের বৈষম্যে
নানা ভাবে বিকশিত ॥

জাগ্রত সময়ে ইন্দ্রিয়-সংযোগে
 বিষয়ে আবদ্ধ মন ।
 বিষয়-বিয়োগে মনের অস্তিত্ব
 সম্ভবে না কদাচন ॥

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয়সকল
 থাকে মনে সঙ্কলিত ।
 স্মৃতি-সংযোগে স্বপ্নকালে পুনঃ
 হয় তাহা প্রস্ফুরিত ॥

স্মৃতির বিলোপে হয় মন লুপ্ত
 স্মৃতিতে অন্তর্ভুক্ত ।
 সূক্ষ্ম সেই মন বিষয়-সংযোগে
 হয় পুনঃ জাগরিত ॥

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জড় বস্তু যত
 মনের আয়ত্ত হয় ।
 বাহ্য অতীন্দ্রিয় তাহা মনাতীত
 কভু মনোগ্রাহ্য নয় ॥

স্মৃতিশূন্য মনে ঈশ্বরানুভূতি
 হয়, বলে কত জন ।
 প্রলাপ-বচন বিকল জল্পনা
 কিসে শুরু হয় মন ?

শিরঃকণ্ঠ বন্ধ

হস্ত পদোদর

সমাপ্তিতে দেহ হয় ।

এ সকল বিনা

দেহের অস্তিত্ব

কদাপি সম্ভব নয় ॥

সঙ্কল্প-কামাদি

মনোবৃত্তি যত

মনের প্রত্যঙ্গ হয় ।

বিষয়-সংযোগে

হয় বিকশিত

বিষয়-বিয়োগে লয় ॥

হিংসা-দ্বेष-ক্রোধ

আসক্তি-বাসনা

জড়যোগে বিকশিত ।

বিষয়-বিহনে

বিবেক-বৈরাগ্য

কখনো কি সম্ভাবিত ?

আসক্তি-বৈরাগ্য

গ্রহণ-বর্জনে

জড় সদা বিরাজিত ।

মনের প্রত্যঙ্গ

মনোবৃত্তি হয়

জড়ত্যাগে তিরোহিত ॥

জাগ্রত স্বপন

কোন অবস্থায়

মন জড়শূন্য নয় ।

অযুপ্তি-সমাধি

এ দুই সময়ে

জড়ত্যাগে হয় লয় ॥

চৈতন্য ও জড় উভয়ের মধ্যে
 গ্রন্থিরূপে স্থিত মন ।
 একের বিয়োগে ছিন্ন হয় গ্রন্থি
 নাহি থাকে কদাচন ॥

ভীষণ রাক্ষস ভূতপ্রেত বাহা
 হয় স্বপ্নে দরশন ।
 জাগরণে দৃষ্ট জড় উপাদানে
 করিছে গঠন মন ॥

চিত্র বা পুতুলে যে দেব মূর্তি
 করে জীব দরশন ।
 স্বপ্নে কিংবা ধ্যানে সে মূর্তি পুনঃ
 নিরমান করে মন ॥

সর্পজিহ্বা যুত সিংহের মস্তক
 করি শুণ্ড সমন্বিত ।
 স্বপ্নদৃষ্ট বন্ধ সর্প-সিংহ-করী
 তিন যোগে বিনির্মিত ॥

সকল সময়ে সর্ব অবস্থায়
 মন জড়যুক্ত হয় ।
 ঈশ্বর চৈতন্য ইন্দ্রিয় অতীত
 তাই মনোগ্রাহ নয় ॥

বিষয়ের যোগে মনের অস্তিত্ব
 বিয়োগে_বিলুপ্ত মন ।

জানে সেই জন সমাধির স্বাদ
 লভিয়াছে যেই জন ॥

নহে মন অজ মন মনোবৃত্তি
 কারণ সঞ্জাত হয় ।
 হইতেছে সদা অবস্থান্তরিত
 সে হেতু শাস্ত নয় ॥

উৎপন্ন অস্থির যাহা এ জগতে
 হয় তাই লয় গত ।
 মনের বিলয়ে বিদেহ কৈবল্য
 লভে জীবন্মুক্ত যত ॥

চৈতন্যের ধর্ম অজ্ঞাত নিত্যত্ব
 সমন্বিত নহে মন ।
 নহে চিৎস্বরূপ অতীন্দ্রিয় হেতু
 নাই জড় কদাচন ॥

চৈতন্য আভাস আছে মনে, নহে
 জড়াভাস বিরহিত ।
 নহে মন জড় চেতনও নহে
 ভিন্নাকারে ব্যবস্থিত ॥

যদি বল, মন

ইন্দ্রিয় অতীত

নহে স্থূল কদাচন ।

কিরূপে একের

মনোবৃত্তি, ভাব

জানিতেছে অন্য জন ?

বিভিন্ন শরীরে

মনের বৈচিত্র্য

যদিও প্রত্যক্ষ হয় ।

বৃত্তি কিংবা ভাবে

মানবের মন

বিচিত্র বা ভিন্ন নয় ॥

আপন বৃত্তির

উৎপত্তি-বিলয়

করিছে যে দরশন ।

তাহার নিকটে

জড় দৃশ্যসম

ব্যক্ত, অপরের মন ॥

কেহ বলে মন

মস্তিষ্কের ক্রিয়া

মস্তিষ্ক, মনের মূল ।

জড়বাদীদের

এরূপ সিদ্ধান্ত

অলীক নিতান্ত স্থূল ॥

নাহি করে সূর্য্য

এ বিশ্ব প্রকাশ

নাহি নেত্রে দরশন ।

গুনে না শ্রবণ

রুদ্ধ ভ্রাণেন্দ্রিয়

যবে শান্ত থাকে মন ॥

মনের সংযোগে নিষ্পন্দ মস্তিষ্ক
ক্রিয়াবান দেখা যায় ।

মনের বিরোগে নিশ্চেষ্ট অসার
হয় কৰ্দমের প্রায় ॥

মস্তিষ্কানুরূপ মনের গঠন
বলে বৈজ্ঞানিকগণ ।
মস্তক-দর্শনে মনোবৃত্তি যত
করিতেছে নিরূপণ ॥

কাম-ক্রোধ-হর্ষ বিষাদাদি ভাব
হ'লে মনে সমুদিত ।
নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ে বদন-মণ্ডলে
হয় তাহা প্রকাশিত ॥

বাহ্যার হৃদয়ে যে ভাব প্রবল
হয় সদা উত্তেজিত ।
তাহার আননে সে ভাবের অঙ্ক
হয় ক্রমে প্রকটিত ॥

অঙ্কন-দর্শনে মনোবৃত্তি যত
করিতেছে নিরূপণ ।
মস্তিষ্ক মনেও সেরূপ সম্বন্ধ
মস্তিষ্কে অঙ্কিত মন ॥

ভাল-মন্দ বোধ হিতাহিত চিন্তা
ধরন-অধর্ম জ্ঞান ।

ভক্তি-স্নেহ-প্রেম ধৃতি-দয়া-কমা
স্মৃতি-ভীতি-অভিমান ॥

আকাঙ্ক্ষা-নিরাশা আসক্তি-বৈরাগ্য
হিংসা-ক্রোধ আদি যত ।

জড় মস্তিষ্কের ধর্ম, এ সিদ্ধান্ত
নহে সমীচীন মত ॥

মস্তিষ্কানুরূপ মনের গঠন
" কভু সম্ভাবিত নয় ।

মন অনুরূপ মস্তিষ্ক গঠিত
ইহাই সিদ্ধান্ত হয় ॥

স্নেহ-প্রেমাস্পদ হলেও কুরূপ
হয় চারু দরশন ।

তাদের কর্কশ কণ্ঠস্বর কর্ণে
করে সুখা-বরিষণ ॥

বিদ্বেষের পাত্র হলেও সুন্দর
নহে নেত্র-তৃপ্তিকর ।

ঢালে কর্ণে বিষ সদা তাহাদের
কোমল মধুর স্বর ॥

হেয় উপাদেয় কুরূপ সুরূপ

গুণ-নির্ব্বাচন তরে ।

জড় মস্তিষ্কের নাহি শক্তি কভু

মন নির্ব্বাচন করে ॥

স্থাপু দরশনে পিশাচ ভাবিয়া

হয় ভীত জীবগণ ।

বিফারিত নেত্র প্রকম্পিত কায়

গতিহীন ছু চরণ ॥

নেত্র-সহযোগে মস্তিষ্কে বিস্থিত

হয় দৃশ্য সর্ব্বক্ষণ ।

স্থাপুতে পিশাচ কেন হয় জ্ঞান

কেন ভীত হয় মন ?

যে সময়ে মন প্রযুক্ত স্বাধীন

যে রূপ কল্পনা করে ।

দেখে নেত্র তাহা সেরূপ বিস্থিত

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ॥

মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয় মনের অধীন

মন পরাধীন নয় ।

মস্তিষ্কের ক্রিয়া মন, এ সিদ্ধান্ত

কিরূপে সঙ্গত হয় ?

উন্মত্ত মূতের মস্তিষ্ক-দর্শনে
বলে বৈজ্ঞানিকগণ ।

মস্তিষ্কের রোগে উন্মত্ত জনের
বিকলিত হয় মন ॥

অতি হর্ষ শোক সম্পদ-বিপদে
হ'লে মন আলোড়িত ।
সে চিন্তাপ্রবাহ অবিরাম গতি
হয় সদা প্রবাহিত ॥

বিষয়-বিশেষে অতি চিন্তাশীল
বিরত বিষয়ান্তরে ।

উন্মত্তের মন একদেশদর্শী
একভাবে ক্রিয়া করে ॥

একাত্মে মস্তিষ্ক অতি ক্রিয়াশীল
অন্যাত্মে নিষ্ক্রিয় হয় ।

মনের ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক বিকৃতি
উন্মত্ততা উপজয় ॥

পক্ষান্তরে যদি স্বতন্ত্র কারণে
মস্তিষ্ক পীড়িত হয় ।

মানসিক বৃত্তি পীড়িত মস্তিষ্কে
প্রকাশ সম্ভব নয় ॥

বাহ্যিক কারণে

বিকৃত মস্তিষ্ক

চিকিৎসায় সুস্থ হয় ।

মন বিপর্যয়ে

উন্মত্ত যে জন

সে কভু চিকিৎসায় নয় ॥

এক অবস্থায়

মনের ক্রিয়ায়

মস্তিষ্ক বিকৃত হয় ।

অন্য অবস্থায়

পীড়িত মস্তিষ্কে

মম প্রকাশিত নয় ॥

মনবিকৃতির

মস্তিষ্ক-কারণ

নাহি হয় কদাচন ।

দীপ দীপাধারে

যেইরূপে স্থিত

সেইরূপ মস্তিষ্কে মন ॥

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে

আরুণির মতে

হয় মন অল্পময় ।

শ্রুতিবাক্য বটে

কিন্তু এই মত

কভু যুক্তিযুক্ত নয় ॥ ২ ॥

বহুকালরূপী

অনশন কিংবা

দীর্ঘ রোগ-যাতনায় ।

স্মৃতি-সঙ্কল্লাদি

মনোবৃত্তি যত

দৃষ্ট হয় লুপ্তপ্রায় ॥

কাচ-বিনির্মিত দীপাধার হ'লে
 ধূলিধূম আবরিত ।
 প্রদীপ্ত দীপের সমুজ্জ্বল প্রভা
 নহি হয় বিভাসিত ।

অন্ধকার দেখি' দীপ নিব্বাপিত
 করে সবে অনুমান ।
 কিন্তু অভ্যন্তরে উজ্জ্বল প্রদীপ
 সমভাবে দীপ্যমান ॥

রোগে অনশনে মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়
 হয় যবে বিকলিত ।
 বিকৃত মস্তিষ্কে মনোবৃত্তিচয়
 নাহি হয় প্রকাশিত ॥

হইলে বিকল মস্তিষ্ক-ইন্দ্রিয়
 মন লুপ্ত জ্ঞান করে ।
 কিন্তু মনোদীপ রহে সমভাবে
 দীপ্যমান অভ্যন্তরে ॥

যদি কোন শিশু বিনা সঙ্গশিক্ষা
 নিভৃত বিজন বনে ।
 হয় স্বাস্থ্যপ্রদ উত্তম আহারে
 বিবদ্ধিত সংগোপনে ॥

তাহার মনের . উৎকর্ষ-বিস্তার
কভু সম্ভাবিত নয় ।

অন্নরস হ'তে উপচিত মন
কিরূপে সঙ্গত হয় ?

মনের সংযোগে জীবচৈতন্যের
স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় ।

মনের বিয়োগে হয় জীব-আত্মা
চৈতন্য-সাগরে লয় ॥

অনশনে রোগে মনের বিলোপ
যত্বপি সম্ভব হয় ।

দেহের বিনাশে হয় মন ধ্বংস
এ সিদ্ধান্ত নিঃসংশয় ॥

আপন কারণে কার্যের বিলয়
প্রাকৃতিক বিধি হয় ।

পঞ্চভূত-জাত পদার্থনিচয়
হয় পঞ্চভূতে লয় ॥

মরণ-সময়ে ভূতজাত দেহ
ভূতেই বিলীন হয় ।

হ'লে অন্নময় ভূতে মনোলোপ
কেন সম্ভাবিত নয় ?

বিদেহী জীবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিতে

বল কিবা আছে আর ।

মৃত্যুই কি মোক্ষ ? দেহ ধ্বংসে হয়

জীব ব্রহ্ম একাকার ?

অন্নরস হ'তে উপচিত মন

ইহা যদি সত্য হয় ।

পঞ্চভূত-যোগে আত্মার উৎপত্তি

কেন সম্ভাবিত নয় ?

ছান্দোগ্য-শ্রুতি একরূপ সিদ্ধান্ত

যত্বপি অভ্রান্ত হয় ।

মিথ্যা পরলোক মোক্ষ-যোগ-ধ্যান

হয় চার্বাকের জয় ॥

সমাধি-সময়ে মনের নিরোধে

হয় আত্ম দরশন ।

মনের বিলয়ে বিদেহ কৈবল্য

লভে জীবমুক্তগণ ॥

জীবত-ব্রহ্মত বন্ধন-মুক্তির

কারণ যত্বপি মন ।

অন্ন-উপচিত সামান্য পদার্থ

নহে ইহা কদাচন ॥ ৩ ॥

চৈতন্য মনের বৃত্তি, এ সিদ্ধান্ত
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে মানে ।

চৈতন্যের তত্ত্ব মনের পার্থক্য
বৈজ্ঞানিক নাই জানে ॥

মনোবৃত্তি যত সতত চঞ্চল
হ'তেছে উদয় লয় ।

আসক্তি-বিরক্তি আশা-সুখ-দুঃখ
কিছু স্থিতিশীল নয় ॥

উত্থিত পতিত হ'তেছে সতত
সাগরে লহরী-প্রায় ।

বাহ্য সহযোগে হইয়া উদিত
হয় লুপ্ত পুনরায় ॥

মনোবৃত্তি যত এক অগ্ন্য দ্রোহী
কভু সহধর্মী নয় ।

বৈরাগ্য-উদয়ে আসক্তি-বাসনা
সব অন্তর্হিত হয় ॥

যথা হিংসা-দ্বेष নাই ম্লেহ-প্রেম
নাই আশা-নিরাশায় ।

নাই দুঃখ তথা যথা সুখ-শান্তি
নাই তৃপ্তি পিপাসায় ॥

চৈতন্যের কভু নাহি হ্রাসবৃদ্ধি
কদাপি চঞ্চল নয় ।
'আমি আছি'-বোধে সমভাবে স্থিত
ব্যতিক্রম নাহি হয় ॥

সঙ্কল্প-কামনা আসক্তি-বৈরাগ্য
ভয়-আশা-নিরাশায় ।
হিংসা-দ্বेष-ক্রোধ স্নেহ-ভক্তি-প্রেম
সুখ-দুঃখ-যাতনায় ॥

'আমি আছি'-জ্ঞানে চৈতন্য সতত
সমভাবে থাকে স্থিত ।
মনের চাঞ্চল্যে ভাবের বৈচিত্র্যে
নাহি হয় বিবর্তিত ॥

সমাধি-সময়ে মনের বিলয়ে
নাহি চৈতন্যের লয় ।
চৈতন্য-অভাবে মনের অস্তিত্ব
কভু সম্ভাবিত নয় ॥

আমি যথা নাই মনের অস্তিত্ব
নহে তথা সম্ভাবিত ।
চৈতন্য কদাপি নহে মনোবৃত্তি
কিন্তু ভিত্তিরূপে স্থিত ॥

মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন বৃক্ষ

মৃত্তিকায় অবস্থিত ।

জল-বায়ু-তেজ সহযোগে হয়

পরিপুষ্ট বিবর্দ্ধিত ॥

ক্ষতি হ'তে মূল হ'লে উৎপাটিত

বৃক্ষের মরণ হয় ।

জল-বায়ু-তেজ উন্মূলিত বৃক্ষে

রক্ষিতে সক্ষম নয় ॥

পক্ষান্তরে বৃক্ষ জল-বায়ু-তেজ

বিয়োগে বিধ্বংস হয় ।

হইয়া মৃত্তিকা আপনার ভিত্তি

মৃত্তিকায় হয় লয় ॥

সেইরূপ মন চৈতন্ত্রে সংস্থিত

বাহ্যযোগে বিকশিত ।

বিষয়-বিয়োগে আপনার ভিত্তি

চিৎসত্য অস্তমিত ॥

নহে মন জাত জড় সঞ্জ্বলনে

নহে কভু অন্নময় ।

অস্তিক্ষের ত্রিয়া মন, এ সিদ্ধান্ত

কদাপি সঙ্গত নয় ॥

ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন মন
 নহে কভু সম্ভাবিত ।
 নহে বহু ইহা একই পদার্থ
 সর্ব্ব দেহে বিরাজিত ॥

যথা এক তেজ বিভিন্ন আধারে
 ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয় ।
 দেহের বহুত্বে মনের পার্থক্য
 পরমার্থে বহু নয় ॥

যথা এক জল নদী-হ্রদ-কূপে
 রূপে গুণে ভিন্ন নয় ।
 বিভিন্ন সংযোগে মনের প্রভেদ
 বাস্তবিক ভিন্ন নয় ॥

ভূমা চৈতন্তের সাম্য অবস্থায়
 অব্যক্তা প্রকৃতি যাহা ।
 ঈশ্বর চৈতন্তে ব্যক্ত অবস্থায়
 'ঈক্ষণ' 'কামনা' তাহা ॥ ৪ ॥

জীবাখ্য চৈতন্তে ভিন্ন ভিন্ন দেহে
 বহুরূপে বিকশিত ।
 বিচিত্র সংযোগে বহু বৃত্তিযুত
 মন সংজ্ঞা সমন্বিত ॥

দাহিকা-শকতি অনলের ধর্ম

অগ্নিসহ বিরাজিত ।

প্রকৃতি বা মন চৈতন্যের ধর্ম

চিৎসত্তায় অবস্থিত ॥

স্বষ্টি স্থপন জাগ্রতাদি যথা

ভোগে জীব পরস্পরে ।

ব্রহ্ম, ঈশ, জীব, অবস্থা ত্রিতয়ে

চৈতন্য বিহার করে ॥

ভূমা চিৎসত্তায় নিষ্ক্রিয়া প্রকৃতি

সাম্যভাবে গুণ স্থিত ।

নাহি তথা সৃষ্টি স্রষ্টা ঈশ জীব

এক ব্রহ্ম বিরাজিত ॥

চঞ্চলা প্রকৃতি লভে নানা সংজ্ঞা

কামনা, ঈক্ষণ, মায়া ।

তাহার সংযোগে চৈতন্য ঈশ্বর

ব্রহ্মাণ্ড ঈশের কায় ॥

এক ঈশ হয় ভিন্ন ভিন্ন দেহে

জীবরূপে বিবর্তিত ।

রক্ষিতে স্বাতন্ত্র্য জীবসহ মায়া

মনোরূপে বিরাজিত ॥

প্রকৃতি বা মায়া ঈক্ষণ, কামনা
 মন কভু ভিন্ন নয় !
 চৈতন্যের ধর্ম বিচিত্র বিকাশে
 ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

পরিচ্ছিন্ন মন ত্রিতাপে তাপিত
 এক দেহ অভিমানে ।
 হয় অভিভূত দুঃখশোক মোহে
 আত্ম আত্মেতর জ্ঞানে ॥

দেহ জ্ঞান লয়ে হয় মন মায়া
 তাপত্রয় অন্তর্হিত ।
 জীব হয় ঈশ, মায়া সাম্যা হ'লে
 এক ব্রহ্ম বিরাজিত ॥

রূপজ মোহ

মায়া'র কুহকে চিৎসত্তায় জড়
হইতেছে অধ্যাসিত ।
সেই মায়া পুনঃ বিচিত্র অসংখ্য
মনোরূপে প্রকটিত ॥

ঘটের বিলয়ে যথা মহাকাশ
ঘটাকাশ ভিন্ন নয় ।
মনের বিনোপে সেইরূপ জীব
ভূমা ব্রহ্ম চিন্ময় ॥

সাগরে বুদ্ধুদ উত্থিত বিনীন
হয় যথা অবিরত ।
ভূমা চিৎসাগরে হয় ব্যক্ত লীন
সেইরূপে জীব যত ॥

দেহ-মন-যোগে প্রথমে যখন
হয় জাত জীবগণ ।
আত্মরূপে দেহ আত্মেতর রূপে
করে বিশ্ব-দর্শন ॥

পঞ্চেন্দ্রিয়-যোগে

রূপাদি বিষয়

সতত গ্রহণ করে ।

দুঃখদ বিষয়

করে হয়ে বোধ

লোলুপ সুখদ তরে ॥

সুখদ বিষয়ে

জনমে আসক্তি

দুঃখপ্রদে দ্বেষ হয় ।

দেহত্যাগ-কালে

থাকে মনসহ

সংসক্ত সংস্কারচয় ॥

পরজন্মে সেই

সংস্কার-মিচয়

হয় ক্রমে বিকশিত ।

সংস্কারানুরূপ

হয় দেহ, রুচি

মতি, গতি সজ্জাতিত ॥

ছিল পূর্বজন্মে

যে সকল বস্তু

প্রিয়তম, আকাজ্জিত ।

সে সকল তরে

নূতন জনমে

হয় পুনঃ লালায়িত ॥

পূর্ব জনমের

অভ্যাস্ত করমে

সহজে নিপুণ হয় ।

একের সুসাধ্য

কর্মে অত্র জন

সেহেতু সক্ষম নয় ॥

একের সুন্দর অপরের নেত্রে
 দৃষ্ট হয় কদাকার ।
 একের সুখাঙ্গে অপরের জিহ্বা
 নাহি পায় মিষ্ট তার ॥

সংস্কারানুরূপ হয় উপাদেয়
 গুণ নির্বাচিত হয় ।
 একের বাঞ্ছিত বস্তু অপরের
 তাহে স্পৃহণীয় নয় ॥

নব সঙ্গশিক্ষা নূতন সংযোগে
 ভাব বিবর্তিত হয় ।
 কিন্তু তাহাতেও করে সদা ক্রিয়া
 সংস্কৃত সংস্কারচয় ॥

প্রথম জনমে যাহার সংযোগে
 সুখী হয় জীবগণ ।
 তাহার মূরতি হয় প্রীতিকর
 করে চিত্ত আকর্ষণ ॥

তাহার বচন শ্রবণ-বিবরে
 করে সুখা বরিষণ ।
 তাহার পরশে আবেশে বিভোর
 হয় দেহেন্দ্রিয় মন ॥

তার হাব-ভাব তাহার চাহনি

মন-প্রাণ মুগ্ধ করে ।

হয় লালায়িত সঙ্গ-আলাপন

দর্শন-স্পর্শন তরে ॥

মরুভূমি মাঝে বর্ষে জলধারা

জলধর অনিবার ।

নাহি হয় স্নিগ্ধ কভু মরু তাতে

না মিটে পিপাসা তার ॥

বাসনা-পিয়াসে মহামরু-প্রায়

শুষ্ক তপ্ত জীবমন ।

ভোগবারি তাতে শুকায় নিমিষে

ব্যর্থ হয় আকিঞ্চন ॥

বহিয়া হৃদয়ে হতাশন-সম

অতৃপ্ত বাসনারাশি ।

তাজে দেহ জীব অন্তিম সময়ে

নয়ন সলিলে ভাসি' ॥

সে রূপজ মোহ আসক্তি-বাসনা

থাকে মনে সঙ্কলিত ।

পরজন্মে পুনঃ বৃত্তির বিকাশে

হয় তাহা প্রস্ফুরিত ॥

পূর্ব জনমের রূপের আদর্শ
 থাকে আঁকা চিত্রপটে ।
 কিন্তু সেইরূপ নীন পঞ্চভূতে
 আর দেখা নাহি ঘটে ॥

সেইরূপ আঁখি সেমত চাহনি
 সেইরূপ ওষ্ঠাধর ।
 সেরূপ গঠন সেরূপ বরণ
 হয় নেত্র-তৃপ্তিকর ॥

কিন্তু পূর্ণভাবে সে রূপ মাধুরী
 নাহি দেখে পুনর্বীর ।
 লুক্ক হৃদয়ের সে রূপপিপাসা
 কভু নাহি মিটে আর ॥

বিচিত্র জীবন ভিন্ন দেহ-মন
 সৃষ্টি বিচিত্রতাময় ।
 বক্ষে দুটি পত্র নহে একাকার
 একত্র সম্ভব নয় ॥

আদর্শ রূপের আংশিক আভাস
 যাতে দরশন করে ।
 সুন্দর দেখিয়া হয় বিমোহিত
 ভাবের বন্ধন পরে ॥

করিয়া অজ্ঞাতে স্বীয় ভাবরুচি
তার পদে সমর্পণ ।
করে যত যত্ন ভাব-সম্বন্ধে
তাহে হয় সন্মিলন ॥

সে আংশিক রূপে সে বিরোধী ভাবে
চিরন্তন তৃপ্তি চায় ।
অপূর্ণ বিষয়ে পূর্ণতম সুখ
জীব কভু নাহি পায় ॥

এ হেন মিলনে নাহি পায় সুখ
নাহি হয় তৃপ্ত মন ।
কি জানি কি নাই এ অভাব-বোধ
থাকে প্রাণে অনুক্ষণ ॥

বহিয়া হৃদয়ে অতৃপ্ত বাসনা
প্রাণের অভাব যত ।
ত্যাগে দেহ জীব নাহি হয় তার
উদ্‌যাপিত প্রেমব্রত ॥

নাহি মিটে আশা প্রাণের পিপাসা
দেখিয়া তুষিত মন ।
অপর আধারে প্রণয়-দীপ্যুষ
করে পুনঃ অন্বেষণ ॥

সে আদর্শ রূপ অল্লাধিক ভাবে
করে যাতে দরশন ।

সুখের আশায় তাহার চরণে
করে আত্ম-সমর্পণ ॥

না পাইয়া সুখ তাহাতে, আবার
নূতন সন্ধান করে ।

অতৃপ্ত পিয়াসে বৃথা বার বার
মোহকূপে ডুবে মরে ॥

রূপজ মোহের ছুস্তর সাগরে
মগ্ন নরনারী যত ।

বিচ্ছেদ-মিলন উত্তাল তরঙ্গে
ভাসে ডুবে অবিরত ॥

সুখবাসনার খর শ্রোতসহ
সবেগে ভাসিয়া যায় ।

উপদেশ রূপ বিপরীত বায়ু
কভু নাহি রোধে তায় ॥

আশ্রয়ের তরে হবে একে অন্তে
সবলে জড়ায়ে ধরে ।

হ'য়ে বদ্ধ দুই হয় নিমজ্জিত
মোহময় সে সাগরে ॥

উপেক্ষা-ছলনা কোটিল্য-বঞ্চনা
 হিংসা-প্রতিহিংসা যত ।
 করে আক্রমণ সদা জীবগণে
 ক্ষুধিত নত্বের মত ॥

তরঙ্গে তাড়িত আহত ব্যথিত
 অবিদ্বান্ধ জীব হয় ।
 মোহ-পারাবারে বাসনা-প্রবাহে
 নিয়ত ভাসিয়া যায় ॥

এ রূপজ মোহ অতৃপ্ত বাসনা
 তৃষিত হৃদয়ে ধরে ।
 করে গতাগতি মোহমুগ্ধ জীব
 জন্ম হ'তে জন্মান্তরে ॥

বাসনা-অনল করে সন্তাপিত
 পিয়াসে পরাণ যায় ।
 বহুকাল-ব্যাপী অসংখ্য জনমে
 সুখ তৃপ্তি নাহি পায় ॥

সে মোহসাগরে 'হংসগণ' সদা
 করিতেছে বিচরণ ।
 না হয় মজ্জিত নাহি হয় সিক্ত
 মোহজলে কদাচন ॥

স্রোত প্রতিকূলে তরঙ্গের শিরে

সুখে বিচরণ করে ।

কতু অন্তরীক্ষে হ'য়ে সমুখিত

বিহরে আনন্দভরে ॥

পরমহংসের

পক্ষ-সঞ্চালিত

তরী বায়ু লাগে যার গায় ।

আসক্তির জাড্য

বাসনার তৃষা

মোহ শোক দূরে যায় ॥

হয় প্রক্ষুরিত

বৈরাগ্য, বিজ্ঞান

শক্তিশালী পক্ষদ্বয় ।

সর্ব অঙ্গ তার

হ'য়ে প্রজ্ঞাময়

ক্রমে হংসরূপ হয় ॥

তাজি' মোহসিন্ধু

পক্ষ সঞ্চালিয়া

অন্তরীক্ষে উড়ে যায় ।

গতাগতি-সহ

হয় তাপ দূর

চিরন্তন শান্তি পায় ॥

মনোবৃত্তি

শিষ্য । ত্রিগুণা প্রকৃতি বাচ্যা মন গুণত্রয়ময়,

কি হেতু মনের বৃত্তি এক গুণ যুত হয় ?

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ কেন তমোগুণাস্থিত,
কেন ভক্তি-প্রেম আদি রজোনামে অভিহিত ?

বৈরাগ্যাদি বৃত্তি কেন সত্ত্ব আখ্যায়িত হয়,
জানিতে বাসনা মম, বল গুরু দয়াময় ।

গুরু । সম্যক বিচারে তত্ত্ব না করিয়া নিরূপণ,
গুণভেদে বৃত্তি ভাগ করিয়াছে অজ্ঞগণ ।

সূক্ষ্ম দরশনে দেখ করি' তত্ত্ব-নিরূপণ,
আশ্রয় কৰ্ম্মাদিভেদে গুণের বিভাগ হয় ।

শিষ্য । আশ্রয় কৰ্ম্মাদিভেদে সত্ত্বাদি আখ্যাত হয়,
বল প্রভু করি দয়া, কিরূপে বৃত্তিনিচয় ।

গুরু । যে বৃত্তি যখন যেই বিষয় আশ্রয় করে,
বিষয়ের অনুরূপ সত্ত্বাদি আকার ধরে ।

নিকৃষ্ট ভোগের স্পৃহা যদিও তামস হয়,
মুক্তির কামনা কভু তমোগুণাস্থিত নয় ।

স্বাবর জঙ্গম যত কাম হ'তে বিকশিত,
অপব্যবহারে পুনঃ কাম, রিপু নামাশ্রিত ।

আপন বিষয়ভোগে বিঘ্নকারী যেই জন,
তার প্রতি ক্রোধ তমো সংশয় নাহি কখন ।
আর্তের পীড়ন দেখি যে ক্রোধ উদ্ভিত হয়,
সে ক্রোধ মঙ্গলপ্রদ তমোগুণাশ্রিত নয় ।

বিক্ষিপ্ত মনের প্রতি যোগীর যে ক্রোধোদয়,
সত্ত্ব-গুণাশ্রিত তাহা সমাধির হেতু হয় ।

নিকৃষ্ট বিষয়ে লোভ হয় তমো অভিহিত,
কৈবল্য লাভের লোভে হয় তাপ নিবারিত ।

বিষয় প্রপঞ্চে মোহ রজো তমো নামাশ্রিত,
আত্ম মহিমায় মুগ্ধ মন হয় নির্বাপিত ।

অপরের ভোগে হিংসা হয় তমো আখ্যায়িত,
জ্ঞানী দেখি হ'লে হিংসা হয় জ্ঞান বিকশিত ।

হ'লে তামসাক্ষ্য বৃত্তি উচ্চ স্থানে সমর্পিত,
হয় উচ্চ গুণযুত সত্ত্ব রজো অভিহিত ।

পক্ষান্তরে দেবে ভক্তি সত্ত্বগুণ বাচ্য হয়,
শ্রেষ্ঠে গুরুজনে তাহা হয় রজোগুণময় ।

কিতব-শ্রেষ্ঠের প্রতি কিতবের ভক্তি হয়,
কিন্তু সেই ভক্তি সত্ত্ব-রজো-গুণাশ্রিত নয় ।

আত্মপ্রেম স্বতঃসিদ্ধ অহেতুক গুণাভীত,
ঈশ্বরে অর্পিত হ'লে হয় সত্ত্ব অভিহিত ।

পত্নীতে স্থাপিত প্রেম রজোগুণাশ্রিত হয়,
বারবনিতায় পুনঃ হয় তাহা তমোময় ।

বিষয়-বৈরাগ্যে জীব সংসার সাগরতরে,
সাধনায় বিতরাগী মোহকূপে ডুবে মরে ।

সত্ত্ব রজো আখ্য বৃত্তি হ'লে নীচে সংযোজিত,
হয় নীচ গুণযুত তমো নামে অভিহিত ।

মায়া বা মনের মত বৃত্তিও ত্রিগুণময়,
কোন বৃত্তি সত্ত্ব আদি এক গুণযুত নয় ।

শিষ্য । কোথা হ'তে সমুদিত মনোবৃত্তি কি কারণে,
উপদেশ কর প্রভো, অনুগত অস্ত্রজনে ।

গুরু । অদ্বিতীয় ভূমা আত্মা শাস্বত আনন্দময়,
মায়ার কুহকে তাতে জীব অধ্যাসিত হয় ।

পশ্চাতে রাখিয়া জীব আনন্দস্বরূপ তার,
'কোথায় আনন্দ' বলি, খুঁজিতেছে অনিবার ।

আনন্দ-কামনা জীবে স্বতঃ সমুদিত হয়,
তাহা হ'তে নানাবিধ মনোবৃত্তি উপজয় ।

বহির্মুখি-ইন্দ্রিয়ের সংযোগে প্রলুব্ধ মন,
বহির্দেশে সে আনন্দ করে সদা অন্বেষণ ।

অনিত্য বিষয়ে জীব সে আনন্দ নাহি পায়,
কভু ভোগে সুখ, কভু দুঃখে করে হায় হায় ।

সুখদ বিষয়ে সদা অনুরাগ উপজয়,
রাগ, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম নামে অভিহিত হয় ।

দুঃখদ বিষয়ে হয় সদা দ্বেষ সমুদিত,
সুখে বিঘ্নকারী প্রতি হয় ক্রোধ উপজিত ।
অপরের ভোগ দেখি হিংসার উদ্বেক হয়,
ভোগে লোভ, ভোগে মোহ, বাসনার কলদ্বয় ।

বাসনা ব্যাধিতে বহু উপসর্গ উপজয়,
বৈরাগ্য ঔষধপানে হয় সর্ব ব্যাধি ক্ষয় ।

বিষয়-বিচারে মনে বৈরাগ্য উদিত হয়,
কিংবা পরিতৃপ্ত হ'তে হয় বাসনার ক্ষয় ।

শিষ্য । সংসারে নিরত কত করিছে ধর্মসাধন,
সাধিছে উভয় ব্রত, বৈরাগ্যে কি প্রয়োজন ?

গুরু । বৈরাগ্যের নামে ভীত মোহমুগ্ধ জীবগণ,
ত্যাগের নিগূঢ় তত্ত্ব নাহি জানে কদাচন ।

জগ, জাগতিক ক্রিয়া দেখ করি বিশ্লেষণ,
বিনা ত্যাগ এ জগতে নাহি হয় আহরণ ।

শীর্ণ ত্যজি' নব পত্রে সুশোভিত তরুগণ,
হইতেছে জীবদেহে নিয়ত ত্যাগ-গহণ ।

LIBRARY

No.

করি' স্বীয় দেহে হেলা সুখ শান্তি বিসর্জন,
করিতেছে বিরাগিণী সন্তান প্রতিপালন ।

না হ'লে ত্যাগী, বিরাগী, জগতে জননী যত,
জনমিয়া শিশুগণ হত কালগ্রাস-গত ।

বাল্যক্রীড়া ক্রীড়নকে না হ'লে বৈরাগ্যোদয়,
বালকের বিদ্যালাভ কভু সম্ভাবিত নয় ।

স্বীয় ভোগ স্বার্থ ত্যাগ না করিলে গৃহিগণ,
হয় কি সংসারসুখ, গার্হস্থ্য ধর্মপালন ?

স্বদেশ উদ্ধার কিংবা দেশের মঙ্গল তরে,
সাংসারিক সুখভোগ দেশসেবী ত্যাগ করে ।

সেই জন লভে যশঃ, মহাবীর গণ্য হয়,
আপন জীবন ত্যাগে যে জন কুণ্ঠিত নয় ।

ত্যাগিয়া বিষয়সুখ না হ'লে একাগ্র মন,
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হ'তে কি পারে কখন ?

হ'লেও মোহবন্ধন, প্রেমব্রত উদ্‌যাপন,
করিছে প্রেমিক, ত্যজি' স্বার্থ যশো মান ধন ।

সলিল পূরিত পাত্রে করিলে তৈলগ্রহণ,
অগ্রে জল পরিত্যাগ হয় যথা প্রয়োজন ।

সেইরূপ নব ভাব গ্রহণ, ধারণ তরে,
পুরাতন ভাববৃত্তি মন পরিত্যাগ করে ।

সজল আধারে যদি তৈলাদি রঞ্জিত হয়,
মিশ্রণে বিকৃত হয় যেরূপ পদার্থদ্বয় ।

সেইরূপ যোগ, ভোগ দুই আশা যার মনে,
উভয় বিকৃত হয় উভয়ের সংমিশ্রণে ।

না ত্যজিয়া ভোগ-আশা যোগে যে করে যতন,
হয় পণ্ডশ্রম তার মহাত্মখী সেই জন ।

বৈষয়িক ভাব, বৃত্তি সামঞ্জস্য নাহি হয়,
ইন্দ্রিয়ার্থে, পরমার্থে হইবে কি সমন্বয় ?

বহির্মুখী মনেন্দ্রিয় করে বস্তু আহরণ,
হ'লে অন্তর্মুখী রুদ্ধ, হয় আত্ম দরশন ।

ভোগী সদা বহির্মুখী, যোগী অন্তর্মুখী হয়,
যোগ, ভোগ, একাধারে সেহেতু সম্ভব নয় ।

শিষ্য । কিন্তু প্রভো ! ছিল মুক্ত গৃহস্থ মহর্ষিগণ,
জনকের জীবনুত্তি করে শাস্ত্র নিরূপণ ।

লভিয়াছে জ্ঞান, মুক্তি, সম্ভোগী সংসারে যত,
কেন এবে প্রয়োজন কঠোর বৈরাগ্য ব্রত ?

গুরু । ছিল পূর্বের ব্রহ্মচর্য্যে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন,
বিলাস-সম্ভোগ-ত্যাগ, সংযমাদি আচরণ ।

করি' বাল্যকাল হ'তে সতত ব্রহ্মবিচার,
হইত কখনো কারো ক্ষুরিত পূর্ব সংস্কার ।

‘ব্রহ্মসত্য জগন্নিখ্যা’ হয় দৃঢ় জ্ঞান যার,
সে জন সংসার-পাশে বন্ধ নাহি হয় আর ।

সংসারে নির্লিপ্তভাবে ছিল সেই জ্ঞানিজন,
যথা হংস শুদ্ধ দেহে করে জলে সন্তরণ ।

লুপ্ত এবে ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ব্রহ্মবিচার,
অনার্য্য ঈশ্বরে আস্থা করে চিত্ত অধিকার ।

বিষয়বিজ্ঞান-চর্চা শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন,
অর্থকরী বিদ্যালাভে সকলে করে যতন ।

জীবনের লক্ষ্য ভোগ, ধন মান উপার্জন,
অবসর-কালে কেহ করিছে ধর্ম্মসাধন ।

একালে গাইস্থ্য, গৃহী নহে সেকালের মত,
সেই হেতু প্রয়োজন কঠোর বৈরাগ্য ব্রত ।

যুগান্তরে গৃহী জ্ঞান লভিলেও কোন জন,
সকলের সে দৃষ্টান্ত নহে যোগ্য কদাচন ।

বিমূঢ় বিষয়ে রত নাহি যার কাণ্ডজ্ঞান,
করে সে বিতণ্ডাকালে জনকহু অভিমান ।

‘তগুল গ্রহণ করি’ ত্যজে তুষ যেই জন,
করে দেহমল ত্যাগ করি’ জলে প্রক্ষালন ।

‘তাজি’ হক বীজ করে স্বাত্ম আত্ম আশ্বাদন,
করি’ শুক্তি পরিত্যাগ করে মুক্তা আহরণ ।

করিয়া গ্রহণ সার ত্যজ্য পরিত্যাগ করে,
তাহাকে বিরাগী ত্যাগী, কেহ নাহি মনে করে ।

ত্যজিয়া তগুল যার তুবেই তুষ্ট অন্তর,
দেহমলে আকিঞ্চন দেহে যার অনাদর ।

যে জন অমৃত ত্যজি' ত্বকাদি ভোজন করে,
করি মুক্তা পরিহার শুদ্ধিহার গলে পরে ।

ত্যজি' সার মূল্যবান ত্যজ্যে পরিতৃপ্তি যার,
ত্যাগী বা বিরাগী আখ্যা হয় উপযোগী তার ।

অসার অনিত্য দেহে না করিয়া আকিঞ্চন,
নিত্য, সার আত্মতত্ত্বে যিনি সদা নিমগন ।

করি পৌত প্রজ্ঞাজলে রাগ-দ্বৈষ-চিত্তমল,
ভোগিছে যে জন শান্তি সন্তোষাদি জ্ঞানফল ।

অপূর্ণ অনিত্য ভোগ্য করি' ত্যাগ যেই জন,
নিত্য, পূর্ণ আত্মানন্দ করে সদা আনন্দন ।

ত্যজি' মিথ্যা যশোমান ত্যজিয়া অনিত্য ধন,
তত্ত্বজ্ঞান মহারত্ন হৃদয়ে করে ধারণ ।

ত্যজ্য ত্যাগী সারগ্রাহী সেই পরাজ্ঞানিজনে,
সন্ন্যাসী, বিরাগী, ত্যাগী বিষয়ী ভাবিছে মনে ।

দেখে জ্ঞানী এ সংসার আসার স্বপ্ন সমান,
অসৎ অবস্ত বিধে নাহি হয় বস্তুজ্ঞান ।

মায়া'র কুহকজালে অবিমুক্ত জ্ঞানিগণ,
 'আমি ত্যাগী' অভিমান নাহি করে কদাচন ।
 আত্মতত্ত্বে হেলা যার জড় দেহে আকিঞ্চন,
 বিবেকাদি ত্যজ্য যার মোহে বিমোহিত মন ।
 ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ লোভ ব্রহ্মানন্দে নাহি আশ,
 ত্যজি জ্ঞানরত্ন যার ধনাদিতে অভিলাষ ।
 হ'বে ধ্বংস দেহেন্দ্রিয় ধন-মান-পরিজন,
 হ'বে ছিন্ন স্নেহ-প্রেম অনিত্য ভাববন্ধন ।
 জানিয়াও যার মন বিষয়ে আসক্ত হয়,
 করি পারিত্যাগ নিত্য, ভূমা আত্মা সুখময় ।
 সে জন প্রকৃত ত্যাগী করে সত্য পরিহার,
 মিথ্যার গ্রহণ ত্যাগ স্বপ্নতুলা একাকার ।
 ত্যজিয়া বিষয় যার 'ত্যাগী' অভিমান হয়,
 নহে সে ত্যাগী বা জ্ঞানী তার ত্যাগ ভ্রান্তিময় ।
 'সংসারঃ স্বপ্নতুলোহি' হয় যার ধ্রুবজ্ঞান,
 বিষয় গ্রহণ ত্যাগ উভয় দেখে সমান ।
 প্রকৃত সন্ন্যাসী ত্যাগী বিষয়ী সংসারিগণ,
 নহে ত্যাগী কিংবা ত্যাসী আত্মবিদ্ যোগিজন ।
 শিষ্য । কোন্ বৃত্তি সুখপ্রদ কিবা দুঃখপ্রদ হয়,
 বল পদানত জনে ভগবান জ্ঞানময় ।

গুরু । সজ্জাদি গুণের ভেদে মনের বৃত্তিনিচয়,

কভু সুখপ্রদ, কভু দুঃখের কারণ হয় ।

কিন্তু গুণত্রয়যুত যদিও জীবের ভয়,

সর্ব অবস্থায় ইহা দুঃখের কারণ হয় ।

শিষ্য । ভীতির উৎপত্তি-স্থিতি-লয়াদির বিবরণ,

উপদেশ কর দীনে কৃপাসিন্ধু ভগবন্ ।

গুরু । দেহ অভিমান-সহ হয় সমুদিত ভয়,

জরা-ব্যাধি-মৃত্যু সেই ভয়ের কারণ হয় ।

সুখ-আশা-তৃপ্তি তরে করে যবে আকিঞ্চন,

বদ্ধ করে জীবগণে বিযম ভাববন্ধন ।

‘বাসনা না হ’বে তৃপ্ত’ ভাবি’ জীব হয় ভীত,

প্রিয়ের অপ্রীতি ভয়ে হয় সদা সন্তাপিত ।

ভাগ্যের ক্ষরত্ব দেখি হয় সদা সশঙ্কিত,

ধন-জন-মান ধ্বংস ভয়ে থাকে আকুলিত ।

‘কর্তব্য না হ’বে কৃত’-মনে করি হ’য়ে ভীত,

কর্তৃত্বাভিমानी জীব হয় সদা সন্তাপিত ।

হতাশ স্বরগলাভে নরকের ভয়ে ভীত,

হ’য়ে অজ্ঞ জীবগণ হইতেছে সন্তাপিত ।

উপাস্ত্র দেবের বুঝি পাইবে না দরশন,

এই ভয়ে হয় ভীত সদা উপাসকগণ ।

মনের বিক্লিপি দেখি, যোগী সশঙ্কিত হয়,
 'হইবে না মোক্ষ' ভাবি হয় মুমুকুর ভয় ।
 এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি সহযোগে,
 হ'য়ে ভীত দুঃখ-তাপ জীবগণ সদা ভোগ ।
 সর্ব বৃত্তি অবসন্ন অভিভূত হয় মন,
 দুঃখময় ভীতি যবে করে জীবে আক্রমণ ।
 অবিজ্ঞা হইতে হয় ভয় বৃত্তি সমুদিত,
 সদা সর্ব অবস্থায় করে জীবে সন্তাপিত ।
 মৃত্যু ঞ্চ সত্য, ইহা জানিয়াও জীবগণ,
 সদা মৃত্যুভয়ে ভীত হইতেছে অকারণ ।
 স্বাপদ বা শস্ত্রে কেহ, কেহ রোগে ভীত হয়,
 করে কেহ অন্ধকারে ভূত প্রেতাদির ভয় ।
 দয়া-ভক্তি-স্নেহ-প্রেম অনিত্য ভাববন্ধন,
 ছিন্ন হ'বে ভয়ে ভীত হইতেছে কত জন ।
 প্রিয়তম-প্রিয়তমা ভাই-বন্ধু-পরিজন,
 হ'বে কালগ্রাসগত জানিয়াও ভীত মন ।
 অনিত্য বিষয় যত রাজ্য-ধন-যশো-মান,
 জানিয়াও জীবগণ হয় ভয়ে ত্রিয়মাণ ।
 অদৃশ্য নরক-স্বর্গ কৰ্মফল ভোগতরে,
 বৃথা ভীত জীবগণ হৃদয়ে কল্পনা করে ।

ভৌতিক, দৈবিক আর আধ্যাত্মিক তাপত্রয়,
একমাত্র ভয় হ'তে মনে সমুদিত হয় ।

বন্ধ সে, বন্ধন যার সুখপ্রদ কণ্ঠহার,
'বন্ধ আমি' জানে যেই বন্ধন কি থাকে তার ?

মুষ্টিমেয় অন্তরে যথা সারমেয়গণ,
হয় পর-অনুগত গলায় পরে বন্ধন ।

সেইরূপে জীবগণ ক্ষণিক সুখের তরে,
হ'য়ে পরমুখাপেক্ষী ভাবের বন্ধন পরে ।

বিষয়ের নাহি শক্তি জীবগণে বন্ধ করে,
ভোগবাসনায় জীব আপনিই বাঁধা পড়ে ।

বন্ধনে গৌরব যার পাশ যার সুখময়,
এহেন জীবের তরে বন্ধন, বন্ধন নয় ।

বন্ধন-যাতনা জীবে হ'য়ে যবে সমুদিত,
ছিন্ন করে ভাবগ্রন্থি, তাহা মুক্তি অভিহিত ।

রাগদ্বেষে বন্ধ মন বৈরাগ্যে বিমুক্ত হয়,
আত্মজ্ঞ যোগীর তাতে নাহি হর্ষ নাহি ভয় ।

আত্ম-জ্ঞানোদয়ে যবে লুপ্ত দেহ অভিমান,
জরা-ব্যাধি-মৃত্যুভয়ে তত্ত্বজ্ঞানী পায় ত্রাণ ।

বৈরাগ্য প্রসাদে হ'লে বাসনা আসক্তি ক্ষয়,
ব্রহ্মাণ্ডের বিধ্বংসেও যোগিজন ভীত নয় ।

গতি-প্রাপ্তি-বন্ধ-মোক্ষ, মানবমন-কল্লিত,
 জানিয়া তদ্বজ্র তাতে কভু নাহি হয় ভীত ।
 অভয় স্বরূপ 'আমি' কোথায় আমার ভয়,
 জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ভূতজ দেহের হয় ।
 অসাধ্য ব্যাধিতে যদি এ দেহ বিনষ্ট হয়,
 দেহাতীত আত্মা আমি তাতে মম কিবা ভয় ?
 শানিত অস্ত্রে যতপি এ দেহ বিচ্ছিন্ন হয়,
 পঞ্চকোষাতীত আমি, তাতে সম কিবা ভয় ?
 ভীষণ আগ্নেয় শস্ত্রে যদি দেহ চূর্ণ হয়,
 অজর অমর আমি তাতে মম কিবা ভয় ?
 সর্বরূপে স্থিত 'আমি' কি আছে বিশ্বে আমার
 কাহার অভাব হবে, দুঃখ-ভীতি হবে কার ?
 কল্লান্ত বাত্যা যদি এ বিশ্ব বিদ্বন্ত হয়,
 কল্ল-বাত্যা-বিশ্ব আমি কাহার হইবে ভয় ?
 কল্লান্ত সলিলে যদি হয় বিশ্ব নিমজ্জিত,
 আমি কল্ল, বারি, বিশ্ব বিপ্লাবক, বিপ্লাবিত ।
 দ্বাদশ মার্জিতাপে যদি বিশ্ব দক্ষ হয়,
 আমি সূর্য্য, বিশ্ব, দাহ, কাহার হইবে ভয় ?
 মনোরূপে বিকশিতা ক্রীড়াশীলা মায়া মম,
 রাগাদি মনের, আমি গুণাতীত গুহ্যতম ।

নৃতাত্ত্ব-ন্যায় ভাব ব্যক্ত সঙ্কুচিত হয়,
 শান্ত মনাতীত আমি তাতে মম কিবা ভয় ?
 স্বপ্রকাশ আত্মা আমি স্বীয় মহিমায় স্থিত,
 জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, ত্রয় আমাতেই অধ্যাসিত ।
 নাহি দৃশ্য, গম্য, প্রাপ্য সর্ববস্তু, মায়াময়,
 দর্শন-গমন-প্রাপ্তি, অভাবে কি আছে ভয় ?
 বন্ধ-মোক্ষ, তাহে ভয় মনের বিকল্প হয়,
 ভয়াভয় দ্বন্দ্বাতীত আমি শান্ত চিন্ময় ॥

আহার

আহার-বিষয়ে নিরামিষামিষ
রয়েছে দ্বিবিধ মত ।

আমিষ-ভোজন হয় হেয় ঘৃণ্য
বলে ধর্ম্মধ্বজী যত ॥

আমিষ-আহারে রান্ধস তামস
বিশেষণ যুক্ত করে ।

বলে নিরামিষ খাও প্রয়োজন
সাধন-ভজন তরে ॥

কে অনভিজ্ঞ কেহ বা অল্পজ্ঞ
শাস্ত্রার্থ বিদিত নয় ।

সে হেতু আহারে শাস্ত্র যুক্তিসহ
বিচার্য্য বিষয় হয় ॥

রচি শ্লোকত্রয় সপ্তদশাখ্যায়ৈ
ভগবৎ গীতাকার ।

গুণত্রয় ভেদে আহার-বিভেদ
করেছেন অঙ্গীকার ॥

“আয়ুঃ সত্ত্ব বল সুখ-প্রীতিপ্রদ
 স্নিগ্ধ স্থির রসময় ।
 উত্তম আহারে সাত্বিক জনের
 মন পরিতৃপ্ত হয় ॥ ১ ॥

অতি-কটু অন্ন লবণ অত্যাধ
 তীক্ষ্ণ রুক্ষ দাহকর ।
 দুঃখ রোগপ্রদ আহারে সন্তুষ্ট
 রজোগুণী নিরন্তর ॥ ২ ॥

অপক্ব নীরস, উচ্ছিষ্ট দুর্গন্ধ
 অপবিত্র পর্য্যুষিত ।
 কদর্য আহারে তামস জনের
 হয় মন প্রফুল্লিত ॥” ৩ ॥

কিন্তু খাতভেদে গুণের পার্থক্য
 গীতার উদ্দেশ্য নয় ।
 গুণের পার্থক্যে রুচির প্রভেদ
 ইহাতে সিদ্ধান্ত হয় ॥

আমিষ-ভোজন সাত্বিকের প্রিয়
 কিংবা নিরামিষাহার ।
 ব্যাস-বিরচিত এই শ্লোকত্রয়ে
 নাহি নিরূপণ তার ॥

গুণের প্রভেদে

আহারের রুচি

উত্তম অধম হয় ।

এই গীতামত

জন্মনা কেবল

কভু যুক্তিযুক্ত নয় ॥

সাত্ত্বিক আহারে

রাজস তামস

কেবা প্রফুল্লিত নয় ।

তামস আহার

সকল জীবের

অস্পৃশ্য ঘৃণিত হয় ॥

কে আছে জগতে

পুতি পর্ধ্যুষিত

তামসিক খাওয়া চায় ।

পবিত্র সুস্বাদু

স্নিগ্ধ প্রীতিকর

আহার্য্য যতপি পায় ॥

নাহি লক্ষে এক

হেন তামসিক

কুরুচিসম্পন্ন জন ।

সাত্ত্বিক আহার্য্যে

যার অবহেলা

তামসে প্রফুল্ল মন ॥

সুস্বাদ-বিস্বাদ

সুগন্ধ দুর্গন্ধ

খাওয়াখাওয়া ব্যবহার ।

বিভিন্ন প্রদেশে

বিভিন্ন সমাজে

দৃষ্ট হয় ভিন্নাকার ॥

শৈশব হইতে যার যে সমাজে

যে খাও অভ্যস্ত হয় ।

সেই খাও কভু

তাহার নিকটে

বিস্বাদ দুর্গন্ধ নয় ॥

ব্রহ্মদেশে 'নাস্তি'

অতি উপাদেয়

খাওরূপে গণ্য হয় ।

ভারতের স্বাদু

ঘৃতপক্ক অন্ন

ব্রহ্মে তৃপ্তিপ্রদ নয় ॥

পলাণ্ডুর গন্ধে

হয় প্রফুল্লিত

পলাণ্ডুভোজীর মন ।

দুর্গন্ধ ঘণিত

হয় তার কাছে

অনভ্যস্ত যেই জন ॥

সমাজ বিশেষে

যাহা তৃপ্তিপ্রদ

অন্তে তাহা হয় হয় ।

সাত্ত্বিক আহার

সকলের তরে

কভু ঐকরূপ নয় ॥

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

সুসভ্য প্রদেশে

শুষ্ক মৎস্য প্রচলিত ।

পলাণ্ডু রসুন

পনীরাদি দ্রব্যে

হয় সবে প্রফুল্লিত ॥

উন্নত সমৃদ্ধ এসকল জাতি

যদি তমো-গুণাধিত ।

ভীরু স্বার্থপর পদানত হিন্দু

কোন্ গুণে অবস্থিত ?

আমিষ-আহারে হয় তমাধিক্য .

বলে হেন কত জন ।

কিন্তু এই মত নহে যুক্তিযুক্ত

সপ্রমাণ কদাচন ॥

আহার্য্য বিশেষে হয় সম্ভবুদ্ধি

তমোগুণ নিবারিত ।

বল কোন্ বেদে বেদান্তে দর্শনে

হইয়াছে নিরূপিত ?

মৎস্য-মাংস-ভোজী ঈশ খৃষ্ট যবে

ত্যাগেছিল ক্রুশে প্রাণ ।

প্রফুল্ল বদনে আততায়িগণে

করেছিল ক্ষমা দান ॥

ছিল মাংসভোজী রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-

বিষ্ণু অবতারগণ ।

ভারতাদি গ্রন্থে বুদ্ধজীবনীতে

আছে তার নিদর্শন ॥

খৃষ্টাদি মহাত্মা সত্ত্বগুণাধিত

কর যদি অঙ্গীকার ।

আমিষ-আহারে হয় তমাধিক্য

কেমনে কহিব আর ?

তমোগুণাধিত খৃষ্টাদি মহাত্মা

অবতার ঋষিগণ ।

না হ'লে সিদ্ধান্ত আমিষ তামস

সম্ভাবে না কদাচন ॥

জীবদেহ আর উদ্ভিদাদি যদি

গুণত্রয়ে বিরচিত ।

সে ভোজ্যের গুণ সংক্রামিত মনে

হয় যদি অঙ্গীকৃত ॥

প্রকাশক শক্তি সত্ত্ব-রজো-গুণ

জীবদেহে প্রকটিত ।

জঙ্গমের দেহে ইন্দ্রিয়ের কার্যে

হয় তাহা প্রমাণিত ॥

স্থাবর পদার্থ সত্ত্ব-রজো-গুণে

নাহি হয় বিভাসিত ।

ঘোর তমোগুণে সুপ্তপ্রায় জড়

মহামোহে আবরিত ॥

জড় আহাৰ্য্যের গুণাগুণ যদি

মনে সংক্রামিত হয় ।

মাংসে সত্ত্ব-রজ নিরামিষে তম

হয় বৃদ্ধি নিঃসংশয় ॥

বুঝি সেই হেতু জীবন্ত তেজস্বী

বিদেশী আমিষী যত ।

নব্য নিরামিষী নিশ্চেষ্ট স্থাবরে

হইতেছে পরিণত ॥

বংশ-পরম্পরা নিরামিষ-ভোজী

জাতি কিংবা সম্প্রদায় ।

মাংসাশী হইতে সত্ত্ব-গুণান্বিত

কভু নাহি দেখা যায় ॥

তৃণভোজী ছাগ মহিষ-হরিণ

কণ্ডুক পক্ষিগণ ।

ফলভোজী কপি সিংহ-ব্যাঘ্র হ'তে

নহে শ্রেষ্ঠ কদাচন ॥ ৪ ॥

হিংসা-ক্রোধ বৃত্তি চরিতার্থ-হেতু

মহিষ, সংহার করে ।

করে সিংহ-ব্যাঘ্র খাদ্য-আহরণ

উদর-পূরণ তরে ॥

মৃগ-ছাগ চড়া

দুষ্টবুদ্ধি কপি

ভয় কাম ক্রোধময় ।

জিতেন্দ্রিয় বীর

সিংহ-ব্যাঘ্র-বৃক

তামস প্রধান নয় ॥

হস্তি-মহিষাদি

তৃণশস্যভোজী

বলবান পশু যত ।

হয় ভারবাহী

পরমুখাপেক্ষী

দাসরূপে পরিণত ॥

মাংসভোজী সিংহ

ব্যাঘ্র-বৃকগণ

নহে পর অনুগত ।

হ'লেও আবদ্ধ

তেজঃ প্রভাবাদি

নাহি হয় প্রতিহত ॥

মাংসাশী সিংহাদি

হয় পশুরাজ

তাদের সাম্রাজ্য-বন ।

মানব-সমাজে

করিছে রাজত্ব

আমিষ-আহারিগণ ॥

নিরামিষাহারী

হীনবীৰ্য্য ভীৰু

মুছল স্বভাব হয় ।

ভোগ কিংবা যোগ

হেন পুরুষের

কদাপি আয়ত্ত নয় ॥

আমিষ-আহারী বীৰ্য্যবান শূর
 শূরভোগ্য বসুন্ধরা ।
 স্বর্গ শূরভোগ্য হয় শূরসাধ্য
 মোক্ষপ্রদ-বিভা পরা ॥

প্রার্থনা-ক্রন্দন স্তব-স্ততি-নতি
 যাদের সাধন হয় ।
 অশ্রু-স্বেদ-কম্প স্তম্ভন-মূচ্ছাদি
 মহাত্মার পরিচয় ॥

হীনতা-দীনতা ভীতি যাহাদের
 সাত্ত্বিকের নিদর্শন ।
 মস্তিষ্কালোড়নে তত্ত্ব-নিরূপণে
 নাহি কোন প্রয়োজন ॥

দেহ মস্তিস্কের বল, ওজস্বিতা
 যে ধর্মের বিরোধী হয় ।
 সেই ধার্মিকের আমিষ-আহার
 অবশ্যই যোগ্য নয় ॥

ভারতের পূর্ব গৌরবের দিনে
 যত আর্য্য ঋষিগণ ।
 ভোজনের তরে পশু-পক্ষি-মৎস্য
 করিতেন সংহনন ॥ ৫ ॥

সমুদ্র-শোষক

মহর্ষি অগস্ত্য

ছিলেন যুগয়ারত । ৬ ।

বাল্মীকি আশ্রমে

বশিষ্ঠাগমনে

হ'য়েছিল বৎস হত ॥ ৭ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য-যম

অত্রি-পরশর

ব্যাস-বিষ্ণু-কাত্যায়ন ।

অঙ্গিরা-হারীত

বশিষ্ঠ-শঙ্খাদি

নামে স্মৃতিকারগণ ॥

ক'রেছে বিধান

আমিষ-আহার

জল-স্থল-ব্যোমচর ।

আমিষ-ভোজন

ছিল না তখন

সাধনের বিঘ্নকর ॥ ৮ ॥

স্বাবরনিচয়

জঙ্গমের খাত্ত

দংষ্ট্রীর অদংষ্ট্রী যত ।

সহস্র নরের

হস্তহীন মীন

হয় অন্তে পরিণত ॥

মনুস্মৃতি-মতে

নিরামিষামিষ

কিছু দোষাবহ নয় ।

প্রাকৃতিক ক্রমে

দুর্বল বলীর

খাত্তরূপে গণ্য হয় ॥ ৯ ॥

সংহিতা-স্মৃতিতে অধ্যয়ন-কালে
দেখে শাস্ত্রাধ্যায়ী যত ।
আমিষ-আহারে বিধি-প্রতিবেধ
রয়েছে দ্বিবিধ মত ॥

আমিষ-আহারী করে বিধিবাক্যে
স্বীয় মত সমর্থন ।
প্রতিবেধ-বাক্য করিছে গ্রহণ
নিরামিষ-ভোজিগণ ॥

বলিছে প্রক্ষিপ্ত বিধিবাক্য যত
প্রতিবেধ-বাদিগণ ।
নিবেধ প্রক্ষিপ্ত কিংবা বিধিবাক্য
কর এবে নিরূপণ ॥

অভ্যাগত জনে শ্রদ্ধে পিতৃগণে
মধুপর্কে, মাংসদান ।
যজ্ঞে পশুবধে বেদাদি শাস্ত্রেও
বিধিবাক্য বিত্তমান ॥

এবে মধুপর্কে দ্ব্যত-দধি-মধু
হুঙ্কাদি মিশ্রিত করে ।
মেষাদির মতে মাংসের বিধান
আছে মধুপর্ক তরে ॥ ১০ ॥

হইনে অখাত কিংবা অশক্কেয়

আমিষ-আহার্য্য যত ।

পিতৃগণে কিংবা অভ্যাগতে দান

নহে শিষ্ট অভিমত ॥

আয়ুর্বেদ-মতে

মাংসের মতন

পুষ্টিকর বলাধান ॥

দুষ্ট দার্ঢ্যকর

ভোজ্যের ভিতরে

নাহি কিছু বিত্তমান ॥

গবাদি পর্য্যন্ত

পশু-পক্ষি-মৎস্য

আয়ুর্বেদে বিধি হয় । ১১ ।

অখাত বস্তুতে

ঋষির ব্যবস্থা

কভু যুক্তিযুক্ত নয় ॥

মৎস্যাদি শাস্ত্রেও

ভক্ষ্যভক্ষ্যরূপে

মৎস্য-মাংস নির্বাচিত ।

না করি আহার

গুণ-নির্বাচন

নহে কভু সম্ভাবিত ॥

কাষ্ঠ-লৌষ্ট্রাহারে

ঋতি-স্মৃতিশাস্ত্রে

নাহি বিধি-প্রতিষেধ ।

অভক্ষ্য পদার্থ

সকলের ত্যাজ্য

নাহি তাতে মতভেদ ॥

বিধি-প্রতিষেধ দ্বিবিধ বচনে

হইতেছে নিরূপিত ।

আমিষ-আহার আছে এ ভারতে

চিরকাল প্রচলিত ॥

বেদ-অনুসারে যজ্ঞাদি করমে

পশুবধ বিধি হয় । ১২ ।

বেদান্তশাস্ত্রেও বহু মন্ত্র তার

করিতেছে সমন্বয় ॥ ১৩ ॥

ছাগ-গবাদির পুরোডাশ-সহ

দেবগণে সোমদান ।

বিধায়ক মন্ত্র আছে চতুর্বেদে

শত শত বিদ্যমান ॥ ১৩ ক ॥

সংস্কারে আবদ্ধ সায়নাদি কত

নব্য ভাষ্যকারগণ ।

ধেনু-গো-শব্দের দুস্কার্য গ্রহণে

করিয়াছে প্রাণপণ ॥ ১৩ খ ॥

মহীধর ভাষ্যে গবার্থ-ব্যঞ্জক

শব্দার্থে লক্ষিত হয় ।

করিয়াছে মহী সত্যার্থ প্রকাশ

না করি' সমাজভয় ॥

অশ্বমেধ-যজ্ঞে যজ্ঞাশ্ব সহিত

নবাবধিক ষট্শত ।

গ্রাম্য বহু পশু পক্ষি-মৎস্য-বধ

হয় শ্রুতি অভিমত ॥ ১৪ ॥

ক'রেছিল যজ্ঞ রাজা দশরথ

যবে পুত্রলাভ তরে ।

বহু পশুপক্ষী হনন তাহাতে

বাল্মীকি বর্ণন করে ॥ ১৫ ॥

অশ্বমেধ-যজ্ঞে অশ্ব-ঋষভাদি

পশু-পক্ষি-মীন কত ।

ক'রেছিল বধ রাজা যুধিষ্ঠির

বলিছে মহাভারত ॥ ১৬ ॥

ভরদ্বাজাশ্রমে শ্রীরামে 'গামর্য্য'

ভরতে ভোজন তরে । ১৭ ।

বরাহ-কুক্কট ছাগ-মাংস-দান

বাল্মীকি বর্ণন করে ॥ ১৮ ॥

ছিল বনবাসে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ

সীতার জীবনোপায় ।

মৃগ-গোখা-সেধা বরাহের মাংস

রামায়ণে দেখা যায় ॥ ১৯ ॥

কিন্তু কীর্তিবাস তুলসীদাসাদি
 সংস্কারাক্ত কবি যত ।
 ক'রেছে কল্পনা ফল-মূল্যাহার
 করি' সত্য পরাহত ॥

গোমাংস-সম্ভূত মধুপর্কে কৃষ্ণ
 হ'য়েছিল অভ্যর্থিত ।
 হুর্ঘ্যোখন-গৃহে ভারতে এ কথা
 আছে স্পষ্ট উল্লিখিত ॥ ২০ ॥

বনবাস-কালে নিত্য দ্বিজসেবা
 করিত পাণ্ডবগণ ।
 নানাবিধ যুগ অত্ন মেধ্য পশু
 করি' সদা সংহনন ॥

যদি বল এই গবাদি হনন
 কলিতে প্রসিদ্ধ নয় ।
 জন্মেজয়-গৃহে 'গামর্ধ্য'-গ্রহণে
 ব্যাস জাতিভ্রষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম-প্রবর্তক
 তার পূর্ব মীমাংসায় ।
 যজ্ঞে পশুবধ বিধায়ক সূত্র
 কত শত দেখা যায় ॥ ২৩ ॥

ব্যাস-বিরচিত

বেদান্তদর্শন

করিয়াছে নিরূপণ ।

যজ্ঞে পশুবধ

বেদান্তমোদিত

নহে হিংসা কদাচন ॥ ২৪ ॥

আচার্য্য শঙ্কর

ছান্দোগ্যের ভাষ্যে

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে আর ।

শ্রৌতযজ্ঞে বধ

নহে হিংসা বাচ্য

করিয়াছে অঙ্গীকার ॥

নিরামিষাহারী

ধর্ম্মধ্বজিগণ

সত্যার্থ গোপন করে ।

ক'রেছে শাস্ত্রের

মিথ্যা ব্যাখ্যা পরে

স্বমত পোষণ করে ॥

ব্যাকরণে দ্রব

করি' শ্রৌতপশু

ছাগাশ্ব গবাদি যত ।

কল্পনার হাঁচে

বিবিধ আকারে

করিয়াছে পরিণত ॥

এক বেদাধ্যায়ী

পুত্রলাভ করে

পুত্রার্থী দম্পতী যত ।

ঋতুরক্ষা-কালে

ক্ষীরান্ন-ভোজন

করিবেন বিধিমত ॥

দধি পক্ অন্ন করিবে ভোজন

দ্বিবেদি-পুত্রের তরে ।

জন্মিবে ত্রিবেদী হ'লে গর্ভাধান

ঘৃতান্ন ভোজন ক'রে ॥

যশস্বী সুবক্তা সর্ব বেদাধ্যায়ী

পুত্রতরে প্রয়োজন ।

বৃষমাংস-সহ পক্ অন্নাহার

ইহা শ্রুতি-প্রবচন ॥ ২৫ ॥

আরণ্যক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর

করিয়াছে নিরণয় ।

উক্তা বা ঋষভ পুংগব বোধক

তন্মাংস তাৎপর্য্য হয় ॥ ২৬ ॥

'মাংসৌদন' শব্দে করিয়াছে শ্রুতি

মন্ত্ৰ অর্থ সুনিশ্চয় ।

উক্তা ঋষভের করিলে ভিন্নার্থ

হয় ভাষা বিপর্য্যয় ॥

বিনা শ্রাদ্ধে যজ্ঞে ঘৃতাদির আয়

গবাহার প্রচলিত ।

ছিল পূর্বকালে শ্রুত্যাদি প্রমাণে

হইতেছে প্রমাণিত ॥

হে গোণ ব্রাহ্মণ আর্য্যজাতি বলি,
কর যদি অভিমান ।

তবে গোখাদক খৃষ্ট মুসলমানে
কেন কর হয় জ্ঞান ?

তাহাদের খাছু প্রতিষেধ-হেতু
করি' বৃথা আবদার ।

বিদ্বেষ-অনল আলিয়া ভারত
করিতেছ হারথার ॥

উক্ষা ও ঋষভ এই শব্দদ্বয়
গবার্থ-ব্যঞ্জক নয় ।

উক্ষা এই শব্দে বার্তাকু নামক
উদ্ভিদ আখ্যাত হয় ॥

এইরূপ ছলে পাণ্ডিত্যাভিমান
নিরামিষ-ভোজিগণ ।

করিছে খণ্ডন শঙ্করাদি ভাষ্য
স্বীয় মত সমর্থন ॥

মাংসোদন শব্দ উদ্ভিদ-ব্যবস্থা
কদাপি সঙ্গত নয় ।

বার্তাকুর মাংস এরূপ বচনে
ভাষা বিপর্য্যস্ত হয় ॥

সামান্য আহারে যেই দম্পতীর
ক্ষীণ দেহেন্দ্রিয়গণ ।

সুস্থ বীর্যবান পুত্র তাহাদের
সম্ভবে না কদাচন ॥

সেই হেতু শ্রুতি পরম্পরা-ক্রমে
করিয়াছে নিরূপণ ।

গোরস-সম্ভূত খাও শ্রেষ্ঠতর
শ্রেষ্ঠতম মাংসোদন ॥

দুষ্ক-ঘৃতাদিতে শ্রেষ্ঠতম পুত্র
যতপি সম্ভব নয় ।

অসার বেগুনে হেন পুত্রোৎপত্তি
কিরূপে সঙ্গত হয় ?

এই শ্রুতিমত গোখাদকগণ
করিবে ষথার্থ জ্ঞান ।

ছাগে এই বিধি ছাগমাংস-ভোজী
করিবে না প্রত্যাখ্যান ॥

গোহত্যা-সংস্কারে বদ্ধ, নব্য হিন্দু
পাপ ভয়ে মুহমান ।

বলে পক্ষান্তরে শ্রুতি ব্রহ্মবাক্য
করে প্রব সত্যজ্ঞান ॥

উভয় সঙ্কটে

নিপতিত হিন্দু

স্বমত পোষণ করে ।

বহুবর্ষ-ব্যঞ্জক

অক্ষর শব্দের

বিপরীত ব্যাখ্যা করে ॥

ইহুদি রোমান

গ্রীকাদি প্রাচীন

আর্য্য বংশধরগণ ।

ধর্ম-কর্ম্মাহারে

গবাদি পর্য্যন্ত

করিতেন সংহনন ॥

সেই আর্য্যজাতি

এই ভারতেও

হ'য়েছিল নিবেশিত ।

দেখি' শ্রুতিবিধি

গোমাংসের তরে

কেন হও বিচলিত ?

সেই শাখাজাত

নব্য ইউরোপ

আমেরিকাবাসিগণ ।

পূর্ব্ব ধর্ম্মত্যাগী

কিন্তু তাহাদের

শ্রেষ্ঠ খাদ্য মাংসৌদন ॥

গোভোজী পাশ্চাত্য

শারীরিক বলে

বীর্য্যবান্ সুর হয় ।

মানসিক বলে

বিজ্ঞানচর্চায়

করিতেছে ভূত জয় ॥

জলে জলতলে

জলচর-সম

করিতেছে বিচরণ ।

ব্যোমচর-প্রায়

করে গতাগতি

করি' উর্দ্ধে আরোহণ ॥

দূরস্থ অথবা

মৃত গায়কের

সঙ্গীত-শ্রবণ তরে ।

অদৃশ্য অস্পৃশ্য

শব্দ-স্বর-তান

গ্রামোফোনে বদ্ধ করে ॥

রেখেছে তড়িতে

কীর্তিদাসী-প্রায়

চির বশীভূত ক'রে ।

শকট-বহন

বার্তা-আহরণ

ব্যজনাদি সেবা তরে ॥

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান

শিল্প-বাণিজ্যাদি

সমৃদ্ধি-সাম্রাজ্য-বল ।

দৈহিক মানস

শক্তি-সম্ব-রজো-

গুণ-সমন্বয় ফল ॥

বিনা ব্রহ্মচর্য্য

বিনা একাগ্রতা

ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার ।

বিনা সংযমন

পারে কি হইতে

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ?

প্রাচ্য শাস্ত্রচর্চা করিছে পাশ্চাত্য
 গোভোজী মানবগণ ।
 শ্রুতিভাষ্য, ভাষা বৈদান্তিক গ্রন্থ
 করিতেছে প্রচলন ॥

যে যোগজ-সিদ্ধি অলৌকিক শক্তি
 লভে সিদ্ধ যোগিজন ।
 সে শক্তির ফল জাতি-নির্বিশেষে
 ভোগিছে পাশ্চাত্যগণ ॥

দেখ পক্ষান্তরে মাংসৌদন-ত্যাগী
 বার্তাকু-ভক্ষক যত ।
 শৌর্য্য-বীর্য্য-বিদ্যা বিজ্ঞানবিহীন
 দাসরূপে পরিণত ॥

নবীন যৌবনে জীর্ণ দেহেন্দ্রিয়
 মস্তিষ্ক কর্দম-প্রায় ॥
 বেদ-বেদান্তের সুগভীর তত্ত্ব
 না করে প্রবেশ তায় ॥

বৈদিক ভাষাও হ'য়েছে দুষ্স্পর্ষ
 পশুর ভাষার মত ।
 করে আলস্বন এবে বেদাধ্যায়ী
 ভাষ্য, অনুবাদ যত ॥

চতুর্বেদ ভাষ্য করে অধ্যয়ন

আছে হেন কত জন ?

বার্তাকু-ভক্ষণে

কুশ্মাণ্ডের প্রায়

এবে ঋষি-স্মৃতগণ ॥

তাজিলে গোরস

ঘৃত-দুগ্ধ-দধি

নিরামিষ-ভোজিগণ ।

হ'ত এতদিনে

কিসে পরিণত

কে করিবে নিরূপণ ?

জাতি-নির্বিশেষে

বার্তাকু-ভক্ষণ

ক'রে নব্য হিন্দুগণ ।

শ্রুতি-উল্লিখিত

চতুর্বেদী পুত্র

নাহি হয় কি কারণ ?

বার্তাকুর গুণে

বেদজ্ঞ-সন্তান

হয় যদি সন্তাবিত ।

ঋষিদের স্থানে

ভীরু মূঢ়গণ

কেন এবে বিরাজিত ?

অসার আহারে

ক্ষীণ দেহেন্দ্রিয়

দুর্বল মস্তিষ্ক যার ।

না হয় সে ভোগী

বিজ্ঞানী বা যোগী

বিফল জনম তার ॥

তাজি' আধুনিক সঙ্কীর্ণ সংস্কার
 কর যদি সুবিচার ।
 ঋষির উদ্দেশ্যে শ্রুতি-প্রবচনে
 থাকিবে না ভ্রম আর ॥

সভ্যাসভ্য যত মানব-সমাজ
 দেখ করি' সুবিচার ।
 অসভ্য সমাজ করে বহু পশু
 ফলমূল ব্যবহার ॥

প্রজাবৃদ্ধি-সহ খাত্তের অভাবে
 হয় ক্রমে প্রয়োজন ।
 কৃষি-বাণিজ্যাদি ছাগ-গো-অশ্বাদি
 নানাবিধ পশুগণ ॥

সুসভ্য সমাজে বহু গ্রাম্য পশু
 শস্ত্রাদি আহার্য্যে হয় ।
 আর্ধ্যজাতি তরে প্রাকৃতিক বিধি
 কি হেতু প্রযুক্ত্য নয় ?

'আমিষ' এ শব্দ করি আলম্বন
 নিরামিষ সিদ্ধ হয় ।
 প্রথমে আমিষ পরে নিরামিষ
 হইয়াছে নিঃসংশয় ॥

শ্রুতি-স্মৃতি-মতে গবাদি পর্য্যন্ত
ছিল খাণ্ড প্রচলিত ।

পরে কৃষি তরে গোরক্ষণ-হেতু
হইয়াছে নিবারিত ॥

বিদেশীয়গণ বৈজ্ঞানিক ক্রমে
গোসেবায় নিয়োজিত ।

হস্তিতুল্য বৃষ পয়স্বিনী গাভী
জনমিছে অগণিত ॥

ভারতের গাভী ক্ষীণা দুগ্ধহীনা
শীর্ণ বৎস্র বৃষগণ ।

হিন্দুর গোসেবা মাতৃ-সম্বোধনে
সিন্দূরাদি বিলেপন ॥

পাশ্চাত্য সংস্কার করিছে ক্রমশঃ
প্রাচ্য মন অধিকার ।

করে পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য আয়ত্ত
প্রাচ্য নীতি ব্যবহার ॥

পশুলোম কিংবা রেশমনির্মিত
বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত ।

চর্ম-হস্তচ্ছদ চর্ম-পাছুকায়
হস্তপদ সুসজ্জিত ॥

শিরে পক্ষিপুচ্ছ হস্তে চর্মস্থলী

চর্মের কটিবন্ধন ।

নিত্য সজ্জা যার সে পাশ্চাত্ত্য এবে

তাজিতেছে মাংসাশন ॥

হয়েছে উদ্ভূত

দয়া, পাপবোধ

ভোজ্য মৎস্য-মাংস তরে ।

চর্ম-লোম-উর্ণা

এ নব্য করুণা

উন্মেষণ নাহি করে ॥

উইনিয়েমস্

ম্যাট্‌ল্যাণ্ড আদি

গৌণ নিরামিষী যত ।

করে উদ্‌যাপন

দুগ্ধ-মৎস্য-অণ্ডে

নব্য নিরামিষ ব্রত ॥

এনা কিংস্‌ফোর্ড

গ্রেহাম প্রভৃতি

মুখ্য নিরামিষিগণ ।

মাংসাপেক্ষা শস্ত্র

পাচ্য পুষ্টিকর

করিয়াছে নিরূপণ ॥

ভিষক্‌ মাইল্‌স

ডেনস্মোর আদি

অন্য নিরামিষিগণ ।

উক্ত ভ্রান্ত মত

খণ্ডনের তরে

করিয়াছে প্রদর্শন ॥

শস্ত্রাদি অপেক্ষা আম-মাংসে সার
যদিও অধিক নয় ।

পক অবস্থায় আগিবে 'প্রোটীড্'
বহুল বর্দ্ধিত হয় ॥

হয় ন্যূনতর সারাংশ প্রোটীড্
শস্ত্রে পক অবস্থায় ।

মাংসে শস্ত্রাদিতে পকপক-ভেদে
ভিন্ন গুণ দেখা যায় ॥

পাকাশয়-মধ্যে শস্ত্রাদি উদ্ভিদ
কভু পরিপাচ্য নয় ।

হ'য়ে অর্দ্ধ-জীর্ণ বৃহদন্ত্র-মধ্যে
মলে পরিণত হয় ॥

মৎস্য-মাংস বাদামাদি ফল
পাকাশয়ে জীর্ণ হয় ।

'শাকে বৃদ্ধি মন' প্রচলিত বাক্য
নিতান্ত অলৌক নয় ॥

আচার্য্য গল্পার এস্ রোবাক্সম্
ইভাসাদি বৈতগণ ।

বহু গবেষণা পরীক্ষার ফলে
করিয়াছে নিরূপণ ॥

শাক-শস্ত্রাদিতে ভৌম পদার্থের
আধিক্য লক্ষিত হয় ।

এ সকল ভোজ্যে অকাল বার্কিক্য
জনমিছে নিঃসংশয় ॥

ভিষক্ রেমণ্ড পাশ্চাত্য প্রদেশে
করিয়াছে দরশন ।

অত্যল্প বয়সে হয় জরাগ্রস্ত
নিরামিষি-সাধুগণ ॥

বলে বৈত্ ফ্রীল্ এ ভারতে আসি'
করিয়াছে দরশন ।

শাক-শস্ত্রাহারে অকাল বার্কিক্য
লভিতেছে হিন্দুগণ ॥

বলিছে আপনি নিরামিষ-ভোজী
ভিষক্ উইন্ ক্লার ।

শাক-শস্ত্রাহারে বার্কিক্যের চিহ্ন
হ'য়েছিল দেহে তার ॥

মার্কিন ভিষক্ সেলিস্বেরীর
শুধু মাংস উষ্য জল ।

করি ব্যবহার শত শত রোগী
লভিতেছে সত্ত্বঃ ফল ॥

মৃগয়া-অর্জিত

মাংস-উপজীবী

মার্কিন পাম্পাস যত ।

উষ্ট্র-দুগ্ধ-মাংস

খজ্জুরে আরব

লভে আয়ুঃ বর্ষ শত ॥

ডাক্তার ডিক্রুজ

বহু পরীক্ষায়

করিয়াছে সুনিশ্চয় ।

হইলে সুপক

মৃত পশ্বাদির

মাংসও অখাত্ত নয় ॥

পার্ক, হাচিসন্

বোমন্ট প্রভৃতি

করিয়াছে নিরূপণ ।

দেহ-উপাদান

প্রোটীড্ উদ্ভিদে

স্বল্প পরিমাণ হয় ॥

হাকস্লি প্রভৃতি

বৈজ্ঞানিকগণ

করিয়াছে নিরূপণ ।

নিরামিষামিষ

দ্বিবিধ ভোজ্যই

মানবের প্রয়োজন ॥

এল্ফিজিয়ার

কিউভিয়ারাদি

জন্তু-তত্ত্ববিদগণ ।

ডারউইনবৎ

মানবের আদি

করিবারে নিরূপণ ॥

ক'রছে সিদ্ধান্ত মানবসকল

কপি-বংশধর হয় !

কিংবা কপি নর উভয়ের আদি

এক জন্তু নিঃসংশয় ॥

এই কোলিত্তের রক্ষিতে গৌরব

নব্য নিরামিষিগণ ।

বলে মানবের স্বাভাবিক খাও

বাদামাদি ফলৌদন ॥

কিন্তু ফিজিয়ার 'মেমেলিয়া'-গ্রন্থে

করিয়াছে নিরূপণ ।

ক্ষুদ্র পক্ষী, অণ্ড কীটপতঙ্গাদি

খায় বহু কপিগণ ॥

শক্তি-অনুসারে সর্বজাতি কপি

আমিষ ভোজন করে ।

নাহি শক্তি, শস্ত্র মানবের প্রায়

পশ্বাদি হনন তরে ॥

প্রেষ্ট, ইচ, পেট্রী ডুমন্ট, লায়েল

বুচার, ডিপারথিস্ ।

লুবক্, পেঞ্জেলী ফরেল্, ইভান্

রিবোরো, পীট্ ডকিন্স্ ॥

এই নামাঙ্কিত বিখ্যাত পাশ্চাত্য
ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানিগণ ।

যেই নিম্ন স্তরে আদি মানবের
পাইয়াছে নিদর্শন ॥

নর-অস্থিসহ পশুর কঙ্কাল
অস্ত্র-শিলা নিরমিত ।

আছে সেই স্তরে তাহে সে জাতির
হয় খাতি নিরূপিত ॥

সে পশুকঙ্কালে অস্ত্রচিহ্ন আর
অগ্নিচিহ্ন দেখা যায় ।

আদি মানবের ভোজ্য অবশেষ
হয় প্রমাণিত তায় ॥

করিয়া খনন শিবালিক গিরি
ডাক্তার ক্যাল্কোনার ।

এই ভারতেও পাইয়াছে অস্থি
শিলা-অস্ত্র সে প্রকার ॥

লৌহাদি ধাতুর ব্যবহারে অস্ত্র
আদিম মানবগণ ।

শিলা-অস্ত্র-শস্ত্রে করিত যুগয়া
আছে তার নিদর্শন ॥

ফলভোজী পশু

মানবের আদি

হইলেও অঙ্গীকৃত ।

মানবাবস্থায়

ফলাহার তার

নাহি হয় প্রমাণিত ॥

প্রাকৃতিক ক্রমে

বানর যখন

নরে পরিণত হয় ।

তার প্রয়োজন

ভাব-ভোজ্যাদির

হয় ক্রমে বিপর্যয় ॥

কিংবা দেহমন

ভাব-ভোজ্যাদির

হ'য়ে ক্রমে বিপর্যয় ।

প্রাকৃতিক ক্রমে

বানরাদি পশু

নরে পরিণত হয় ॥

প্রাচীন জাতির

ভূগর্ভে নিহিত

চিহ্ন যাহা বিদ্যমান ।

আদিকাল হ'তে

আমিষ-ভোজনে

করিতেছে সাক্ষ্যদান ॥

হ'য়ে প্রণোদিত

নব্য করুণায়

যতপি মানবগণ ।

করে পরিত্যাগ

গ্রাম্য ছাগ-মেঘ-

পক্ষ্যাদির মাংসাশন ॥

নিরামিষ-ভোজী

ছাগাদি পোষণ

নাহি করে কদাচন ।

সংহার-রক্ষণ

দ্বিবিধ কশ্মেই

নাহি তার প্রয়োজন ॥

অরক্ষ্য অহিংস্র

ছাগমেষ-বংশ

হ'লে ক্রমে বিবর্জিত ।

হইবে তাড়িত

নতুবা শস্ত্রাদি

নহে রক্ষা সম্ভাবিত ॥

অরণ্য চরণে

রাজ-প্রতিবেধ

ছাগ-মেবাদির তরে ।

নাহি হেন শক্তি

স্বাপদাক্রমণে

আপনাকে রক্ষা করে ॥

ত্যজি' জনপদ

ত্যজিয়া অরণ্য

গ্রাম্য পশু অগণন ।

শুষ্ক মরুভূমে

অনশন-ব্রত

করিবে কি উদ্‌যাপন ?

লক্ষ লক্ষ পশু

শস্ত্রপূর্ণ ক্ষেত্র

করে যদি আক্রমণ ।

করণ হৃদয়ে

উদিবে জিঘাংসা

হবে শস্ত্র প্রয়োজন ॥

কিংবা দয়াবশে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র
 করি' ছাগে সমর্পণ ।
 ত্যজি ছার দেহ যাবে স্বর্গধামে
 সহ পুত্র পরিজন ?

মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে
 খাড়াখাড়া নির্ব্বাচিত ।
 আমিষ-ভোজনে বিধি-প্রতিবেধ
 হইয়াছে নির্দেশিত ॥

আমিষ-বিষয়ে একচত্বারিংশ
 শ্লোক আছে নিবেশিত ।
 চতুস্ত্রিংশ বিধি সপ্ত প্রতিবেধ
 হয় তাহে নিরূপিত ॥

বিধিবাক্য যত শ্রেণিবদ্ধ ক্রমে
 আদি অন্তে নিবেশিত ।
 দ্ব্যর্থ অসংলগ্ন প্রতিবেধ-বাক্য
 স্থানে স্থানে সংযোজিত ॥

এ সকল শ্লোক ছিল পূর্ব্ব হ'তে
 যতপি স্বীকৃত হয় ।
 অবৈধ আমিষে নিবেধ, এ অর্থে
 হয় গ্রন্থ সমন্বয় ॥

ব্রহ্মচর্য্য-কালে

আমিষ-ভোজনে

নাহি শুধু নিবারণ ।

মধু-মাংস-রস

তৈল-গন্ধমালা

শিরে ছত্র নেত্রাঞ্জন ॥

নৃত্য-গীত-বাছ

পাছুকা-ধারণ

অক্ষ নারী দরশন ।

মন-প্রীতিকর

বস্ত্র-ব্যবহার

মন্ব করে নিবারণ ॥ ২৭ ॥

করি' আলম্বন

এই মত বাক্য

নিরামিষ-ভোজিগণ ।

আমিষ-ভক্ষণ

অশাস্ত্রীয় বলি

করে বাদ অকারণ ॥

পঞ্চম অধ্যায়ে

পঞ্চপঞ্চাশৎ

শ্লোক করে নিরূপণ ।

মাংস-ভোক্তৃগণ

অপর জনমে

ভোজ্যের আহাৰ্য্য হয় ॥

পূৰ্ব জনমের

ভোক্তা তবে, এবে

ভক্ষ্যরূপে হত হয় ।

তার পূৰ্ব জনে

ভোক্তা ছিল ভক্ষ্য

ভক্ষ্য, ভোক্তা নিঃসংশয় ॥

ভোজ্য ভক্ষকের আদি-অন্ত বল

কিরূপে নির্ণীত হয় ।

অনবস্থা-দোষে দুঃষ্ট, এই মত

কদাপি প্রামাণ্য নয় ॥

প্রথম ভোক্তার অপরাধে ভক্ষ্য

জন্মে জন্মে বার বার ।

ভোজ্য ভোক্তারূপে ভোগে দুঃখতাপ

কি মহান্ সুবিচার !!

ভোজ্য ভক্ষকের এক্রূপ সম্বন্ধ

যদি স্বতঃসিদ্ধ হয় ।

অনন্ত জন্মেও খাওয়া ত্যাগ কিংবা

মুক্তি যুক্তিযুক্ত নয় ॥

শ্রুতি-অনুসারে স্থাবরসকল

জঙ্গমের দেহ ধরে ।

জঙ্গমসকল কৰ্ম্ম-অনুসারে

স্থাবরত্ব লাভ করে ॥

নিরামিষ-ভোজী তবে পর জন্মে

উদ্ভিদের দেহ ধরে ।

ভক্ষিত উদ্ভিদ ধরি' জন্তুদেহ

ভোক্তাকে ভক্ষণ করে ॥

পূর্বকালে জৈন তৎপরে বৈষ্ণব
নিরামিষ-ভোজী যত ।

ক'রেছে প্রক্ষেপ শ্রুতিস্মৃতি-গ্রন্থে
বাক্য স্বয়ং অভিমত ॥

বলে কত জন সত্ত্ব-রজঃ-তম
প্রাকৃতিক গুণত্রয় ।

জীবের শরীরে বায়ু-পিত্ত-কফ-
রূপে পরিণত হয় ॥

আহার-প্রভেদে নে বায়ুদি যদি
হয় উগ্র প্রশমিত ।

ভোজ্যভেদে মনে গুণের বৈষম্য
নহে কেন সম্ভাবিত ?

বায়ু-পিত্ত-কফ জড় ধাতুত্রয়
খাদ্য হ'তে জাত হয় ।

তাই ভোজ্যভেদে সাম্য বা বৈষম্য
বায়ুদিতে উপজয় ॥

হইলে বিষম কোন এক ধাতু
দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয় ।

সাম্যে দেহরক্ষা বৈষম্যে বিলয়
হইতেছে নিঃসংশয় ॥

পক্ষান্তরে মন নহে ভূতজাত
 মায়া ব্যাপ্তি রূপাশ্রিত ।
 তাই খাণ্ডভেদে গুণের বৈষম্য
 নহে মনে সম্ভাবিত ॥

গুণের বৈষম্যে মন ত্রিস্রাশীল
 সাম্যে বৃত্তি রুদ্ধ হয় ।
 জড় ধাতুত্রয় সূক্ষ্মরূপী মন
 কভু সমধর্মী নয় ॥

সম-অবস্থায় হয় মন লুপ্ত
 সাম্য যোগী আকাজিকত ।
 সদ্ধাদি গুণের উৎকর্ষাপকর্ষে
 নহে মোক্ষ সম্ভাবিত ॥

ফল-মূলাহারে শীর্ণ কলেবর
 কঠোর সাধনে রত ।
 তাপস জনের কামাদি প্রবৃত্তি
 থাকে তীব্র অসংযত ॥

কত অনশন ইন্দ্রিয়-সংযম
 কঠোর তপস্তা কত ।
 উর্ব্বশী রন্তার বিলোল কটাক্ষে
 হইয়াছে পরাহত ॥

উপাখ্যান-ছলে পুরাণ-প্রণেতা

করিয়াছে শিক্ষাদান ।

আহার-সংযমে

কামাদি বৃত্তির

নাহি হয় নিরবাণ ॥

তামস সংজ্ঞক

যত হীন বৃত্তি

আছে মনে নিবেশিত ।

সবার অধম

মানবের ভয়

করে সদা সন্তাপিত ॥

আমিষ-আহারী

করে মৃগয়ায়

অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চালন ।

অভ্যাস-প্রভাবে

সাহসিক কৰ্ম্মে

নহে ভীত কদাচন ॥

নিরামিষ-ভোজী

বাঁটি ছুরি শুধু

করে সদা ব্যবহার ।

হনন-হাননে

অস্ত্র-সঞ্চালনে

নাহি প্রয়োজন তার ॥

হয় রোমাঞ্চিত

দেখে রক্তবিন্দু

নিরামিষ-ভোজিগণ ।

কোন সম্প্রদায়

রক্ত শব্দ কভু

নাহি করে উচ্চারণ ॥

এ হেন জীবের সাহস-বীরত্ব
কদাপি সম্ভব নয় ।

পরের দাসত্ব প্রভুপদ-সেবা
ইহাদের ধর্ম হয় ॥

নিরাগিষাহারে রিপুর সংযম
কভু সম্ভাবিত নয় ।

মূঢ়ল অভ্যাসে হয় বিবদ্ধিত
ঘোর তামসিক ভয় ॥

অন্ন উপচিত নহে কভু মন
নহে ভূত বিরচিত ।

নাহি হয় বৃত্তি জড় খাণ্ড দ্রব্যে
উত্তেজিত প্রশমিত ॥

প্রবর্তক মন শরীর ইন্দ্রিয়
অনুগত ভূত্য তার ।

মনের নিরোধে রুদ্ধ দেহেন্দ্রিয়
বৃথা খাণ্ড-পরিহার ॥

আমিষ আহারে হত্যা-জন্ম পাপ
বলে হেন কত জন ।

জানে না তাহার জীবহত্যা শব্দ
নহে সত্য কদাচন ॥

অজ, নিত্য, আত্মা কোন অবস্থায়
কভু নাহি হত হয় ।

অগ্নির অগ্রাহ্য মারুতে অশোষ্য
অস্ত্রশস্ত্রে ছেদ্য নয় ॥ ২৮ ॥

দেহে যেই আত্মা উদ্ভিদেও তাহা
উভয়ে সংস্থিত মন ।

জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি হয় উদ্ভিদের
সক্রিয় ইন্দ্রিয়গণ ॥

নায়া বিজৃম্বিত স্থাবর-জঙ্গম
যাহা ব্যাপ্ত বিশ্বময় ।

একের বিনাশে অন্য জাত পুষ্ট
ইহাই লক্ষিত হয় ॥

স্বাভাবিক ক্রমে এক অপরের
খাদ্যরূপে গণ্য হয় ।

বিনাশ ব্যতীত নিরামিষামিষ
আহার সম্ভব নয় ॥

দুগ্ধ-স্বত-মধু সাত্ত্বিক আহাৰ্য্য
শুদ্ধ, সদা গণ্য হয় ।

দুগ্ধ-আহরণ ঘোর নিষ্ঠুরতা
সাত্ত্বিকের কার্য্য নয় ॥

গোরস-সম্ভূত দুগ্ধ-স্বতাদিতে
হয় নিরামিষাহার ।

অথবা আগিষ নিরামিষ-ভোজী
করে কি বিচার তার ?

দুত-সর-দধি উপাদান-রূপ
দুগ্ধ হ'তে ভিন্ন নয় ।

দুতাদি-ভোজীর দুগ্ধে স্বণা-দ্বেষ
মনের বিকৃতি হয় ॥

গর্ভস্থ ভ্রূণের শরীর-গঠনে
হয় রক্ত উপাদান ।

হইয়া প্রসূত করে শিশুগণ
রক্তজাত দুগ্ধপান ॥

দুগ্ধরক্ত হ'তে মাংস-মজ্জা-দুগ্ধ
সকল উদ্ভূত হয় ।

সেই রক্ত পুনঃ ভ্রূণের বিকার
ভ্রূণ হ'তে ভিন্ন নয় ॥

দেহ-উপযোগী যে হাইড্রোজেন্
অক্সিজেন্ কারবন্ ।

নিরামিষামিষ ভোজ্যে স্থিত তাহা
করে দেহ আহরণ ॥

মৎস্য-মাংস কিংবা তৃণশস্য হ'তে
 বর্জন-পোষণ তরে ।
 স্থায় উপযোগী একই পদার্থ
 শরীর গ্রহণ করে ॥

দুষ্ক-ঘৃত-ভোজী মাংসাহারিগণে
 বুঝা করে হয় জ্ঞান ।
 উভয়ের ভোজ্য রূপের প্রভেদ
 কিন্তু এক উপাদান ॥

আমিষ শরীর অত্যন্ত আমিষে
 পুষ্ট বিবর্তিত হয় ।
 রাত্র দিনাহারে করে দেহরক্ষা
 তৃণভোজী পশুচয় ॥

বৎসের পানীয়, স্থায় প্রয়োজনে
 করিতেছে আহরণ ।
 হয় মৃতকল্প, কভু হয় মৃত
 অনাহারে বৎসগণ ॥

বৎসের সাহায্যে যে ভাবে দোহন
 করে দুগ্ধ গোপগণ ।
 সে নৃশংস কর্ম হ'তে শ্রেয়তর
 বৎস-প্রাণ সংহনন ॥

কত ক্লেশ অলি ভ্রমি' ফুলে ফুলে
করে মধু-আহরণ ।
নাহে অনুতপ্ত করি অগ্নিদগ্ধ
অপহারী দম্যগণ ॥

প্রতি পাদক্ষেপে হস্ত-সঞ্চালনে
ধ্বংস হয় কীট কত ।
পানীয় সলিল শ্বাসবায়ু-সহ
কত জীব হয় হত ॥

স্বাভাবিক ক্রমে জনম-মরণ
হইতেছে সজ্জাতিত ।
কর্তৃভাভিमानে হয় মূঢ়গণ
পাপভয়ে বিমোহিত ॥

দেহাত্মক জ্ঞানে স্বীয় মৃত্যুভয়ে
থাকে মূঢ় আকুলিত ।
সেই ভয় হ'তে জনমে করুণা
করে সদা সন্তাপিত ॥

জানে জ্ঞানী, সৃষ্টি মরীচিকা-প্রায়
মায়া হ'তে বিরচিত ।
আপনার কিংবা অশ্বের মরণে
নাহি হয় বিচলিত ॥

জীবের দশন প্রকৃতি-নির্মিত
 দন্তে খাওয়া নিরূপিত ।
 সিংহ-ব্যাভ্রাদির উদ্ভিদ-আহার
 নহে কভু সম্ভাবিত ॥

ছাগ-মহিষের দশন গঠিত
 উদ্ভিদ-ভোজন তরে ।
 মনুষ্যের দন্তে দ্বিবিধ গঠন
 দ্বিবিধ আহার করে ॥

প্রাকৃতিক ক্রমে বিভিন্ন ভোজন
 করে ভিন্ন জীবগণ ।
 একের আহাৰ্য্য অপরের তরে
 নহে যোগ্য কদাচন ॥

মানবগণের দন্ত-পাকস্থলী
 কোথাও বিভিন্ন নয় ।
 স্বাভাবিক ক্রমে খাওয়ার পার্থক্য
 কিরূপে সম্ভব হয় ?

দেশ-কাল-ভেদে বিভিন্ন সমাজে
 সমাজ-স্থাপকগণ ।
 নিরামিষামিষ ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য
 করিয়াছে প্রচলন ॥

বংশ ক্রমাগত অভ্যাগ ক্রমশঃ

সংস্কারে বিকৃত হয় ।

একের আহাৰ্য্য তাই অপরের :

স্পৃশ্য গ্রহণীয় নয় ॥

সামাজিক ধৰ্ম্মে হয় ক্রমে খাচ্চ

পাপ-পুণ্যে পরিণত ।

আপন রচিত সংস্কার-বন্ধনে

বদ্ধ অজ্ঞ জীব যত ॥

মদিরা সেবনে মত্ততা দেখিয়া

বলে যত অজ্ঞ জন ।

মদিরার গুণে মন বিকলিত

করি সদা দরশন ॥

বিভিন্ন খাওয়ার বিচিত্র আশ্বাদ

ভিন্ন ভিন্ন গুণ হয় ।

খাওয়ার পার্থক্যে মনের বৈচিত্র্য

কেন সম্ভাবিত নয় ?

এক সুরাপাত্রে ঢালি এক সুরা

সুরাপায়ী বহু জন ।

করি' তাহা পান. ভিন্ন ভাবাবিষ্ট

হয় বল কি কারণ ?

কেহ কামাতুর কেহ ক্রোধে মন্ত
 কেহ শোকে অভিভূত ।
 করে উচ্চ কণ্ঠে বিভূ-গুণগান
 যেন জন ভকতিযুত ॥

এক সুরা পানে প্রতি জনমনে
 ভিন্ন ভাব উপজয় ।
 মদিরার গুণ ক্রিয়া করে মনে
 কিরূপে প্রামাণ্য হয় ?

মাদক-সেবনে জীবের মস্তিষ্ক
 হয় সদা উত্তেজিত ।
 উত্তপ্ত মস্তিষ্কে হয় মনোবৃত্তি
 তীব্রবেগে প্রবাহিত ॥

বাহ্যর মনের যেকরূপ প্রবৃত্তি
 সেইরূপ ক্রিয়া হয় ।
 মদিরার গুণে মন বিকলিত
 একথা সঙ্গত নয় ॥

পঞ্চেন্দ্রিয়-যোগে শব্দাদি বিষয়
 করে জীব আহরণ ।
 তাহাই আহঁর বলে শাস্ত্রবেত্তা
 সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞগণ ॥ ২৯ ॥

স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে আহার দ্বিবিধ
 স্থূল দেহে স্থূলাশন ।
 ইন্দ্রিয়-সংযোগে বিষয়-সন্তোগে
 সূক্ষ্মাহার করে মন ॥

স্থূল আহারের পরিণতি দেহে
 মন ফলভোগী নয় ।
 অধন মধ্যম উত্তম প্রভেদে
 স্থূলও ত্রিবিধ হয় ॥

বিচারবিহীন লুদ্ধ বিনাসীর
 আহার অধম হয় ।
 রসনার লোভে দেহের দৌর্বল্য
 রোগহুংখ উপজয় ॥

দেহ-প্রয়োজনে করি' পরিমাণ
 গুণাগুণ নির্বাচন ।
 স্নিগ্ধ স্থির লঘু মধ্যম আহাৰ্য্য
 ভোগিছে নিরলোভ জন ॥

সুনিবৃত্তি তরে অনায়াস লব্ধ
 করে ভোগ যোগিজন ।
 নানি শৌচাশৌচ বিচার-সংস্কার
 আকিঞ্চন আহরণ ॥

লোভী বিনাসীর অধম আহার

স্বাস্থ্য-বলপ্রদ নয় ।

মধ্যম ভোজীর খাড়া-নির্ব্বাচনে

মনের বিক্ষিপ্তি হয় ॥

ভ্যজি অহঙ্কার প্রারব্ধে নির্ভর

করে প্রাজ্ঞ যোগিজন ।

উত্তম আহারে নিরোগ প্রশান্ত

থাকে সদা দেহমন ॥ ৩০ ॥

সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, এই

মানস আহার ত্রয় ।

আহার-বৈচিত্র্যে মানসিক ভাব

হয় বিচিত্রতাময় ॥

বাসনা-স্বুখায় অভিভূত জীব

স্বুখা নিবৃত্তির তরে ।

ইন্দ্রিয়-সংযোগে শব্দ-স্পর্শ-রূপ

রসাদি আহার করে ॥

সে জঠরানল উপভোগে কভু

নাহি হয় নিব্বাপিত ।

রাগ-দেব-ক্রোধ | হিংসা-লোভ-মোহ

রোগে হয় সন্তাপিত ॥

বিষয়-আহারে সন্তাপিত জীব

রোগ নিবৃত্তির তরে ।

শম-দম-শ্রদ্ধা তিতিক্ষা-বিরতি

যতনে আহার করে ॥

সূক্ষ্মতর সেই সুপথ্য সেবনে

হয় রোগ প্রশমিত ।

বৈরাগ্য-প্রভাবে বাসনা-অনন

হয় পূর্ণ নির্বাপিত ॥

সমাহিত যোগী আত্মানন্দাহুতে

করে সূক্ষ্মতমাহার ।

আহারী আহার আহাৰ্য্য মিলনে

হয় তিন একাকার ॥

ভোগ্য-ভোগ-ভোক্তা একের বিকাশ

তিন একে হয় নয় ।

মুমুক্শুর তরে স্থূল খাদ্যখাদ্য

বিচার্য্য বিষয় নয় ॥

স্থূল দরশনে ভোগ্য-ভোগ-ভোক্তা

কর ভিন্ন দরশন ।

একের বিকাশ হয় এই তিন

নহে ভিন্ন কদাচন ॥

দহরূপী আমি বরাহাদি রূপে
পূরীষে প্রফুল্ল মন ।

সারমেয়-রূপে শুদ্ধ অস্থিখণ্ড
করি স্থখে চরবণ ॥

সিংহ-বৃক-রূপে ভোজনের তরে
করি' প্রাণি-সংহনন ।

অলিরূপে পুনঃ ভ্রমি ফুলে ফুলে
করি' মধু-আহরণ ॥

গো-মহিষ-রূপে তৃণভোজী আমি
পক্ষিরূপে কীট যত ।

কীটরূপে পুনঃ ক্ষুদ্রতর কীট
খাইতেছি অবিরত ॥

নরনারী-রূপে বিভিন্ন সমাজে
মম ভোজ্য অনিশ্চিত ।

কোথা নিরাগিষ কোথা বা সামিষ
যথা যাহা প্রচলিত ॥

ত্যজি' অহঙ্কার দ্রষ্টৃরূপে পুনঃ
করি যবে দরশন ।

দেখি মায়াময় ভোগ্য-ভোগ-ভোক্তা
আমি শান্ত নিরঞ্জন ॥ ৩১ ॥

পুনর্জন্ম (১)

প্রদীপ্ত রবির করে দেখে অন্ধকার,
সেই হতভাগ্য জীব নেত্র অন্ধ যার।

অশনি-নিনাদ কিংবা কামান-গর্জ্জন,
নিঃশব্দ তাহার কাছে বধির যে জন।

স্বপ্রকাশ আত্মা যথা মধ্যাহ্ন তপন,
অবিচ্ছাদিত জীব নাহি পায় দরশন।

আদি কাল হতে এই অবনী ভিতরে,
আছিল নাস্তিকগণ এবেও বিহরে।

বৃহস্পতি চার্বাকাদি জড়বাদীগণ,
চৈতন্যের স্বতঃ সত্তা করেছে খণ্ডন। ২।

"ক্ষিতি-অপ্-তেজ-বায়ু চারি ভূতযোগে,
জীবের উৎপত্তি হয় সুখদুঃখ-ভোগে।

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণ স্বীকৃত,
অতীন্দ্রিয় ব্যোম সত্তা না হয় নির্ণীত।

নাহি স্বর্গ-মোক্ষ-ব্রহ্ম-আত্মা-পরকাল,
দেহধ্বংসে জীবধ্বংস ফুরাল জঞ্জাল।

জীবিকা-অর্জন তরে ধূর্ত ঋষিগণ,
 শ্রুতি-স্মৃতি-ধর্মশাস্ত্র করেছে সৃজন ।
 ইন্দ্রিয়-সন্তোষ স্বর্গ, রাজা ঈশ হয়,
 শারীরিক দুঃখ যাহা তাহাই নিরয় ।
 নাহি পুনর্জন্ম আর, মৃত্যু মোক্ষ হয়,
 ঋণ করে খাও ঘৃত নাহি কোন ভয় ।”
 পাশ্চাত্য নাস্তিকগণ করে নিরূপণ,
 “পরমাণু-সংমিলন সৃষ্টির কারণ ।
 পরমাণু বিশ্লেষণে দেহ ধ্বংস হয়,”
 চৈতন্য দেহের গুণ অন্য কিছু নয় ।
 দেহধ্বংসে জীবরূপী চৈতন্যের লয়,
 স্বর্গ-ঈশ-পাপ-পুণ্য কিছু সত্য নয় ।”
 নাহি মানে পুনর্জন্ম খৃষ্ট মুসলমান,
 স্বর্গ-নরক নামে মানে ছই স্থান ।
 “শেষ দিনে জগদীশ করিবে বিচার,
 পাপের হইবে দণ্ড পুণ্যে পুরস্কার ।
 কর্ম অনুসারে জীব চিরদিন তরে,
 নরকে সন্তাপ, স্বর্গে সুখ ভোগ করে ।”

বৈজ্ঞানিক যুক্তি আর শাস্ত্র বহির্ভূত,
 ক্রমোন্নতিবাদ এক হয়েছে উদ্ভূত ।

“ঈশ্বর স্বতন্ত্র, পূর্ণশ্রষ্টা, দয়াময়,
সৃজিত অপূর্ণ নিত্য জীবগণ হয় ।

তাজ্জি’ দেহ মৃত্যুকালে যত নারীনর,
অনন্ত উন্নতিপথে হয় অগ্রসর ।

ক্রমে যত অগ্রসর হয় জীবগণ,
হয় তত সুখলাভ দুঃখের মোচন ।

পূর্বত সমীম জীবে সম্ভাবিত নয়,
নাহি হয় জীবমুক্ত, কিংবা ব্রহ্মে লয় ।”

প্রত্যক্ষ প্রমাণ মাত্র হইলে স্বীকৃত,
চার্বাক্যের মতবাদ হয় তিরোহিত ।

শ্বেদ অণ্ডে কীট-পক্ষি-সরীসৃপ হয়,
জরায়ুজ পশুগণ মানবনিচয় ॥

প্রাকৃতিক এই রীতি চির প্রচলিত,
ইহার কারণ যাহা ইন্দ্রিয় অতীত ।

চারিভূত সন্মিলনে দেহের সৃজন,
মানব-ইন্দ্রিয় নাহি করে দরশন ।

অপ্রত্যক্ষ সংমিলন স্বীকৃত যখন,
ব্যোম অস্বীকার কর কিসের কারণ ?

ব্যোম আর কাল দুই ইন্দ্রিয় অতীত,
কেন ব্যোম হয় ত্যক্ত সময় গৃহীত ?

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ মাত্র মানে মূঢ়গণ,
কার্যই প্রত্যক্ষ কিন্তু প্রচ্ছন্ন কারণ ।

সূন জ্ঞানে যাহা হয় যথার্থ প্রত্যয়,
সূক্ষ্ম জ্ঞানে তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় ।

দূরত্বে প্রকাণ্ড ভানু খালার মতন,
সামীপ্যে অদৃশ্য হয় নয়ন-অঞ্জন ।

সূক্ষ্মতায় পরমাণু দৃষ্ট নাহি হয়,
অভিভবে কাষ্ঠে বহি অভিব্যক্ত নয় ।

সমানাভিহার-হেতু সর্বপরাশিতে,
নিক্সিপ্ত সর্বপ পুনঃ না পার চিনিতে ।

রবির উদয়-অস্ত দেখে জীবগণ,
পৃথ্বী ঘোরে চক্রাকারে না দেখে কখন ।

আকাশে নক্ষত্র সদা আছে অবস্থিত,
নিশায় প্রত্যক্ষ দিনে হয় অন্তর্হিত ।

আকাশের রূপ কভু দেখা নাহি যায়,
দেহ উর্দ্ধে, আবরণ কটাহের প্রায় ।

অমনস্ক হ'লে চক্ষু দেখিতে না পায়,
নেত্রাদি ইন্দ্রিয় নহে, গবাক্ষের প্রায় ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ মাত্র কর অঙ্গীকার,
ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নহে ইন্দ্রিয় তোমার ।

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ মাত্র হইলে প্রমাণ,
 হইত মানবজাতি পশুর সমান । ৩ ।
 প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ হয়, লৌকিক দর্শন,
 আর এক অলৌকিক জানে যোগিজন ।
 সংস্কার-ইন্দ্রিয়-দোষে ভ্রান্ত জীবগণ,
 সেহেতু ভ্রান্ত নহে লৌকিক দর্শন ।
 নির্লিপ্ত সংস্কারহীন প্রাজ্ঞ যোগিজন,
 যোগদৃষ্টি-বলে করে সম্যক দর্শন । ৪ ।

নিশ্চল নিষ্পন্দ হয় জড়বস্তু যত,
 তাদের মিলন নহে বিচারসম্মত ।
 নাস্তিক ভূতের যোগ প্রমাণের তরে,
 যোজক শক্তি এক অঙ্গীকার করে ।
 কিন্তু তাহা সচেতন কিংবা অচেতন,
 নাহি করে নিরূপণ জড়বাদিগণ ।
 বিচিত্র বিরুদ্ধ গুণযুক্ত ভূতগণ,
 কেন নাহি হয় ধ্বংস হইলে মিলন ?
 কেন তেজে নাহি হয় সলিল শোষিত ?
 কেন জলে নাহি হয় তেজ নির্বাপিত ?
 করি মাত্রা পরিমাণ গুণ-নির্বীচন,
 যে শক্তি করে এই সুখ-সন্মিলন ।

যে শক্তি হ'তে ভিন্ন রূপ গুণযুত,
 স্থাবর-দ্রবম যত হ'তেছে উদ্ভূত ।
 সে শক্তি জড় ইহা সম্ভাবিত নয়,
 চেতন-শক্তি কর্তা জানিবে নিশ্চয় ।
 অন্ধ অচেতন হ'লে যোজক শক্তি,
 হ'ত একরূপ বস্তু এক পরিণতি ।
 পঞ্চভূত হ'তে শক্তি হইলে উদ্ভূত,
 হইত শক্তি পঞ্চ ভিন্ন গুণযুত ।
 ভিন্ন গুণযুত বস্তু মিলিত না হয়,
 এক অন্ত্রদ্রোহী তবে হইত নিশ্চয় ।
 পঞ্চভূতে পঞ্চ শক্তি নহে সম্ভাবিত,
 হয় সর্ব ভূতে এক শক্তি বিরাজিত ।
 ভূতাদি বিচারে ইহা হ'তেছে সুস্থির,
 চেতন-শক্তি এক নিয়ন্ত্রী সৃষ্টির ।

বিচার করিতে হ'লে অণু-সংমিলন,
 কর অগ্রে পরমাণু সত্তা-নিরূপণ ।
 সূক্ষ্ম পরমাণু জীব-ইন্দ্রিয়-অতীত,
 যন্ত্রাদি সাহায্যে তাহা না হয় লক্ষিত ।
 ইন্দ্রিয়-অতীত যাহা তাহা মনাতীত,
 একত্ব বহুত্ব কিসে হয় নিরূপিত ?

অপ্রত্যক্ষ পরমাণু কি প্রকার হয়,
 কিবা রূপ-গুণ তার কে করে নির্ণয় ?
 জলের গাঢ়ত্বে যথা তুষার সৃজিত,
 অগুর ঘনত্বে যদি জগৎ রচিত ।
 এক অণু হ'তে ভিন্ন রূপ গুণযুত,
 স্থাবর-জঙ্গম কেন হতেছে উদ্ভূত ।
 পরমাণু অন্তরালে আছে লুকায়িত,
 নিয়ামক-শক্তি করে অণু নিয়মিত ।

হারবার্ট স্পেন্সার করিয়াছে স্থির,
 অদৃশ্য অজ্ঞেয় বাহ্য কারণ সৃষ্টির ।
 জড়-জড়শক্তি-গতি, কিছু সত্য নয়,
 সত্যভাস মাত্র, সত্য হ'তেছে প্রত্যয় ।
 কর যদি বিশ্লেষণ জড়বস্তু যত,
 অজ্ঞেয় সত্তায় তাহা হয় পরিণত ।
 নাস্তিকের সংযোজক শক্তি বাহ্য হয়,
 বৈজ্ঞানিক সত্যসত্তা হ'তে ভিন্ন নয় ।
 শক্তি-অণু-সত্তা, বাহ্য সৃষ্টির কারণ,
 প্রকৃতি বা মায়া কহে আর্য্য ঋষিগণ । ৫ ।
 তীর হ'তে জননিধি করি দরশন,
 গভীরতা পরিমাণ না হয় কখন ।

জানু-উরু-কটি-কণ্ঠ যত দূর যায়,
 বিনা নিমজ্জনে নাহি পরিমাণ পায় ।
 নির্মল সলিল কিংবা পূরিত লবণ,
 কিরূপে জানিবে নাহি ক'রে আশ্বাদন ?
 বৈজ্ঞানিক করে মাত্র তীরে অবস্থান,
 নাহি জানে তত্ত্ব শুধু করে অনুমান ।
 চৈতন্য-সাগরে ডুবে তত্ত্বজ্ঞানিগণ,
 চৈতন্যের গূঢ় তত্ত্ব করে নিরূপণ ।
 বাহার প্রকৃতি তাহা শাস্ত্রত চিন্ময়,
 অজ-ভূমা মনাতীত অব্যক্ত অব্যয় ।
 উৎখান-পতনশীল লহরীর প্রায়,
 ব্রহ্মে বিশ্ব অধ্যাসিত হ'তেছে মায়ায় ।
 নহে জড় চৈতন্যের সৃষ্টির কারণ,
 চৈতন্য জড়ের স্রষ্টা হয় নিরূপণ ।

অনন্ত চৈতন্য যাহা ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
 তাই জীবরূপে ব্যক্ত কভু ভিন্ন নয় ।
 অজ-নিত্য-অবিকার্য ইন্দ্রিয়-অতীত,
 এই চারি ধর্ম্মে হয় চৈতন্য নির্ণীত ।
 ভূতের মিলনে জীব নহে বিরচিত,
 জীবের অজত্ব তাতে হতেছে নিশ্চিত ।

যাহা অজ তাহা নিত্য ধ্বংসশীল নয়,
 অব্যয় শাস্ত্রত জীব সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ।
 বার্কক্য-যৌবন-প্রৌঢ়-বাল্য অবস্থায়,
 সুখ-শান্তি-স্বাস্থ্য-রোগ-দুঃখ যাতনায় ।
 মনোবুদ্ধি শরীরের ব্যতিক্রম হয়,
 'আমি আছি'-বোধে জীব একভাবে হয় ।
 পরিবর্তনশীল যাহা তাই ধ্বংস হয়,
 অক্ষয় চিন্ময় আত্মা ধ্বংসশীল নয় ।
 জীবের জীবত্ব যদি কর বিশ্লেষণ,
 পাবে তিন বস্তু তাতে আত্মা-দেহ-মন ।
 আত্মার নিত্যত্ব পূর্বে হ'য়েছে নির্ণীত,
 দেহ জড় ধ্বংসশীল চির প্রচলিত ।
 মানবের মন এবে বিচার্য বিষয়,
 দেহধ্বংসে থাকে মন কিংবা লুপ্ত হয় ।
 উৎপন্ন অস্থির মন অনিত্য নিশ্চয়,
 কিন্তু দেহসহ ধ্বংস সম্ভাবিত নয় ।
 উৎপত্তি-বিকাশ আর সঙ্কোচ-বিলয়,
 এই চারি ক্রিয়া বিশেষে সদা দৃষ্ট হয় ।
 স্থাবর-জঙ্গম আদি যাহা দেখা যায়,
 বাইতেছে বিকাশের চরম সীমায় ।

পূর্ণ বিকাশের পরে সঙ্কুচিত হয়,
সঙ্কোচের পরিণাম স্বকারণে লয় ।

বিকাশ-উন্মুখ আর অর্ধ-বিকশিত,
কত মনোবৃত্তি মনে থাকে অবস্থিত ।

কত আশা-অভিলাষ তৃপ্ত নাহি হয়,
অসন্তুষ্ট থাকে মনে মরণ-সময় ।

দেহত্যাগে অতৃপ্ত সে বৃত্তির বিলয়,
নহে স্বাভাবিক, কভু যুক্তিযুক্ত নয় ।

মরণেও নাহি হয় দেহের বিনাশ,
ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে হয় নূতন বিকাশ ।

তরুলতা আদি যত উদ্ভিদ-নিচয়,
সঙ্কুচিত হ'য়ে হয় মৃত্তিকায় লয় ।

কিন্তু তার সত্তা নাহি হয় বিনাশিত,
নূতন আকারে পুনঃ হয় অভ্যাদিত ।

বাগী-কূপ-তড়াগাদি যবে শুষ্ক হয়,
নাহি হয় তাতে কভু জলের বিলয় ।

বাস্পরূপ ধরি করে উর্দ্ধে আরোহণ,
হইয়া বারিদ পুনঃ করে বরিষণ ।

নিয়ত পদার্থ হয় অবস্থান্তরিত,
একরূপ ত্যজি অত্র রূপে প্রকাশিত ॥

সঙ্কোচ-বিকাশ শক্তি সদা ক্রিয়া করে,
নাহি হয় ধ্বংস কিছু অবনী ভিতরে ।

ওষধি বীজের ক্রম যেইরূপ হয়,
দেহমনে সেই ক্রম জানিবে নিশ্চয় ।

বীজরূপে থাকে মন মরণ-সময়,
সে বীজ হইতে নব দেহ জাত হয় ।

বিষয়ভোগের স্পৃহা আছে যেই মনে,
কিরূপে হইবে তৃপ্ত ইন্দ্রিয়-বিহনে ?

যতকাল ভোগতৃষা থাকে বিদ্যমান,
জন্ম-মৃত্যু-পুনর্জন্ম, না হয় নিব্বাণ । ৬ !

শুঁয়াপোকা-গুটিপোকা প্রজাপতি হয়,
কাচপোকা রূপ ধরে আশ্রুলানিচয় ।

দেখ যদি সৃষ্টিক্রম করিয়া বিচার,
পুনর্জন্মে দ্বিধা জ্ঞান থাকিবে না আর ।

গর্ভ হ'তে কপিশিশু বৃক্ষশাখা ধরে,
প্রসূত গণ্ডারশিশু পলায়ন করে ।

ভূমিষ্ঠ হইয়া বৎস দুগ্ধ করে পান,
অজানিত ভয়ে ভীত মানব-সন্তান ।

কে শিখায় এসকল কেন ভীত হয় ?

পূর্বজন্ম-স্মৃতি ইহা জানিবে নিশ্চয় ।

অতীব তামস ভয় বৃত্তির ভিতরে,
 হয় তাহা বিকশিত প্রথমে অন্তরে ।
 আঘাত-পতন-মৃত্যু কিছু নাহি জানে,
 কোথা হ'তে আসে ভয় শিশুর পর্যাণে ?
 পূর্ব জনমের শেষে মরণ-সময়,
 প্রবল আছিল মনে যেই মৃত্যুভয় ।
 প্রথম সংস্কার-রূপে বৃত্তির স্ফুরণে,
 জাগরিত হয় তাহা শিশুদের মনে । ৭।
 পূর্বের সংস্কার সদা জাগরিত মনে,
 বুঝিতে না পারে তাহা অবিভাক্ত জনে ।

‘আত্মাবে জায়তে পুত্র’ বলে কত জন,
 পিতামাতা হ'তে জাত হয় দেহময় ।
 নহে উপাদান কিংবা নিমিত্ত-কারণ,
 জনক-জননী, যদি কর নিরূপণ ।
 খাদ্যবস্তু হ'তে শুক্র-শোণিত জন্মান,
 সে শুক্র শোণিতযোগে ভ্রূণজাত হয় ।
 জীবদেহ অগ্নে জাত অগ্নে পুষ্ট হয়,
 সেহেতু দেহের নাম কোষ-অন্নময় ।
 হয় খাদ্যবস্তু যত দেহ-উপাদান,
 পিতামাতা উপাদান আছে কি প্রমাণ ?

সকল-কামাদি শত বৃত্তি সমন্বিত,
দেহচ্যুত মন সূক্ষ্ম দেহ নামান্বিত ।

মৃত্যুকালে দেহহীন হইলেও মন,
আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে অমুক্তগণ ।

আহার্য্য পানীয়সহ সূক্ষ্ম দেহিগণ,
প্রবেশে শরীরে শাস্ত্র করে নিরূপণ । ৮ ।

শুক্রমধ্যে সূক্ষ্ম কীটে পরিণত হয়,
সচেতন কীটে মন আছে নিঃসংশয় ।

জন্মায় ভিতরে কীট হ'য়ে বিবর্তিত,
হয় পশু-পক্ষি-নররূপে প্রসবিত ।

পিতৃ-মাতৃ-কীট-মন বিভিন্ন যখন,
কোন্ মন শিশুদের মনের কারণ ?

ভাবী যত বাগ্মি-বীর-কবি-যোগি-জ্ঞানী,
শুক্রমধ্যে সূক্ষ্মকীট-দেহ অভিমানী ।

নিমিত্ত-কারণ কভু পিতামাতা নয়,
অনিচ্ছায় কেন সদা শিশু জাত হয় ?

পক্ষান্তরে পুত্রহীন পুত্র-কামনায়,
ভোগে কত মনস্তাপ করে হায় হায় ।

আশা আকিঞ্চনে পুত্র জন্মে না যখন,
জনক-জননী নহে নিমিত্ত-কারণ ।

চক্রের সাহায্যে কুন্ত গড়ে কুন্তকার,
মাটি কুন্তকার দুই কারণ তাহার ।

কুলান নিমিত্ত, মাটি উপাদান হয়,
চক্রটি সাহায্যকারী অন্য কিছু নয় ।

বিনা চক্রে স্ননিপুণ কুন্তকারগণ,
মৃন্ময় পুতুল কুন্ত করিছে গঠন ।

পিতামাতা যন্ত্রমাত্র খাদ্য-উপাদান,
মনোরূপী মায়া করে দেহ-নিরমান ।

গোময়-দধিতে জন্মে বৃশ্চিকনিচয়,
শ্বেদ হ'তে কত রূপ জীব জাত হয় ।

শ্বেদজ জীবের নাহি জননী-জনক,
হয় শ্বেদ উপাদান মন নিয়ামক ।

আছে দধি-গোময়েও সূক্ষ্ম কীট যত,
হয় তাহা ক্রমে স্তূল কীটে পরিণত ।

কারণ-বিহনে কার্য্য সম্ভাবিত নয়,
ভয় আদি ভাব পূর্ব সংস্কার নিশ্চয় ।

জন্মদাতা বলি কভু পিতৃভক্তি নয়,
তঁাহাদের স্নেহযত্নে ভক্তি উপজয় ।

নহে জাত পিতামাতা হ'তে দেহমন,
মন পূর্বাগত অন্ন দেহের কারণ । ৮ক

মানবের হয় শুধু মানব-জন্ম,
 নাহি প্রকৃতিতে হেন নিশ্চিত নিয়ম ।
 পশু-পক্ষি-কীট-বৃক্ষ-লতা-গুল্ম যত,
 জন্ম-মরণ বার হতেছে নিয়ত ।
 সর্ববিধ দেহে জীব আছে প্রতিষ্ঠিত,
 মন অনুসারে হয় দেহ নিয়মিত ।
 আহার-বিহার-ভয়-অনুরাগ-দেব,
 হিংসা-ক্রোধ-কৃতজ্ঞতা-স্নেহ-সুখ-ক্লেশ ।
 যে সকল মনোবৃত্তি নরে বিद्यমান,
 পশু-পক্ষি-কীটে তাহা আছে দীপ্যমান ।
 পিপীলিকা-মক্ষিকার সমাজ-গঠন,
 মধুচক্র নিরমাণ খাণ্ড-আহরণ ।
 দেখি যদি এ সকল করি প্রণিধান,
 আছে কীটে চিন্তাশক্তি হিতাহিত-জ্ঞান ।
 আছে ভাষা-শিল্প-শিক্ষা-সমাজ-সংস্কার,
 মনোরাজ্যে পশু-নর-কীট একাকার ।
 যে মানবে মনোবৃত্তি পশুর অধম,
 কেন নাহি হবে পশুযোনিতে জন্ম ?

 যে প্রোটোপ্লাজম্ হ'তে মানব সৃজিত,
 তাহাতেই উদ্ভিদাদি হ'তেছে গঠিত ।

শৈত্য তেজে তরুলতা হয় সংকুচিত,
স্পর্শে লজ্জাবতী যেন লাজে সঙ্কুচিত ।

তরুলতা শৈত্য-তাপ-স্পর্শ বোধ করে,
অগ্নিদ্রিয়ে নাই ভেদ বৃক্ষ-লতা-নরে ।

অশনি-নির্ঘোষে ফলপুষ্প শীর্ণ হয়,
স্থাবরে শ্রোতের ক্রিয়া অসম্ভব নয় ।

উর্দ্ধে চারিদিকে বল্লী বহু দূর যায়,
বৃক্ষাদি অচল নহে, প্রসূরের প্রায় ।

সম্মুখে থাকিলে বাধা বল্লী ফিরে যায়,
আছে যেন নেত্র তার দেখিবারে পায় ।

অপবিত্র গন্ধে বৃক্ষ হয় রুগ্ন ম্লান,
হ'য়ে সুস্থ ধূপগন্ধে করে ফুলদান ।

শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বৃক্ষে লক্ষ্য হয়,
আহার বা পানে তরু কভু ভিন্ন নয় ।

উদ্ভিদ জীবের ভোজ্য কর দরশন,
গুণ্যতরু করে কীট-পতঙ্গ-ভক্ষণ ।

স্ত্রী-পুরুষ জাতি তালবৃক্ষে বিভ্রম্নান,
পুরুষ নিষ্ফল নারী করে ফলদান ।

স্ত্রী-পুরুষ-সহযোগে দেহ জাত হয়,
তরুলতা জন্মক্রম কভু ভিন্ন নয় ।

দ্বিবিধ কেশর পুষ্পমধ্যে দেখা যায়,
 একের গঠন হয় নারীযোনী প্রায় ।
 রেদযুক্ত দ্বার তার থাকে বিকশিত,
 অভ্যন্তরে গর্ভাশয় থাকে অবস্থিত ।
 অপরের রেণু হ'লে যোনিতে পতিত,
 নিবদ্ধ জরায়ুমুখ হয় প্রসারিত ।
 মধ্যে প্রবেশিলে রেণু হ'য়ে লব্ধবান,
 হয় মুখ সঙ্কুচিত ফুলে গর্ভাধান ।
 সেই গর্ভে ফল-বীজ হতেছে গঠিত,
 বীজ হ'তে তরুণতা-গুণাদি সৃজিত ।
 ইন্দ্রিয়-সন্তোগ ফুলে জীবে এক হয়,
 কুস্মে সন্তোগমুখ অসম্ভব নয় ।
 বৃক্ষের ইন্দ্রিয় নহে মানবের প্রায়,
 কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বৃক্ষে দেখা যায় ।
 শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি বিষয়,
 গ্রহণ করিছে তরুণতা নিঃসংশয় ।
 যত্র ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া তত্র মন স্থিত,
 চৈতন্য মনের ভিত্তি সিদ্ধান্ত নিশ্চিত ।
 মনোযুক্ত চৈতন্যের জীবসংজ্ঞা হয়,
 বৃক্ষলতা আদি জীব অন্য কিছু নয় ।

মূঢ়-জড় যার মনের ধরম,
 কেন নাহি হবে বুদ্ধিযোনিতে জনম । ৯ ।

থাকে যদি পুনর্জন্ম, বলে কত জন;
 পূর্ব বিবরণ কেন না হয় স্মরণ ?
 অল্লাধিক পরিমাণে পূর্ব সংস্কার,
 থাকে জাগরিত সদা মনে সবাকার ।
 শিশুকাল হতে হয় বহিস্মুখী মন,
 নব শিক্ষা নব সঙ্গ সংযোগ নূতন ।
 বর্তমান ভবিষ্যৎ-সহ ক্রিয়া করে,
 পূর্বজন্ম-কথা কভু না ভাবে অন্তরে ।
 বাহ্য যোগে নব ভাব হয় সংগৃহীত,
 পূর্বজন্ম-স্মৃতি ক্রমে হয় আবরিত ।
 বাল্যের ঘটনা কত হয়েছ বিস্মৃত,
 আশা কর পূর্বস্মৃতি, নহে সম্ভাবিত ।
 হয় ক্রোধে লুপ্ত স্মৃতি সহজ সংস্কার,
 ভক্তি-শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতা-কৃত উপকার ।
 বর্তমানে ভাব করে ভাব-আবরণ,
 কিরূপে হইবে পূর্ব জনম-স্মরণ ?
 শৈশব হইতে নব ভাব স্তরে স্তরে,
 পূর্বজন্ম-ভাবরাশি আবরণ করে ।

পূর্বস্মৃতি লাভে যদি কর আকিঞ্চন,

কর বিমোচন যত আছে আবরণ ।

সংস্কার-বিচ্যুত সুখী বিরাগী যে জন,

যোগবলে রুদ্ধেন্দ্রিয় নিরোধিত মন

ভূত কালে তার মন হইলে সংস্থিত,

পূর্ব জনমের স্মৃতি হয় জাগরিত ।

সংস্কার সাক্ষাতে হয় নিধন্ধ অন্তর,

সেই যোগিজনে লোকে বলে জাতিস্মর । ১০ ।

পূর্বজন্ম পুনর্জন্ম না হ'লে স্বীকৃত,

ঈশ স্রষ্টা জীব সৃষ্ট হইলে নির্ণীত ।

পক্ষপাত-দোষে ছুষ্ট ঈশ্বর নিশ্চয়,

ভিন্ন রুচি-মতি-গতি কেন জীবে হয় ?

দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি তাহার সৃজন,

পাপ-পুণ্য করমের তিনিই কারণ ।

জীবের স্বাধীন ইচ্ছা হয় অপ্রমাণ,

বিচিত্র বাসনারুত্তি তাহার বিধান ।

ঈশকৃত কর্মহেতু জীব দায়ী নয়,

বিচার নরক স্বর্গ কর্নিত নিশ্চয় ।

জন্মাবধি পদু মুক ক্লীব অন্ধগণ,

কোন পাপে ভোগ দুঃখ কিসের কারণ ।

ঈশ্বর জীবের স্রষ্টা কভু সত্য নয়,
ঈশ্বর সৃষ্ট হ'লে জীব ধ্বংসশীল হয় ।

উৎপন্ন করমফল নশ্বর নিশ্চয়,
স্বরগ-নরক ভোগ তাই নিত্য নয় ।

হিন্দুশাস্ত্র-মতে আছে স্বরগ নিরয়,
কিন্তু কর্মফল-ভোগ চিরস্থায়ী নয় ।

পাপ-পুণ্য কর্মফল ভোগি' জীবগণ,
করে পুনঃ ধরাধামে জনম-গ্রহণ । ১১ ।

সূক্ষ্ম দেহ অপতাপে ক্লিষ্ট নাহি হয়,
যুক্তি-শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্র করিছে নিশ্চয় ।

নরকে অনলে শূলে পাপীর শাসন,
কবির কল্পনা কিংবা প্রলাপ-বচন । ১২ ।

পূর্বজন্ম-কর্মফল হ'লে ভোগে ক্ষয়,
সর্বজীব একাকার কভু ভিন্ন নয় ।

কেন তবে দেখ বিশ্বে বিচিত্র সৃজন,
কেহ ভোগে সুখ, কেহ দুঃখে নিমগন ?

সমাজ রক্ষার তরে শাস্ত্রকারগণ,
স্বরগ-নরক ভোগ করেছে সৃজন ।

সংযত করিতে মূঢ় অবিচারক জন,
দ্বিবিধ উপায় মাত্র, ভয়-প্রলোভন ।

স্বর্গ-নরকাদি স্থান কভু সত্য নয়,
 জীবের অবস্থা ইহা জানিবে নিশ্চয় ।
 মনের প্রশান্তি স্বর্গ, অশান্তি নিরয়,
 বাসনা-আসক্তি পাপ, ত্যাগ পুণ্য হয় ।

চারি বেদ ঋক্-যজু-সাম-অথর্বনে,
 সকল বেদান্তশাস্ত্রে বড় দরশনে ।
 রামায়ণ ভারতাদি সকল পুরাণে,
 প্রোত পুনর্জন্মবাদ আছে সর্ব স্থানে ।
 নাহি মানে ইহা নব্য খৃষ্টধর্মীগণ,
 কিন্তু বাইবেল-গ্রন্থে করি দরশন ।
 পূর্ব গ্রীকগণ ইহা করেছে স্বীকার,
 মুসলিমগণ পুনর্জন্ম করে অঙ্গীকার ।
 বৌদ্ধধর্মে এই মত হয় সম্মানিত,
 আদিকাল হ'তে ইহা আছে প্রচলিত ।

ক্রমোন্নতি-বাদ সর্ব শাস্ত্র বিগর্হিত,
 বড়িধ প্রমাণে নাহি হয় প্রমাণিত ।
 বিজ্ঞানযুক্তিতে ইহা সিদ্ধ নাহি হয়,
 বিরূপে যথার্থ বলি' করিছে প্রত্যয় ?
 কাহার উন্নতি কিংবা অবনতি হয়,
 তত্ত্ব-নিরূপণ তরে কর সুনিশ্চয় ।

আত্মা নিত্য অবিকার্য্য শাস্ত্রত চিন্ময়,
তাহার উন্নতি নতি সম্ভাবিত নয় ।

জড় দেহ ধ্বংসশীল প্রত্যক্ষ বিষয়,
অনন্ত উন্নতিবাদে দেহ লক্ষ্য নয় ।

জীবন্তে তৃতীয় বস্তু 'মন' অবস্থিত,
উৎপন্ন মারিক তাহা হয় নিরূপিত ।

কার্য্যের কারণে নয় স্বাভাবিক হয়,
সেহেতু অনন্ত কিংবা নিত্য ইহা নয় ।

সংবাদি ত্রিগুণযুত মানবের মন,
ত্রিবিধ সুখ বা দুঃখ ভোগে জীবগণ ।

তনুগুণাধিক্য-হেতু তনোগুণিগণ,
তামসিক সুখদুঃখ ভোগে অনুক্ষণ ।

রাজসিক কর্মা কর্ম্মে সংযোগ-বিরোগে,
রজোগুণী রাজসিক সুখদুঃখ ভোগে ।

ঐক্যাগ্রে বিক্ষেপে ইষ্ট দর্শনাদর্শনে,
সাত্বিক দুঃখাদি হয় সাত্বিকের মনে ।

একের দুঃখাদি নহে অপরের তরে,
কিন্তু সুখদুঃখ সবে সমভোগ করে ।

গুণভেদে সুখদুঃখে তারতম্য হয়,
অজ্ঞের কল্পনা ইহা যুক্তিযুক্ত নয় ।

হইলে ত্রিগুণ সাম্য নিরোধ-সময়,
হয় মনসহ সুখদুঃখের বিনয় ।

নিয়ত নূতন জীব করিয়া সর্জন,
উন্নতির পথে ঈশ করেন প্রেরণ ।

কিংবা জীব হ'তে নব জীব জাত হয়,
ক্রমোন্নতি-বাদে ইহা বিচার্য বিষয় ।

সৃষ্ট, সাদি জীব যদি কর অঙ্গীকার,
কিরূপে নিত্যই সিদ্ধ হইবে তাহার ?

বার আছে আদি পুনঃ অন্ত আছে তার,
আত্মন্তবিহীন বস্তু হয় গোলাকার ।

হইলে উৎপন্ন জীব ধ্বংসশীল হয়,
অনন্ত উন্নতি তার যুক্তিযুক্ত নয় ।

অনন্ত উন্নতিপথ শেষ নাহি যার,
তার আদি কি যুক্তিতে কর অঙ্গীকার ?

বত গতিশক্তি আছে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে,
বলিছে বিজ্ঞান তাহা ঘোরে চক্রাকারে ।

অনন্ত উন্নতিপথে এ মহাপ্রস্থান,
বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ শুধু ভ্রান্ত অনুমান ।

দেখ এ বিচিত্র বিশ্ব, করিয়া বিচার,
উত্থান-পতন-লয় হ'তেছে সবার ।

প্রত্যক্ষানুমানে কর তত্ত্ব-নিরূপণ,
অনন্ত উন্নতি কারো হয় কি কখন ?

অতৃপ্ত বাসনারাশি পাথের যাহার,
অনন্ত উন্নতিপথে কি উপায় তার ?

পঞ্চাদি হইতে শ্রেষ্ঠ মানবনিচয়,
কিন্তু সুখাধিক্য নরে সম্ভাবিত নয় ।

অসত্য মানব হ'তে সত্য নরগণ,
সমধিক সুখী নাহি হয় কদাচন ।

উন্নতির সহ হয় অভাব বর্দ্ধিত,
নূতন অভাবে নিত্য হয় সম্ভাপিত ।

করিয়া বাণিজ্যশিল্প সাম্রাজ্য-বিস্তার,
করি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যন্ত্র-আবিষ্কার ।

সত্য জাতি বলি যারা করে অভিমান,
দুঃখ-শোক-তাপে তারা নাহি পায় ত্রাণ ।

ইন্দ্রিয়-মস্তিষ্ক-মন হ'লে সংযোজিত,
হয় দর্শনাদি কার্য্য বিষয় গৃহীত ।

সত্ত্বাদি গুণের ক্রিয়া জড়যোগে হয়,
বিবেক-বৈরাগ্য-ভক্তি-কামাদি উদয় ।

হইলে মস্তিষ্ক পিষ্ট অথবা পীড়িত,
যার সংজ্ঞা স্মৃতিধ্বতি হয় অন্তর্হিত ।

মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়হীন যে বিদেহিগণ,

পারে কি করিতে কোন বিষয়-গ্রহণ ?

যদি বল “করে দূর দর্শন-শ্রবণ,

ইন্দ্রিয়-সাহায্য বিনা সিদ্ধ যোগিগণ ।”

দেহ-অভিমান-পাশ যার ছিন্ন হয়,

সর্ব অভিমানে যিনি ব্যাপ্ত সর্বময় ।

সর্বজ্ঞ মায়াবী যিনি, মায়া যার মন,

মস্তিষ্ক-ইন্দ্রিয়ে তার নাহি প্রয়োজন ।

দেহধ্বংসে হেন যোগী ব্রহ্মভূত হয়,

উন্নতের ক্রমোন্নতি সম্ভাবিত নয় ।

হয় যার তত্ত্বজ্ঞান বৈরাগ্য-উদয়,

বিষয়-বাসনাসহ রাগদ্বৈব ক্ষয় ।

ভোগ তরে দেহে যার নাহি প্রয়োজন,

পরলোকে ক্রমমুক্তি লভে সেই জন ।

কিন্তু মূঢ় ভোগাসক্ত অবিবেকিগণ,

ভোগভূপি তরে করে জনম-গ্রহণ ।

অনন্ত উন্নতি জীবে যদি সিদ্ধ হয়,

পশ্বাদিও জীব ইহা প্রত্যক্ষ বিষয় ।

তাহাদের উন্নতির কিরূপ বিধান,

করিছেন পরলোকে ঈশ আয়বান্ ?

অতীতের সুখদুঃখ স্বপন সমান,
 ক্ষণেকে ব্যতীত হয় যাহা বর্তমান ॥
 ভবিষ্যতে সুখলাভ দুঃখ-নিবারণ,
 সকল জীবের লক্ষ্য হয় সর্বক্ষণ ।
 লক্ষ বর্ষ পূর্বের যার হয়েছে মরণ,
 ক্ষণ পূর্বের দেহত্যাগ করেছে যে জন ॥
 প্রবুদ্ধ সংযুক্ত সিদ্ধ বিরাগী সাধক,
 কামিনী-কাঞ্চন যশোমান উপাসক ।
 সকলের এক দশা এক স্থানে স্থিত,
 সম্মুখে অনন্ত পথ রয়েছে বিস্তৃত ।
 নাহি অন্ত, নাহি মধ্য, নাহি লক্ষ্য স্থান,
 কি মনোজ্ঞ পথ ঈশ করেছে নির্মাণ ।

বিষয়-বাসনা মনে যত দিন রবে,
 পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু পুনর্জন্ম হবে ।
 অনলেতে দগ্ধ বীজে অঙ্কুর না হয়,
 সঙ্কুচিত হ'য়ে হয় স্বকারণে লয় ।
 বৈরাগ্য-অনলে দগ্ধ হয় যবে মন,
 নাহি হয় কভু পুনঃ জন্মের কারণ ॥
 যেইরূপ জলবিশ্ব জলে লীন হয়,
 সেইরূপে হয় মন মায়ায় বিলয় !

মায়ারূপী হ'লে মন জীব ঈশ হয়,
বাহার কল্পনা এই সৃষ্টি-স্থিতি-নয় ।

মায়া সাম্য হ'লে ব্রহ্ম অব্যক্ত অব্যয়,
জীব-ঈশ-ব্রহ্ম, এক চিৎসত্তা হয় । ১৩ ।

জীবজন্ম পুনর্জন্ম মায়ার বিকাশ,
পরমার্থে এক ভূমা আত্মা-স্বপ্রকাশ ।

যে রূপ স্বপন মিথ্যা জাগ্রত সময়,
জ্ঞানোদয়ে জন্ম পুনর্জন্ম মিথ্যা হয় ।

জীবজন্ম পুনর্জন্ম কিছু সত্য নয়,
বৃথা তর্কশাস্ত্র-যুক্তি বৃথা বাক্যব্যয় ॥ ১৪ ॥

কর্ম

মায়ার বিকাশে জগ মরীচিকা
 হইতেছে প্রকাশিত ।
 এক ব্রহ্ম সত্তা বহু জীবরূপে
 হয় তাতে অধ্যাসিত ॥

অবিद्या-প্রভাবে হয় সর্বজীবে
 জড় দেহ অভিমান ।
 জনন-মরণ সুখদুঃখ-বোধ
 আত্ম আত্মের জ্ঞান ॥

আত্ম আত্মের অবিद्या হইতে
 কর্তৃত্ব উৎপন্ন হয় ।
 কর্তৃত্বাভিমান করমের ভিত্তি
 ইহা সত্য নিঃসংশয় ॥ ১ ॥

দুঃখের নিবৃত্তি সুখপ্রাপ্তি-আশে
 হয় কর্ম-প্রয়োজন ।
 স্বেচ্ছা-পরেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়
 করে কর্ম জীবগণ ॥

কর্মহীন জীব জীব বিনা কর্ম
কভু সম্ভাবিত নয় ।

করমের লয়ে জীবত্বের লোপ
জীব লয়ে কর্ম লয় ॥ ২ ॥

আত্মতৃপ্তি তরে উদ্ভিত কামনা
কামে চেষ্টা উপজয় ।

চেষ্টাতে করম হয় সম্পাদিত
তাহে সুখদুঃখ হয় ॥ ৩ ॥

বিধি-প্রতিষেধ শাস্ত্রবলে কর্ম
হইয়াছে নিয়মিত ।

প্রথমে করম পরে শাস্ত্র যত
হইয়াছে বিরচিত ॥

জীবত্ব-কর্তৃত্ব কর্ম-বিধি-শাস্ত্র
অবিচার খেলা হয় ।

অবিজ্ঞাপগমে তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ে
হয় এ সকল লয় ॥ ৪ ॥

স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে দ্বিবিধ করম
সূক্ষ্ম কর্ম মানসিক ।

স্থূল কর্ম পুনঃ হয় দ্বিপ্রকার
বাচনিক শারীরিক ॥

সঙ্কল্প-কামাদি

সূক্ষ্ম কর্ম হ'তে

স্থূল কর্ম জাত হয় ।

সূক্ষ্মের সাহায্য

বিনা স্থূল কর্ম

কভু সম্ভাবিত নয় ॥

সূক্ষ্মের বিকাশে

স্থূল প্রকাশিত

হয় স্থূল সূক্ষ্মে লয় ।

সূক্ষ্ম কর্ম হ'তে

স্থূল বিকাশিত

পুনঃ সূক্ষ্মে লয় হয় ॥ ৫ ॥

কর্ম হ'তে জীব

জীব হ'তে কর্ম

বীজ অঙ্কুরের আয় ।

হইতেছে জাত

সর্ব শ্রুতিস্মৃতি

শাস্ত্রের এ অভিপ্রায় ॥

কারিক বাচিক

আর মানসিক

শুভাশুভ কর্মতরে ।

উত্তম মধ্যম

অধম জন্ম

জীবগণ লাভ করে ॥

সাংখ্যশাস্ত্র আর

জৈমিনির মত

ঈশ ফলদাতা নয় ।

সম্বন্ধের সামর্থ্য

কর্ম অনুরূপ

শুভাশুভ জন্ম হয় ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য

কর্মের জড়ত্ব

মানি' ভাষ্যকারগণ ।

ব্যবহার-ক্ষেত্রে

ঈশ্বর কতৃৎ

করিয়াছে নিরুপণ ॥

‘ফল মত’ সূত্রে

ঈশ্বর কত্রী

যদি প্রতিপাদ্য হয় ।

তবে এ সূত্রের

বহু সূত্রসহ

नाहि ह्य समन्वय ॥ १ ॥

কায়িক বাচিক

করমসকল

যদিও জড়াখ্য হয় ।

শুল কৰ্মগূল

सङ्कल-कागना

ਸ੍ਰੁਸ਼੍ਟ ਕਰ੍ਮ ਜਡੁ ਨਯ ॥

শুল-সূক্ষ-ভেদে

कर्मफलद्वय

হইতেছে নিরূপিত ।

সূক্ষ্ম স্বীয় মনে

শুল আশ্রিতরে.

হয় সদা সংযোজিত ॥

ছঃখ-অনুতাপ

ସୁଧ-ତୃଷ୍ଣି-ରାଗ

দেবাদি সংস্কার যত ।

गृन्ना कर्णयल

মনোবৃত্তি-রূপে

হয় মনে পরিণত ॥

সংহার-রক্ষণ

গ্রহণ-বর্জন

অবহেলা আকিঞ্চন ।

স্থূল কর্মফল

ভোগে জড় বস্তু

কিংবা অন্য জীবগণ ॥

সংস্কল্প হাতে

অশুভ কর্ম

হয় যদি সজ্জটিত ।

সে কর্মের তরে

কর্তার হৃদয়

নাহি হয় সন্তোষিত ॥

অশুভ সঙ্কল্পে

কৃত শুভকর্ম

কছু তৃপ্তিপ্রদ নয় ।

পাপ-পুণ্য-বোধ

সুখ-দুঃখ-তৃপ্তি

সঙ্কল্পের ফল হয় ॥

দেহ-অবসানে

থাকে সংযোজিত

স্বপ্নদেহী জীবে মন ।

মন-অনুসারে

শুভাশুভ জন্ম

লভিতেছে জীবগণ ॥

নহে মন জড়

চৈতন্যের শক্তি

মায়ার বিকাশ হয় ।

বিশ্ব মায়াময়

মনে পুনর্জন্ম

কেন সম্ভাবিত নয় ?

ব্যবহার-ক্ষেত্রে জড় জীব ঈশ

চিৎসত্তায় অধ্যাসিত ।

কোন অবস্থায় দ্বৈত অনুভূতি

নহে ঈশে সম্ভাবিত ॥

মায়া উপহিত চৈতন্য-সত্তায়

বিশ্ব অধ্যাসিত হয় ।

জীব হ'তে ভিন্ন ঈশের অস্তিত্ব

কদাপি প্রামাণ্য নয় ॥

সর্ব অভিমানী চৈতন্য ঈশ্বর

সর্ব দেহে বিরাজিত ।

খণ্ড অভিমানে জীবরূপে পুনঃ

সর্ব কর্মে নিয়োজিত ॥

কর্ম ফলদাতা স্বতন্ত্র ঈশ্বর

বেদান্ত সিদ্ধান্ত নয় ।

কর্তা কর্মফল জন্মে পুনর্জন্মে

হয় ঈশ সর্বময় ॥

‘ব্রাহ্মণো যজ্ঞে’ এই ঋতিবাক্য

অজ্ঞান জীবের তরে ।

বর্ণ-অভিমানে ব্রাহ্মণ-সন্তান

যজ্ঞাদি কর্ম করে ॥ ৮ ॥

নিত্য নৈনিত্তিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি
না করিলে পাপ হয় ।

এইরূপ বাক্য আছে প্রচলিত
কিন্তু যুক্তিযুক্ত নয় ॥

‘না করা’ অভাব অভাব হইতে
‘ভাব’-রূপ গাপোদয় ।

হইবে কিরূপে ? অসং হইতে
‘সদ্বস্ত’ কি জাত হয় ?

অবিজ্ঞা হইতে হয় দেহ-বুদ্ধি
বর্ণাশ্রম অভিমান ॥

বিধি প্রতিবেধ শাস্ত্রের বন্ধন
কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞান ॥

সে কর্তব্যে যদি করে অবহেলা
তবে অনুতাপ হয় ।

অকর্তব্য-জ্ঞানে অকারণে পাপ
কভু যুক্তিযুক্ত নয় ॥

জ্ঞানানলে ভস্ম হয় কৰ্ম্ম যত
অগ্নিতে ইন্ধন হয় ।

চতুর্থ আশ্রমে ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম-ত্যাগ
শ্রুতিস্মৃতি অভিপ্রায় ॥

তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ে করি' শিখাসূত্র
নামগোত্র বিসর্জন ।

ত্যাজ ধর্মকর্ম ব্রহ্ম-জ্ঞানাশ্রয়ে
লভে শান্তি ত্রাসিগণ ॥

'ব্রাহ্মণো যজেৎ' এই শ্রুতিবাক্য
গৌণ ব্রাহ্মণের তরে ।

শিখা-সূত্র-হীন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ
কিরূপে করণ করে ? ৯ ॥

বাবৎ জীবন অগ্নিহোত্র করা
শ্রুতি উপদেশ করে । ১০ ।

এই বেদবিধি অবিদ্যাভিভূত
বিষয়ী জীবের তরে ॥

বিচারব্যাপ্তিতে হয় মৃত্যু যার
মায়া মাতৃ-স্বরূপিণী !

বিবেকিতা জায়া প্রসবে তনয়া
প্রজ্ঞামুক্তি-প্রদায়িনী ॥

মৃতক স্মৃতক দ্বিবিধ অশৌচে
অশুচি সে জ্ঞানী জন ।

'পারে কি করিতে সন্ধ্যা অগ্নিহোত্র
বল হে শাস্ত্রজ্ঞগণ ?

নিত্য নৈমিত্তিক

କରମ୍ମ ସକାମି ନୟ ।

सङ्क्रान्ति-वन्दनादि

নিত্যকর্ম ফলে

জ্ঞান চিত্ত শুদ্ধ হয় ॥

ਸਦਕ-ਕਾਮਿਨਾ-

বিহীন করম

জীবে সম্ভাবিত নয় ।

निष्काय करण

বক্ষ্যা-পুল প্রায়

বাক্য আড়ম্বর হয় ॥ ১১ ॥

নিত্য নৈমিত্তিক

কর্ম-অন্তরালে:

ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲୁକ୍କାୟିତ ।

সেই হেতু জীব

থাকে আজীবন

নিত্য কৰ্মে নিয়োজিত ॥

প্রাত্যহিক খাণ্ডে

আনন্দানুভব

নাহি করে কোন জন ।

রোগে উপবাসে

সে খাওয়ার ভরে

ব্যাকুলিত হয় মন ॥

কর্তব্য-সংস্কারে

নিত্য নৈমিত্তিক

কর্ম্মে জীব হয় রত ।

অভ্যাসে ক্রমশঃ

হয় নিত্য কাম্য.

প্রকৃতিতে পরিণত ॥

দৈব-দুর্বিপাকে দিনেকের তরে
নিত্যকর্ম বন্ধ হ'লে ।

কত আত্মগ্লানি অনুতাপানে
কর্মীর হৃদয় জ্বলে ॥

অভাবে যাহার হয় দুঃখতাপ
ভাবে তৃপ্তি আছে তার ।
নহে নিত্যকর্ম নিঃস্বার্থ নিষ্কাম
ইহাই সিদ্ধান্ত সার ॥ ১২ ॥

বিকচ কুসুম করে গন্ধ দান
কোরক সুরভি নয় ।
নহে গন্ধদান ফুটনের হেতু
ফুটনে সুরভি হয় ॥

শুদ্ধচিত্ত জন নিষ্কাম করম
করিতেছে অনুক্ষণ ।
নিষ্কাম করম চিত্তশুদ্ধি-হেতু
নাহি হয় কদাচন ॥

বিষ্ণুপ্রীতি-হেতু করম নিষ্কাম
বলে হেন কত জন ।
বিচারবিহীন অজ্ঞের এ মত
নহে সত্য কদাচন ॥

ঈশ্বরপ্রীতির অন্তরালে থাকে
আত্মপ্রীতি লুক্কায়িত ।

আত্মতৃপ্তি তরে সদা জীবগণ
হয় কর্মে নিয়োজিত ॥

মানবের কর্মে প্রীতি বা অপ্রীতি
যদি ঈশ্বরের হয় ।

ঈশ্বরত্ব-হীন সে কল্পিত ঈশ
জীব হ'তে ভিন্ন নয় ॥

আত্মেতর-বোধে প্রীতি বা অপ্রীতি
নহে ঈশে সম্ভাবিত ।

সর্ব অভিমানে চৈতন্য ঈশ্বর
খণ্ডে জীব নামাঙ্কিত ॥

জ্ঞানের ক্ষুরণে জানে যবে জীব
কর্ম মোক্ষপ্রদ নয় ।

অভ্যাস্ত করম কর্মজ আনন্দ
ত্যাগ মুকঠিন হয় ॥

অবিচ্ছাভিভূত নরাধম শুধু
সংসার-সেবায় রত ।

পরমার্থ তরে মধ্য অবস্থায়
করে ধর্মকর্ম যত ॥

তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ে কন্দ-ফলাফল

করি' স্থির নিরূপণ ।

নিত্য নৈমিত্তিক ইষ্টাপূর্ত ব্রত

তাজিছে পণ্ডিতগণ ॥ ১৩ ॥

যেরূপ বাহার অবস্থা চিত্তের

সেরূপ করম তার ।

বাসনা-আসক্তি বিবেক-বৈরাগ্য

যে ভাব অন্তরে যার ॥

আত্মা স্বতঃ শুদ্ধ দেহ নিত্যশুদ্ধ

শুদ্ধাশুদ্ধ জীবমন ।

'ও' বিম্ব'-স্মরণে কি হয় বিম্ব

কেন কর আচমন ?

জাগ্রত স্বপন সুষুপ্তি তুরীয়

এ অবস্থা চতুষ্টয় ।

অকার উকার মকার অমাত্র

সংযোগে নির্ণীত হয় ॥

দেখিয়া তুরীয়ে আপন ভ্রমত

ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ।

স্বীয় বিম্বপদ দ্রোতক 'ও' বিম্ব

করিতেন উচ্চারণ ॥

নিম্নাবস্থা ত্রয়ে স্থিত অজ্ঞ জীব
 দেহে অভিমান যার ।
 'নমোবিষ্ণু' বলি করিত সে জন
 দ্বৈত জ্ঞানে নমস্কার ॥

এবে শূদ্রাধম তত্ত্বজ্ঞান-হীন
 ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ ।
 না বুঝিয়া মর্শ্ব 'ও' বিষ্ণু' এ বাক্য
 করে বৃথা উচ্চারণ ॥

বর্ণ-অভিমাণে আপন শূদ্র
 অনুভব নাহি করে ।
 তাহে 'নমোবিষ্ণু' করিছে ব্যবস্থা
 অপর বর্ণের তরে ॥

করে না আশ্রয় শুদ্ধাশুদ্ধ ভেদ
 নির্বিবকার তার মন ।
 বিষ্ণুপদে স্থিত, 'ও' বিষ্ণু'-স্মরণে
 কি করিবে আচমন ?

বিষয়-পরশে রাগদ্বेषে দুষ্ট
 হ'লে বহিস্মুখী মন ।
 স্মরিয়া স্বরূপ ব্যাপ্ত বিষ্ণুপদ
 হয় শুদ্ধ জ্ঞানিগণ ॥

রাগ-দেব-মোহে চির কলুষিত
 বিমূঢ় বিবয়ী মন ।
 মন্ত্র-উচ্চারণে হয় শুদ্ধ, ইহা
 সম্ভবে না কদাচন ॥

তত্ত্ব-উপদেশ ধারণে অক্ষম
 শিশুর কোমল মন ।
 ব্রহ্মচর্য্যারম্ভে তাহাদের তরে
 গায়ত্রীর প্রচলন ॥

ভূভুবঃ স্বর্লোক যাতে প্রতিভাত
 তাহার মনন তরে ।
 গায়ত্রীর অর্থ অবোধ শিশুর
 মন উন্মেষণ করে ॥

না জানি, ভাবার্থ হয়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট
 বিমূঢ় ব্রাহ্মণগণ ।
 পোষাপাখি-প্রায় আজীবন সবে
 করে মন্ত্র উচ্চারণ ॥

মন্ত্র-প্রতিপাদ ব্রহ্মের মমনে
 না করি নিবিষ্ট মন ।
 গায়ত্রীর জপ পুরস্চরণাদি
 করে এবে অকারণ ॥

কে বরণ্য দেব কি তাহার ভগ্ন
না হইলে নিরূপিত ।

তাহার মনন অথবা ধ্যানাদি
নহে কভু সম্ভাবিত ॥

না করি' মনন 'ধীমহি' বাক্যেই
যদি শ্রেয় লাভ হয় ।

'ভক্ষয়ামি'-জপে উদর-পূরণ
কেন সম্ভাবিত নয় ?

আছে বহু মন্ত্র গায়ত্রী-ছন্দের
বেদমধ্যে নিবেশিত ।

এই মন্ত্রটির বিশেষত্ব কিবা
কেন এত সম্মানিত ?

চতুর্বেদাধ্যায়ী মন্ত্রবিদগ্গণ
নাহি লভে তত্ত্বজ্ঞান ।

গায়ত্রী-মন্ত্ৰের কি আছে শক্তি
করে মূঢ় জীবে ত্রাণ ?

যেই সন্ধিস্থলে চরাচর-বিশ্ব
সর্ববভূত হয় লয় ।

জীব, পরমের সে সন্ধির ধ্যান
সন্ধ্যার তাৎপর্য হয় ॥

প্রাতে সায়ংকালে দিন যামিনীর
সন্ধি করি' দরশন ।

হইত ব্রাহ্মণ ব্যক্ত অব্যক্তের
সন্ধিধ্যানে নিমগন ॥

মধ্যাহ্ন-সময়ে বিশ্ব-প্রকাশক
রবি করি দরশন ।

রবি-প্রকাশক আত্মসূর্য্য-ধ্যানে
হ'ত দ্বিজ নিমগন ॥

জ্ঞানসূর্য্য অস্তে অবিজ্ঞা-সন্ধ্যায়
তাদের সন্তানগণ ।

মন্ত্র, অঙ্গভঙ্গী জল-সিঞ্চনাদি
করিয়াছে প্রচলন ॥

হর্ষ-শোক-মোহ রাগ-দ্বेष-মলে
অশুচি জীবের মন ।

বৈরাগ্য-প্রবাহে হইলে বিধৌত
হয় শুচি জীবগণ ॥

হ'লে স্মৃতজাত হর্ষাদি জনিত
স্মৃতক অশৌচ হয় ।

শোক-তাপাদিতে হয় মৃতশৌচ
হইলে স্বজন ক্ষয় ॥

স্বপ্নদৃশ্য-সম

জনম-মরণ

দেখি' তত্ত্বজ্ঞানিগণ ।

মৃতক স্মৃতক

অশৌচে অশুচি

নাহি হয় কদাচন ॥

বিবেকবুদ্ধির

তারতম্য-হেতু

দেখ জীব-সাধারণ ।

অগ্নাধিক কাল

ভোগে হর্ষশোক

বেরূপ বাহার মন ॥

শোকাদি জনিত

অশৌচে অশুচি

ধাকে মূঢ় আজীবন ।

হর্ষাদি জনিত

স্মৃতক অশৌচে

শুচিহীন সর্ববন্ধন ॥

গৌণ ব্রাহ্মণের

রক্ষিতে প্রাধান্য

মূঢ় স্মৃতিকারগণ ।

বর্ণের বিভেদে

অশৌচের কাল

করিয়েছে নিরূপণ ॥

মৃতক স্মৃতক

অশৌচ মনের

কদাপি দৈহিক নয় ।

ক্ষৌরকর্মে-স্নানে

হর্ষশোক দূর

কভু কি সম্ভব হয় ?

সুবিচার-স্মুরে আসক্তি-বাসনা

কেশ করি' বিমুগ্ধন ।

হ'য়ে স্নাত, স্বচ্ছ বৈরাগ্য-প্রবাহে

শুদ্ধ হয় জীবগণ ॥

কার শৌচাশৌচ কিবা শৌচাশৌচ

না করিয়া নিরূপণ ।

সন্ধ্যা, সন্ধ্যাবাধে করে বুথা বাদ

বিমূঢ় ব্রাহ্মণগণ ॥

হর্ষ-শোকাদিত্তে বিহ্বল বিক্লিষ্ট

অশুচি হৃদয় যার ।

সন্ধি-ধ্যানরূপ মুখ্য সন্ধ্যাকর্মে

হয় নিত্য বাধা তার ॥

হে গোণ ব্রাহ্মণ মানস অশৌচ

তব বিশ্বকর নয় ।

কর অঙ্গভঙ্গী জলসেক-সহ

নিত্যসন্ধ্যা মন্ত্রময় ॥

বাসনা-আসক্তি মলে বিমলিন

জীবের অশুদ্ধ মন ।

মল অপগমে হয় চিত্ত শুদ্ধ

ইহা ক্রতি-প্রবচন ॥

সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকর্ম কিংবা
নৈমিত্তিক কর্ম যত !

আসক্তি-বাসনা বিনাশে সমর্থ
নহে ইহা সুসঙ্গত ॥

নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম আজীবন
করে যারা অনুরাগ ।

তাদের মনেও আসক্তি-বাসনা
হিংসা-ক্রোধ দীপ্যমান ॥

বিষয়-সংযোগে আসক্তি-বাসনা
ক্রেড়া করে অবিরত ।

বিষয়-বিচারে বৈরাগ্য-উদয়ে
হয় কাম অপহত ॥

বিচার হইতে উৎপন্ন বৈরাগ্য
তাতে চিত্ত শুদ্ধ হয় ।

নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে চিত্তশুদ্ধি
কভু যুক্তিযুক্ত নয় ॥ ১৪ ॥

স্বরগ-নরক কর্মফল নিত্য
খুঁটি মহম্মদ বলে ।

অনন্ত নরক অনন্ত স্বরগ
ভোগে জীব কর্মফলে ॥

করম হইতে কর্মফল জাত
তাহে ধ্বংসশীল হয় ।

করম ফলের অনন্ত কভু
বিচার-সম্মত নয় ॥

শ্রুতিস্মৃতি-মতে স্বর্গ-নরক
কর্মফল নিত্য নয় ।

স্বর্গ-নরকাদি ভোগ-অবসানে
পুনরায় জন্ম হয় ॥ ১৫ ॥

পাপপুণ্য-ফল ভোগিবার তরে
স্বর্গ-নরকাদি স্থান ।

কোথা অবস্থিত কে দেখেছে তাহা
আছে বল কি প্রমাণ ?

অঙ্গুলি-নির্দেশে উর্দ্ধ দিকে সবে
করে স্বর্গ-প্রদর্শন ।

কোথা কত দূরে আছে বা কি ভাবে
নাহি তার নিরূপণ ॥

দিবস-রজনী গোলাকার পৃথ্বী
হয় সদা বিঘূর্ণিত ।

দিবসে নির্দিষ্ট উর্দ্ধ দিক্ হয়
নিশাকালে বিপরীত ॥

আমেরিকা আর ভারতবাসীর

উর্দ্ধ দিক্ এক নয় ।

কিন্তু স্বর্গলোক উভয় প্রদেশে

উর্দ্ধে নিরূপিত হয় ॥

নহে স্বর্গ উর্দ্ধে অধে দক্ষ বামে

সম্মুখে পশ্চাতে স্থিত ।

অজ্ঞানীর মনে সুখের আশায়

স্বর্গলোক বিকল্পিত ॥

স্থূলদর্শী জীব করে জড় নেত্রে

জড় রাজ্য দরশন ।

সূক্ষ্মতর রাজ্যে করিতে প্রবেশ

প্রতিহত হয় মন ॥

জড় জ্ঞানে তাই জড় রাজ্য রূপে

স্বর্গাদি কল্পনা করে ।

নরকের ভয়ে হ'য়ে প্রকম্পিত

লোলুপ স্বর্গের তরে ॥

স্বপনে যখন দেখ তুমি যুদ্ধ

অগণিত সেনাগণ ।

মনোময় সেনা তব চিত্তক্ষেত্র

করে মাত্র আবরণ ॥

আছে জড় দেহে ব্যাপ্তি পরিমাণ
করে স্থান আবরণ ।

স্বপ্ন দেহী করে মনোরাজ্যে বাস
নাহি স্থানে প্রয়োজন ॥

স্বরগ-নরক ভোগ-অবসানে
যদি পুনর্জন্ম হয় ।

পূর্ব-জন্ম-কৃত কর্ম-ফলফল
পরজন্মে ভোগ্য নয় ॥

স্বরগ-নরকে পাপপুণ্য-ফল
ভোগে যদি হয় ক্ষয় ।

পুনর্জন্মে জীব সকল সমান
ভিন্ন গতি কেন হয় ?

সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সন্তাপ-সুখের
আছে আর কি কারণ ?

কেন জন্মাবধি কেন অন্ধ দীন
ধনী মানী অশ্রু জন ?

নরপশু হ'তে রক্ষিতে সমাজে
পূর্ব শাস্ত্রকারগণ ।

ক'রেছে কল্লনা নরকের ভয়
স্বরগের প্রলোভন ॥

সংযত করিতে

তমো-গুণাবৃত

নররূপী পশুগণ ।

রয়েছে জগতে

দ্বিবিধ উপায়

ভয় আর প্রলোভন ॥

স্বরগ-নরক

জীবের হৃদয়ে

আছে সদা সর্বক্ষণ ।

ভাগ্যবশে কেহ

ভোগে সুখশান্তি

কেহ হুঃখে নিমগন ॥

ভূভুব স্ব মহ

জপতপ সত্য

এই সপ্ত স্বর্গস্থান ।

জ্ঞানের অবস্থা

জ্ঞান-তারতম্যে

স্তরে স্তরে বিद्यমান ॥

সাধন-প্রভাবে

সপ্ত জ্ঞানভূমি

ক্রমে অতিক্রম করে ।

ব্রহ্মবিদ-যোগী

হয় নিমজ্জিত

জ্ঞানময় পারাবারে ॥

অতল বিতল

পাতাল সূতল

তলাতল মহাতল ।

রসাতল নামে

নরকসকল

বাসনা-আসক্তি ফল ॥

হিংসা-ক্রোধ-দেব লোভ-মোহ-শোক

বিচ্ছেদ-নিরাশা যত ।

নরক-অনল, আসক্তি-বাসনা

উগারিছে অবিরত ॥

আসক্তি-বাসনা জীবের হৃদয়ে

যত দিন বিদ্যমান ।

সদা দগ্ধ জীব নরক-অনলে

নাহি হয় নিরবাণ ॥

আসক্তি-বাসনা মহাপাপ আখ্য

বৈরাগ্যই পুণ্য হয় ।

শান্তি-স্বর্গভোগ অশান্তি-নরক

কভু স্থানবাচ্য নয় ॥ ১৬ ॥

“নিত্য-নৈমিত্তিক ইষ্টাপূর্ত্ত ব্রত

ভজন-পূজন যত ।

এ সকলে শ্রেয় নাহি হয় লাভ”

শ্রুতির এ অভিमत ॥ ১৭ ॥

“কর্মে জ্ঞানলাভ নহে সম্ভাবিত

তাই ব্রহ্মজ্ঞান তরে ।

ত্যজি’ কর্ম, লও ব্রহ্মবিদ্যাশ্রয়”

শ্রুতি উপদেশ করে ॥ ১৮ ॥

“যজ্ঞাদি করমে হয় শ্রেয় লাভ
মুঢ়গণ মনে করে ।

পুনঃপুনঃ জন্ম জরাব্যধি-মৃত্যু
রয়েছে তাদের তরে ॥” ১৯ ॥

ভক্তিসূত্র-মতে কৰ্ম হ'তে ভক্তি
কছু সম্ভাবিত নয় । ২০ ।
বেদান্তের মতে জ্ঞান অজ নিত্য
জ্ঞানে কৰ্ম ধ্বংস হয় ॥

নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য আদি ভেদে
ধৰ্মকৰ্ম আছে যত ।
যোগ-বিঘ্নকারী যোগিজন-ত্যাগী
যোগশাস্ত্র অভিমত ॥ ২১ ॥

কায়িক, বাচিক আর মানসিক
শ্রৌত স্মার্ত কৰ্ম যত ।
পুরাকাল হ'তে ধৰ্ম আখ্যা তার
জৈমিনির অভিমত ॥ ২২ ॥

পূর্বমীমাংসার প্রাথমিক সূত্র
“অথাতো ধৰ্মজিজ্ঞাসা” ।
করেছে জৈমিনি যজ্ঞাদি করম
ফলাফল সূমীমাংসা ॥

বেদান্ত-দর্শনে

প্রতিপাত্ত ব্রহ্ম

শ্রুতি-সম্বয় আশা ।

তাই ব্রহ্মসূত্রে

সূত্রের প্রারম্ভে

“অথা তো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥”

ধর্মজিজ্ঞাসুর

ধর্মই উদ্দেশ্য

ধর্মই জিজ্ঞাস্য হয় ।

ধর্মাভিলাষীর

ব্রহ্মজ্ঞানোদয়

কদাপি সম্ভব নয় ॥

ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর

লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান

নাহি ধর্মে আকিঞ্চন ।

নহে ব্রহ্মজ্ঞান

ধর্ম-সাপেক্ষ

কন্মে কিবা প্রয়োজন ?

উৎপত্তি, সংস্কার

প্রাপ্তি ও বিকার

কর্ম-পরিণাম হয় ।

নিত্য নির্বিবকার

ভূমা ব্রহ্মজ্ঞান

কভু কর্মফল নয় ॥

নিত্য নির্বিবকারে

উৎপত্তি-বিকার-

সংস্কার সম্ভব নয় ।

অহং-জ্ঞানগম্য

স্বতঃ আপ্ত আত্মা

কিরূপে প্রাপ্তব্য হয় ?

অবিজ্ঞা-কলিত দেহাত্মক জ্ঞানে

আত্মা জীব আখ্য হয় ।

তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ে স্বরূপাধিগমে

আত্মা ব্রহ্ম সর্বময় ॥

আত্মজ্ঞান কভু সংস্কার্য, বিকার্য

উৎপাদ্য বা আপ্য নয় ।

জ্ঞান-কর্ম-মার্গে বিভিন্ন সাধন

সাধ্যও বিভিন্ন হয় ॥

করম ব্যতীত ক্ষণমাত্র জীব

নাহি রহে কদাচিত ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্ম বায়ুভরে

হয় সদা আকর্ষিত ॥

বিষয়ে আসক্ত মোহমুক্ত জীব

কভু যোগক্ষম নয় ।

রূপাদি কল্পনা পূজা-জপ-তপ

তাহাদের তরে হয় ॥

শুভ কি অশুভ কর্ম যতদিন

থাকে জীবে বিদ্যমান ।

নাহি হয় যোগ তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তি

তাপ ত্রয় নিরাবণ ॥

অখম জীবের দুর্ন্যতি নিবৃত্তি
 ধর্ম প্রবৃত্তির তরে ।
 শিববাক্য-ছলে তত্ত্বগ্রন্থ যত
 কর্ম উপদেশ করে ॥ ২৩ ॥

তৃ-ধাতু হইতে তীর্থ সংসান্বিত
 অর্থ তার উত্তরণ ।
 পাপ-তাপ হতে হইতে উত্তীর্ণ
 হয় তীর্থ প্রয়োজন ॥

গয়া-কুরুক্ষেত্র প্রভাস-পুষ্কর
 জগন্নাথ-পদ্মপতি ।
 গঙ্গোত্রী-যমোত্রী সাগর-সঙ্গম
 গোদাবরী-সরস্বতী ॥

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অযোধ্যা-দ্বারকা
 হরিদ্বার-বৃন্দাবন ।
 কামাখ্যা-কেদার হিংলাজ-অমর
 কৈলাস-নৈমিষবন ॥

তীর্থের মহিমা পাপক্ষয়-মুক্তি
 পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত ।
 প্রমাণের তরে বহু আখ্যায়িকা
 হইরাছে প্রকল্পিত ॥

কল্লিত কাহিনী করি' সত্য জ্ঞান
যত অস্ত্র জীবগণ ।

সহি' নানা ক্রেশ কত-শত তীর্থ
করিতেছে পর্য্যটন ॥

করি' দেহ ধৌত যমুনা-জাহ্নবী
সিন্ধু-নর্মদার জল ।

হয় ধৌত জলে দেহের মানিত্য
কিন্তু থাকে চিত্তমল ॥ ২৪ ॥

জ্ঞাননেত্র যার র'য়েছে আবৃত
অবিচার আবরণে ।

কি ফল তাহার শুধু জড় নেত্রে
জড় মূর্তি দরশনে ?

আজীবন কিংবা বংশ-পরম্পরা
আছে তীর্থবাসী যত ।

আসক্তি-বাসনা কাম-ক্রোধ-লোভ
মোহ-মাৎস্যাদি রত ॥

আজীবন যারা করে তীর্থবাস
তারা পাপমুক্ত নয় ।

কিরূপে হইবে তীর্থ-পর্য্যটনে
পুণ্যলাভ পাপক্ষয় ?

করি' পর্য্যটন বহুল আয়াসে

শত শত তীর্থস্থান ।

নাহি হয় পুণ্য কিংবা পাপক্ষয়

বাড়ে ধর্ম অভিমান ॥

মানস জঙ্গম ভৌম তীর্থভেদে

আছে শাস্ত্রে তীর্থত্রয় ।

যাহা আলম্বনে ব্যাধি-ভ্রম-তাপ,

জীব সমুত্তীর্ণ হয় ॥

প্রাকৃতিক দৃশ্যে শোভিত যে ভূমি

জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ।

ফলশস্যপূর্ণ সাধুজন যেথা

করে বাস নিরন্তর ॥

যে সকল ভূমি ভৌম তীর্থনামে

হইয়াছে নির্দেশিত ।

ভূমির মাহাত্ম্যে হয় ব্যাধি দূর

দুঃখক্লেশ অন্তরিত ॥

ভৌম তীর্থবাসে হয় সুস্থ সুখী

রোগমুক্ত জীবগণ ।

পাপ-তাপ-ক্ষয় পুণ্য-মোক্ষ-লাভ

আশা করে অকারণ ॥

অসুস্থের তরে এখনো ব্যবস্থা
করিছে ভিক্ষুগণ ।
পার্কর্য্য প্রদেশ সমুদ্রের তীর
স্বাস্থ্যপ্রদ নদীবন ॥

তত্ত্বজ্ঞানিগণ জঙ্গম তীরথ
নামে হয় অভিহিত ।
যার বাক্যোদকে হয় মন ধৌত
চিন্তমল বিদূরিত ॥ ২৬ ॥

জঙ্গম তীর্থের নিয়ত সেবার
সদ্ব্যফল লাভ হয় ।
ভ্রম-দ্বিধা-মোহ হ'য়ে বিদূরিত
হয় তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় ॥

জীবন্ত জাগ্রত এ সদ্ব্যফলদ
তীর্থে করি' অনাদর ।
করে প্রক্ষালন দেহ, গঙ্গাজলে
যত অনভিজ্ঞ নর ॥

শম-দম-শ্রদ্ধা তিতিক্ষা-বিরতি
মুমুক্শু-সমাধান ।
মানস তীরথ, যাহার সেবার
লভে জীব নিরবাণ ॥ ২৭ ॥

ত্রিবিধ তীর্থের ভিন্ন অধিকারী
ফল ভিন্ন ভিন্ন হয় ।

শারীরিক স্বাস্থ্য ভ্রমদ্বিধা দূর
ত্রিবিধ দুঃখের নয় ॥

অজ্ঞানতা-বীজে কতৃৎসাহাতিমান
বিটপী উৎপন্ন হয় ।
শুভাশুভ কর্ম শাখাপত্র তার
সুখদুঃখ ফলদয় ॥

কতৃৎস-করম- কর্মফল-সুখ-
দুঃখাদি অবিজ্ঞাময় ।
তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ে অবিজ্ঞাপগমে
হয় এ সকল নয় ॥ ২৮ ॥

সকাম নিক্ৰাম দ্বিবিধ কর্ম
করে সদা জীবগণ ।
কামনা হইতে উৎপন্ন সকাম
কতৃৎরূপে স্থিত মন ॥

সকাম করমে কতৃৎরূপে মন
করে দেহ নিয়োজিত ।
মনের আদেশে দেহেন্দ্রিয় হ'তে

হয় কর্ম সম্পাদিত ॥

LIBRARY

No.

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা- শৌচ-প্রস্রাবাদি

কামনা সমুত্ত নয় ।

স্বাভাবিক ক্রমে শরীরে উৎপন্ন

সে হেতু নিকাম হয় ॥

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা- শৌচ-প্রস্রাবাদি

দেহসহ বিद्यমান ।

দৈহিক কর্ম কর্মফল হয়

দেহসহ অবসান ॥

অকৃচ্ছন্দনাদি ইন্দ্রিয়-সন্তোগে

মন প্রবর্তক হয় ।

বৈরাগ্য-উদয়ে বাসনাপগমে

হয় এ সকল লয় ॥

সংস্কার-কামনা- জাত নিত্য, কাম্য,

নৈমিত্তিক কর্ম যত ।

হয় রবিকরে অন্ধকার-প্রায়

জ্ঞানালোকে ধ্বংস গত ॥

জ্ঞানী-অজ্ঞানীর দৈহিক কর্ম

কামনাবিহীন হয় ॥

অজ্ঞানীর অত্যাচার নিকাম কর্ম

বিচারসম্মত নয় ॥

করে জীবমুক্ত নিষ্কাম কর্ম

নাহি কত্ব ভাভিমান ।

নাহি লাভানাভ আসক্তি-বাসনা

হরষ-বিসাদ-জ্ঞান ॥

বিষয়-প্রপঞ্চে নহে অভিভূত

কভু তত্ত্বজ্ঞের মন ।

বায়ু-সঞ্চালিত শুষ্কপর্ণ-প্রায়

করে ভবে বিচরণ ॥

নাহি করে স্তুতি জপতপ-নতি

নাহি পূজ্য কোন জন ।

জটিল কুটিল শ্রুতি-স্মৃতি-পথে

নহে ভ্রান্ত কদাচন ॥

ঐহিক সম্ভোগ পারত্রিক সুখ

স্বর্গমোক্ষ নাহি চায় ।

নিশ্চেষ্ট সে জন প্রারব্ধ প্রবাহে

অনন্তে মিশিয়া যায় ॥

ইহ-পরকালে সুখের কামনা

দুঃখ-নরকের ভয় ।

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্যাদি সকল

করমের ভিত্তি হয় ॥

মুমুকুর তরে

বিচার-বৈরাগ্য

এই দুই আলম্বন ।

নিত্য, নৈমিত্তিক,

কাম্য ধর্মকর্মে

নাহি কোন প্রয়োজন ॥ ২৯ ॥

—

ভক্তি

ছুঃখের নিবৃত্তি আর সুখপ্রাপ্তি-আশে,
 আজীবন লালায়িত যত জীবগণ ।
 তাই তাতে হয় বদ্ধ অনুরাগ-পাশে,
 করে যাহা সুখদান ছুঃখ-নিবারণ ॥

পাত্রভেদে অনুরাগ ভিন্ন নামাধিত,
 রমণীতে প্রেম, স্নেহ সন্তানে অনুজে ।
 শ্রেষ্ঠে গুরুজনে হয় শ্রদ্ধা সমুদিত,
 ভক্তি-প্রেম-উপহারে জগদীশে পূজে ॥

যতদিন থাকে সুখ, সুখের প্রত্যাশা,
 থাকে ততদিন তাতে দৃঢ় অনুরাগ ।
 হ'লে ক্ষণসুখ, কিংবা সুখলাভ-আশা,
 অনুরাগ হয় দূর, জনমে বিরাগ ॥

পতিপত্নী, পিতাপুত্র, অগ্রজ-অনুজে
 করে ত্যাগ, হয় যদি ছুঃখের কারণ ।
 এক দেবে ত্যজি, কেহ অন্য দেবে পূজে,
 হয় আত্মসুখ-হেতু ঈশ-প্রয়োজন ॥

তোমার সুখের তরে জগৎ সংসার,
 ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সাধন-ভজন ।
 সুখ-অপগমে বিশ্বে কেহ নহে কার,
 সুখের বাসনাজাত আসক্তি-বন্ধন ॥ ১ ॥

তব নেত্র তৃপ্তিকর পদার্থ সুন্দর,
 অন্তের সুন্দর নহে সুন্দর তোমার ।
 তব কর্ণ তৃপ্ত যাতে তাহাই সুস্বর,
 তাই উপাদেয় যাহা শ্রীতিকর যার ॥

অপরের ধর্ম নহে ধর্ম তোমার,
 অপরের ঈশ নহে ঈশ তব তরে ।
 বিদেহ কৈবল্যমুক্তি করি পরিহার,
 বৃন্দাবনে শৃগালত্ব কেহ বাঞ্ছা করে ॥ ২ ॥

সুখরূপী তুমি আত্মা সুখের আধার,
 মায়ার বিকাশে সুখ পরিচ্ছিন্ন হয় ।
 তাই চাহে জীবগণ সুখ অনিবার,
 আত্মার স্বভাব সুখ, আত্মানন্দময় ॥ ৩ ॥

মনরূপী মায়ী যবে করে আবরণ,
 দেখে জীব আত্মেতর জগৎ-সংসার ।
 বহিমুখী ইন্দ্রিয়ের সংযোগে তখন,
 হয় বহিমুখী ভুলে স্বরূপ তাহার ॥

চাহে সুখ শব্দ-স্পর্শ-রসাদি বিষয়ে,
 ধন-মান-যশ হ'তে সুখ পেতে চায় ।
 করে কত যত্ন, ভীত হয় ধ্বংসভয়ে,
 অনিত্য বিষয়ে জীব সুখ নাহি পায় ॥

বিদ্যা-বল-শৌর্য্য-বীর্য্য-ক্ৰমা-দয়া-ধৃতি,
 সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-লজ্জা-সারল্য-বিনয় ।
 তিতিক্ষা-বিরতি-দম-বিজ্ঞান প্রভৃতি,
 গুণযুত নরনারী সকলে কি হয় ?

গুরু-পিতা-মাতা-দারা-অনুজ-সন্তান,
 শারীরিক মানসিক অপূর্ণতাময় ।
 অপূর্ণে সম্পূর্ণ ভাব করিতে প্রদান,
 নাহি পারে জীব, কভু স্বাভাবিক নয় ॥

হ'য়ে রূপে গুণে মুগ্ধ প্রেমে নিমগন,
 ভুজপাশে হ'য়ে বদ্ধ প্রিয়জন সনে ।
 নিশিদিন প্রেমভোগে করিয়া যাপন,
 নাহি হয় তৃপ্তি কভু প্রেমিকের মনে ॥

বিস্মৃতি-সাগর-গর্ভে বিশ্ব লীন হয়,
 প্রিয়া প্রিয় বিনা কিছু না থাকে সংসারে ।
 প্রেমময় দেহেন্দ্রিয়, মন প্রেমময়,
 নিমজ্জিত হয় 'ছ'ছ' প্রেম-পারাবারে ॥

গাঢ় হ'তে গাঢ়তর আলিঙ্গন করে,
 প্রাণের পিপাসা তবু নাহি মিটে তার ।
 অজ্ঞাত অভাব এক হৃদয়-কন্দরে,
 থাকে বিজ্ঞমান সদা, সুখ নাহি পায় ॥

যেখানে মিলন তথা বিরহের ভয়,
 মিলনে বিরহ ভয় করে সন্তাপিত ।
 বিচ্ছেদ-অনলে দগ্ধ প্রেমিক-হৃদয়,
 বিচ্ছেদ-মিলন দুই সুখ-বিরহিত ॥

প্রেম-পারাবারে ডুবে লুপ্ত জীবগণ,
 সুখ-রত্ন-আহরণ করিবারে যায় ।
 নাহি মিলে সুখ হয় বৃথা আকিঞ্চন,
 মিটে না পিপাসা সুধু তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় ॥ ৪ ॥

অপূর্ণ বিষয় তাতে পরিচ্ছিন্ন সুখ,
 পরিচ্ছিন্ন অনুরাগ-ভক্তি-প্রেম যত ।
 অতৃপ্ত হৃদয় হ'য়ে বিষয়ে বিমুখ,
 হয় পূর্ণতম সুখসন্ধানে নিরত ॥

জগতের সৃষ্টিকর্তা নিয়ন্তা-বিধাতা,
 বর্ডৈশ্বর্যশালী দয়া-প্রেম-বিভূষিত ।
 সুখশান্তি-কর্মফল-স্বর্গ-মোক্ষ-দাতা,
 অন্তর্যামী জগদীশ হয় প্রকল্পিত ॥

সুখ-উপাদানে হয় স্বরগ-কলিত
 সুখা পেয়, বজ্রহবিঃ নৈবেদ্য-আহার ।
 পারিজাত-গন্ধে দিক্ হয় আমোদিত,
 উর্বশী-মেনকা-সহ সতত বিহার ॥

নাহি তথা জরাব্যাদি নাহি মৃত্যুভয়,
 নাহি শোক-পরিতাপ-বিচ্ছেদ-যাতনা ।
 নাহি তথা প্রবঞ্চনা, নিরাশ-প্রণয়,
 নাহি শ্রম আকিঞ্চন আশার ছলনা ॥

পিতা-মাতা-পতি-সখা-সুত-সম্বোধনে,
 ডাকে জীব জগদীশে চাহে দরশন ।
 সানোক্য সামীপ্য আশা থাকে কারো মনে,
 সারূপ্য সাযুজ্য মুক্তি চাহে কোন জন ॥

ঈশ্বর-ঐশ্বর্য্য, মুক্তি পাইবার তরে,
 করে জীব আজীবন কঠোর সাধন ।
 বিষয়-সম্ভোগসুখ পরিহার করে,
 ভক্তি-উপহারে পূজে ঈশ্বরের চরণ ॥ ৬ ॥

আধার-আধেয় হ'তে হ'লে ক্ষুদ্রতর,
 ধারণ করিতে কভু সক্ষম কি হয় ?
 মন হ'তে গ্রহণীয় বস্তু হ'লে বড়,
 গ্রহণ ধারণ করা সম্ভাবিত নয় ॥

মন হ'তে বড় বিশ্ব জীবের আশ্রয়,
 বিশ্ব হ'তে বড় মায়া জগৎ-আধার ।
 মায়া হ'তে মায়াধীশ ঈশ বড় হয়,
 তাই তিনি মনাতীত অগম্য অপার ॥

যে ঈশ্বর জীবমানে হয় প্রকল্পিত,
 যে ঈশের ধ্যান সদা করে ভক্তগণ ।
 সে ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন মন-পরিমিত,
 পরিমিত বস্তু ঈশ নহে কদাচন ॥

গুণ মনোগ্রাহ কিন্তু গুণী মনাতীত,
 অতীন্দ্রিয় জগদীশ মনোগম্য নয় ।
 তাই মূর্তি অবতার হয় প্রকল্পিত,
 চৈতন্য-স্বরূপ শেষে জড়রূপী হয় ॥ ৭ ॥

স্থাপুতে পুরুষ, কাচে হীরক-দর্শন,
 বিষয়ে বিষয়ান্তর হইলে প্রত্যয়,
 অধ্যাস বা ভ্রম তাহা বলে সর্বজন,
 বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানে ভ্রম দূর হয় ॥

শালগ্রামে সর্বব্যাপী বিষ্ণু-দর্শন,
 শিলালিঙ্গে চিন্ময় শিবের প্রত্যয় ।
 ধাতু বা দারু বিগ্রহে ঈশ-নিরূপণ,
 ইচ্ছাকৃত ভ্রম ইহা আকস্মিক নয় ॥

মনেন্দ্রিয়-দোষে কিংবা অপর কারণে,
 বিষয়ে বিষয়ান্তর হইলে প্রত্যয় ।
 স্বরূপাধিগমে কিংবা তত্ত্ব-নিরূপণে,
 অনারাসে অল্পকালে ভ্রান্তি দূর হয় ॥

কোষকার কাটপ্রায় অজ্ঞ জীবগণ,
 স্বেচ্ছাকৃত ভ্রান্তিকোষে দৃঢ়বদ্ধ হয় ।
 করে জড়-উপাসনা পূজা-আমরণ,
 নাহি হয় ইচ্ছাকৃত ভ্রমের বিলয় ॥

যে রূপের উপাসনা করে ভক্তগণ,
 কল্পিত, মায়িক তাহা কভু ব্রহ্ম নয় । ৮ ।
 যেই নাম করে ভক্ত জপ-সঙ্কীৰ্ত্তন,
 জীবের প্রদত্ত তাহা নাহিক সংশয় ॥

মায়ায় জীবত্ব হয় ব্রহ্মে অধ্যাসিত,
 প্রকাশিতে জীবভাব হইয়াছে ভাষা ।
 বর্ণ-শব্দ-বাক্য-ভাষা জীব প্রকল্পিত,
 রামকৃষ্ণ নামে মুক্তি বিফল প্রত্যাশা ॥

এক হ'তে অপরের প্রভেদ-রক্ষণে,
 বিচিত্র পদার্থ হয় ভিন্ন নামাঙ্কিত ।
 বিনা বস্তুজ্ঞান সুখ্ নাম-উচ্চারণে,
 বস্তুর স্বরূপ নাহি হয় নিরূপিত ॥

অন্ধ যদি সূর্য্যানাম জপে অবিরত,
 হয় কি তাহাতে তার সূর্য্য-দরশন ?
 অদ্বয় চৈতন্য সর্ব্বরূপী সর্ব্বগত,
 অনামক তারে শ্রুতি করে নিরূপণ ॥

“কলির জীবের তরে যোগজ্ঞান নয়,
 হয় হরিনামে মুক্তি” বলে ভক্তগণ ।
 সত্য-ত্রেতা নহে কাল অবস্থানিচয়,
 ঐতরেয়, ভারতাদি করে নিরূপণ ॥

সুপ্তিতুল্য মোহাবস্থা কলি-নামান্বিত,
 দ্বাপর, যখন হয় কিঞ্চিং স্পন্দন ।
 ত্রেতা-অবস্থায় জীব হয় সমুখিত,
 লভি' তত্ত্বজ্ঞান সত্যে করে বিচরণ ॥ ৯ ॥

জ্ঞান-অজ্ঞানের এই স্তর চতুষ্টয়,
 সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরাদি যুগে বিকল্পিত ।
 দ্বাপরে সে ছর্ব্বোধন ছুঁই ছরাশয়,
 হ'য়েছিল 'পূর্ণকলি' নামে অভিহিত ॥

দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ চরণে দলিত,
 ধর্ম্মতৃপ্ত কাপুরুষ ভারত-সন্তান ।
 হয় কলি-কবলিত অবিদ্যা আবৃত,
 কিন্তু সর্ব্ব দেশে কলি নহে বিদ্যমান ॥

সত্যতেজে জাপানের তরুণ তপন,
উজলিয়া পূর্ব দিক হ'তেছে উদিত ।
দেখ ইউরোপ আদি দেশবাসীগণ,
শক্তি-বিজ্ঞানে-জ্ঞানে-সত্যে বিরাজিত ॥

কালের বিবর্তে দেখ জগৎ ভিতরে,
হইতেছে মানবের উত্থান-পতন ।
পতিত ভারতবাসী কলি মনে করে,
মানে বর্তমানে 'সত্য' সমুন্নতগণ ॥

নহে যথা এবে বিশ্ব কলি-কবলিত,
দেশভেদে সত্য কলি কর দরশন ।
সেইরূপে সত্য, কলি অবস্থায় স্থিত,
মনোবৃত্তি-অনুসারে যত জীবগণ ॥

এইরূপ কলিগ্রস্ত মুঢ় জীব তরে,
যোগ কিংবা জ্ঞান মার্গ উপযুক্ত নয় ।
কিন্তু অজ্ঞানীর মুক্তি, নাম জপ করে,
শ্রুতিমতে, যুক্তিবলে, সিদ্ধ নাহি হয় ॥

জ্ঞান বিনা মুক্তি নাহি হয় কদাচন,
দর্শন-বেদান্ত-বেদে দেখিয়া প্রমাণ ।
করিয়াছে, করিতেছে প্রাজ্ঞ ভক্তগণ,
'জ্ঞানের স্বরূপ ভক্তি' এই সমাধান ॥ ৯৮ ॥

দর্শনাদি অনভিজ্ঞ অস্ত্র ভক্তগণ,
জ্ঞানরূপা শ্রেষ্ঠা ভক্তি করি হেয় জ্ঞান ।
দাম্ভ্য, কামরূপা ভক্তি করে আলম্বন,
বিদেহ কৈবল্য দেখে পিশাচী সমান ॥

নিশাচর প্রমুদিত হয় অন্ধকারে,
রবিকর তাহাদের প্রীতিপ্রদ নয় ।
দিবা হেয় নিশা প্রিয় তাদের বিচারে,
তাই প্রিয় যাহা যার উপযোগী হয় ॥

পরকীয়া-প্রেম, ছল, অভিসার তরে,
অবিচার অমানিশা হয় প্রয়োজন ।
তাই দীপ্ত জ্ঞানালোক হেয় মনে করে,
বলে উহা বিষভাণ্ড নব্য ভক্তগণ ॥

যোগি-শাসি-জ্ঞানিগণে করে পরিহার,
বিরাগী ভোগীর সহ কিবা প্রয়োজন । ৯৫ ।
ইন্দ্রিয়-সেবায় মত্ত আরাধ্য যাহার,
দূতীসখীসহ তার সুখ-সম্মিলন ॥

পবিত্র জ্ঞানের সম নাহি কিছু আর,
ব্রহ্মভূত হয় যোগী গীতার বচন । ৯৬ ।
শ্রেষ্ঠতম যাহা কৃষ্ণ করেছে স্বীকার,
কিরূপে তা হেয় বলে কৃষ্ণভক্তগণ ॥

কত মহাভক্ত কত প্রেম-অবতার,
 হ'রে কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত কৃষ্ণ-কামনার ।
 ত্যজি' ধন-জন-মান ত্যজিয়া সংসার,
 কাঁদিয়াছে পথে পথে করি' হায় হায় ॥

ভানিয়াছে আজীবন নয়ন-সলিলে,
 রোদন মূচ্ছা কি শান্তি, মুক্তির লক্ষণ ?
 বাহার অস্তিত্ব নাই প্রেমে কি তা মিলে ?
 বিফল ভকতি-প্রেম দ্বৈত আরাধন ॥

“অতঃপর মহাপ্রভু বিষন্ন অন্তর,
 কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলী-বদনে ।
 কৃষ্ণের বিয়োগদশা ক্ষুরে নিরন্তর,
 রাত্রিদিন এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে ॥

মুখে গণ্ডে নাকে দ্রুত হইল অপার,
 সর্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সজ্জবর্ণ ।
 আবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার,
 স্বরূপ গোঙ্গানি-শব্দ শুনিল তখন ॥

প্রভু কহে ক্ষোভে ঘরে না পারি রহিতে,
 দ্বার চাহি ফিরি শীঘ্র বাহির হইতে ।
 দ্বার না পাইয়া মুখ লাগে চারিভিতে,
 দ্রুত হয় রক্ত পড়ে না পাই যাইতে ॥

শঙ্কর প্রভুর ঘরে করেন শয়ন,
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে ।
যেই করে সেই বোলে উন্মাদ লক্ষণ,
তার ভয়ে নারে ভিত্তে মুখাঙ্গ বসিতে ॥”

ঈশ্বর-প্রেরিত, মুক্ত, সিদ্ধ, অবতার,
কাহার অবস্থা শাস্ত্রে একরূপ বর্ণিত ?
হয় তার এই দশা প্রেমাদি যাহার,
কল্লিত অলীক দেবে হয় সমর্পিত ॥

‘অহম্ মমাদি’ যত গীতার বচন,
দেবকী-নন্দন তার প্রতিপাদ্য নয় ।
এই অহঙ্কারাদেশে আৰ্য্য ঋষিগণ,
করিতেন উপদেশ অধ্যাত্ম বিষয় ॥

ঋষি-প্রচলিত চির প্রথা-অনুসারে,
তদুক্ত বেদান্তবাক্য করি’ উচ্চারণ ।
অবতাররূপে কৃষ্ণ আরাধ্য সংসারে,
নহে কেন অবতার সেই ঋষিগণ ?

যোগে আত্মবিদ্ যোগী ব্রহ্মভূত হয়,
সে বিভূত বৃথানেও না হয় বিস্মৃত ।
তার অহমাদি উক্তি দেহাত্মক নয়,
অহংপদে ভূমা আত্মা হয় নিরূপিত ॥

যোগীর আত্মিক বাক্য করিয়া শ্রবণ,
 দেখি' জড় দেহ তার অনাত্মজ্ঞ যত ।
 অহং প্রতিপাদ্য দেহী করি' নিরূপণ,
 হয় অবতার-জ্ঞানে সাধনে নিরত ॥

'অহং ব্রহ্ম অস্মি' বক্তা ঋষির সন্তান,
 হীনচিত্ত দীনদাসে এবে পরিণত ।
 সেবায় আনন্দ, দাস্ত্রে মুক্তি-অভিমান,
 হীন দাসত্বের ধর্ম্মে অহঙ্কার কত ॥

জনম হইতে করে দাসত্ব-ভীতির,
 জীবিকা-অর্জন তরে দাস্ত্রবৃত্তি করে ।
 সমাজে রীতির দাস করমে স্মৃতির,
 বহিছে দাসত্বশ্রোত ধমনী ভিতরে ॥

নাহে তৃপ্ত দাস্ত্রভাব সেবার বাসনা,
 করিয়া দাসত্ব-স্তুতি-সেবা আজীবন ।
 পরলোকে পুনঃ দাস্ত্র করিছে কামনা,
 কল্পনায় সেব্য প্রভু করিয়া সৃজন ॥ ৯৪ ॥

সদ্যাকালে কুঞ্জবনে করিয়া শয়ন,
 সুমধুর প্রেমালাপ হাস্য-পরিহাস ।
 করেন যে কালে রাধা রাধিকারমণ,
 সে সময়ে পদসেবা কারো অভিলাষ ॥ ৯৫ ॥

ধর্ম্মে, কর্ম্মে, নামে দাস ভারত-সন্তান,
 দাসত্বের পক্ষে দেখে করিছে লুপ্তন ।
 ত্যজিয়া বেদান্ত-বেদ-দর্শন-বিজ্ঞান,
 প্রভু প্রভু বলি বৃথা করিছে রোদন ॥

শুধু দাসত্বেও সবে পরিতৃপ্ত নয়,
 দাসী উপপত্নী ভাবে করিছে সাধন ।
 হাবভাব রমণীর নারীর আশয়,
 ললনা-কটাক্ষ, গতি, বসন-ভূষণ ॥

ভীরু কাপুরুষ হিন্দু নপুংসক-প্রায়,
 সভ্যাসভ্য যত জাতি করিছে ঘোষণা ।
 নাহি অপমান-ঘৃণা, নাহি লাজ তায়,
 রমণী হইতে পুনঃ করিছে বাসনা ॥ ৯৮ ॥

রমণীর বেশে হায় ! করিছে নর্ত্তন,
 জাতিভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট ঋষির সন্তান ।
 ইহা হ'তে সমধিক সমাজ-পতন,
 মানবের ইতিহাসে নাহি বিদ্যমান ॥

তুমি কিহে সেই ভানু ? বাহার কিরণে
 হ'ত উদ্ভাসিত পূর্ব্ব আখ্য ঋষিগণ ।
 কি দেখিছ এবে আর কি ভাবিছ মনে,
 হও অন্তমিত, রশ্মি কর সম্মরণ ॥

হউক ভারত চির অঁধারে মগন,
এ বীভৎস দৃশ্য যেন নাহি দেখি আর ।
কিংবা দীপ্ত জ্ঞানরশ্মি করি' বিকীরণ,
কর দূর অবিচার অমা-অন্ধকার ॥

হৃদ্বর্ষ অগস্ত্য ঋষি নাহি এবে আর,
কেন ভীত, স্তব্ধ, তুমি ভারত-সাগর ?
উত্তাল তরঙ্গমালা করিয়া বিস্তার,
ডুবাও ভারতে সহ গহন নগর ॥

তব জলে দাসগণ হ'লে বিপ্লাবিত,
সহ কলঙ্কের রাশি স্মৃতি-ইতিহাস ।
নব ঋষিগণ পুনঃ হ'য়ে অভ্যুদিত,
জ্ঞানালোকে ত্রিভুবন করিবে প্রকাশ ॥

কি দেখিছ উচ্চ শিরে ওহে হিমাচল,
দেখি ভারতের দশা নাহি হয় লাজ ?
গড়াও দক্ষিণ দিকে যথা সিন্ধুজল,
কর নিষ্পেষিত হীন দাসের সমাজ ॥

কিংবা কেশে ধরি' সবে করিয়া উদ্ধার,
রাখ তব ক্রোড়ে যথা ঋষিদের স্থান ।
উদ্ঘাটিয়া তাহাদের জ্ঞান-রত্নাগার,
তত্ত্বজ্ঞান-রত্ন-দানে কর পরিত্রাণ ॥

কৃষ্ণ-অঘ্বেষণ শুধু চিন্তের বিভ্রম,
 দ্বাপরে ব্যাধের শরে কৃষ্ণ হত হয় ।
 অজ্ঞানী হইলে কৃষ্ণ লভেছে জনম,
 হ'লে জ্ঞানী হইয়াছে ভূমাজ্ঞানে নয় ॥

হয় পুনর্জন্মে নব দেহ অভিমান,
 ভূমাজ্ঞানে 'আমি কৃষ্ণ'-বোধ নাহি আর ।
 নাহি তথা দ্বৈত বোধ যথা ভূমাজ্ঞান,
 বৃথা কৃষ্ণ সন্োধন ভক্তি-উপহার ॥

যদি বল রামকৃষ্ণ করিছে বিহার,
 স্মৃদ্ধ দেহে, স্কুল দেহ করি বিসর্জন ।
 তাহা হ'লে পৌরাণিক দশ অবতার,
 যুক্তি-অনুসারে সিদ্ধ হয় কি কখন ?

ছিল যবে স্মৃদ্ধ মীনরূপে নারায়ণ,
 কূর্মরূপে কোন্ জন করিল বিহার ?
 বরাহ, নৃসিংহ স্মৃদ্ধ স্বরূপে যখন,
 বালিকে ছলিতে কেবা বামনাবতার ?

ছিল যদি রামরূপে পূর্ণ ভগবান,
 পরশুরামের দেহে ছিল কোন্ জন ?
 স্মৃদ্ধ রামদেহে যবে ছিল অভিমান,
 কে করিল গোপিকার বসন-হরণ ?

যদি বৃন্দাবনে সূক্ষ্ম কৃষ্ণরূপে স্থিত,
কে করিল বুদ্ধরূপে জনম-গ্রহণ ?
স্থূল সূক্ষ্ম বহুরূপে যদি বিরাজিত,
নহে কেন সর্ব দেহে স্থিত নারায়ণ ?

অপ্রাকৃত কৃষ্ণবপু বলে ভক্তগণ,
প্রকৃতি- বা পঞ্চভূত-জাত ইহা নয় ।
বন্ধ্যাপুত্র-প্রায় ইহা প্রলাপ বচন,
বিজ্ঞান- বা যুক্তি-বলে সিদ্ধ নাহি হয় ॥

দেবকী-শোণিত, বশুদেব-শুক্রযোগে,
প্রাকৃতিক ক্রমে কৃষ্ণ দেহজাত হয় ।
বাল্যাদি অবস্থা আর ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে,
কৃষ্ণদেহ অন্য হাতে কভু ভিন্ন নয় ॥

শ্যামল কিশোর রূপ কভু নিত্য নয়,
শুক্রেমধ্যে কীট, গর্ভে ভ্রূণরূপ ধরে ।
কৈশোর শৈশবাবস্থা যে দেহের হয়,
প্রৌঢ় বার্দ্ধক্যাদি তার কিসে রোধ করে ?

ত্রিবিধ সত্তার শাস্ত্র করে নিরূপণ,
এক পরমার্থ সত্তা ব্রহ্ম নিরমল ।
দ্বিতীয় বাবহারিক জড় জীবগণ,
তৃতীয় আভাস সত্তা যথা মরুজল ॥

বস্তুর স্বরূপজ্ঞানে বিলুপ্ত আভাস,
ব্রহ্মজ্ঞানে মায়াময় বিশ্ব লুপ্ত হয় ।
পরমার্থে এক আত্মা নিত্য স্বপ্রকাশ,
আভাস ব্যবহারিক কিছু সত্য নয় ॥

রূপগুণ-হীন ব্রহ্ম ভূমা নির্দিবষয়,
হয় প্রকৃতিতে রূপ গুণের অধ্যাস ।
অপ্রাকৃত রূপগুণ সিদ্ধ নাহি হয়,
ভ্রান্তের কল্পনা অঙ্গ করিছে বিশ্বাস ॥

দর্শনাদি শাস্ত্রে ষট্ প্রমাণ স্বীকৃত,
প্রত্যক্ষ-অনুপলব্ধি-শব্দ-উপমান ।
অর্থাপত্তি-অনুমান নামে নির্দেশিত,
অপ্রাকৃত বস্তু তাহে হয় কি প্রমাণ ?

বহু জন্ম তব মম হ'য়েছে ব্যতীত,
নহ তুমি জ্ঞাত, আমি জানি সমুদয় ।
গীতার এ কৃষ্ণবাক্যে হ'তেছে নিশ্চিত,
জন্মে দেহাদিতে কৃষ্ণ অপ্রাকৃত নয় ॥

ইহীলে ধর্মের গ্লানি অধর্ম প্রবল,
যুগে যুগে মায়ামোহে হ'য়েছে সৃজিত ।
অবতার রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধাদি সকল,
চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা হয় প্রমাণিত ॥ •

রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধাদির জনম-মরণ,
 শব্দ-অনুমান-যোগে হয় প্রমাণিত ।
 দেহরূপে সর্ব দেহে নিত্য নিরঞ্জন,
 অপ্রাকৃত নিত্য দেহ অজ্ঞের কল্পিত ॥

ক'রেছিল গোপবেশে গোলোকে ভ্রমণ,
 আদিকালে, পঞ্চরাত্র গ্রন্থে উল্লিখিত ।
 শিরে শিখিপুচ্ছ, করে মুরলী-মোহন,
 পীতধড়া, নূপুরাদি নিত্য কি প্রাকৃত ?

বিনা শিখী শিখিপুচ্ছ সম্ভাবিত নয়,
 শিখীর আহাৰ্য্য-স্থান হয় প্রয়োজন ।
 বাঁশরীর তরে বংশ প্রয়োজন হয়,
 ক্রিতি-অপ-তেজ-আদি বংশের কারণ ॥

সূত্রযোগে পীতধড়া হয় নিরমিত,
 বয়নের তরে তন্তুবায় প্রয়োজন ।
 ধাতু-উপাদানে হয় নূপুর গঠিত,
 নিমিত্ত কারণ তার স্বর্ণকারগণ ॥

আদিকালে গোপবেশ করিলে স্বীকার,
 নিমিত্তোপাদান তার নিত্য সিদ্ধ হয় ।
 তন্তুবায়-শিখি-স্বর্ণ-বংশ-স্বর্ণকার
 হয় নিত্য, নহে শুধু কৃষ্ণ রসময় ॥

রতিবসে নাতোয়ারা রসিক নাগর,
 নলিত লাবণ্য নতা রাই বিনোদিনী ।
 নিভৃত নিকুঞ্জ, সখী-দূতী-কামশর,
 অভিমান-অভিসার, চাঁদনী যামিনী ॥

সহ নিত্য বৃন্দাবন যদি চিন্ময়,
 জড় বস্তু অঙ্গীকারে কিবা প্রয়োজন ?
 চিৎসত্তায় জড় জীব অধ্যাসিত হয়,
 এই ক্রবসতা কেন না করে গ্রহণ ?

বিচিত্র জীবন রুচি চরিত্র আশয়,
 ভিন্ন সুখ উপাদান সুখের কামনা ।
 ইহ-পরকাল-মোক্ষ-স্বরগ-নিরয়,
 ভাব অনুরূপ জীব করিছে কল্পনা ॥

অপ্রাকৃত চিন্ময় মনের অতীত,
 প্রাকৃত রূপাদি জড় মনোগম্য হয় ।
 ভক্তমনে জড় মূর্তি সদা বিরাজিত,
 বিতণ্ডার কালে শুধু হয় চিন্ময় ॥

অবৈদিক ভক্তিমার্গ প্রবর্তন তরে,
 ভক্তি-প্রবর্তক যত অবিবেকিগণ ।
 অপলাপ, প্রক্ষেপ বা অর্থবাদ ক'রে,
 করিয়াছে ঋতিব্যাখ্যা সত্যার্থ গোপন ॥

‘যথা নতঃশ্রুন্দমানা’ শ্রুতি-প্রবচনে,
 ‘বিহারে’ সংযোগ করি ‘বিলুপ্ত আকার’ ।
 ‘বিমুক্ত’-পদের অর্থ অমুক্ত গ্রহণে,
 করিয়াছে মধ্বাচার্য্য অনর্থ তাহার ॥

পূর্বের ‘একীভবান্তি’ কর দরশন,
 দেখ সেই মন্ত্রসহ করি সমন্বয় ।
 ‘অবিহার’ ‘অবিমুক্ত’ উভয় বচন,
 স্বমত পোষণ তরে চাতুরী নিশ্চয় ॥

ইহাতেও যদি দ্বিধা দূর নাহি হয়,
 পারাবারে নাম রূপ কর অন্বেষণ ।
 সিন্ধুগর্ভে নামরূপ হ’তেছে বিলয়,
 যতক্ষণ নামরূপ নদী ততক্ষণ ॥

জলন্তে সমুদ্র, নদী কভু ভিন্ন নয়,
 তট-গতি-নাম, রূপে ভেদ বিকল্পিত !
 এই উপমায় শ্রুতি করিছে নিশ্চয়,
 উপাধি বিগমে জ্ঞানী ব্রহ্মত্বে সংস্থিত ॥

‘পুরুষঃ ব্রহ্মযোনিম্’ শ্রুতি-আলম্বনে,
 ‘শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের যোনি’ বলে ভক্তগণ ।
 ‘কৃষ্ণতনু আভা ব্রহ্ম’ এরূপ বচনে,
 করিয়াছে কৃষ্ণদাস তাহা সমর্থন ॥

‘সমাস কর্মধারয়’ করিলে গ্রহণ,
 পূর্বাপর সর্বশ্রুতি হয় সমন্বয় ।
 ‘বষ্টীতৎপুরুষ’ যদি কর নিরূপণ,
 ব্রহ্মশব্দে প্রথমজ ব্রহ্মা লক্ষ্য হয় ॥

‘ব্রহ্ম অজ’ শ্রুতিস্মৃতি করে নিরূপণ,
 তার যোনি অহো ? একি বিত্তের বিকার ?
 না হ’লে বাতুল, কেহ বলে কি কখন,
 পরিচ্ছিন্ন কৃষ্ণ ভূমাব্রহ্মের আধার ?

কৃষ্ণদেহ জড়, ব্রহ্ম হয় চিন্ময়,
 সকল প্রমাণে ইহা হয় প্রমাণিত ।
 ‘চৈতন্য জড়ের আভা’ যদি সত্য হয়,
 চার্বাকের মত কেন হয় উপেক্ষিত ?

রূপক্বে স্বরূপচ্যুত তত্ত্ব-সন্মিলিত,
 ‘অজ্ঞান মল পূর্ণত্বাৎ’ মলিন পুরাণ ।
 ব্রহ্মে সিতকৃষ্ণ কেশ হ’য়েছে কল্লিত,
 ভাগবত ভারতাদি তাহার প্রমাণ ॥

বিষ্ণুপুরাণের কথা মানে ভক্তগণ,
 তাহাতেও কৃষ্ণজন্ম হ’য়েছে বর্ণিত ।
 ক’রেছিল ব্রহ্ম স্বীয় কেশ উৎপাটন,
 ব্রহ্মাদি দেবতা দ্বারা হ’য়ে উপাসিত ॥

‘কেশোগিতকৃষ্ণো’ সংখ্যা নিরূপণ করে,
সিতকৃষ্ণ বর্ণ কেশে হয় বিশেষণ ।
সে কেশে রোহিণী আর দেবকী উদরে,
ক’রেছিল রাম-কৃষ্ণ স্বরূপ-গ্রহণ ॥

কেশত গোপন করি’ ঈশ্বর-স্থাপনে,
বল্লভ-শ্রীধর-জীব, ভাব্যকারগণ ।
ছোতনর্থ, শোভার্থাদি যুক্তি-আলম্বনে,
করিয়াছে ভাগবতে অনর্থ সাধন ॥

না হইয়া তাহাতেও পরিতৃপ্ত মন,
শ্রীধরবল্লভাদির মত পরিহরি’ ।
করিয়াছে বিশ্বনাথ কত আকর্ষণ,
কেশে সে ‘ক + ঈশ’ অর্থ বিলোপন করি’ ॥

কিন্তু হইয়াছে তার বৃথা আকিঞ্চন,
পদার্থ স্বভাবচ্যুত কভু নাহি হয় ।
ত্রিভঙ্গের ভঙ্গী যদি কর দরশন,
হইবে তাৎপর্য্য-বোধ পুরাণে প্রত্যয় ॥

স্বাবর-জঙ্গম যাহা করে বিলোকন,
তাহাতেই কৃষ্ণরূপ অনুভূত হয় ।
রজ্জ্ব-সর্পবৎ ইহা ভ্রম-দরশন,
মস্তিষ্ক-বিকৃতি, কিংবা অণু কিছু নয় ॥ ১০ ॥

জীবের কলিত যত মূর্তি মনোময়,
 আকাশ-কুসুম-প্রায় চিদম্বন মূরতি ।
 জড় মূর্তি পরিচ্ছিন্ন নেত্রগ্রাহ হয়,
 মূর্তির ব্যাপিত্বে বল কি আছে যুক্তি ?

শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বররূপ গীতায় বর্ণিত,
 ক'রেছিল দিব্য চক্রে পার্থ-দরশন ।
 বিশ্বরূপ অনাত্মজ্ঞ কবির কলিত,
 করে সত্য জ্ঞান যত অনভিজ্ঞ জন ॥

বহু নেত্র রাহু উরু পদ সমন্বিত,
 বহু বক্তৃতা বহু তীক্ষ্ণ করাল দর্শন ।
 মালা-আভরণ-যুত গন্ধানুলেপিত,
 সহস্র সূর্য্যের আভা জিনিয়া বরণ ॥

যিনি গদা-চক্র-আদি আয়ুধে সজ্জিত,
 উজ্জল কিরীট যার শিরের ভূষণ ।
 শ্রাবর-জঙ্গমসহ বিশ্ব যাতে স্থিত,
 চতুর্মুখ ব্রহ্মা দেব ঋষি নাগগণ ॥

বিকট বদন যার রয়েছে ব্যাদিত,
 অভ্যন্তরে জীবগণ করিছে প্রবেশ ।
 করাল দর্শনে শির হতেছে চূর্ণিত,
 দেখে তারে ভীত লোক ভীত গুড়াকেশ ॥

কৃষ্ণ হাতে দিবা নেত্র লভি ধনঞ্জয়,
ক'রেছিল হেন ঈশরূপদরশন ।
অপরের জড় নেত্র গ্রাহ্য ইহা নয়,
লোকত্রয় প্রবাধিত কিসের কারণ ?

হস্তপদ শিরোদর করিলে দর্শন,
কেমনে আচ্ছন্ত মধ্য নেত্রগ্রাহ্য নয় ?
রূপ সীমাবদ্ধ, নহে অনন্ত কখন,
ব্যাপ্তিতে স্বরূপচ্যুত সত্তাহীন হয় ॥

জগত হইতে ভিন্ন এই রূপ হয়,
সর্বব্যাপী সর্বগত নহে কদাচন ।
দেখেছিল আশ্বেতর রূপে ধনঞ্জয়,
বক্ষ-বক্ষ-রুদ্র-বশু ঋষি দেবগণ ॥ ১১ ॥

যদি ইহা জড় রূপ অতিন্দ্রিয় নয়,
দিব্য চক্ষু প্রদানের কিবা প্রয়োজন ?
চিন্ময়ের অঙ্গ অঙ্গসজ্জা নাহি হয়,
নাহি দেখে দ্বৈতবোধে ইন্দ্রিয় বা মন ॥

মনোময় মূর্তি ইহা করিলে স্বীকার,
দেখেছিল রথে বসি কোন্তেয় স্বপন ।
কিংবা কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল করিয়া বিস্তার,
ক'রেছিল অভিভূত অর্জুনের মন ॥

যেই রূপ-দরশনে জীবমুক্তি হয়,
 যাহা দেখি কৃতকৃত্য জ্ঞানি-যোগিজন ।
 দেখিলে যে রূপ হয় ত্রিতাপ-বিলয়,
 তাহা দেখি সন্তাপিত পার্থ কি কারণ ?

সর্ব দেহে যে চৈতন্য করে অভিমান,
 বিশ্ব যার দেহ, যাতে বিশ্ব অধ্যাসিত ।
 সর্বভূতে আত্মরূপে যার অধিষ্ঠান,
 শ্রুতিতে রূপকে যার স্বরূপ বর্ণিত ॥ ১২ ॥

দেখে নাই সেই রূপ পার্থ কদাচন,
 ইদংজ্ঞানে বিশ্বরূপ কভু গ্রাহ্য নয় ।
 অহংজ্ঞানে বিশ্বরূপ দেখে যোগিগণ,
 হয় হবে চরাচর বিশ্ব আত্মনয় ॥ ১৩ ॥

বিষয় গন্তব্য পথ অশ্বরজ্জু মন,
 ইন্দ্রিয় ঘোটকবুদ্ধি সারথি তাহার ।
 দেহরথে আত্মারথী করি দরশন,
 বলে শ্রুতি হয় জীব ভবসিন্ধু পার ॥ ১৪ ॥

জ্ঞাননেত্রহীন যত অজ্ঞ জীবগণ,
 দেহরথে আত্মারথী দেখিতে না পার ।
 দারুণরথে দাবনির্মিত বামন,
 দেখে ভক্ত জড় নেত্রে মুক্তির আশায় ॥ ১৫ ॥

কালাপাহাড়ের কূত দাহ-নিমজ্জন,
ভক্তকৃত আরাধনা-স্তুতি-নমস্কার ।
দারুমূর্তি অনুভব করে না কখন,
অবিচ্ছিন্ন জীব তার করে কি বিচার ?

করি অগ্নিদগ্ধ মূর্তি জলে বিসর্জনে,
হয় নাই দুঃখক্লেশ কোন মন্দ ফল ।
দ্বাদশ বৎসরব্যাপী ক্রন্দন-কীর্তনে,
হ'য়েছিল মহাভক্ত চৈতন্য পাগল ॥

শ্রীকৃষ্ণের সখী-সখা-ভক্ত-অনুগত,
জগদনন্দিনী কৃষ্ণ পাণ্ডুপুত্রগণ ।
ছিল কৃষ্ণপ্রাণ কৃষ্ণসেবায় নিরত,
কৃষ্ণমুখে উপদেশ করিত শ্রবণ ॥

ক'রেছিল যুধিষ্ঠির নরক-দর্শন,
ছলনা-জনিত পাপ আছিল সঞ্চিত ।
করিয়া জীবন্ত কৃষ্ণ দর্শন-স্পর্শন,
না হইল ধর্মপুত্র পাপ-বিরহিত ॥ ১৫ক ॥

শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতা করিয়া শ্রবণ,
জ্ঞানামৃত-লাভে পার্থ কি হেতু বঞ্চিত ?
না হইল মোক্ষলাভ, স্বর্গ-আরোহণ,
নরকে শ্রীকৃষ্ণসখা হইল পতিত ॥

য়েচ্ছ দম্বাকৃত কৃষ্ণ-কামিনী-হরণ,
কৃষ্ণ-প্রিয়তমা সখী কৃষ্ণার নিরয় ।
দেখিয়াও নব্য রসে মত্ত ভক্তগণ,
সখী, উপপত্তী-ভাব করিছে আশ্রয় ॥

জীবন্ত কৃষ্ণের সেবা দর্শন-স্পর্শন,
ভক্তি-প্রেম-সখা-ভাব হইল বিফল ।
মূর্ত্তিপূজা-নাম-জপ-অঙ্কন-কৌর্ভন,
হবে শ্রেয়প্রদ ! ইহা জন্মনা কেবল ॥ ১৬ ॥

‘বিষ্ণু’ শব্দ ব্যাপ্তি অর্থ করিছে জ্ঞাপন,
বিষ্ণু-উপাসকগণ ‘বৈষ্ণবোখা’ হয় ।
রাধাপদ সেবি কৃষ্ণ, তার দাসগণ,
‘কাফ’ পদবাচ্য কভু ‘বৈষ্ণবোখা’ নয় ॥

মূর্ত্তি-অবতার আর ব্যাহের পূজন,
ভক্ত রামানুজ-মতে মোক্ষপ্রদ নয় ।
করি জীব ক্রমে ক্রমে এ সব সাধন,
শ্রেষ্ঠতর সাধনের অধিকারী হয় ॥ ১৭ ॥

কে আমি কোথায় আমি না হলে নির্ণীত,
না হয় নিশ্চয় সাধা কিংবা প্রয়োজন ।
শোনের পশ্চাতে কেন হও প্রসাবিত,
আছে কিনা কর্ণ দেখ করি হস্তার্পণ ॥

বৃথা গডলিকা ত্রায়ে না করি' সাধন,
 করিলে সাধক স্বীয় স্বরূপ-নির্ণয় ।
 সাধ্য-সাধনের নাহি থাকে প্রয়োজন,
 স্বাভুদ্বানে স্ব স্ব রূপে স্বতঃস্থিত হয় ॥

ত্রিতাপে তাপিত হ'য়ে রুগ্ন শিশুপ্রায়,
 মা মা ব'লে বৃথা কেন করিছ রোদন ।
 কে তব জননী, তিনি আছেন কোথায়,
 সম্যক দর্শনে তাহা কর নিরূপণ ॥

সর্বগতা ব্রহ্মশক্তি যদি মা তোমার,
 নাহি তার আবাহন কিংবা বিসর্জন ।
 পরিচ্ছিন্ন বলি তারে করিলে স্বীকার,
 সর্ব মূর্ত্তে অধিষ্ঠান না হয় কখন ॥

নিত্য-বুদ্ধ-চিন্ময়ী যদি মা তোমার,
 কি হেতু তাহার পুনঃ করিছ বোধন ।
 নিত্য শুদ্ধ নির্বিকার স্বরূপ যাহার,
 কেন তার অভিষেক গোমূত্রে শোধন ?

মূর্ত্তি নির্মাণ করি প্রদানি জীবন,
 রাখি কিছু কাল যারে করিছ সংহার ।
 তারে তব সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারণ,
 মুক্তি-প্রদায়িনী কেন কর অস্বীকার ?

‘সাধকানাং হিতার্থায়’ রূপের কল্পনা,
এ সাধক অবিবেকী অবিত্যাক্ষগণ ।
মূর্তি পূজি শ্রেয় লাভে নাহি সম্ভাবনা,
স্বপ্নলব্ধ রাজ্যে রাজা হয় কোন্ জন ? ॥ ১৮ ॥

‘নিত্যরূপ’ অঙ্গীকার করে ভক্তগণ,
রূপের নিত্যত্ব কিন্তু যুক্তিযুক্ত নয় ।
দেখ করি সুবিচারে তত্ত্ব-নিরূপণ,
পরিচ্ছিন্ন সাদি বস্তু ধ্বংসশীল হয় ॥
হ’লেও আরাধ্য রূপ ব্রহ্ম-প্রকল্পিত,
রূপের নিত্যত্ব নাহি প্রতিপন্ন হয় ।
প্রথমে সাধকগণ না হ’লে সৃজিত,
তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা যুক্তিযুক্ত নয় ॥

প্রথমে সাধক, পরে রূপ-প্রকল্পিত,
সে হেতু অনাদি কিংবা নিত্য ইহা নয় ।
উপাসক-অনুরোধে যে রূপ ‘ভজিত’,
সে রূপ অনাদি ইহা সিদ্ধ নাহি হয় ॥

ব্রহ্ম-প্রকল্পিত কিংবা জীবের কল্পিত,
রূপের নিত্যত্ব কতু সিদ্ধ নাহি হয় ।
জীবের কল্পিত ইহা হইলে স্বীকৃত,
মনোময় পদার্থের সত্তা সিদ্ধ নয় ॥

প্রকৃতি হইতে জাত দেহেন্দ্রিয় মন,
কিন্তু তুমি অজ নিত্য চিন্ময় অব্যয় ।
ব্রহ্ম বা প্রকৃতি নহে তোমার কারণ,
মহাকাশ হ'তে ঘটাকাশ জাত নয় ॥

অব্যক্তা প্রকৃতি গুণময়ী অচেতনা,
অবিবেকি-অন্তর্বর্তী-সামান্য-বিষয় ।
ঋতিদর্শনাদি শাস্ত্র করিছে বর্ণনা,
কারিকায় কৃষ্ণ পুনঃ ক'রেছে নিশ্চয় ॥

প্রকৃতির উপাসনা করে ভক্তগণ,
দেহাত্মক জ্ঞানে করে রূপের কল্পনা ।
অনুভূতি প্রকৃতিতে নাই কদাচন,
বৃথা মাতৃ-সম্বোধন পূজা-আরাধনা ॥

প্রকৃতির উপাসনা করে যেই জন,
কিংবা প্রাকৃতিক বস্তু সাধনে নিরত ।
অজ্ঞান অঁধারে সেই হয় নিমগন,
নাই হয় শ্রেয় লাভ ঋতির এ মত ॥ ১৯ ॥

মৃন্ময় বিচিত্র মূর্তি করি নিরমাণ,
সহ লক্ষ্মী-সরস্বতী-কুমার-গণেশ ।
পূজে দশভূজা দুর্গা ভারত-সন্তান,
আশা করে সুখশান্তি শ্রেয় নির্বিশেষ ॥

জড়রূপ লক্ষ্মীমূর্তি পূজি হিন্দুগণ,
অন্ন-বস্ত্র-ধনাভাবে সদা দুঃখ পায় ।
শিল্প-বাণিজ্যাদি যথা করিছে সাধন,
ভারতের ধনধান্য সেই দেশে যায় ॥

পূজি সরস্বতী-মূর্তি ঋষির সন্তান,
ভুলেছে বেদান্ত-বেদ-বিজ্ঞান-দর্শন ।
বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যথা বিদ্যার বিধান,
বিদ্যার্থী সে সব দেশে করিছে গমন ॥

বিঘ্নহর গণদেবে করি উপাসনা,
বিপদ-পাথারে ভাসে আর্যাস্মৃতগণ ।
স্বৈর্য্য-বৈর্য্য-দাট্য যারা করিছে সাধনা,
সর্বত্র তাদের জয় সাম্রাজ্য-শাসন ॥

পূজি দেব-সেনাপতি বীরেন্দ্র-কুমার,
হীনবীৰ্য্য কাপুরুষ আর্যাস্মৃতগণ ।
করিয়া বিজ্ঞানবলে শস্ত্র-আবিষ্কার,
শৌর্য্যো-বীর্য্যো য়েচ্ছগণ জয়ী ত্রিভুবন ॥

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা পূজি হিন্দুগণ,
ভোগিতেছে দুঃখতাপ-দুর্গতি অশেষ ।
করে যথা শক্তিরূপা একতা সাধন,
সেই দেশ সুখপূর্ণ নাহি দুঃখক্লেশ ॥

করি যেই দেবদেবী সদা আরাধন,
অনিত্য ঐহিক সুখলাভ নাহি হয় ।
হবে তাতে শ্রেয়লাভ ত্রিতাপ-মোচন,
বিফল জন্মনা ইহা সম্ভাবিত নয় ॥

শরতে দেবীর পূজা করিয়া বোধন,
ক'রেছিল রামচন্দ্র পুরাণে বর্ণিত ।
কিন্তু ইহা নাহি বলে মূল রামায়ণ,
বাল্মীকি এ পূজাতত্ত্ব ছিল কি বিদিত ?

কেমনে জানিল তাহা কবি কীৰ্ত্তিবাস,
কে লিখিল এই কথা কালিকা-পুরাণে ? ২০ ।
কোন্ যুক্তিবলে তাহা করিছে বিশ্বাস,
রামের যে ক্রিয়াকৃত্য বাল্মীকি না জানে ?

জীবের স্বভাব আত্ম-আত্মেতর জ্ঞান,
আত্মেতর বোধ ঈশে নহে সম্ভাবিত ।
সাধকের ভক্তি-প্রেম-স্তব-স্তুতি-ধ্যান,
জ্ঞানহীন দ্বৈত ঈশ হয় কি বিদিত ?

কারুণ্য-কাঠিন্য-প্রীতি-রোষাদি সকল,
বিষয়-সংযোগে জীবে হয় সমুদিত ।
করুণার তরে স্তুতি-প্রার্থনা বিফল,
অদ্বয় ঈশ্বর দ্বৈত ভাব বিরহিত ॥

দীনচিহ্ন বলহীন ভ্রান্ত ভক্তগণ,
 প্রার্থনার প্রয়োজন করিয়া স্বীকার,
 বলে, “সে প্রার্থনা প্রভু করেন পূরণ,
 প্রার্থনা জীবের ধর্ম প্রার্থনাই সার ॥”

প্রার্থনা-বিহনে তোমা করেছে সর্জন,
 মাতৃস্তন-তৃষ্ণ নহে প্রার্থনার ফল ।
 বিনা যাক্ষা লভিয়াছ দেহেন্দ্রিয় মন,
 ক্ষুধা-তৃষ্ণা-খাওয়া-পেয় সম্ভোগ্য সকল ॥

অন্ধরাদি ভিক্ষা নাহি করে কোন জন,
 কেন জন্মে অন্ধ-পঙ্গু-বধির-বিকল ?
 নাস্তিকের আয়ু-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞা-বুদ্ধি-ধন,
 ধৈর্য্য-দয়া-ক্ষমা নহে প্রার্থনার ফল ॥

করিলেও প্রতিদিন প্রার্থনা-ক্রন্দন,
 বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞান উদিত না হয় ।
 নিত্যানিত্য করি ভেদ দেখ সুধীগণ,
 তরে ভবসিন্ধু করি রাগদ্বৈষ ক্ষয় ॥

করিয়া প্রার্থনা, কিংবা প্রার্থনা বিহনে,
 হয় পূর্ণ, একতান কামনাসকল ।
 যাক্ষা দীনের ভাব, থাকে হীন মনে,
 প্রার্থনার ইচ্ছা নহে প্রার্থনার ফল ॥

স্তুতিতে বাহার হয় করুণা-সঞ্চার,
 নিন্দায় বিরক্তি তার অবশ্যই হয় ।
 হাতে পারে শ্রেষ্ঠ জীব বহুগুণাধার,
 পরিচ্ছিন্ন সেই জন, জগদীশ নয় ॥

ভূমাজ্ঞানে মুক্তি, খণ্ড জ্ঞানেই বন্ধন,
 আছে আত্ম আত্মের খণ্ড জ্ঞান যার ।
 সেই জন বদ্ধ জীব, বৃথা আরাধন,
 তোমার মুক্তি দিতে নাহি শক্তি তার ॥ ২১ ॥

সালোক্য সামীপ্য যার কর আকিঞ্চন,
 স্বর্গলোকে সে ঈশ্বর সীমাবদ্ধ হয় ।
 যেই ঈশে চাহ তুমি সাযুজ্য মিলন,
 তোমার বাহিরে তাহা, সর্বব্যাপী নয় ॥

বিজাতীয় স্বজাতীয় স্বগত প্রভেদ,
 মায়াময় পদার্থের বিশেষ লক্ষণ ।
 ত্রিবিধ প্রকারে মায়া করে ব্যবচ্ছেদ,
 স্থাবর-জঙ্গম যত চেতনাচেতন ॥

মানবে পশুতে ভেদ বিজাতীয় হয়,
 নরে নরে ভেদ স্বজাতীয় নামাঙ্কিত ।
 মূল কাণ্ড শাখা-পত্র-পুষ্প-ফলচয়,
 স্বগত বিভেদ বৃক্ষে হয় নিরূপিত ॥

ত্রিবিধ প্রভেদ বিধে কর দরশন,
জীব ব্রহ্মে কোন্ ভেদ কর অঙ্গীকার ।
মায়ার কুহকে ভ্রান্ত অস্ত্র ভক্তগণ,
তত্ত্ব-নিরূপণ তরে কর সুবিচার !

দেখ পুনঃ ভেদ, দেশ-কাল-বস্তুগত,
যাতে দৃশ্য পদার্থের পরিচ্ছেদ হয় ।
দেশাদিতে সীমাবদ্ধ হয় জীব যত,
কিন্তু তবু জীব ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু নয় ॥

নিত্য বিভূ পূর্ণ ব্রহ্ম বলে সর্বজন,
নতুবা ব্রহ্মত্ব কভু সিদ্ধ নাহি হয় ।
করে জীব স্থল নেত্রে জীবত্ব-দর্শন,
সেই হেতু ভেদবোধ হতেছে নিশ্চয় ॥

কালে সীমাবদ্ধ জীব অনিত্য নিশ্চয়,
দেশে সীমাবদ্ধ বিভূ নহে কদাচিত,
পাত্রে সীমাবদ্ধ জীব কভু পূর্ণ নয়,
জীবের ব্রহ্মত্ব তাহে হয় অস্বীকৃত ॥

কিন্তু যদি ব্রহ্মত্বের কর বিশ্লেষণ,
জীবত্ব-অধ্যাস্ত-ব্রহ্মে হবে প্রমাণিত ।
দেশ-কাল-পাত্রে, ব্রহ্ম অনন্ত যখন,
তাহা হ'তে ভিন্ন কিছু নহে সম্ভাবিত ॥

জৈব আয়ু নিত্যের অন্তর্ভূত হয়,
 ব্রহ্মের পূর্ণত্বে জৈব অস্তিত্ব নিহিত ।
 বিভূ হ'তে জৈব ব্যাপ্তি কভু ভিন্ন নয়,
 অনন্তের জ্ঞানে ভেদ হয় তিরোহিত ॥

ত্রিবিধ প্রভেদ সিদ্ধ না হয়-যখন,
 বল এবে কোন্ ভেদ করিবে প্রমাণ ?
 মায়িক প্রভেদ জ্ঞানী করে নিরূপণ,
 অবিদ্যায় জীব-ব্রহ্মে হয় ভেদজ্ঞান ॥ ২২ ॥

একত্বে বৈচিত্র্যভেদ বিকাশ-সময়,
 একত্ব বৈচিত্র্যভেদে সঙ্কেচ যখন ।
 সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস, কিংবা বিকাশ-বিলয়,
 মায়ার বিবর্ত, জ্ঞানী করে নিরূপণ ॥

জীব-ঈশে ভেদ যদি কর অঙ্গীকার, ২৩ ।
 সাযুজ্য মুক্তি তবে নহে সম্ভাবিত ।
 দুই বস্তুযোগে হয় নূতন আকার,
 বাষ্পদ্বয় যোগে যথা সলিল সৃজিত ॥

তারল্যে সলিল দুই সহধর্মী হয়,
 স্থূল দরশনে দুই হয় সংমিলিত ।
 একরূপ সংযোগ কভু পূর্ণযোগে নয়,
 যন্ত্রের সাহায্যে পুনঃ হয় বিয়োজিত ॥

জীব ঈশ হ'লে ভিন্ন মুক্তির সময়,
জীবের সংযোগে হয় ঈশ্বর বিকৃত ।
সায়ুজ্য মুক্তি তবে চিরস্থায়ী নয়,
ঈশ হ'তে জীব পুনঃ হয় বিশ্লেষিত ॥

মোক্ষকালে জীব-ব্রহ্ম হয় একাকার,
সংসার দশায় দুই ভিন্ন ভিন্ন হয় ।
এরূপ সিদ্ধান্ত করে কত শাস্ত্রকার,
অব্বাচীন মৃত ইহা, সমীচীন নয় ॥

স্বরূপের ভেদ কিংবা উপাধির ভেদ,
জীব-ব্রহ্মে, এই তত্ত্ব কর নিরূপণ ।
স্বরূপতঃ জীব-ব্রহ্মে হ'লে বাবচ্ছেদ,
মুক্তিতে মিলন নাহি হয় কদাচন ॥

স্বর্ণ-নিরমিত আর মৃত্তিকা-নির্মিত,
ঘটাদি, যদিও নাম রূপে এক হয় ।
উপাধি বিগমে যোগ নহে সম্ভাবিত-
স্ব স্ব ভিন্ন উপাদানে হয় দুই লয় ॥

স্বরূপে বিভিন্ন বস্তু যুক্ত নাহি হয়,
উপাধির একত্বেও থাকে ভিন্নাকার ।
মুক্তিতে ব্রহ্মর জীবে সম্ভাবিত নয়,
ব্রহ্ম হ'তে যদি ভিন্ন স্বরূপ তাহার ॥

উপাধি-সংযোগে ভিন্ন স্বর্ণ-অলঙ্কার,
 স্বর্ণপিণ্ড হ'তে, ইহা কর দরশন ।
 হইলেও নামরূপে ভিন্ন 'বালা' 'হার',
 স্বরূপ স্বর্ণত্ব দূর হয় কি কখন ?

সলিল-বুদ্বুদ নাম রূপে ভিন্ন হয়,
 স্বরূপে বিভিন্ন কিন্তু নহে কদাচন ।
 জলত্বে বিশ্বত্বে কিংবা যে-কোন সময়,
 বিশ্বের জলত্ব দূর হয় কি কখন ?

স্বরূপ-চৈতন্যে জীব-ব্রহ্ম ভিন্ন নয়,
 মায়িক উপাধিযোগে ভেদ বিকলিত ।
 স্বরূপে, উপাধিগত বন্ধন-সময়,
 জীব-ব্রহ্মে ভেদ সিদ্ধ নহে কদাচিত ॥

প্রতি দেহে আত্মারূপে যিনি বিরাজিত,
 এক দেহে অভিমানে জীবসংজ্ঞা তার ।
 সর্ব অভিমানে তিনি ঈশ নামাঙ্কিত,
 উপাধি-বিগমে তিনি ব্রহ্ম নির্বিষ্কার ॥

পিতা-পুত্র-পতি-ভ্রাতা নানা বিশেষণ,
 বিভিন্ন সংযোগে এক জীবে প্রকলিত ।
 সেইরূপ মায়াযোগে আত্মা সনাতন,
 জীব-ঈশ-ব্রহ্ম এই ভিন্ন নামাঙ্কিত ॥

মনের বৈষম্যে ভিন্ন অবস্থা যেমন,
জীবের জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি ত্রিতয় ।
যে জাগ্রত সেই করে স্বপ্ন-দর্শন,
সেই পুনঃ অচেতন সুষুপ্তি-সময় ॥

মায়ার বৈষম্যে হয় চৈতন্যে কল্লিত,
জীবত্ব-ঈশত্ব আর ব্রহ্মত্ব তেমন ।
অবস্থা ত্রিতয়ে এক চৈতন্য রাজিত,
করে ভেদাভেদ-বাদ অনাত্মজ্ঞগণ ॥

অনাদি ও নিত্য জড় জীব-ঈশ হয়,
একপ সিদ্ধান্ত পুনঃ করে ভক্তগণ । ২৪ ।
তাহা হ'লে ঈশ কভু স্রষ্টা-পাতা নয়,
অনাদির সৃষ্টি লয় না হয় কখন ॥

জীবের নিত্যত্ব যদি কর অঙ্গীকার,
ব্রহ্মত্বও তার তাতে অঙ্গীকৃত হয় ।
সময়ে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ যাহার,
দেশাদিতে তার সত্তা সীমাবদ্ধ নয় ॥

ত্রিবিধ অনন্ত বস্তু সিদ্ধ নাহি হয়,
হয় দুই অপরের অন্তের কারণ ।
পরিচ্ছিন্ন বস্তু যত কভু নিত্য নয়,
যাহা অল্প তাহা মর্ত্য শ্রুতির বচন ॥

জীবত্বও নিত্য যদি জীব নিত্য হয়,
 অগ্নিসহ দাহ-দীপ্তি থাকে বিদ্যমান ।
 ত্রিতাপ বন্ধন তাহে ধ্বংসশীল নয়,
 জীবের মুক্তি তাহে হয় অপ্রমাণ ॥

উৎপন্ন অনিত্য জীব হইলে স্বীকৃত । ২৫ ।
 অনিত্যের অমৃতত্ব যুক্তিযুক্ত নয় ।
 সেবক-সেব্যাদি ভাব ভক্তের বাঞ্ছিত,
 সেবকের ধ্বংসহেতু নিত্য নাহি হয় ॥

রজ্জুতে ভুজঙ্গ যবে হয় অধ্যাসিত,
 উৎপন্ন নহে তাহা অনাদিও নয় ।
 ভ্রমকালে সত্যানুত রূপে বিতর্কিত,
 ভ্রান্তিলোপে সর্প লুপ্ত রজ্জু ব্যক্ত হয় ॥

নহে জীব অনাদি বা উৎপন্ন কখন,
 নহে জীব নিত্য কিংবা অনিত্যও নয় ।
 মরীচিকা-প্রায় ইহা ভ্রম-দর্শন,
 অবিদ্যায় বিদ্যমান জ্ঞানে লুপ্ত হয় ॥

এক অঙ্গ-ভূমা-আত্মা-অনন্ত-অব্যয়,
 নায়ার কুহকে জীবরূপে অধ্যাসিত ।
 অবিদ্যায় জড় জীব সত্য বোধ হয়,
 জ্ঞানকালে এক ভূমা আত্মা বিরাজিত ॥ ১৬ ॥

কেহ বলে, “এইরূপ দ্বিবিধ প্রত্যয়,
 একই বিষয়ে নাহি হয় সম্ভাবিত ।”
 হয় রজ্জু সর্প পুনঃ সর্প রজ্জু হয়,
 এক যবে অন্য রূপে হয় অধ্যাসিত ॥

জাগ্রতে প্রত্যক্ষ বস্তু স্বপ্নে মিথ্যা হয়,
 স্বাপ্নিক বিষয় হয় মিথ্যা-জাগরণে ।
 অবিদ্যায় যাহা হয় যথার্থ প্রত্যয়,
 হয় মিথ্যা সে বিষয় জ্ঞানের ক্ষুরণে ॥

‘আয় চাঁদ আয়’ বলি ডাকে শিশুগণ,
 দেখিয়া মেঘের কোলে চন্দ্র ছুটে যায় ।
 অধ্যাত্ম-রাজ্যের শিশু অজ্ঞ ভক্তজন,
 যাহা দেখে যাহা বলে তাই শোভা পায় ॥

চিনি হয়ে নাহি সুখ, সুখ-আস্বাদনে,
 ভক্তের ব্রহ্মত্ব তাই স্পৃহণীয় নয় ।
 অতীন্দ্রিয় মনাতীত চৈতন্যের সনে,
 ভোগ্য জড় শরীরের উপমা কি হয় ?

চেতনের সহ হয় উপমা চেতন,
 সত্ত্বাটের সহ করি ব্রহ্মের তুলনা ।
 দেখ হ’য়ে সুখ কিংবা সেবিয়া চরণ,
 রাজ্যেশ্বর করে তার সাম্রাজ্য-কামনা ॥

কেহ মন্ত্রী, কেহ ভৃত্য, দারী হ'তে চায়,
 যেইরূপ অধিকারী আকাজক্ষা তেমন ।
 কেহ তৃপ্ত দাস্তভাবে চরণ-সেবায়,
 চাহে কেহ ব্রহ্মপদ সাযুজ্য-মিলন ॥

“বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে লভ্য নয়”,
 বলি ভক্ত জ্ঞানেন্দ্র করি নিমীলন ।
 অন্ধ বিশ্বাসের যষ্টি করিয়া আশ্রয়,
 মোহময় অন্ধকূপে করিছে গমন ॥

প্রতাক্তানুমান শাস্ত্র আচার্য্য-বচন,
 মন্বাদি মনীষী বলে করিতে বিচার ।
 করি যুক্তিযুক্ত তর্কে তত্ত্ব-নিরূপণ,
 লভি সত্য হয় জীব ভবসিদ্ধ-পার ॥ ২৭ ॥

“বিমল স্বর্গীয় শান্তি অনুভূত হয়,
 থাকি যবে ইষ্টদেব-ধ্যানে নিমগন ।
 দ্বৈত উপাসনা শান্তি মুক্তিপ্রদ নয়,
 কিরূপে বিশ্বাস করি” বলে ভক্তগণ ॥

সৌন্দর্য্য-দর্শনে কিংবা সঙ্গীত-শ্রবণে,
 ভুলি শোকতাপ হয় একাগ্র হৃদয় ।
 শান্তি পায় জীবগণ সন্তাপিত মনে,
 কিন্তু গীত-সৌন্দর্য্যাদি মুক্তিপ্রদ নয় ॥

ধ্যেয় ঈশ কিংবা ধ্যান শান্তিপ্রদ নয়,
 বিষয়-বিস্মৃতি হয় শান্তির কারণ ।
 ভুলি ধ্যানকালে দুঃখ, দুঃখের বিষয়,
 সাময়িক শান্তিভোগ করে জীবগণ ॥

অনিত্য বিষয়সুখ ত্যজি জীবগণ,
 অবিচ্ছিন্ন নিত্য সুখ পাইবার আশে ।
 গুণময় জগদীশ করিয়া গঠন,
 পুনঃ বন্ধ হয় তাতে প্রেম-ভক্তি-পাশে ॥

এক মনোবৃত্তি ভক্তি পাত্রে ব্যবচ্ছেদ,
 জগদীশ আর পিতা-মাতা-গুরুজন ।
 এক মনোবৃত্তি প্রেম শুধু পাত্রে ভেদ,
 প্রিয়তমা নারী ঈশ-হৃদয়-রঞ্জন ॥

ঈশ-বা প্রিয়া-বিরহে বিচ্ছেদ-যাতনা,
 তাহাদের শ্রীতিপ্রদ কর্মে আকিঞ্চন ।
 ঈশ্বর-করুণা প্রিয়া প্রেমের কামনা,
 জীবের বন্ধন, দুঃখ দেয় অনুক্ষণ ॥

করুণা-ভিখারী দাস কভু সুখী নয়,
 প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব নহে সুখের কারণ ।
 অপরাধ-ভয়ে দাস সদা ভীত রয়,
 দৃষ্টান্ত দ্বাপর জয়-বিজয়-পতন ॥ ২৮ ॥

লৌহের শৃঙ্খল আর স্বর্ণের শৃঙ্খলে,
বন্ধনের ক্রেশে নাহি ইতর বিশেষ ।
অন্ধকূপ হ'তে জীব উঠি ভাগ্যফলে,
অন্ত অন্ধকার-কূপে করিছে প্রবেশ ॥ ২৯ ॥

স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রেম সকল সময়,
অহৈতুক প্রেম ইহা বিনা প্রয়োজন ।
আত্মতরে অনুরাগ অহৈতুক নয়,
আত্মসুখ হয় ভক্তি প্রেমের কারণ ॥

জ্ঞানি-যোগি-ভক্ত-কর্মী যত জীবগণ,
সবে আত্ম-অনুরাগ সদা বিচুমান ।
পশু-পক্ষি-কীট আত্মপ্রেমে নিমগন,
আত্ম-অনুরাগে জীব সকল সমান ॥ ৩০ ॥

কেন কুন্ড রুগ্ন দেহে বিরাগ তোমার ?
কুরূপ পীড়িত দেহ সুখপ্রদ নয় ।
কি হেতু ইন্দ্রিয়গণে করহ ধিকার ?
ইন্দ্রিয়ের দোষে যবে সুখ নাহি হয় ॥

কেন তুমি স্বীয় মনে কর তিরস্কার ?
ক্ষিপ্ত মূঢ় মন হ'লে দুঃখের কারণ ।
কি হেতু আপন বুদ্ধি নিন্দা বারংবার ?
করে যবে বুদ্ধি স্বীয় দুঃখ-উৎপাদন ॥

কেন হয় প্রিয়তমা ফণিনী-সমান ?
 সুধামাখা প্রেমে যদি ঢালে হলাহল ।
 কেন ত্যজ ভ্রাতৃবন্ধু আপন সন্তান ?
 তাহা হ'তে সুখ-আশা হইলে বিফল ॥

কেন হও ভক্তিহীন কর গুরুত্যাগ ?
 অবিদ্যা-বঞ্চনা-মোহ করি দরশন ।
 কেন এক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা অপরে বিরাগ ?
 এক দেখি' ভ্রমপূর্ণ অগ্রে তৃপ্ত মন ॥

আরাধ্য-দেবতা কেন কর পরিত্যাগ ?
 ঈঙ্গিত বিষয়লাভে হইয়া বঞ্চিত ।
 নব ধর্ম্মে নব ঈশে কেন অনুরাগ ?
 স্বর্গ-মোক্ষ-সুখ-লাভে হ'য়ে আশ্বাসিত ॥

আত্মেতর রাগ-দ্বेष জনমে উভয়,
 সুখহেতু অনুরাগ দুঃখহেতু দ্বেষ ।
 আত্মাতে তোমার দ্বেষ কভু নাহি হয়,
 নাহি কভু আত্মপ্রেমে ইতর-বিশেষ ॥

করে আত্ম-উপাসনা সদা জীবগণ,
 আত্ম বিনা দেব বিশ্বে কেবা আছে আর ।
 গডলিকা আয়ে সদা প্রবাহিত জন,
 উপাস্ত উপাসনার করে কি বিচার ? ॥ ৩১ ॥

নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ যুক্ত শান্ত নিরঞ্জন,
 দেবরূপী আত্মা দেহ দেবানয়ে স্থিত ।
 অহৈতুক মহাভক্ত উপাসক-মন,
 সদা আত্ম-উপাসনা কর্ষে নিয়োজিত ॥

জগ-উপাদানে করি' নৈবেদ্য-গঠন,
 আত্ম-উপাসনা মন করে অবিরত ।
 চক্ষু-কর্ণ-নাসা-জিহ্বা-হৃদিদ্রিয়গণ,
 উত্তর-সাধক তারা আহরণে রত ॥

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি বিষয়,
 করে মন আত্মদেবে সদা নিবেদন ।
 বিষয়-নৈবেদ্যে আত্মা কভু তৃপ্ত নয়,
 হয় পণ্ড উপাসনা যত্ন আকিঞ্চন ॥

বিবেকাখ্য যূপকাষ্ঠে করিয়া বন্ধন,
 বাসনা-আসক্তি রূপ যজ্ঞ পশুদ্বয় ।
 বৈরাগ্য-খড়্গে মন করে সংহনন,
 কিন্তু তবু আত্মদেব তৃপ্ত নাহি হয় ॥

জ্বালি' ভক্তিদীপ করি' প্রেম-ধূপদান,
 দেব-দেবী-পুষ্প-পত্র করে নিবেদন ।
 করে মনে কত রূপ পূজার বিধান,
 নাহি হয় আত্মা তাহে প্রসন্ন কখন ॥

নিঃশেষিত হয় সর্ববিধ উপহার,
 আত্মার সন্তোষ তাতে না হয় যখন ।
 করে মন নিবেদন সত্তা আপনার,
 আত্মা মনে হয় তবে সাযুজ্য-মিলন ॥

“শুধু জ্ঞানে মুক্তিলাভ সম্ভাবিত নয়,
 ব্রহ্মসংস্থ হয় মুক্ত শ্রুতির বচন ।
 ব্রহ্মজ্ঞানী যদি ব্রহ্মে দেবযুক্ত হয়,
 সেই জ্ঞান নহে ব্রাহ্মী স্থিতির কারণ ॥”

সেহেতু শাণ্ডিল্যসূত্র করেছে নির্ণয়,
 “পর্যভক্তি হয় ব্রহ্মে সংস্থিতি কারণ ।
 ঈশে পরা-অনুরক্তি-ভক্তি বাচ্য হয়,
 ভক্তিয়োগে মুক্তিলাভ করে জীবগণ ॥” ৩২ ॥

“ক্রিয়া কৃত্য হ’তে ভক্তি কভু জাত নয়”,
 সেই হেতু ভক্তি নিত্য করে নিরূপণ ।
 “ব্রহ্মকে জানিলে হয় ভক্তির উদয়”
 জানিবার তরে শুধু জ্ঞান-প্রয়োজন ॥

শান্ত-মনাতীত-ব্রহ্ম ভূমা-নির্বিষয়,
 তার প্রতি রাগ-দ্বेष-প্রলাপ-বচন ।
 বদ্ধ জীবে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভাবিত নয়,
 ব্রহ্ম হ’য়ে জানে ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিদগণ ॥

আপন কল্পিত রূপগুণে নিরমিত,
 অলীক আরাধ্যে ভক্ত ভাবে মুগ্ধ হয় ।
 মানসিক ভাব নিত্য নহে কদাচিত্,
 সম্ভাব্য নির্ভর হ'তে ভক্তি জাত হয় ॥

বলে লোকে মুচ্ছ' ভঙ্গে হইয়াছে জ্ঞান,
 শিশুর উপজে জ্ঞান যৌবন-সময় ।
 বিষয়-বিজ্ঞানী লভে জ্ঞানী অভিধান,
 ভক্তিসূত্রে উক্ত জ্ঞান সেইরূপ হয় ॥

আছে ব্রহ্ম এ বিশ্বাস ব্রহ্মজ্ঞান নয়,
 “ইদং ব্রহ্ম উপলব্ধি না হয় কখন ।
 ইন্দ্রিয় নিরোধ করি' করি' মন লয়,
 অপরোক্ষ-জ্ঞানে ব্রহ্মসংস্থ জ্ঞানিগণ ॥

মনের বিলয়ে যোগী ব্রহ্মরূপে স্থিত,
 রাগদ্বেষে আত্মতরে মনঃসংস্থ হয় ।
 ইদং জ্ঞানগম্য যাহা হয় উপাসিত,
 জীবের কল্পিত তাহা, কভু ব্রহ্ম নয় ॥ ৩৩ ॥

বৃহৎ-ধাতু হ'তে ব্রহ্ম-শব্দ সংসাধিত,
 ব্রহ্ম-শব্দে আত্মতর অণু কিছু নয় ।
 অনন্ত বৃহৎ অর্থ হয় প্রযোজিত,
 ‘অহং ব্রহ্মে’ ব্রহ্ম-শব্দ বিশেষণ হয় ॥ ৩৪ ॥

অবিচ্ছাদ্য অনাশ্রিত্য যত জীবগণ,
 দ্বৈত জ্ঞানে মনোযোগে ব্রহ্ম পেতে চায় ।
 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র অর্থ বুঝে না কখন,
 দেহজ্ঞানে বদ্ধ জীব ব্রহ্ম নাহি পায় ॥

রজ্জুবদ্ধ তরণীতে ক্লেপণি-ক্লেপণ,
 করে যেই মূঢ়, নাহি হয় অগ্রসর ।
 করি' সদা কারাগারে পদ-সঞ্চালন,
 থাকে বন্দী আজীবন কারার ভিতর ॥

দেহ-অভিমান-পাশে বদ্ধ যেই জন,
 থাকে তার 'তুমি ঈশ আমি জীব' ভ্রম ।
 করে যেইরূপে যত সাধন-ভজন,
 নাহি করে জীবত্বের গণ্ডি-অতিক্রম ॥

ত্রিতাপ মনের ধর্ম জীবত্বে মিশ্রিত,
 প্রভুর শক্তি নাহি করিতে মোচন ।
 ধর্মী হ'তে ধর্ম নাহি হয় বিশ্লেষিত,
 'প্রার্থনা-মিনতি বুখা, বিফল-রোদন ॥

বৈরাগ্য-অনল যবে হ'য়ে প্রজ্বলিত,
 করে ভস্ম রাগ-দ্বेष-ভাবের বন্ধন ।
 যোগবলে শাস্ত মন করি অস্তমিত,
 'আত্মানন্দে বিরাজিত থাকে যোগিগণ ॥

বিজ্ঞান-করম-জ্ঞান-উপাসনা-ভেদে,
চারিটি বিষয় বেদে আছে নিবেশিত ।
ভক্তিমার্গ বলি, কিছু নাহি কোন্ বেদে,
আধুনিক পন্থা ইহা, বেদ বিরহিত ॥ ৩৫ ॥

শাণ্ডিল্যের জগদীশ পরিচ্ছিন্ন হয়,
শাণ্ডিল্যের জ্ঞান নহে অপরোক্ষ-জ্ঞান ।
আত্মা আর ব্রহ্ম কভু ভিন্ন বস্তু নয়,
আত্মসংস্থ হয় মুক্ত শ্রুতির বিধান ॥ ৩৬ ॥

আত্মপ্রেম সিদ্ধ, নহে সাধ্য কদাচিৎ,
আত্মেতরে অনুরাগ জীবের বন্ধন ।
আত্মেতর ঈশ হয় জীবের কল্লিত,
বন্ধন-কারণ, নহে মুক্তির কারণ ॥

অনাত্মজ্ঞ নারদাদি মহাভক্তগণ,
ভক্তিয়োগে মুক্তিলাভে হইয়া বঞ্চিত ।
আত্মজ্ঞ গুরুর পদে লইয়া শরণ,
হ'য়েছিল ভূমাজ্ঞানে শোক বিরহিত ॥ ৩৭ ॥

একাদশ বিধা ভক্তি মুক্তির কারণ,
অজ্ঞানীর উক্তি ইহা কভু সত্য নয় । ৩৮ ।
আত্মজ্ঞানে মুক্তি শ্রুতি করে নিরূপণ,
“নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে” নিশ্চয় ॥ ৩৯ ॥

অঁচনে মুকতা বেঁধে যদি কোন জন,
 ভুলে যায় কোথা আছে মুকতা তাহার ।
 সনিলে কর্দনে বনে করে অন্বেষণ,
 হয় পণ্ডশ্রম শুধু কাদামাথা সার ॥

দেহ-মন-আবরণে রয়েছে আবৃত,
 অহং-জ্ঞান-গমা আত্মা সূক্ষ্ম নিরঞ্জন ।
 বহিস্মুখী জীব ইহা হইয়া বিস্মৃত,
 ইদংজ্ঞানে বহির্দেশে করে অন্বেষণ ॥

ভাবময় জগদীশ করিয়া কল্পনা,
 কিংবা জড় মূর্তি, কিংবা ঈশ-অবতার ।
 করে পূজা-উপাসনা-ধ্যান-আরাধনা,
 হয় শুধু ভক্তি-প্রেম কাদামাথা সার ॥

আত্মাই প্রেমিক, প্রেম, আত্মা প্রিয়জন,
 আত্মা স্নেহ স্নেহবান্ স্নেহাম্পদ হয় ।
 আত্মা ভক্ত, ভক্তি আর ভকতি-ভাজন,
 সাধক-সাধন-সাধ্য সর্ব আত্মময় ॥

যুগ্মদ্-প্রত্যয়গম্য যে কিছু বিষয়,
 'নেতি নেতি' সুবিচারে করিয়া বর্জন ।
 অস্বদ্-প্রত্যয়গম্য চিন্ময় অব্যয়,
 আনন্দ-স্বরূপ আত্মা কর আলম্বন ॥

দেখিবার ইচ্ছা বুঝা, দৃশ্য মায়াময়,
 নাহি কিছু প্রাপ্য, প্রাপ্তি-বাসনা বিফল ।
 গমন-গন্তব্য-স্থান কিছু সত্য নয়,
 স্বর্গ-মোক্ষ-বন্ধনাদি বিকল্প কেবল ॥

উত্তীর্ণ হইয়া নদী পান্থ দশ জন,
 গণেছিল 'ময়' হ'য়ে আপনা বিস্মৃত ।
 নদীগর্ভে মগ্ন সঙ্গী করি' নিরূপণ,
 কেঁদেছিল উচ্চরবে হ'য়ে সন্তাপিত ॥

অপর পথিক এক হ'য়ে উপনীত,
 ক'রেছিল দশ সংখ্যা যবে নিরূপণ ।
 হ'য়েছিল পান্থগণ শোক বিরহিত,
 বিনা দরশন-প্রাপ্তি-গমন-মোচন ॥

সেইরূপ ভবপারে ভ্রান্ত জীবগণ,
 হ'য়ে আত্মহারা হায় গণিছে নিয়ত ।
 আয়ুঃ-স্বাস্থ্য-দারামৃত-যশো-মান-ধন,
 ঈশ্বর-নরক-স্বর্গ-বন্ধ-মোক্ষ যত ॥

করে জপ-তপ-যোগ-পূজা-আরাধনা,
 তীর্থব্রত যজ্ঞদান সাধন-ভজন ।
 নানা ভাবে নানা রূপে করিয়া গণনা,
 নাহি হয় সংখ্যা পূর্ণ তাপ-নিবারণ ॥

আত্মবিদ্ গুরু যবে হ'য়ে কৃপাবান,
 করে 'তত্ত্বমসি'-বাক্যে স্বরূপ-নির্ণয় ।
 হয় আত্ম-অনুভূতি 'সোহহমস্মি'-জ্ঞান,
 ভ্রম দূর, সংখ্যা পূর্ণ, ত্রিতাপ-বিলয় ॥

যোগ

শ্রুতিমতে যোগ স্থির ইন্দ্রিয়-ধারণ, । ১ ।

চিন্তাবৃত্তি-রোধ যোগ বলে পাতঞ্জল । ২ ।

জীবব্রহ্মে ঐক্যযোগ তত্ত্বের বচন, । ৩ ।

সংহিতায় যোগ ত্যাগে সঙ্কল্পসকল ॥ ৪ ॥

মন্ত্র-হৃষ্ট-লয়-রাজ, যোগ চতুষ্টয়,

মুহু-মধ্যমাদি চারি সাধক তাহার ।

নিম্ন যোগশাস্ত্র ইহা করিছে নির্ণয়,

রাজযোগী শ্রেষ্ঠ, হয় ভবসিন্ধু-পার ॥ ৫ ॥

চিন্তাবৃত্তি-রোধে হয় ইন্দ্রিয় সংযত,

সঙ্কল্প-বিহনে মন স্বতঃ লুপ্ত হয় ।

মনোরূপী মায়া যবে হয় অপগত,

জীবব্রহ্মে ভেদজ্ঞান সম্ভাবিত নয় ॥ ৬ ॥

অভ্যাস বৈরাগ্য এই দুই আলম্বনে,

নিরুদ্ধ ইন্দ্রিয় পঞ্চ হয় মন লয় । ৭ ।

আত্ম আত্মেতর রূপ অবিচ্ছা বিহনে,

জীব-আত্মা পরমাত্মা একাকার হয় ॥

দেহেন্দ্রিয় মন-বুদ্ধি করি প্রত্যাখ্যান,
 আত্মসংস্থ হইবার প্রযত্ন-অভ্যাস । ৮ ।
 সমাহিত-চিত্ত লভে স্বরূপে সংস্থান,
 স্বরূপ, চিন্ময় নিত্য আত্মা-স্বপ্রকাশ ॥ ৯ ॥

বৈরাগ্য-অনলে যার দগ্ধ চিত্তমল,
 অন্য সাধনের তার নাহি প্রয়োজন ।
 ত্যজি দেহেন্দ্রিয় আর বিষয়সকল,
 অনায়াসে আত্মসংস্থ হয় তার মন ॥ ১০ ॥

নিম্ন-অধিকারী তরে হ'য়েছে কল্পিত,
 বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গ দ্বিবিধ সাধন ।
 বহিরঙ্গে অন্তরায় হ'লে বিদূরিত,
 অন্তরঙ্গে যোগক্ষম হয় জীবগণ ॥

আসন-নিয়ম-যম-প্রাণায়াম-ধ্যান,
 ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার, সমাধি-ধারণা ।
 অষ্ট-অঙ্গ যোগ পতঞ্জলির বিধান, । ১১ ।
 নিম্ন যোগশাস্ত্রে বড় অঙ্গের কল্পনা ॥

আসন, প্রাণের রোধ, প্রত্যাহার-ধ্যান,
 ধারণা-সমাধি, এই বড় অঙ্গ যোগ । ১২ ।
 সম্যক সাধনে জীব লভে তত্ত্বজ্ঞান,
 স্বরূপে সংস্থিতি, হয় ত্রিতাপ-বিয়োগ ॥ ১৩ ॥

সংযম-সাধনে নানা সিদ্ধি লাভ হয়,
কিন্তু তাহা মুক্তিপথে বিঘ্নের কারণ । ১৪ ।
সিদ্ধিতেও হয় যবে বৈরাগ্য-উদয়,
পরম কৈবল্য তবে লভে যোগিজন ॥ ১৫ ॥

আয়ুর্বেদ-জ্যোতিষাদি বিজ্ঞানের প্রায়,
যোগলব্ধ সিদ্ধি মনোবিজ্ঞান বিশেষ ।
কভু-বা সফল কভু ব্যর্থ দেখা যায়,
সিদ্ধি জীবশক্তি, নহে অমোঘ অশেষ ॥

প্রাণায়াম-আসনাদি দৈহিক সাধনে,
হয় দেহ লঘু দৃঢ় শাস্ত্রের বচন । ১৬ ।
ব্রহ্মচর্য আর বিজ্ঞ আচার্য্য-বিহনে,
দৈহিক সাধন হয় রোগের কারণ ॥

‘প্রাণায়ামাৎ খেচরঙ্কং’ যুক্তিযুক্ত নয়, । ১৭ ।
প্রকৃতির তরে উহা রোচক-বচন ।
বিশ্বাসের বশে অজ্ঞ প্রতারিত হয়,
মিথ্যাবাক্যে প্রভারণা করে ধূর্তগণ ॥

ভূবায়ু হইতে লঘু বাষ্প প্রপূরিত,
ব্যোমযান করে শূন্য মার্গে বিচরণ ।
বায়ুপূর্ণ ‘বল’ সূক্ষ্ম চক্ষু বিনির্মিত,
কভু কি করিতে পারে উর্দ্ধে আরোহণ ?

অস্থি-মাংসপূর্ণ গুরু দেহের ভিতরে,
ফুটবল তুলনায় অতি অল্প স্থান ।
বাস্পের পূরণে জীব দেহ ত্যাগ করে,
'প্রাণায়ামাৎ খেচরত্বং' বিহীন প্রমাণ ॥

কুস্তকে মনের লয় ? বিফল জল্পনা,
মনের কৰ্ত্তৃত্বে প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয় ।
যতকাল থাকে বায়ু নিরোধ-কামনা,
কুস্তকের স্থিতি তত, সমধিক নয় ॥

যদিও করমেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ,
মনের কৰ্ত্তৃত্বে হয় করমে নিরত ।
যন্ত্রাদির কার্য্য, বায়ু রক্ত-সঞ্চালন,
প্রাকৃতিক ক্রিয়া, নহে মন অনুগত ॥

মনের কৰ্ত্তৃত্বে, ইচ্ছা-প্রযত্ন-সাধনে,
প্রাকৃতিক ক্রিয়া রুদ্ধ না হয় কখন ।
নিরোধে বিফল চেষ্টা করে অজ্ঞ জনে,
প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নহে সমাধি-সাধন ॥

আজীবন প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়,
জাগ্রত-শুষ্ণু-স্বপ্ন সর্ব অবস্থায় ।
প্রাণের নিরোধ কভু স্বাভাবিক নয়,
যাতনা উদ্ভিত হয় নিরোধ-চেষ্টায় ॥

সুসুপ্তি-সময়ে চিত্ত নিরুদ্ধ বখন,
 প্রাণবায়ু সমভাবে থাকে প্রবাহিত ।
 আধার-আশ্রয় ভাবে নয়ে প্রাণমন,
 প্রাণ ল'য়ে মন লয় নহে সম্ভাবিত ।

বায়ুশ্রোত রোধ করি' কুস্তক-সাধন,
 অনর্থক পরিশ্রম, বৃথা কালক্রয় ।
 সঙ্কল্প-বিকল্প-শ্রোত রোধি' যোগিগণ,
 মনের কুস্তকে হয় পরমে বিলয় ॥

বিষয়-বৈরাগ্য বিনা, বিনা তত্ত্বজ্ঞান,
 চিত্তবৃত্তি-রোধ, যোগ সম্ভাবিত নয় ।
 প্রাণায়ামী লভে যদি যোগি-অভিধান,
 লৌহকার-ভস্মা তবে যোগেশ্বর হয় ॥

জগৎ প্রপঞ্চ ত্যজি' প্রাণ-অলসনে,
 মনের ঐকাগ্র্য সিদ্ধ অবশ্যই হয় ।
 প্রণব-শব্দ, জ্যোতি-নাসাগ্র-গ্রহণে,
 সেইরূপ একাগ্রতা জনমে নিশ্চয় ॥

নায়িকা-নায়ক-রূপ গুণের চিন্তনে,
 বিদ্যার্থী জটিল শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সময় ।
 সুদৃশ্য দর্শনে কিংবা সঙ্গীত-শ্রবণে,
 ত্যজি' অগ্র বস্তু, মন তন্ময় হয় ॥

অপর বিষয় হ'তে ঐক্যাত্ম সাধনে,
 প্রাণায়ামে বিশেষত্ব দৃষ্ট নাহি হয় ।
 একাগ্রতা-ফল সর্ব বিষয়-গ্রহণে,
 হয় একরূপ, কভু ন্যূনাধিক নয় ॥

পঞ্চভূত-যোগে জীবশরীর গঠিত,
 বায়ুর শ্রেষ্ঠত্ব কেন কর নিরূপণ ।
 হইলে একটি গত অথবা বিকৃত,
 চারি ভূতে দেহ রক্ষা হয় কি কখন ?

শ্বাসরোধে মৃত্যু সদা কর দনশন,
 হ'লে ক্ষীণ অপ-তাপ কিংবা অন্য ভূত ।
 হয় তাহা শ্বাসবায়ু রোধের কারণ,
 জীবদেহে পঞ্চভূত সমশক্তিয়ুত ॥

ঋতিশাস্ত্রে প্রাণ-শব্দ আছে ব্যবহৃত,
 কিন্তু সেই প্রাণ কভু প্রাণবায়ু নয় ।
 শারীরিক মীমাংসায় আছে মীমাংসিত,
 প্রাণ-শব্দ পরমের নামান্তর হয় ॥ ১৮ ॥

যে বিষয়ে পুনঃপুনঃ একাগ্রতা হয়,
 হয় তার সহ দৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত ।
 সমাধি-সাধনে চিত্ত নিরোধ-সময়,
 চিন্তাক্ষেত্রে সে বিষয় হয় উপজিত ॥

বায়ু-শব্দ-মূর্ত্তি-জ্যোতি-গুণাদি বিষয়,
 বাহাতে যে জন করে ঐকাগ্র্য সাধন ।
 সমাধি-সাধনে তাহা বিঘ্নকারী হয়,
 নহে কভু একাগ্রতা নিরোধ-কারণ ॥

সবিকল্প-সমাধি বা ঐকাগ্র্য সময়,
 জ্ঞান-জ্ঞাতা প্রভাহীন, জ্ঞেয় প্রকাশিত ।
 জ্ঞান-জ্ঞাতা বিনা জ্ঞেয় অনুভব্য নয়,
 সবিকল্পে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা বিরাজিত ॥

শুধু মন লয় নহে সমাধি কারণ,
 হয় মূচ্ছা। সুপ্তিতেও সদা মন লয় ।
 আত্মাতে সম্যক্ স্থিতি সমাধি-লক্ষণ,
 অনাবৃত্ত জীবে তাহা সম্ভাবিত নয় ॥

অনন্ত বিষয়ে সদা ভ্রমে 'ক্ষিপ্ত' মন,
 উৎসাহ-বিচার-হীন 'মূঢ়' মন হয় ।
 'বিক্ষিপ্ত' সতত ত্যজে স্থায়ী আলম্বন,
 'একাগ্র', ষাভবো হয় সম্যক্ তন্ময় ॥

একাগ্র, বিক্ষিপ্ত, মূঢ়, ক্ষিপ্ত, অবস্থায়,
 সত্ত্ব-রজঃ-তম-যোগে ক্রিয়া করে মন ।
 ত্রিগুণ হইলে সাম্য নিরুদ্ধ দশায়,
 হয় লুপ্ত, আত্মসত্তা করি' আলম্বন ॥

দৈহিক সাধনা কিংবা ঐকাগ্র্য সাধন,
বহিরঙ্গ ক্রিয়া, কভু যোগবাচ্য নয় ।
'কা'দি বর্ণ যথা শাস্ত্র বোধের কারণ,
যোগমার্গ-লাভে ইহা সেইরূপ হয় ॥ ১৯ ॥

শিক্ষা করি' বর্ণ, করি শাস্ত্র-পরিহার,
কাব্য-নাটকাদি যদি করে অধ্যয়ন ।
কিংবা 'কা'দি বর্ণে বিছা সমাপ্ত যাহার,
বর্ণশিক্ষা নহে তার বোধের কারণ ॥

অধমাত্মিকারী যত মূঢ় জীবগণ,
জীবজ্ঞানে পরব্রহ্মে যুক্ত হ'তে চায় ।
দেহাত্মক জ্ঞানে করে দৈহিক সাধন,
সূক্ষ্মতম যোগমার্গ কভু নাহি পায় ॥

শাণিত ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারের মতন,
যোগের সে সূক্ষ্ম পথ ছুস্তর দুর্গম ।
হৃদয়-বৈরাগ্যবশ্নে করি' আবরণ,
করে জ্ঞানিগণ যোগমার্গ অতিক্রম ॥

বুধা নেতি-ধোতি-বস্ত্রি দৈহিক সংস্কার,
দৃঢ় লঘু দেহে তব কিবা প্রয়োজন ।
রেচক-পূরক শুধু বায়ুর বিকার,
দেহাত্মক জ্ঞানে বুধা দৈহিক সাধন ॥

‘আমি জীব’ এই জ্ঞানে করিয়া বিয়োগ,
জীবব্রহ্মে, যোগে চেষ্টা বৃথা পরিশ্রম ।
জীবব্রহ্ম এক, তার কি হবে সংযোগ,
যোগ-বিয়োগাদি শুধু চিত্তের বিভ্রম ॥

“এক বৃক্ষে দ্রষ্টা-ভোক্তা-রূপে পক্ষীদ্বয়,
সখ্যভাবে যুক্ত” এই শ্রুতির বচন । ২১ ।
না পাইয়া তত্ত্ব তার, করিছে নির্ণয়,
পরমাত্মা, জীব-আত্মা অনাত্মজ্ঞগণ ॥

যদি পরমাত্মা-ভূমা ব্যাপ্ত সর্বময়,
ভিতরে বাহিরে, জীবে হয় বিরাজিত ।
পরিচ্ছিন্ন বস্তু যদি পরমাত্মা হয়,
সর্ব দেহে পক্ষিরূপ নহে সম্ভাবিত ॥

ভূমাব্রহ্ম স্থান-কাল-পাত্রে বদ্ধ নয়,
বন্ধের সর্বত্র স্থিতি নহে সম্ভাবিত ।
দেহবৃক্ষে পরমাত্মা জীব-পক্ষীদ্বয়,
শ্রুতির এরূপ ব্যাখ্যা যুক্তি বিরহিত ॥

প্রতি দেহে পরমাত্মা, জীব-পক্ষীদ্বয়,
স্বতঃসিদ্ধ সখ্যভাবে যদি সুনিশ্চিত ।
তবে পরমাত্মা-ভূমা অদ্বিতীয় নয়,
বহু জীবসহ বহু পরমাত্মা স্থিত ॥

এক ভূমা পরমাত্মা অনন্ত মহান,
 মায়ায় কুহকে জীবরূপে অব্যাসিত ।
 মনোরূপী মায়া করে দেহ-অভিমান,
 পরমার্থে ভূমা-আত্মা সর্বত্র ব্যাপিত ॥

দ্বিবিধ চৈতন্য দেহে উপলভ্য নয়,
 আমি বিনা মম দেহে কেবা আছে আর ?
 মন-সহযোগে মম জীব-আত্মা হয়,
 মনের বিরলে 'আমি' ব্রহ্ম নির্বিবকার ॥

সখ্যভাবে সদা যুক্ত আত্মা আর মন,
 মন কর্তা ভোক্তা, আত্মা দ্রষ্টারূপে স্থিত ।
 বহিমুখী মন লিপ্ত বিষয়ে যখন,
 সংযুক্ত থেকেও আত্মদর্শনে বঞ্চিত ॥

বিষয়-বিরাগীসম অন্তর্মুখী মন,
 আত্মার মহিমা দেখি বীতশোক হয় ।
 'জীবাত্মনোরোগে' যোগ নহে কদাচন,
 বিষয়-বিরোগে যোগ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ॥ ২২ ॥

কেন বৃথা একাগ্রতা করিছ সাধন,
 কেন বহিতেছ শিরে বিভূতির ভার ?
 যোগপথে এ সকলে কিবা প্রয়োজন ।
 এ পথে বৈরাগ্যজ্ঞান সম্বল তোমার ॥ ২৩ ॥

আছে যোগরাজ্য-পথে মোহ পারাবার,
 সুখ-আশা-বাক্সাবাতে সদা আনোড়িত ।
 বাসনা-তরঙ্গ তাতে পর্বত আকার,
 আসক্তির খর স্রোত সদা প্রবাহিত ॥

উদ্ভাল তরঙ্গ মাঝে ভীম দরশন,
 রাগ-দ্বेष-ক্রোধ-আদি জলজন্তু যত ।
 আকর্ষণ করাল বক্তৃ, করি প্রসারণ,
 ভক্ষ্য জীব অশেষণে ভ্রমিছে নিয়ত ॥

আছে যত জলযান মায়া-বিনির্মিত,
 মনোময় জলযান আছে বিদ্যে যত ।
 একবার সে সাগরে হইলে পতিত,
 নাহি পরিত্রাণ তার, হয় ক্ষয় গত ॥

নাহি দেখে জীবনেত্র কভু পরপার,
 এপারে তরঙ্গী এক আছে অবস্থিত ।
 নাহি পাল-গুণ-দণ্ড-ক্ষেপণি তাহার,
 অতি ক্ষুদ্র বাষ্পপোত প্রজ্ঞা-বিনির্মিত ॥

বহিতে না পারে তারি জীবহের ভার,
 মন বুদ্ধি-চিত্ত-ভারে করে টলমল ।
 অহঙ্কার বহিবার নাহি শক্তি তার,
 দেহভারে ক্ষুদ্র তরী যায় রসাতল ॥

তরঙ্গী বৈরাগ্যবাস্পে হয় সঞ্চালিত,
 বিপরীত শ্রোত, বায়ু নাহি রোধে তায় ।
 মুমুক্শুত্ব কর্ণে গতি হয় নিয়মিত,
 নিরাপদে জ্ঞানতরী পরপারে যার ॥

যোগরাজ্য-লাভে যদি কর আকিঞ্চন,
 ত্যজ দেহজ্ঞান-ধর্ম-অধর্ম-বিচার !
 দূর কর চিন্ত-বুদ্ধি-অহঙ্কার-মন,
 অষ্টসিদ্ধি নবতুষ্টি কর পরিহার ॥ ২৪ ॥

আত্মতরুরূপে বিশ্বে যে কিছু বিষয়,
 নেতি নেতি সুবিচারে করিয়া বর্জন । ২৫ ।
 ত্যজি কোষত্রয় অন্ন প্রাণ মনোময়,
 জ্ঞানতনু ধরি' তরী কর আরোহণ ॥

পার হ'লে মোহময় ভব-পারাবার,
 হবে লাভ যোগরাজ্য চির শান্তিময় ।
 নাহি তথা মায়ামেঘ দ্বৈত অন্ধকার,
 রিপূর তাড়না আর ত্রিতাপের ভয় ॥

আত্মজ্ঞান-সূর্য্য তথা সদা প্রকাশিত,
 আত্মানন্দানিল সদা প্রবাহিত হয় ।
 করে ক্রীড়া আত্মা তথা আত্মার সহিত,
 রাজা-রাজা-প্রজা-আত্মা, সর্ব আত্মময় ॥ ২৬ ॥

জ্ঞান

বাহার মায়ায় হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
জীবনে অজ্ঞেয় যাহা, বাক্য-মনাতীত ।
সেই অজ-ভূমা-ব্রহ্ম শাস্বত চিন্ময়,
জ্ঞানের স্বরূপ, হয় জ্ঞান নামাঙ্কিত ॥ ১ ॥

মায়ার বিকাশে জ্ঞান হয় অধ্যাসিত,
জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, এই ত্রিবিধ আকারে । ২ ।
'অপর' ও 'পর' দুই ভাগে বিভজ্যিত,
হয় 'অধ্যাসিত জ্ঞান' শ্রুতি-অনুসারে ॥ ৩ ॥

'অপর' বিকাশশীল অবিদ্যা মিশ্রিত,
বহিমুখী পরিচ্ছিন্ন বন্ধন-কারণ ।
অবিদ্যাপগমে 'পর' হ'য়ে বিকশিত,
করে তাপত্রয় দূর বন্ধন-মোচন ॥

বিকাশ-সঙ্কোচ-শক্তি যোগে নিয়মিত,
স্থাবর-জঙ্গম আখ্য জীবদেহ যত ।
'অপর' ও 'পর' জ্ঞানে ব্যক্ত সঙ্কুচিত,
হতেছে জীবত্ব সেইরূপে অবিরত ॥

‘অপর’ কোরকপ্রায় থাকে সম্বৃচিত,
 গর্ভ হ’তে হয় জীব ভূমিষ্ঠ যখন ।
 ইন্দ্রিয়-সংযোগে হ’লে বিষয় গৃহীত,
 হয় ক্রমে বিকশিত কুসুম যেমন ॥

শিশুকাল হ’তে জীবে থাকে বিद्यমান,
 সতত ‘অপর’জ্ঞান লাভের পিপাসা ।
 ইহা কেন, উহা কিবা, করে অনুমান,
 করে পিতামাতাগ্রজে সতত জিজ্ঞাসা ॥

সভ্যতা-বাণিজ্য-শিল্প-বিষয়-বিজ্ঞান,
 গণিত-জ্যোতিষ-কাব্য-সাহিত্যাদি যত ।
 আয়ুর্বেদ-ধনুর্বেদ সমাজ-বিধান,
 প্রজাতন্ত্র-রাজনীতি-সঙ্গীতাদি কত ॥

বেদ-বাইবেল-তন্ত্র-কোরান-পুরাণ,
 দর্শন-সংহিতা-সূত্র ধর্মশাস্ত্র যত ।
 ইহুদি-ইশাই-বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমান,
 বর্ণাশ্রম-জপতপ-তীর্থ-পূজাব্রত ॥

ঈশ্বর নরক-স্বর্গ পাপ-পুণ্য-জ্ঞান,
 ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল ।
 জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগ বিবিধ সোপান,
 ‘অপর’ জ্ঞানের পরিণাম এ সকল ॥ ৪ ॥

বিনাস-প্রমোদ-ভোগ-সুখ-উপাদান,
 বাহা কিছু প্ররোজন, জীবের বাঞ্ছিত
 'অপর' সকলি জীবের করিছে প্রদান,
 নাহি হয় আশা তৃপ্ত, তাপ নিবারিত ।

সাম্রাজ্য-ঐশ্বর্য-শিল্প-বাণিজ্য-বিজ্ঞান,
 অমূল্যবোধ-ধর্মশাস্ত্র ঐশ দয়াময় ।
 বস্ত্র-পূজা-তীর্থ-ব্রত-জপ-তপ-ধ্যান,
 জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-রোধে সক্ষম কি হয় ?

জরা-ব্যাধি-মৃত্যুভয় করে সন্তাপিত,
 নাহি শক্তি অপরের করে নিবারণ ।
 ধন-মান-বশো ধ্বংস ভয়ে জীব ভীত,
 'অপর' জীবের ভয় করে কি মোচন ?

ভৌতিকাদি তাপত্রয়ে সদা সন্তাপিত,
 জগতের যত জীব করে হায় হায় ।
 ত্রিতাপ মনের ধর্ম জীবন্তে মিশ্রিত,
 মানব 'অপর' জ্ঞানে শান্তি নাহি পায় ॥

ক্ষুধিত কুকুর যবে নিরত চর্বণে,
 শুষ্ক অস্থিখণ্ড, হয় বিকৃত রসনা ।
 হ'য়ে পরিতৃপ্ত স্বীয় লোহ-আশ্বাদনে,
 নাহি করে অনুভব আঘাত-যন্ত্রণা ॥

মাংসখণ্ড-মুখে শৌন শূন্য মার্গে ধায়,
 অসংখ্য বিহগ তারে করে আক্রমণ ।
 নাহি ইচ্ছা ত্যাগে নাহি ভোগের উপায়,
 কিংকর্তব্য-মূঢ় ঘোর দুঃখে নিমগন ॥

অস্থিখণ্ডে ক্ষুন্নিবৃত্তি না হয় যখন,
 ক্ষুর কুকুরের তাতে জনমে বিরাগ ।
 জানি মাংসখণ্ড স্থায় দুঃখের কারণ,
 হতাশ বিহগ তাহা করে পরিত্যাগ ॥ ৫ ॥

অবিদ্যায় অভিভূত যত জীবগণ,
 বিষয়-সন্তোকে সদা সুখ পেতে চায় ।
 নাহি পায় সুখ, হয় বৃথা আকিঞ্চন,
 সুখের আশায় জীব সদা দুঃখ পায় ॥

ধাকে যতদিন তীব্র সুখের বাসনা,
 না পায় দেখিতে জীব দোষগুণ তার ।
 হ'লে সাম্য সুখ-আশা ভোগের বাসনা,
 ভোগ্য-ভোগ-বাসনার, করে সুবিচার ॥

“কে আমি এ জড় দেহে আছি অবস্থিত,
 কি এ বিশ্ব জাগরণে সদা দেখা যায় ।
 সূর্য্যপ্তিতে পুনরায় হয় অন্তর্হিত,
 কভু আছে কভু নাই মরীচিকা-প্রায় ॥

জাগরণে দৃষ্ট বস্তু স্বপ্নে মিথ্যা হয়,
 স্বপ্নের বিষয় হয় মিথ্যা জাগরণে ।
 সুষুপ্তিতে হয় মিথ্যা উভয় বিষয়",
 কিবা সত্য কিবা মিথ্যা ভাবে সদা মনে ॥

বিষয়-সংযোগে কেন সুখদুঃখ হয়,
 জগতের সহ কিবা সম্বন্ধ আমার ।
 নিত্য, এই সুখদুঃখ সম্বন্ধবিষয়,
 অথবা অনিত্য, তার করে সুবিচার ॥

ঈশ্বর, ঈশের কৃপা, বরণ, আশ্রম,
 স্বরগ-নরক-পাপ-পুণ্যাদি সংস্কার ।
 ত্রিতাপ-বন্ধন-মুক্তি-ধর্ম-অধর্ম,
 দেখে জীব সত্যানুত করিয়া বিচার ॥

বিচারের খর শ্রোত হ'লে প্রবাহিত,
 বিষয়-বাসনা-রাগ-দ্বेष দূর হয় ।
 লৌকিক অধর্ম ধর্ম হয় অন্তর্হিত,
 সংস্কারবিহীন হয় জীবের হৃদয় ॥

শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা প্রভৃতি,
 সম্পদ-মুমুক্ষা স্বতঃ হয় সমুদিত ।
 ঐহিক বা পারত্রিকে জনমে অপ্রীতি,
 তত্ত্বজ্ঞানামৃত-লাভে হয় লালায়িত ॥ ৬ ॥

জিতেন্দ্রিয় শান্ত চিত্ত বড়গুণাবিত,
 শিষ্যে ব্রহ্মবিদ গুরু করে উপদেশ । ৭ ।
 অধ্যারোপ অপবাদ আয়ে নিরূপিত, । ৮ ।
 হয় অজ-ভূমা-আত্মা-ব্রহ্ম-নির্বিবশেষ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম সত্য, এ জগত মিথ্যা মায়াময়,
 শ্রবণ-মনন-যোগে হ'লে সুনিশ্চিত ।
 যেই পরজ্ঞান জীবে সমুদিত হয়,
 পরোক্ষ-সংজ্ঞায় তাহা হয় অভিহিত ॥

গুরুমুখে তত্ত্বমসি করিয়া শ্রবণ,
 হয় জীব আত্মসত্তা-সন্ধানে নিরত ।
 জাগতিক সর্ব বস্তু করিয়া বর্জন,
 করে নিদিধ্যাস আত্মস্বরূপ নিরত ॥

মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার চিত্ত সম্মিলিত,
 থাকে আত্মা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম অবিষয় ।
 দেহাত্মক অভিমানে সদা আবরিত,
 থাকে আত্মসত্তা, নাহি নিরূপিত হয় ॥

তাই দেহরূপে কভু হয় অধ্যাসিত,
 কভু মন-বুদ্ধি, কভু চিত্ত-অহঙ্কার ।
 যাহা অতীন্দ্রিয় তাহা হয় মনাতীত,
 নাহি জানে কভু জীবস্বরূপ তাহার ॥ ১০ ॥

মন্দদৃষ্টি-হেতু যেই হতভাগ্য জন,
 সূক্ষ্ম সরিষপ কণা না পায় দেখিতে ।
 ধান্যসহ সরিষপ করিয়া মিশ্রণ,
 বল যদি সেই জনে বিবিক্ত করিতে ॥

কিংকর্তব্য নাহি পারে করিতে নির্ণয়,
 দেখে ধান্য, সরিষপ দৃষ্টির অতীত ।
 কিন্তু যদি সেই জন বুদ্ধিমান হয়,
 অক্লেষে কর্তব্য তার হয় নিরূপিত ॥

নেত্রগ্রাহ্য ধান্য ক্রমে করিয়া বর্জন,
 একে একে, যে সময় হয় নিঃশেষিত ।
 থাকে অবশিষ্ট মাত্র সরিষপ তখন,
 হয় অভিলাষ সিদ্ধ, কার্য্য সম্পাদিত ॥

সেইরূপে অধিকারী পরজ্ঞানিগণ,
 মনাতীত আত্মসত্তা উপলব্ধি তরে ।
 মনোগম্য চিত্ত-বুদ্ধি-অহঙ্কার-মন-
 দেহ-অভিমান আদি পরিত্যাগ করে ॥

মায়ার অতীত আত্মা নিত্য মনাতীত,
 মায়িক অনিত্য বস্তু মনোগম্য হয় ।
 মনোগ্রাহ্য সর্ব বস্তু হ'লে অন্তরিত,
 থাকে শুদ্ধ আত্মসত্তা শাস্বত চিন্ময় ॥ ১১ ॥

নাহি তথা সৃষ্টিশ্রষ্টা জীব কোষময়,
 নাহি সুখ-দুঃখ-মুক্তি-ত্রিতাপ-বন্ধন ।
 সুষুপ্তির ত্রায় সর্ব ভাব লুপ্ত হয়,
 থাকে ভূমা আত্মসত্তা শাস্ত নিরঞ্জন ॥ ১২ ॥

নির্বীজ সমাধি ইহা বলে কোন জন,
 কোথা' নির্বিবতর্ক নির্বিবকল্প নামাধিত ।
 নির্বাণ-অবস্থা ইহা বলে বৌদ্ধগণ,
 অসম্ প্রজ্ঞাত কোথা হয় অভিহিত ॥ ১৩ ॥

এই আত্মা ব্রহ্ম, বলে বেদান্তদর্শন,
 সাংখ্যের পুরুষ-আখ্য আত্মা ইহা হয় ।
 পরমাত্মা, নৈয়ায়িক বৈশেষিকগণ,
 জৈমিনির কর্তা আত্মা ভিন্ন বস্তু নয় ॥

'প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম' বলে ঋক্বেদ,
 'অহং ব্রহ্ম অস্মি' হয় যজুর বচন ।
 সামে 'তত্ত্বমসি' জীব ব্রহ্মে নাহি ভেদ,
 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইতি' বলে অথর্ববর্ণ ॥

সমশ-তব্রেজ, রুম-মৌলানা, মন্সুর,
 তত্ত্বজ্ঞানী জীবমুক্ত মুসলমানগণ ।
 দেখিয়াছে ইনসানে আল্লার জহুর,
 বলে 'সোহহমস্মি' গেটে কবি ইমারসন্ ॥ ১৪ ॥

সমাধিতে যেই প্রজ্ঞা থাকে অবস্থিত,
 অস্মদ্ প্রত্যয়গম্য ব্রহ্ম তাহা হয় ।
 'তত্ত্বমসি'-বাক্যে জীব স্বরূপ নির্ণীত,
 এই আত্মাব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু নয় ॥

আত্ম-উপলব্ধি-রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানে,
 আত্মবিৎ যোগিগণ জীবমুক্ত হয় ।
 সমাধিতে হয় ব্রহ্ম, সন্ন্যাসী ব্যুত্থানে,
 হয় দেহ ধ্বংসে ভূমা চৈতন্তে বিলয় ॥ ১৫ ॥

শিব

স্বরধুনী-তীরে ভীষণ শ্মশান
ঘোর বিভীষিকাময় ।
স্মরিতে বাহার বীভৎস আকার
জীবগণ ভীত হয় ॥

নরমেধ-যজ্ঞ হ'তেছে কোথায়
জ্বলিছে শ্মশানানল ।
হইতেছে ভস্ম সৌন্দর্য্য-নাশনা-
যৌবন-বীরত্ব বল ॥

কোথা' স্তূপাকারে ভস্মরাশি-সহ
দক্ষ অস্থি সংমিলিত ।
কোথা' বা বিছিন্ন বাহু উরুপদ
কঙ্কালাদি নিপতিত ॥

নাসা-নেত্র-হীন শবমুণ্ড ঘেন
করিতেছে উপহাস ।
জীবের জীবন সৌন্দর্য্য-যৌবন-
বাসনা-আসক্তি-আশা ॥

নরমাংস তরে শিবা-সারমেয়

নিরত আহবে সবে ।

নিশীথ শ্মশান হ'তেছে ধনিত

তাদের বিকট রবে ॥

অমা-অন্ধকারে দেহের প্রভায়

করি' দিক্ উজলিত ।

এ ভীষণ স্থানে কে তুমি হে দেব

বৃষোপরি অবস্থিত ?

ধক্ ধক্ জ্বলে ত্রিনেত্র তোমার

অঙ্গ ভস্মে বিভূষিত ।

গলে হাড়মালা করতলে শূল

দিগম্বর পরিহিত ॥

বিকট কঠোর ভৈরব মূর্তি

সঙ্গে ছুটি সহচর ।

দেখি' তাহাদের অলৌকিক ভাব

কাঁপে জীব থর থর ॥

কেহ কহে শিব কেহ ত্রিলোচন

কেহ কহে মহেশ্বর ।

কেহ ব্যোমকেশ কেহ ত্রিপুরারি

কেহ কহে ভব হর ॥

কি নাম তোমার কোথায় জন্ম
জনক-জননী কেবা ।

সহচর-ছুটি শ্মশানে মশানে
কেন তব করে সেবা ॥

কুবেরের ধন আয়ত্ত তোমার
কহে হেন কত জন ।

দেবী অনূর্ণা গৃহিণী তোমার
নহি কোন অনাটন ॥

কেন তবে দেব দীন হীন তুমি
ভিক্ষান্ন জীবিকা তব ।

অন্নবুদ্ধি মোরা না পারি করিতে
এ রহস্য অনুভব ॥

শ্মশান-বিহারী সন্ন্যাসীর বেশ
বলে লোকে যোগেশ্বর ।

সংসারীর প্রায় দারা-সুত-সহ
কৈলাসেও কর ঘর ॥

জিতেন্দ্রিয় তুমি নয়ন-অনলে
হ'ল ভস্ম পঞ্চশর ।

সুত-সুতাগণ কিরাপে সঞ্জাত
হইয়াছে মহেশ্বর ॥

কি গোত্র কি বর্ণ কি আশ্রম তব
কিছুই বুঝিতে নারি ।

বিরক্ত সন্ন্যাসী কিংবা বানপ্রস্থী
গৃহস্থ কি ব্রহ্মচারী ?

সিদ্ধিপানে মত্ত থাক তুমি সদা
ঢলু ঢলু ত্রিনয়ন ।

চরিত্র তোমার নহে নিরমল
বলে হেন কত জন ॥

সমুদ্র-মগ্ননে সুখাসহ যবে
উঠেছিল হলাহল ।

সে বিষে এ বিশ্ব ক'রেছিল দন্ধ
যেন ভীম দাবানল ॥

দেবগণ যত তৃপ্ত সুখাপানে
কিন্তু তুমি মৃত্যুঞ্জয় ।

ক'রেছিলে পান সে বিষম বিষ
না করি' মরণভয় ॥

ওহে সোমনাথ মাক্কুদ গজনি
কাকেরি ধ্বংসের তরে ।

চূর্ণ করি মূর্তি ধনরত্ন কত
ল'ভেছিল তবোদরে ॥

তব রক্ষাতরে কত শত হিন্দু

হ'য়েছিল হত রণে ।

ছিল না কি শক্তি রক্ষিতে বিগ্রহ

কিংবা স্বীয় ভক্তগণে ?

ওহে বিশ্বেশ্বর দিল্লীশ্বর যবে

ক'রেছিল আক্রমণ ।

হ'লে নিমজ্জিত জ্ঞানবাপী জলে

করি' ভয়ে পলায়ন ॥

তব মন্দিরের প্রস্তরে হইল

মস্জিদ নিরমিত ।

তোমার আবাস পুণ্য তীর্থ হ'ল

গো-শোণিতে বিপ্লাবিত ॥

লক্ষ লক্ষ ভক্ত হতাশ হৃদয়ে

ক'রেছিল হাহাকার ।

বুঝি প্রাণভয়ে হ'লে না প্রকট

করিলে না প্রতিকার ॥

হে ত্রাসে তাপিত কাপুরুষ শিব

করি' তব উপাসনা ।

ত্রিতাপে তাপিত জীবের শান্তির

আছে কিবা সম্ভাবনা ॥

হ'য়ে জ্ঞানহারা করিলে ভ্রমণ

সতীদেহ স্কন্ধে ক'রে ।

যুগ-যুগান্তর নগরে গহনে

কত দেশ দেশান্তরে ॥

বায়ান্ন বিভাগে যবে শব ছিন্ন

ক'রেছিল সুদর্শন ।

পুনঃ সংজ্ঞালাভ হ'য়েছিল তব

হে ত্রিপুর-নিসূদন ॥

দেখি এ জগতে অস্ত্র জীবগণ

আবার বিবাহ করে ।

প্রাণ-প্রণয়িনী হইলে বিগতা

ভুলি' শোক কাল ভরে ॥

যাহার হৃদয়ে ভোগের পিপাসা

নহে তীব্র অসংযত ।

দারার অভাবে ত্যজিয়া সংসার

পরমার্থে হয় রত ॥

কিন্তু নাহি দেখি কভু এ জগতে

হেন তামসিক জন ।

হইয়া উন্মত্ত মৃত নারীস্কন্ধে

করে পৃথ্বী পর্য্যটন ॥

পরম বৈরাগী শ্মশান-নিবাসী

যোগেশ্বর জ্ঞানময় ।

রমণীর শোকে হইলে উন্মত্ত

কিরূপে প্রতীতি হয় ॥

মূঢ় জীব হ'তে সমধিক মূঢ়

যদি শিব তুমি হও ।

স্বর্গ-মোক্ষ-দাতা পাপতাপহারী

উপাস্ত কদাপি নও ॥

লোকশিক্ষা তরে ক'রেছ এ কাজ

নাহি করি অনুমান ।

হে জগৎ গুরো ! আসক্তি-বাসনা

ক'রেছ কি শিক্ষাদান ?

যদি বল ইহা কবির কল্পনা

যথার্থ ঘটনা নয় ।

তান্ত্রিকের পূজা পীঠস্থানগুলি

কিরূপে প্রামাণ্য হয় ?

যদি তুমি পূজা ভণ্ডের জীবিকা

মিথ্যা পীঠস্থান যত ।

যদি পীঠ সত্য তুমি মূঢ় হেয়

আসক্তি-বাসনা রত ॥

দেবতা-প্রতিমা করি' নিরমাণ

উপাসনা প্রচলিত ।

তাজিয়া বিগ্রহ কেন নিঙ্গ তব

হইতেছে উপাসিত ॥

মোহিনী মুরতি দেখে কামাতুর

হ'য়েছিলে ত্রিলোচন ।

তাতে নিঙ্গচ্ছেদ হ'য়েছিল তব

বলে হেন কত জন ॥

পুরাণ-কল্পিত এ বীভৎস কথা

হ'লে সত্য অনুমিত ।

কেমনে বৈরাগী যোগেশ্বর-রূপে

হইতেছ উপাসিত ? ॥ ১ ॥

বলে শাস্ত্র, জীব সত্যঃ শিব হয়

করি' তোমা দরশন ।

তব অনুচর ভূতপ্রেত মুক্ত

নাহি হয় কি কারণ ?

কাশীতে মরিলে জীব হয় শিব

কর তুমি মোক্ষদান ।

ঘোর তামসিক অধম পাতকী

অনায়াসে পায় ত্রাণ ॥ ২ ॥

বারাণসী ভূমি যত্নপি সঙ্কম
পাপতাপ বিনাশনে ।

কাম-ক্রোধ-লোভ- মোহে অন্ধ কেন
দেখি কাশীবাসী জনে ?

সাধনবিহীন তামসিক জন
আজীবন পাপে রত ।

ভূমির প্রভাবে লভে শিবপদ
সঙ্গত কি এই মত ?

কাশীধামে যদি সীমাবদ্ধ তুমি
অসীম অঙ্কুর নও !

হ'য়ে নিজে বদ্ধ জীবে মুক্তি দিতে
কিরূপে সঙ্কম হও ?

হইলে বিমুক্ত আত্ম আত্মেতর
অবিচ্ছা সম্ভব নয় ।

মুক্তিদাতা তুমি কিন্তু মুক্তি তব
কিরূপে সিদ্ধান্ত হয় ?

শুনি জীববাণী মধুর বচনে
বলিলেন ত্রিলোচন ।

তত্ত্বপুরাণের প্রহেলিকা মোরে
করিয়াছে আবরণ ॥

অবিজ্ঞা আঁধারে অস্ত্র জীব তব
জ্ঞাননেত্র আচ্ছাদিত ।
আমার স্বরূপ সেই হেতু তুমি
নাহি দেখ প্রকটিত ॥

বিবেক-অনিলে বৈরাগ্য-অনল
হয় তব প্রজ্বলিত ।
জীবের হৃদয় শ্মশান-আখ্যায়
হয় তবে অভিহিত ॥

সৌন্দর্য্য-লাবণ্য ঘোঁষনাভিমান
দেহ জ্ঞান ভস্ম হয় ।
ধন-মান-আশা- আসক্তি-বাসনা-
সুখদুঃখ হয় লয় ॥

ভস্মরাশিময় সে মহাশ্মশানে
মম সহচরদ্বয় ।
নন্দি-ভৃঙ্গিরূপ যোগ আর জ্ঞান
স্বতঃ উপজিত হয় ॥

সহচর-যোগ জ্ঞান হ'তে আমি
নহি দূরে কদাচন ।
যথা যোগজ্ঞান সেই স্থানে আমি
দেই সদা দরশন ॥

ঋক্-যজু-সাম- অথর্বণ নামে
চারিপদ সমন্বিত ।

সূক্ত-ছন্দ-দেহ ব্রাহ্মণ-নিরুক্ত
চক্ষ্মে অঙ্গ আবরিত ॥

কাঠক কপাল প্রশ্ন গণ্ডস্থল
ঈশ কেন শৃঙ্গদ্বয় ।

মুণ্ডক-নয়ন মাণ্ডুক্য শ্রবণ
ছান্দোগ্য নাসিকা হয় ॥

আরণ্যক জিহ্বা তৈত্তীরিয় হৃক্
ঐতরেয় ওষ্ঠদ্বয় ।

জ্ঞান-অস্থি-মজ্জা উপনিষদাখা
বেদান্ত মস্তক হয় ॥

শ্রৌত কল্পসূত্র স্মৃতি-গীতা-তন্ত্র
পুরাণাদি অগণিত ।

রোমরাজি রূপে' সর্ব অঙ্গ তাহে
আছে হ'য়ে আবরিত ॥

ষড়-দর্শন সে বৃষভরব
করি' বিশ্ব নিনাদিত ।

অবিচার ক্রোড়ে সুপ্ত জীবগণে
করিতেছে প্রবোধিত ॥

এই বেদ বুঝ- বাহন আমার
জানে বেদবিদগণ ।
বেদ বুঝোপরি হ'য়ে সমাসীন
করি' বিশ্ব বিচরণ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানরূপী আমি জ্ঞানবপু মম
তাই আমি দীপ্তিময় ।
আমার প্রকাশে অবিচ্ছিন্ন অস্মিতা
তম বিদূরিত হয় ॥

বিশ্ব-প্রাপ্ত আর তৈজস সংজ্ঞক
হয় মম ত্রিনয়ন ।
'তৈজসে স্বপন বিশ্বে বিশ্ব, প্রাপ্তে
করি' আত্ম-দর্শন ॥

বিরূপ আকারে যবে ব্যাপ্ত আমি
চরাচর বিশ্বময় ।
সূর্য্য-সোম-অগ্নি, ত্রিনেত্রে আমার
দিক্ প্রকাশিত হয় ॥ ৪ ॥

জ্ঞানানলে দগ্ধ হইলে এ বিশ্ব
মম ভস্ম বিভূষণ । ৫ ।
জীবনাবশেষ চিহ্ন হাড়মালা
মম কণ্ঠ-আভরণ ॥

ভৌতিক, দৈবিক, আধ্যাত্মিক শূল
হয় মম করতলে ।

দিগ্‌ব্যাপী আমি নাহি আবরণ
তাই দিগন্তর বলে ॥

নাহি জন্ম-গোত্র অজ নিত্য আমি
নাহি বদ্ধ কালে স্থানে ।

জীবের জন্মনা নাম যত, জ্ঞানী
অনাম আমার জানে ॥

মম মায়াজাত অনন্য বিশ্ব
ধনরত্ন সমন্বিত ।

নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী দ্রষ্টা মাত্র আমি
নহি ভোক্তা কদাচিত ॥

লস-ধাতু হ'তে কৈলাস সাধিত
জ্যোতির জ্ঞাপক হয় ।

স্বতঃ প্রকাশিত প্রজ্ঞান কৈলাসে
হয় বটে মমালয় ॥

হর-গৌরী-রূপে আমি মম ময়া
ভেদ মিথ্যা-বিকল্পনা ।

চঞ্চলা অবলা ক্রীড়ানীলা বালা
সদা ক্রীড়া-নিমগনা ॥

বিচিত্র খেলনা স্থাবর-জঙ্গম
 গড়িয়া আপন হাতে ।
 পরিহাস-ছলে আবারে আমায়
 জীবসংজ্ঞ হই তাতে ॥

নাহি কভু মম সন্তান-সন্ততি
 মায়ার খেলনা যত ।
 নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ আশ্রাম আমি
 সদা আশ্র-ক্লীড়ারত ॥

অষ্টসিদ্ধি-রূপ মাদক-সেবনে
 মত্ত অস্ত্র যোগী যত ।
 আশ্রানন্দামৃত পানে পরিতৃপ্ত
 থাকি আমি অবিরত ॥

জগরূপ-দণ্ডে হইলে মথিত
 রত্নাকর-রূপ মন ।
 উঠে জ্ঞানামৃত হয় পরিতৃপ্ত
 তাহে শুদ্ধ-সত্ত্ব জন ॥ ৬ ॥

আসক্তি-বাসনা হলাহল হ'লে
 সে মথনে সমুথিত ।
 দেহ বিশ্ববাসী ইন্দ্রিয়াদি হয়
 জর্জরিত সংক্ষুভিত ॥

আমি মৃত্যুঞ্জয় অজর-অমর

সে গরল করি পান ।

হয় অপহৃত দেহেদ্রিয় যত

আমি থাকি বিদ্যমান ॥

মনস্থৈর্য্য তরে প্রতীকোপাসনা

হ'য়েছিল প্রচলিত ।

ক্রমে প্রতীকের নাম-মাহাত্ম্যাদি

হইয়াছে প্রকল্পিত ॥

সেই পণ্যে ধূর্ত ধর্ম্মের বিপণি

করিয়াছে সুসজ্জিত ।

অজ্ঞ নরনারী সত্য বস্তু ভ্রমে

হইতেছে প্রবঞ্চিত ॥

অধে, অন্তরীক্ষে সম্মুখে পশ্চাতে

দক্ষ, বামে যত স্থান ।

অনল-অনিল জল-স্থল-ব্যোম

যাহা কিছু বিদ্যমান ॥

সূর্য্য-চন্দ্র-তার- স্থাবর-জঙ্গম

যাহা কিছু দেখা যায় ।

জড় জীব দেহে আছে যে কীটগু

অণু-পরমাণু-প্রায় ॥

এ সকল কার্য আছে দীপ্যমান
কারণ প্রকাশ তরে ।

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার প্রতীক
আমাকে প্রচার করে ॥

গীর্জা মসজিদে মন্দিরে বাহিরে
কিংবা অপবিত্র স্থানে ।

বিশ্বাসাবিশ্বাসে অভক্তি-ভক্তিতে
অজ্ঞানে অথবা জ্ঞানে ॥

কলিত প্রতীকে অত্যাচারে রণে
য়েচ্ছ খড়গ খরশানে ।

গোহত্যা-গোরক্তে ধূপ-দীপ-পুষ্প-
চন্দনাদি উপাদানে ॥

সর্বত্র সর্বদা সমভাবে আমি
রহিয়াছি বিত্তমান ।

এক স্থানে আছি স্থানান্তরে নাই
কেন এই ভেদজ্ঞান ॥

তব প্রশ্নমধ্যে তাহার উত্তরে
মর্মান্বাতে অভিমানে ।

ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজিত আমি
দেখ নির্বিষয় ধ্যানে ॥

আমার অস্তিত্বে জড় জীব বিশ্ব
হইতেছে অধ্যাসিত ।

আমার বাহিরে পদার্থের সত্তা
কভু নহে সম্ভাবিত ॥

তাজি' মোহময় বিশ্বাস-সংস্কার
দেখ করি' সুবিচার ।

মূর্ত্তি বা প্রতীক নহি বদ্ধ আমি
মম ব্যাপ্তি এ সংসার ॥

আমার চৈতন্যে মায়া'র চেতনা
কিন্তু মায়া' অচেতন ।

তাই ব্যক্ত মায়া' মৃত-দেহ-রূপে
বর্ণিয়াছে কবিগণ ॥

যবে লীলাছলে মায়া-সতী-দেহ
স্বপ্নে করি' সংস্থাপন ।

হ'য়ে আত্মহারা জীবরূপে আমি
করি বিশ্ব-বিচরণ ॥ ৭ ॥

উন্মত্তের প্রায় কভু সুখী দুঃখী
কভু পাপী পুণ্যবান্ ।

মরণের ভয়ে সতত কাতর
শোকে তাপে ত্রিয়মাণ ॥

জ্ঞান-সুদর্শন

আঘাতে যখন

মায়া খণ্ড খণ্ড হয় ।

জীবত্বের সহ

হয় পুনঃ লুপ্ত

সুখ-দুঃখ-মৃত্যু-ভয় ॥

আপন স্বরূপে

থাকি-প্রতিষ্ঠিত

শুদ্ধ শান্ত নিরঞ্জন ।

অবিভোপাদানে

গড়ি পীঠস্থান

পূজে অস্ত্র জীবগণ ॥

মায়ার আবেশে

হ'য়ে কামাতুর

বহুত্ব কামনা করি' ।

তাতে ছিন্ন মম

জীবরূপ লিঙ্গ

নানা নামরূপ ধরি ॥

আমি শিব আর

মম লিঙ্গ জীব

পরমার্থে ভিন্ন নয় ।

মায়িক প্রভেদ,

মায়া সাম্য হ'লে

শিবে লিঙ্গ যুক্ত হয় ॥

অজ্ঞেয় অব্যক্ত

লিঙ্গহীন মোরে

জ্ঞাপন করার তরে ।

শিবলিঙ্গ নামে

প্রস্তর-মৃন্ময়

প্রতীক নির্মাণ করে ॥

জীবের কল্পিত লিঙ্গ-উপাসনা

কভু মোক্ষপ্রদ নয় ।

মায়া-নিরমিত লিঙ্গ-অধিগমে

জীবের মুকতি হয় ॥

আকার-উকার- মকার-সংযোগে

মম লিঙ্গ নিরমিত ।

ওঁকার স্বরূপ সে লিঙ্গ উপরে

হয় বিন্দু বিরাজিত ॥

দেহ-অভিমান যোনি-পীঠোপরি

জীবত্ব ওঁকার স্থিত ।

জাগ্রত, স্বপন, সুষুপ্তি, ত্রিকালে

মাত্রাত্রয় বিরাজিত ॥

তুরীয় সংজ্ঞক সে বিন্দু বা বজ্র

কারণ-স্বরূপে স্থিত ।

জাগ্রত, স্বপন, সুষুপ্তি, তুরীয়

যোগে লিঙ্গ নিরমিত ॥ ৮ ॥

সাধন-প্রভাবে জাগ্রত স্বপ্নাদি

করিয়া ক্রমশঃ নয় ।

চতুর্থ তুরীয়ে হইয়া সংস্থিত

জীবগণ শিব হয় ॥

জড়-জীব-শিব মায়া'র কুহকে
কর ভিন্ন দরশন ।

মায়া সাম্য হ'লে লুপ্ত জড়, জীব
ব্যক্ত শিব-নিরঞ্জন ॥

আত্মরূপী আমি মম অনুচর
বহু বৃত্তিযুত মন ।

সেই মনোবৃত্তি ভূতপ্রেত-রূপে
বর্ণিয়াছে কবিগণ ॥

বিকট দশন ব্যাদিত বদন
বহিমুখী বৃত্তিগণ ।

বিষয়ের মদে তাণ্ডব-নর্ভন
করিতেছে সর্বক্ষণ ॥

তাজিয়া বিষয় শান্ত বৃত্তিগণ
যবে অন্তর্মুখী হয় ।

ধরি' একাকার হয় আত্মসংস্থ
ভূত, ভূতনাথে লয় ॥

বিবেক 'বরণা' বৈরাগ্য 'নাশীর'
অন্তরালে অবস্থিত ।

জ্ঞান-সুরধুনী তীরে অপরোক্ষ
মম ধাম বিরাজিত ॥ ৯ ॥

ভৌতিক, দৈবিক আধ্যাত্মিক এই
ত্রিশূল উপরে স্থিত ।

হয় মমালয় প্রজ্ঞা-কাশীধাম
যোগিজন আকাঙ্ক্ষিত ॥

পাতালে, ভূতলে কিংবা অন্তরীক্ষে
কাশী অবস্থিত নয় ।

জীবের ভিতরে পঞ্চকোষ-ব্যাপী
হয় কাশী মমালয় ॥

অন্ন-প্রাণ-মন বিজ্ঞান-আনন্দ-
কোষ করি' পরিভ্রম ।

লভে যোগিজন নিরালস্য-যোগে
কাশীধাম গুহ্যতম ॥

যেই জ্ঞানে হয় সঞ্চিত প্রারব্ধ
ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মক্ষয় ।

তাজি' দেহ সেই প্রজ্ঞা-কাশীধামে
জীবগণ শিব হয় ॥ ১০ ॥

জীবমুক্ত জন লভে নিরবাণ
শাস্ত্র করে নিরূপণ ।

দেহত্যাগে মুক্তি লভে নরপুণ্ড
যথা অজা, শুনিগণ ॥ ১১ ॥

জাগ্রত স্বপন সুষুপ্তি সংজ্ঞক
ত্রিবিধ অবস্থাৱীত ।

অদৃষ্ট অগ্রাহ্য অগোত্র অবর্ণ
জ্ঞানাজ্ঞান বিরহিত ॥

প্রপঞ্চ অতীত শাস্ত তুর্য্য শিব
বলে মোরে অথর্কবর্ণ ।

চৈতন্য-স্বরূপ আত্ম বলে মোরে,
আত্মজ্ঞানী যোগিজন ॥ ১২ ॥

আত্মরূপী শিব মুখ্য, মোক্ষপ্রদ
করি' তারে অনাদর ।

গৌণ জড় শিব আভ্যন্তর-রূপে
পূজে অবিভাক্ত নর ॥ ১৩ ॥

সৃষ্টির হস্ত

রাত্রি-দিন-পক্ষ-সমন্বিত কাল চন্দ্র-সূর্য্যসহ জগৎ বিশাল
অগণিত গ্রহগণ ।

পশু-পক্ষি-কীট-নর-নারী যত তরু-লতা-গুল্ম-সাগর-পর্ব্বত
নদ-নদী-প্রস্রবণ ॥

রাজা-প্রজা-বাগ্মি-মূক-নীচ-মানী নিঃস্ব-ধনি-বীর-ভীরু-অজ্ঞ-জ্ঞানী
ধার্ম্মিক-পাতকী যত ।

স্বদেশ-বিদেশ সামাজিক রীতি বিজ্ঞান-বাণিজ্য-শিল্প-রাজনীতি
ভিন্ন ভিন্ন ভাষা কত ॥

গ্রাম-জনপদ সমৃদ্ধ নগর কুটীর-প্রাসাদ-উদ্যান-প্রাস্তর
জলযান, ব্যোমযান ।

ইহুদি-ইশাই-হিন্দু-মুসলমান বেদ-বাইবেল-পুরাণ-কোরান
তীর্থ-ব্রত-পূজা-ধ্যান ॥

দুঃখশোক-তাপে কেহ কাঁদিতেছে, আনন্দে উৎফুল্ল কেহ হাসিতেছে
কেহ চিন্তা-নিমগন ।

রত কেহ বিভূ-সম্পদ-অর্জনে কেহ প্রবেশিছে বিজন কাননে
তাজি' বিভূ-পরিজন ॥

বিচিত্র এ বিশ্ব সৃষ্টির কারণ নিরূপণ তরে পূর্ব বুধগণ
ক'রিছে সিদ্ধান্ত কত ।

চর্কাকের মতে ভূত-সংমিলন কপিলের মতে প্রকৃতি-কারণ
মায়া বেদান্তের মত ॥

কণাদের মতে অনুসংমিলন শ্রুতিমতে ব্রহ্মকামনা-ঈক্ষণ
পুরাণে জল্পনা কত ।

ঈশ্বরের ইচ্ছা বাইবেল কোরানে শূন্য হ'তে সৃষ্টি বৌদ্ধগণ মানে
চতুর্বুহ ভাগবত ॥ ১ ॥

জড়বাদী যত বৈজ্ঞানিকগণ জানিবার তরে সৃষ্টির কারণ
ক'রিছে সিদ্ধান্ত কত ।

একবার যাহা করে সত্যজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানে তাহা করে প্রত্যাখ্যান
বিফল বিজ্ঞান যত ॥

চারি যুগ সৃষ্টি ক'রেছে পুরাণ মহাপ্রলয়াদি বাইবেল-কোরান
গ'ড়েছে কল্পনাবলে ।

জল বিপ্লাবনে স্থলচর যত আশ্রয়-বিহনে হয় ধ্বংসগত
জলচর রয়ে জলে ॥

বার মনবুদ্ধি যথা প্রধাবিত করিয়াছে যুক্তিবলে প্রতিষ্ঠিত
স্বীয় অভিমত মত ।

দৃষ্টমান এই সৃষ্টির অতীত স্রষ্টারূপে ঈশ হ'য়েছে কল্পিত
স্বর্গনরকাদি যত ॥

নরকের ভয় স্বরগ-কামনা ইহ-পরকালে সুখের বাসনা
ধরমের ভিত্তি হয় ।

ভয়বাসনা দি নাহি চিন্তে যার অপরের স্তুতি-পূজা-নমস্কার
তাহাতে সম্ভব নয় ॥

সীমাবদ্ধ জ্ঞানে, জাগ্রতাবস্থায় জগতের আদি অন্ত নাহি পার
ক'রিছে জল্পনা যত ।

স্বপ্নে কাম্য বস্তু করিয়া কল্পনা ভোগিতেছে সুখ সহিছে যাতনা
বিভীষিকা দেখে কত ॥

সুষুপ্তি-সময়ে মনেন্দ্রিয় যত বিষয় ত্যজিয়া হয় লয়গত
বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হয় ।

কোন অবস্থায় কভু জীবগণ না পারে জানিতে সৃষ্টির কারণ
জীববাক্য সত্য নয় ॥

বিরাট অবস্থা উপনীত হ'লে হয় সর্ব দেহে অনিলে অনল
আত্মসত্তা প্রকাশিত ।

আমি ভিন্ন তথা দ্বৈত কিছু নাই আমি সর্বরূপে ব্যাপ্ত সর্ব ঠাই
সমষ্টি-স্বরূপে স্থিত ॥

হেন অবস্থায় প্রশ্ন কে করিবে সৃষ্টির কারণ কেবা জিজ্ঞাসিবে
উত্তর কে দিবে তার ।

বিরাটে বিজ্ঞাতা জ্ঞেয় এক হয় সৃষ্টি কারণ তাহে বেত্ত নয়
ইহাই সিদ্ধান্ত সার ॥

সমাধি-সময়ে মনেন্দ্রিয় যত স্রুপ্তির ন্যায় হয় অন্তগত
ব্রহ্মসত্তা প্রকাশিত ।

নাহি থাকে গ্রহ-চন্দ্রমা-তপন গিরি-নদ-নদী-বৃক্ষ-জীবগণ
হয় বিশ্ব তিরোহিত ॥

নাহি ধর্মাধর্ম নাহি পুণ্যপাপ নাহি সৃষ্টিশ্রষ্টা বন্ধন-ত্রিতাপ
জপতপ-যোগধ্যান ।

ওষ আত্মসত্তা বাক্য-মনাতীত সমাধি-সময়ে থাকে প্রতিষ্ঠিত
নাহি স্বর্গমোক্ষ-জ্ঞান ॥

সৃষ্টি যথা নাই, সৃষ্টির কারণ কি উপায়ে বল করে নিরূপণ
কভু সম্ভাবিত নয় ।

জগতের আদি জগতের লয় কোন অবস্থায় কভু জেয় নয়
কিরূপে সিদ্ধান্ত হয় ? ॥ ২ ॥

দেখ যাহা কিছু জড়নামাষিত স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম জ্ঞানের অতীত
হয় আদি অন্ত তার ।

হয় বর্তমানে সদা বিবর্তিত ত্রিকালে স্বরূপ না হয় নির্ণীত
ভ্রান্তি মাত্র এ সংসার ॥

জ্ঞান বিনা কভু জেয় লভ্য নয় জেয়ের অভাবে জ্ঞান ব্যর্থ হয়
আপেক্ষিক এ উভয় ।

জ্ঞানের প্রভাবে সত্তা লুপ্ত যার ভূমাজ্ঞানে যাহা হয় শূণ্যাকার
কিরূপে তা সত্য হয় ?

হ'লে সত্য বস্তু জগৎ-সংসার জ্ঞানের বিকাশে স্বরূপ তাহার
হ'ত ব্যক্ত প্রকাশিত ।

জ্ঞানকালে যার সত্তা লুপ্ত হয় হেন জেয় বস্তু কভু সত্য না
তাই মায়া বিকলিত ॥ ৩ ॥

দেখ সূক্ষ্মরূপে করিয়া বিচার সচ্চিৎ-আনন্দ স্বরূপে আচার
হয় বিশ্ব অধ্যাসিত ।

অস্তি-ভাতি-প্রীতি আর নামরূপ এই পঞ্চ অংশে বস্তুর স্বরূপ
হইতেছে প্রকটিত ॥

অস্তি-ভাতি-প্রীতি স্বরূপ ত্রিতয় ব্যাপক আকারে হয় সর্বময়
যথা বস্তু বিদ্যমান ।

সৎ বা সত্তায় হয় অস্তিজ্ঞান চিৎ বা প্রকাশে ভাতি দীপ্যমান
আনন্দে প্রীতির ভাণ ॥

নাম আর রূপ এই অংশদ্বয় মায়ার কুহক বিচিত্রতায়
জড়রূপে অধ্যাসিত ।

হয় নাম-রূপে দ্বৈত দর্শন নাম-রূপ সর্ব মোহের কারণ
তাই সৃষ্টি নামাধিত ॥

অপার সচ্চিৎ-আনন্দ-সাগরে মায়ার উত্তাল তরঙ্গ-নিকরে
নামাদির ভ্রম হয় ।

অনিত্য নামাদি করি' অন্তরিত দেখ সৃষ্টিরূপে ব্রহ্ম বিকলিত
সৎ-চিৎ-আনন্দময় ॥

দরপণে মুখ করি' দরশন উৎফুল্ল হইয়া হাসে শিশুগণ
অন্ত শিশু ক'রে মনে ।

হস্ত প্রসারিয়া ধরিবারে যায় দর্পণ লুকালে শিশুও লুকায়
কাঁদে তার অদর্শনে ॥

দরপণে স্বীয় ছায়া প্রতিভাত হ'লে জ্ঞানোদয়ে এ তত্ত্ব বিজ্ঞাত
আর কি ধরিতে যায় ?

হেনে প্রতিবিশ্ব দেখিয়া দর্পণ হাসিকান্না তার হয় নিবারণ
চিরন্তন শান্তি পায় ॥

আত্ম-ছায়া-সৃষ্টি, অজ্ঞ জীবগণ অবিজ্ঞা-দর্পণে করি' দরশন
আত্মেতর মনে করে ।

হেয় উপাদেয় করি' বিলোকন রাগ-দ্বेष-ভয়ে হইয়া মগন
দুঃখার্ণবে ডুবে মরে ॥

অবিজ্ঞা দর্পণ হ'লে অপগত লুপ্ত দৈত দৃষ্টি বিলুপ্ত জগত
হেয় উপাদেয় জ্ঞান ।

দূরে যায় যত আসক্তি-বাসনা ইহ-পরকালে সুখের কামনা
হয় দুঃখ-অবসান ॥

মহামরুভূমি বিশাল বিজন প্রবেশিল তথা পান্থ দুই জন
ভীত উৎকণ্ঠিত মনে ।

মহাগ্রীষ্ম রবিকর খরতর হ'য়ে পান্থ এক তৃষায় কাতর
চলে বারি : অশেষণে ॥

অদূরে চকিতে দেখিতে পাইন পরিপূর্ণ স্বচ্ছ নির্মল সলিল
জলধি র'য়েছে স্থিত ।

তৃষিত পথিক মৃগশিশু-প্রায় অতি দ্রুতবেগে সেই দিকে ধায়
হ'য়ে মহা-হরষিত ॥

কোথা যাও বেগে, বলে সহচর নহে উহা বারিপূর্ণ সরোবর
মরুভূমি বালুময় ।

বালুকা-সংযোগে রবির কিরণ ক'রিছে এ মিথ্যা দৃশ্য সংঘটন
জল হেন ভ্রম হয় ॥

বাসনা-তৃষিত অস্ত্র জীবগণ জগ-মরীচিকা করি' সরশন
তৃষা নিবারিতে ধায় ।

অগ্নিসম পঞ্চ বিষয়-নিকরে তৃষিত হৃদয় সদা দগ্ধ করে
সমধিক দুঃখ পায় ॥

রজ্জুতে ভুজঙ্গ ভ্রম যতক্ষণ হয় জীব ভীত, শ্বেদন-কম্পন
নাহি হয় নিবারণ ।

রজ্জুর রজ্জু হ'লে নিরূপিত ভীতি-কম্প-শ্বেদ, হয় নিবারিত
লভে শান্তি ভ্রান্ত মন ॥

যতক্ষণ ভ্রম, সর্প ততক্ষণ, রজ্জুতে সর্পের থাকে না তখন
যবে ভ্রম দূর হয় ।

জীব-অবস্থায় দৃশ্য এ জগত রাগ-দ্বेष-ইর্ষ-শোক-মোহ বহু
তুরীয়ে হয় বিলয় ॥

আদিতেও রজ্জু, রজ্জু অস্তে হয় দেখি' সর্পমধ্যে, ভীতির উদয়
তাহে ভ্রম আখ্যা তার ।

না ছিল আদিতে জড় বস্তু যত অস্তে জড় যত হয় ধ্বংসগত
ভ্রান্তিমাত্র এ সংসার ॥

যবিষ্ঠা-প্রভাবে ভ্রান্ত জীবগণ করিয়া চৈতন্যে জড় দরশন
করে তাহা সত্য জ্ঞান ।

ইন্দ্রিয় অতীত আকাশে যেমন নীলিম কটাহ কর দরশন
সেরূপে জগত ভাণ ॥

সমাধি বিরাট জাগ্রত স্বপন সকল অবস্থা করি' আলোড়ন
ক'রেছেন জ্ঞানী স্থির ।

মিথ্যা এ জগৎ মরীচিকা-প্রায় কভু দৃশ্যমান কভু বা লুকায়
নরুভূমে যথা নীর ॥

আমা হ'তে বিশ্ব বিকাশিত হয়, আমাতেই স্থিত, আমাতেই নয়
ইহাই দেখিতে পাই ।

যত্র বিশ্ব অস্তি আমি বিশ্বময় যবে বিশ্ব নাস্তি, আমি চিন্ময়
আমি ভিন্ন কিছু নাই ॥ ৪ ॥

সন্ন্যাসী

উলঙ্গ নিঃসঙ্গ এসেছি এ ভবে
নাহি ছিল কোন জ্ঞান ।
নাহি ছিল আশা ভাবনা-কামনা
জাতি-বর্ণ-অভিমান ॥

সরল উদাসী সন্ন্যাসীর প্রায়
হ'য়ে ধূলি-ধূসরিত ।
থাকিতাম সদা ঘৃণা-লাজ-ভয়
করিত না বিচলিত ॥

অতীতের স্মৃতি ভবিষ্য ভাবনা
ছিল না কোমল মনে ।
স্বপ্নেই সমুপ্ত সদা হৃষ্টচিত্ত
খেলিতাম সাথি-সনে ॥

সে সুখের দিন দেখিতে দেখিতে
কালগর্ভে লুকাইল ।
আসিল যৌবন নবীন জীবন
নব ভাব উপজিল ॥

বান্ধিল আমায় সুদৃঢ় বন্ধনে
বিষম কর্তব্যজ্ঞান ।

হইল কামনা করিতে অর্জন
বিছা-ধন-যশোমান ॥

বাসনা-অনল হ'ল উদ্দীপিত
আকুল করিল প্রাণ ।

কত ভোগবারি ঢালিলাম তাতে
নাহি হ'ল নিরবাণ ॥

হীরক ভাবিয়া কিনিলাম কাচ
এই ভব-বিপণিতে ।

গুরু-উপদেশ হইল নিষ্ফল
বাসনা-পঙ্কিল চিতে ॥

অবিছা-আধারে হ'য়ে দিশাহারা
সংসার-কণ্টকবনে ।

ঘুরিয়া ফিরিয়া হইলাম ক্লান্ত
রুখা মুখ-অন্বেষণে ॥

অজ্ঞাত কাননে সহস্র কণ্টকে
হ'ল ক্ষত ছ'চরণ ।

নাহি অবসর লভিতে বিশ্রাম
দংশে বিষকীটগণ ॥

না চিনিয়া পথ গভীর গহ্বরে
হইলাম নিপতিত ।

কত যত্নক্লেশে উঠিলাম ধীরে
হ'য়ে ক্লান্ত প্রব্যথিত ॥

বিষয়-পিপাসে আপাত মধুর
বিষ করিলাম পান ।
বাড়িল পিপাসা শুষ্ক কণ্ঠবন্ধ
আকুল করিল প্রাণ ॥

সোমলতা-ভ্রমে ধরিলাম ফণী
দংশিল বিস্তারি ফণ ।
সে বিষম বিষে হ'ল জর্জরিত
কলেবর প্রাণমন ॥

হতাশ হৃদয় অবসন্ন দেহ
অভিভূত যাতনায় ।
তুষায় কাতর বিষে জরজর
হইলাম মৃত প্রায় ॥

হৃদাকাশ হ'তে বিস্মৃতি-বারিধ
হ'য়ে এবে অপনীত ।
পূর্ব জনমের সংস্কৃত সংস্কার
হ'ল ক্রমে প্রকাশিত ॥

সায়াহু গগনে

যথা একে একে

হয় তারা সমুদিত ।

মলিন হৃদয়ে

গুরু-উপদেশ

হ'ল ক্রমে জাগরিত ॥

তীক্ষ্ণ অসিধারে

মাখি' মধু কেহ

যত্বপি লেহন করে ।

মিষ্ট স্বাদসহ

ভোগে দুঃখক্লেশ

রসনা ছেদন তরে ॥

দেখিলাম ভেবে

সেরূপ সংসার

সুখদুঃখ সমন্বিত ।

সুখের বাসনা

হ'ল প্রশমিত

চিন্তাশক্তি প্রফুরিত

নদীশ্রোত-প্রায়

কালের প্রবাহ

নিয়ত বহিয়া যায় ।

কুসুমের মত

জীবের জীবন

সতত ভাসিছে তায় ॥

কোথা হ'তে আসে

হেলিয়ে ছলিয়ে

ভাসি' কালশ্রোতে ধীরে ।

দেখিতে দেখিতে

কোথা চলে যায়

আর নাহি আসে ফিরে ॥

কত মহাজন আসি' এ জগতে
প্রদীপ্ত ভাস্করপ্রায় ।
জ্ঞানের আলোকে উজলিয়া দিক্
কোথায় চলিয়া যায় ॥

কত মহাজন ভক্তি-প্রেমাধার
শারদ চন্দ্রমাপ্রায় ।
বিতরি জোছনা স্নিগ্ধ করি' ধরা
কোথায় চলিয়া যায় ॥

দিগিজয়ী বীর প্রবেশি' জগতে
ভীম প্রভঞ্জন-প্রায় ।
করি' লণ্ড ভণ্ড সাম্রাজ্য-সমাজ
কোথায় চলিয়া যায় ॥

সুন্দর সুন্দরী কত নরনারী
আসিয়া ধরায় হায় ।
হাসিয়ে হাসায়ে কাঁদিয়ে কাঁদায়ে
কোথায় চলিয়া যায় ॥

সম্পদে বিপদে মানে অপমানে
স্বাস্থ্যে রোগ-যাতনায় ।
হৃদিনের তরে ভোগি' সুখদুঃখ
কোথায় চলিয়া যায় ॥

বিচিত্রতাময়

অনন্ত জীবন

কালপ্রবাহের সনে ।

যেতেছে ভাসিয়া কি জানি কোথায়

দেখে ভাবিলাম মনে ॥

কালতটিনীর

নহি তটে আমি

আমারো জীবন হয় ।

কালস্রোত-গত,

প্রবাহের সনে

নিয়ত ভাসিয়া যায় ॥

শৈশব-কৈশোর

কৌমার-যৌবন

হইয়াছে অপনীত ।

এবে কালস্রোতে

প্রৌঢ় অবস্থায়

হইয়াছে উপনীত ॥

বিষয়-সন্তোকে

হইয়া বিভোর

ছিলাম বিমূঢ়প্রায় ।

দেখি' নাই চেয়ে

কালস্রোত-সহ

জীবন ভাসিয়া যায় ॥

জীবন-প্রভাত

শৈশব-কৌমার

কৌতুক-চাপল্যে গত ।

জীবন-মধ্যাহ্ন

যৌবনে ছিলাম

ইন্দ্রিয়সেবায় রত ॥

ক্রমে অপরাহ্নে হ'ল জীবনের
বেলা অবসান-প্রায় ।

এবে আবুসূর্য্য পশ্চিম গগনে
ধীরে ধীরে অস্ত যায় ॥

হ'য়েছি জড়িত মায়া-মোহ-জালে
লুপ্ত কুরঙ্গের মত ।
না জানি কখন কালব্যাধি আসি
করিবে জীবন হত ॥

বিচার-প্রবাহ লাগিল বহিতে
দিবানিশি অবিরত ।
মলিন মনের অবিজ্ঞা-বরণ
হ'ল ক্রমে অপগত ॥

দেখিলাম এই সংসারবৃক্ষের
মূলরূপে মন স্থিত ।
মনের অভাবে সংসার-বন্ধন
নাহি রহে কদাচিত ॥

যেরূপ যাহার মনের গঠন
সংসার তাহার তরে ।
সেই মত রূপ সেই মত গুণ
আকার ধারণ করে ॥

রমণীর রূপ পতির হৃদয়ে
হয় সদা তৃপ্তিকর ।

রূপের অনল লম্পটের মন
করে দগ্ধ নিরস্তুর ॥

সপত্নীর প্রাণে বিচ্ছেদের বিষ
করে সদা বরিষণ ।

নাহি টলে রূপে কতু উদাসীর
গম্ভীর প্রশান্ত মন ॥

ধনের অভাবে এ সংসারে জীব
ভোগে কত মনস্তাপ ।

অপব্যয়ে ধন করে নিঃশেষিত
করে কেহ অনুতাপ ॥

চাহে না কুপণ যশোমান-ভোগ,
সতত সঞ্চয়ে রত ।

কেহ তৃপ্ত দানে কেহ সুখী, করে
ইষ্টাপূর্ত যজ্ঞব্রত ॥

ভোগে কারাবাস হয় অপহত
কেহ-বা ধনের তরে ।

উদাসী যে জন ধন-ধূলি-কণা
একাকার মনে করে ॥

অর্জন করিতে যশোমান কেহ
করে সদা আকিঞ্চন ।

নাহি চাহে যশ গৌরব-সম্মান
বিনয়ী সুধীর জন ॥

একের নিকটে স্পৃহণীয় যাহা
হেয় অপরের তরে ।

বস্তুর বস্তুত্ব দোষগুণ যত
মন নির্ব্বাচন করে ॥

দেখিলাম বিশ্বে হ'য়ে জীবগণ
লালায়িত সুখ তরে ।

দেহি স্নেহ-প্রেম দেহি ধন-মান
নিনাদিছে উচ্চৈঃস্বরে ॥

সদা দশ দিকে দেহি দেহি রব
শ্রবণ বধির করে ।

নরনারী যত ভিক্ষুকের জাতি
ব্যাকুল ভিক্ষার তরে ॥

অপরের হাতে সুখদুঃখ যার
সে কখনো সুখী নয় ।

পরমুখাপেক্ষী হয় চিরদুঃখী
তাই ধরা দুঃখময় ॥

দেখিছু বিচারি' শব্দ-স্পর্শ-রূপ
 রসাদি বিষয় যত ।
 জড় বিষয়ের নাহি শক্তি হেন
 করে জীবে পরাহত ॥

দেখিছু বিচারি' চক্ষু-কর্ণ-নাসা-
 জিহ্বা-ভ্রুগিন্দ্রিয়গণে ।
 সকলেই জড় নাহি শক্তি কোন
 বিষয়ের আহরণে ॥

এই দেহগৃহে ইন্দ্রিয়-গবাক্ষ
 গৃহিরূপে স্থিত মন ।
 বাতায়ন-যোগে বিষয়-সন্তোগে
 করে সদা আকিঞ্চন ॥

স্বপন-সময়ে নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট
 হয় বাহ্যেন্দ্রিয়গণ ।
 নাহি দেখে নেত্র নাহি শুনে কর্ণ
 গতিহীন ছ'চরণ ॥

সে সময়ে মন বিযুক্ত ইন্দ্রিয়
 বাসনাতৃপ্তির তরে ।
 কাম্য বস্তু কত করিয়া রচনা
 সুখাদি সন্তোগ করে ॥

স্বপন-সময়ে প্রমুক্ত স্বাধীন
 সৃষ্টিকর্তা-রূপী নন ।

দুঃখ-ভীতিপ্রদ বিষয়সকল
 কেন করে নির্বাচন ?

আপন-কল্লিত বিভীষিকা দেখি,
 আপনিই হয় ভীত ।

আপন-কল্লিত দুঃখ-শোক-মোহে
 আপনিই সন্তাপিত ॥

জাগ্রত সময়ে বাহ্য সহযোগে
 দুঃখে মন মুহমান ।

ভোগে স্বপ্নে দুঃখ শোক-তাপ-ভীতি
 করি' নিজে নিরমাণ ॥

প্রাসাদে সম্রাট রণক্ষেত্রে বীর
 কুটীরে ভিক্ষুকগণ ।

যত্র মন তত্র দুঃখ-তাপ-ভীতি
 আছে সদা সর্বক্ষণ ॥

হইল সিদ্ধান্ত ত্রিতাপ মনের
 স্বাভাবিক ধর্ম হয় ।

জাগ্রত স্বপন কোন অবস্থায়
 মন দুঃখমুক্ত নয় ॥

বিচার-অনিলে মায়া-মোহ-মেঘ

হ'য়ে এবে বিদূরিত ।

হৃদয়-গগনে

বৈরাগ্য-চন্দ্রমা

হ'ল ক্রমে সমুদিত ॥

সে শশাঙ্ক-আভা

সুস্নিগ্ধ জোহনা

শীতল করিল প্রাণ ।

অতীতের স্মৃতি

বর্তমান ভাব

হ'ল মনে দীপ্যমান ॥

সপ্তদশ বর্ষ

ব্যায়গণ ল'য়ে

খেলিয়াছি অবিরত ।

বাহুবলে মত্ত

কত বীরবরে

করিয়াছি পরাহত ॥

লৌহের মুদগরে

ভেঙ্গেছে পাষাণ

রাখি' মম বন্ধু'পরে ।

সুবর্ণ পদকে

হয়ে বিভূষিত

চ'লেছি গরবভরে ॥

ধন-মান-যশ

আশার অতীত

করিয়াছি উপার্জন ।

করিয়াছি ভোগ

ভোগ্য যাহা কিছু

নাহি আর প্রয়োজন ॥

ইন্দ্রিয়নিচয় হ'য়েছে বিরত
 বিষয়ের আশ্বাদনে ।

দেখি' বাহা কিছু এ মর জগতে
 আর নাহি লাগে মনে ॥

বিলাস-প্রমোদ সৌন্দর্য্য-যৌবন
 করিয়াছি ভোগ কত ।

মিটেছে পিপাসা ভোগের বাসনা
 হইয়াছে পরাহত ॥

দেখেছি অনেক রূপের মাধুরী
 নেত্র আর নাহি চায় ।

শুনি' সুমধুর সঙ্গীত-লহরী
 শ্রবণ বধির প্রায় ॥

আশ্বাদন করি' সুমিষ্ট সুস্বাদ
 নাহি তার রসনায় ।

শুনেছি অনেক যশের কাহিনী
 এবে শুনে হাসি পায় ॥

হ'য়েছে হৃদয় শুষ্ক ভাবহীন
 ছিল প্রেম-পারাবার ।

স্নেহ-প্রস্রবণ শুকায়েছে এবে
 নাহি এক বিন্দু আর ॥

হৃদয়-উত্থানে ভক্তির কুসুম
 নাহি হয় প্রস্ফুটিত ।
 বাল্য যৌবনের বন্ধুগণ যত
 হইয়াছে অন্তরিত ॥

স্নেহময়ী মাতা জ্ঞানবান্ পিতা
 কালগ্রাসে নিপতিত ।
 ব্রহ্মবিদ্ গুরু জ্ঞান-প্রভাকর
 হইয়াছে অন্তমিত ॥

আছে সহোদর- ভগিনী-সন্তান-
 পত্নী-পোষ্য সঞ্জীবিত ।
 ছিন্ন মায়াপাশ তাহাদের তরে
 হ'য়েছি জীবিতে মৃত ॥

যে মাত্রায় যার স্বার্থের ব্যাঘাত
 হইয়াছে মম তরে ।
 মাত্রা ততটুকু দুঃখ-মনস্তাপ
 সেই জন ভোগ করে ॥

অপরের তরে কাঁদে এ জগতে
 আছে হেন কোন জন ।
 আপন অভাবে আপনার দুঃখে
 কাঁদে সকলের মন ॥

ঝটিকাবসানে

প্রকৃতি যেমন

প্রশান্ত গন্তীর হয় ।

বৈরাগ্য-প্রভাবে

হইল প্রশান্ত

ছন্নিবার সে হৃদয় ॥

বিষয় ত্যজিয়া

হ'য়ে সঙ্কুচিত

অন্তমুখ হ'ল মন ।

আমার আমার

ভাবনা-প্রবাহ

হ'ল এবে নিবারণ ॥

'আমিকে' জানিতে

'আমির' সন্ধানে

হ'ল চিত্ত নিমগন ।

হইল আরম্ভ

আত্মানুসন্ধান

দিবা নিশি অনুক্ষণ ॥

উজলিয়া দিক্

পূরব গগনে

যথা ভানু সমুদিত ।

অবিচ্ছিন্ন আঁধার

হ'ল অন্তর্হিত

জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশিত ॥

দেখিলাম 'আমি'

নহি জড় দেহ

চক্ষু-কর্ণেন্দ্রিয়গণ ।

নহি প্রাণবায়ু

নহি চিত্তবুদ্ধি

নহি অহঙ্কার-মন ॥

ক্ষিতি-তেজ আদি ভূত-সন্মিলনে
 নহি আমি বিনির্মিত ।
 অনাদি অনন্ত চৈতন্য-স্বরূপ
 আমি নিত্য বিরাজিত ॥

বাসনা-আসক্তি পাপ-পুণ্য-জ্ঞান
 ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মফল ।
 জীবহের খেলা মনের কল্পনা
 আমি শান্ত নিরমল ॥

নাহি মম কোন কর্ম্ম এ জগতে
 মোহজ কর্তব্যজ্ঞান ।
 সুখ-দুঃখ আদি সকলের মূল
 এই দেহ অভিমান ॥

নির্জ্ঞান নিভৃত হিমাদ্রি-শিখর
 ধবল তুষারাবৃত ।
 তরুলতা-গুল্ম মুক্তিকা-প্রস্তর
 যেন রৌপ্য-বিনির্মিত ॥

নাহি পশুরব বিহগ-কূজন
 মানবের কণ্ঠস্বর ।
 নিবাত নিস্তব্ধ যেন মহাধ্যানে
 মগ্ন হিম-গিরিবর ॥

নিষ্পন্দ ধ্যানস্থ গিরিশিরে বসি'
হইলে আত্মস্থ মন ।

নাহি থাকে ধরা সাগর-পর্বত
সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহগণ ॥

হয় অন্তমিত মন-বুদ্ধি-চিত্ত
জড় দেহ অভিমান ।

আত্মেতর রূপে আছে যাহা কিছু
হয় পূর্ণ নিরবাণ ॥

এক শুদ্ধ 'আমি' শান্ত নিরমল
থাকি মাত্র বিद्यমান ।

বিকল্পবিহীন সমাধি-সময়ে
নাহি থাকে জ্ঞানাজ্ঞান ॥

যথা এ জগৎ নিশীথিনী-গর্ভে
থাকে তম-আবরিত ।

প্রভাত-সময়ে অতি ধীরে ধীরে
হয় পুনঃ প্রকাশিত ॥

সেইরূপ বিশ্ব নিবৃত্তি-গহ্বরে
থাকে লুপ্ত সঙ্কুচিত ।

সমাধি-বিরামে অতি ধীরে ধীরে
হয় পুনঃ বিকাশিত ॥

বালমূৰ্খ্য হ'তে যথা দীপ্ত রশ্মি
 হয় ক্রমে বিকীরিত ।
 সেইরূপ বিশ্ব মম রশ্মি মাত্র
 আমা হ'তে বিনিঃসৃত ॥

সাগরের বক্ষে সাগর-স্পন্দনে
 যথা বীচি জাত হয় ।
 আমার স্পন্দনে হয় বিশ্বস্থিতি
 আমাতেই স্থিতি-লয় ॥

এক স্বর্ণপিণ্ডে নানা অনঙ্গার
 যেইরূপে বিরচিত ।
 আমা হ'তে এই বিচিত্রতাময়
 জড় জীব নিরমিত ॥

আমিই কারণ আমি কার্যরূপে
 আমি ভিন্ন কিছু নাই ।
 চেতনাচেতন জড় জীবরূপে
 আমি ব্যাপ্ত সর্ব ঠাই ॥

আমাতে জগৎ জগদ্রূপে আমি
 স্বীয় মহিমায় স্থিত ।
 কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা
 সর্বরূপে বিরাজিত ॥

স্বপ্নজাত বস্তু মনের কল্পনা

সকলই মনোময় ।

আমার কল্পিত জগৎ-সংসার

আমা হ'তে ভিন্ন নয় ॥

ঈশ্বরামুভূতি হইনে বিগত

ইয়. পুনঃ দেহজ্ঞান ।

ক্ষুধা-পিপাসাদি দেহধর্ম যত

হয় ক্রমে দীপ্যমান ॥

কিন্তু এবে মন থাকিয়াও নাই

দক্ষ বস্ত্রখণ্ড মত ।

ইহাই সন্ন্যাস সকল সংস্কার

হয় যবে অপগত ॥

নাহি সন্ন্যাসীর পিতা-মাতা-ভ্রাতা-

পুত্র-কন্যা-পরিবার ।

আত্মীয় অপর নহে কেহ তার

সকলেই একাকার ॥

নাহি সন্ন্যাসীর আসক্তি-বাসনা

হেয় উপাদেয় জ্ঞান ।

নাহি সন্ন্যাসীর আকাঙ্ক্ষা-কামনা

যশো-মান-অপমান ॥

নাহি সন্ন্যাসীর স্বপ্না-লাজ-ভয়-
ভাবনা-ভবিষ্য তরে ।

আশা-নিরাশার উদ্ভান তরঙ্গ
আলোড়িত নাহি করে ॥

উর্দ্ধে নিরখিয়া আমার উপরে
নাহি দেখি কোন জন ।

অখে, চারিদিকে, করি সর্ব জীবে
আত্মরূপ দরশন ॥

নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বরগ-নরক
নাহি পাপ-পুণ্য-জ্ঞান ।

নাহি বদ্ধ, নাহি মুক্তির কামনা
জপ-তপ-যোগ-ধ্যান ॥

নাহি মৃত্যু মম এ দেহপতনে
সর্ব দেহে আমি স্থিত ।

জগ-মরৌচিকা হ'লে অপগত
আত্মরূপে বিরাজিত ॥

কভু কণাধারী কভু লহমান
কখনো কুণ্ডলপ্রায় ।

এক অহি দেহ বিভিন্ন সময়ে
ষেইরূপ দেখা যায় ॥

জীব-ঈশ-ব্রহ্ম, সেরূপ আমার
বিভিন্ন অবস্থাত্রয় ।
প্রকৃতি-বিকাশে প্রকৃতি-সঙ্কোচে
হ'তেছে উদয়-নয় ॥

নিয়তি

নিভৃত শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে বিজন কাননে,
 রুদ্ধচিত্ত সমাহিত আত্মজ্ঞানিগণ ।
 সাধক মন্দিরে মঠে ভক্ত্যাপ্লুত মনে,
 আরাধ্য মূর্তিধ্যানে নিত্য নিমগন ॥

নূতন খেলনা প্রাপ্ত বালকের মত,
 সিদ্ধিলাভে মত্ত যোগী করে আফালন ।
 কেহ শিষ্য, খ্যাতি-বিত্ত-আহরণে রত,
 নাহি জানে পথ, তবু করে প্রদর্শন ॥

কেহ-বা পৈতৃক বিত্ত করি' নিঃশেষিত,
 ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে, শেষে করে হায় হায় ।
 অগণিত ধনরাশি আয়াসে অর্জিত,
 করে দান কেহ রুগ্ন দীনের সেবায় ॥

আছে কারো বিদ্যা-যশঃ-সম্পদ-স্বজন,
 কেহ মূর্থ দীনহীন নিন্দিত ঘৃণিত ।
 কেহ-বা বিদ্বান্ তার নাহি ধনজন,
 কেহ ধনী কিন্তু নহে বিদ্যা-যশাধিত ॥

কেহ অন্নহীন আছে অনেক সন্তান,
 নিঃসন্তান ধনী করে সন্তান-কামনা ।
 বহু পতি, বহু পত্নী কোথাও বিধান,
 কোথা-বা বালবিধবা দুঃখে নিমগনা ॥

কেহ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ মেধাবী সুধীর,
 কেহ স্মৃতিশক্তিহীন নির্বোধ চপল ।
 কেহ বুদ্ধিমান্ কিন্তু সতত অস্থির,
 কেহ ধীর বুদ্ধিমান্, নাহি স্মৃতিবল ॥

কেহ সচ্চরিত্র শাস্ত্র নীতি-পরায়ণ,
 পরহিত আত্মোন্নতি সাধনে নিরত ।
 অসংযত দুষ্টবুদ্ধি দুঃচরিত্র জন,
 পরের অহিত চিন্তা করিছে নিরত ॥

পর্ণগৃহে জনাময়া হয় রাজ্যেশ্বর,
 সাম্রাজ্য হারায়ে কেহ পথের ভিখারী ।
 বিদ্বান্ দারিদ্র্যদুঃখ ভোগে নিরন্তর,
 হয় মূর্থ অগণিত ধনে অধিকারী ॥

কেহ প্রিয়প্রিয়া-শোকে করে হাহাকার,
 কেহ স্মৃত-স্মৃতা-শোকে করিছে রোদন ।
 কেহ দেখি' মায়াময় অনিত্য সংসার,
 ছিন্ন করে অনায়াসে মোহের বন্ধন ॥

স্বদেশ-প্রেমিক বীর করে বিসর্জন,
 দেশের মঙ্গল তরে প্রাণ অকাতরে ।
 নরাধম ভীরুগণ করে পলায়ন,
 শত্রুহস্তে জন্মভূমি সমর্পণ করে ॥

শোণিত-প্লাবিত শত ভীষণ সমরে,
 যুঝি' আজীবন কেহ অক্ষত শরীর ।
 প্রবেশি' সমরক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে,
 শত আশা বুকে ল'য়ে নব যুবা বীর ॥

অসাধ্য ব্যাধিতে কেহ রুগ্ন নিরন্তর,
 কেহ আজীবন সুস্থ নীরোগ শরীর ।
 কেহ অতি স্থূল কেহ শীর্ণ কলেবর,
 সুদৃঢ় সবল দেহে কেহ মহাবীর ॥

কেহ-বা জন্মান্তর মূক নপুংস বধির,
 কেহ কালো কদাকার পিশাচের প্রায় ।
 কাহারো লাবণ্যময় সুন্দর শরীর,
 করে চিত্ত বিমোহিত রূপের আভায় ॥

কেহ সুললিত-কণ্ঠে সহ লয়-তান,
 সরস সঙ্গীতসুধা করে বরিষণ ।
 নহে কেহ বোদ্ধা, নাহি সুরলয়-জ্ঞান,
 কেহ-বা কর্কশকণ্ঠে বিদারে শ্রবণ ॥

পরকৃত পাপে কেহ দণ্ড ভোগ করে,
করি' নরহত্যা কেহ পায় অব্যাহতি ।
সাক্ষী ভোগে অপবাদ অসতীত্ব তরে,
অষ্টার সতীত্ব বশঃ ভোগি' উপপত্তি ॥

পররাজ্য পরধন করিয়া হরণ,
বলে, ছলে, ভোগে কেহ সুখ-যশোমান ।
অপহৃত পরাজিত হতভাগ্যগণ,
জ্ঞেতা-পদ সেবা করি' রক্ষা করে প্রাণ ॥

কেহ রোগে কেহ যোগে দেহত্যাগ করে,
বজ্রাঘাতে ঝণ্ডাবাতে কেহ হত হয় ।
অনলে সলিলে কেহ কেহ-বা সমরে,
সর্প-সিংহ-ব্যান্ধ-মুখে হয় কেহ ক্ষয় ॥

প্রসূত হইয়া কেহ ত্যজিছে জীবন,
হয় কেহ মৃত বাল্যে কোমার যৌবনে ।
কেহ শতাধিক বর্ষ করিছে যাপন,
শিশুগণ চ'লে যায় ত্যজি' বৃদ্ধগণে ॥

জগতের জীব যত বিভিন্ন আকার,
সবল, দুর্বল, বড়, ক্ষুদ্রকায়, যত ।
কেহ-বা খাদক, কেহ খাওয়া হয় তার,
কেহ-বা আরোহী, কেহ বহনে নিরত ॥

বিচিত্র জনমমৃত্যু বিচিত্র জীবন,
 কেন বিশ্বে ছুটি জীব একাকার নয় ?
 এক মাতৃগর্ভে করি' জনম-গ্রহণ,
 ভিন্ন দেহ-মতি-গতি কেন জীবে হয় ?

সৃষ্টিকর্তা ঈশ যদি কর অঙ্গীকার,
 কেন জীব ভাল মন্দ উচ্চ নীচ হয় ?
 বিচিত্র জগৎ যদি সৃজন তাহার,
 পঙ্কপাত-দোষে দৃষ্ট ঈশ্বর নিশ্চয় ॥

ত্রিতাপে তাপিত বিশ্বে যত জীবগণ,
 জরা-ব্যাদি-দুঃখ-শোক সদা ভোগ করে ।
 শুন দিব্যকর্ণে বিশ্ব ক'রিছে রোদন,
 নহে সুখী কেহ এই অবনী ভিতরে ॥

যদি ঈশ সুখরূপী যদি প্রেমময়,
 কেন বিশ্ব-দুঃখ-তাপ-শোকে নিমজ্জিত ?
 নিষ্ঠুর পামর সেই নিয়ন্তা নিশ্চয়,
 দুঃখময় এ সংসার যাহার রচিত ॥

কারণের গুণাগুণ কার্যো দৃষ্ট হয়, । ১ ।
 যে গুণ কারণে নাই কার্যো অসম্ভব ।
 পাপ-তাপ-লোভ-মোহ-দুঃখ-শোক-ভয়,
 হয় এ সকল কি সে ঈশের বৈভব ?

সৃষ্টিকর্তা ঈশ যদি হয় গুণময়,
 নহে শুধু দয়া-প্রেম-গুণ-সমন্বিত ।
 হিংসা-দ্বेष-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ভয়,
 সর্বগুণ জগদীশে রয়েছে নিহিত ॥

আদম হবার দোষে যদি জীবগণ,
 জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-শোক-দুঃখ ভোগ করে ।
 জীবের তাপের তরে একই কারণ,
 কেন এই বিচিত্রতা অবনী ভিতরে ?

কেহ বলে সৃষ্টিরূপে ব্রহ্ম পরিণত,
 চৈতন্য-স্বরূপ যদি জড়রূপী হয় ।
 পরিবর্তনশীল বস্তু হয় ধ্বংসগত,
 নহে ব্রহ্ম অবিকারী শাস্বত অব্যয় ॥

হয় যদি জীবরূপে ব্রহ্ম পরিণত,
 জন্ম-মৃত্যু-রোগ-শোক-দুঃখ-তাপ-ভয় ।
 জীবরূপী ব্রহ্ম তবে ভোগিছে নিয়ত,
 কেমনে সচ্চিদানন্দ পদবাচ্য হয় ?

কেহ বলে কৰ্ম্ম সৃষ্টিবৈচিত্র্য-কারণ, । ২ ।
 কৰ্ম্ম অগ্রে, কিংবা অগ্রে জীব সৃষ্ট হয় ।
 লাভিয়া জনম কৰ্ম্ম করে জীবগণ,
 জনমের অগ্রে কৰ্ম্ম সম্ভাবিত নয় ॥

সকল জীবের যদি সৃষ্টির সময়,
 ছিল একরূপ দেহ-চিন্তা-বুদ্ধি-মন ।
 বিভিন্ন করম তবে সম্ভাবিত নয়,
 কিরূপে হইবে কর্মবৈচিত্র্য-কারণ ॥

‘অনাদি করম জীব’ বলে কত জন,
 বীজাকুর গায়ে এক প্রসবে অপরে ।
 সুসিদ্ধান্ত নহে ইহা বিতণ্ডা-বচন, । ৩ ।
 বিপক্ষের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের তরে ॥

বীজ বৃক্ষ এক, নহে ভিন্ন কদাচিত,
 বৃক্ষে বীজ বীজে বৃক্ষ কর দরশন ।
 কর্মই জীবত্ব, জীব কর্মিরূপে স্থিত,
 স্থূল চক্ষে দেখে ভিন্ন অনভিজ্ঞ জন ॥

এক দেহে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানিচয়,
 জ্ঞান-যুবা-বৃদ্ধ যথা কর দরশন ।
 বিকাক্ষে বিভেদ কিন্তু বস্তু এক হয়,
 নহে বীজ বৃক্ষ কেহ কাহারো কারণ ॥

যে বস্তুর আছে অন্ত, আদি আছে তার,
 যার আছে আদি তার হয় অবসান ।
 আত্মন্তবিহীন বস্তু হয় গোলাকার,
 জীবত্ব কর্ম্মারম্ভের অন্তই প্রমাণ ॥

শ্রমাদি সম্পাদিত্যুত তত্ত্বজ্ঞানিগণ,
করি ভস্ম জ্ঞানানলে ধর্মকর্ম যত ।
চৈতন্য-সাগরে হয় চির-নিমগন,
জীবত্ব-করম উভ হয় ধ্বংসগত ॥

অনাদি-করম জীব হ'লেও স্বীকৃত,
করমের কারণত্ব প্রতিপন্ন নয় ।
অগ্রে কর্ম, পরে জীব, না হ'লে নির্ণীত,
বৈচিত্র্য-কারণ কর্ম, সিদ্ধ নাহি হয় ॥

বীজ-বৃক্ষ-কর্ম-জীব করিয়া বিচার,
নাহি হয় কারণত্ব যবে নিরূপণ ।
অনবস্থাভূষ্ট মত করি' পরিহার,
কর স্থির উভয়ের তাত্ত্বিক কারণ ॥

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ করে নিরূপণ,
নিয়তি বা ঈশ বৈচিত্র্যের কর্তা নয় ।
মানসিক ভাব যত বৈচিত্র্য-কারণ,
ভিন্ন চিন্তাযোগে জীব ভিন্নরূপ হয় ॥ ৪ ॥

অধ্যাত্ম চিন্তায় হয় আধ্যাত্মিক ফল,
উত্তম চিন্তায় জীব ধর্ম্মে কর্ম্মে রত ।
স্বৈর্য্য-ধৈর্য্য-শৌর্য্য-বীর্য্য মানসিক বল,
সকল সদগুণ হয় চিন্তা অনুগত ॥

চিন্তাভেদে কেহ যতি কেহ কামাতুর,
 কেহ লোভী কেহ তৃপ্ত নির্লোভ অন্তর ।
 কেহ নম্র কেহ ক্রোধী কেহ-বা নিষ্ঠুর,
 কেহ ত্যাগী কেহ দাতা কেহ স্বার্থপর ॥

অশিক্ষিত বুদ্ধিমান্ ধনে অধিকারী,
 বিদ্বান্ বুদ্ধির দোষে দীন হীন হয় ।
 বুদ্ধিদোষে লক্ষপতি পথের ভিখারী,
 যেইরূপ মতি, গতি সেরূপ নিশ্চয় ॥

বুদ্ধিগুণে জ্ঞানী হয়, অভাবে অজ্ঞান,
 বুদ্ধিগুণে সুস্থ শূর, দোষে রোগী হয় ।
 বুদ্ধিগুণে লভে যশ, দোষে অপমান,
 বুদ্ধিযোগে বিচিত্রতা, নিয়তিতে নয় ॥

বুদ্ধির বৈচিত্র্য সদা করি দরশন,
 বলে বুদ্ধি-অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগে ।
 কিন্তু জন্ম-অন্ধ ক্লীব পঙ্গু মুকগণ,
 লভিছে জনম তবে কোন্ বুদ্ধিযোগে ?

জনমি কুষ্ঠীর ঘরে কুষ্ঠগ্রস্ত হয়,
 রাজগৃহে জনমিয়া হয় রাজ্যেশ্বর ।
 বুদ্ধিযোগে জন্মভেদ সম্ভাবিত নয়,
 জন্মভেদে পাশ্চাত্যের কি আছে উত্তর ?

স্বজন-বিয়োগ-শোক কেন জীব ভোগে ?
 বজ্রপাতে সর্পাঘাতে কেন মৃত্যু হয় ?
 দৈবিক সন্তাপ পায় কোন্ বুদ্ধিযোগে ?
 বুদ্ধিভেদে সুখ-দুঃখ যুক্তিযুক্ত নয় ॥

সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি জীবে কেন উপজয় ?
 কেন বুদ্ধি সর্ব জীবে নহে একাকার ?
 জীবের ইচ্ছায় তাহা হয় কি ব্যত্যয় ?
 নহে ইচ্ছা অনিচ্ছাও আয়ত্ত তাহার ॥

পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী নব্য সভ্যগণ,
 মায়া কিংবা নিয়তির পক্ষপাতী নয় ।
 বলে ইহা ভারতের পতন-কারণ,
 নিয়তি-বিশ্বাসী ভীৰু নিরুদ্যমী হয় ॥

নিয়তি-বিশ্বাসী বৌদ্ধ মুসলমানগণ,
 করিয়াছে করিতেছে সাম্রাজ্য-বিস্তার ।
 শিবজী প্রতাপ আদি আর্য বীরগণ,
 বীরত্বের শীর্ষ স্থান করে অধিকার ॥

ছিল নেপোলিয়নের অদৃষ্টে বিশ্বাস,
 নিয়তি-বিশ্বাসী সদা প্রশান্ত নির্ভয় ।
 দুঃখে বা বিপদে কভু না হয় হতাশ,
 সম্পদে বা সুখে মত্ত অহঙ্কারী নয় ॥

দলিত ভুজঙ্গপ্রায় অপমানে বীর,
 যা থাকে কপালে বলি' করে আক্রমণ ।
 আহত লাঞ্ছিত ভীরু কম্পিত শরীর,
 যা ছিল কপালে বলি' বিষণ্ণ বদন ॥

গঠিত হৃদয় যার যেই উপাদানে,
 সেইরূপ কার্য্য জীব করে সম্পাদন ।
 নিয়তি-বিশ্বাসে কিংবা কতৃৎসাহিমনে,
 স্বভাবের তিরোভাব না হয় কখন ॥ ৫ ॥

চিন্তা-কল্প-কতৃৎসাদি সকলের মূল,
 সমষ্টিরূপিণী মায়া ব্যষ্টি যার মন ।
 সৃষ্টি মায়া বিবর্তনে হয় জড় স্থূল,
 মায়া জীবজগতের বৈচিত্র্য-কারণ ॥

যথা কাচযোগে রশ্মি বিবিধ বরণ,
 মায়াযোগে ব্রহ্ম জীবরূপে অধ্যাসিত ।
 মনোরূপী মায়া করে বহুত্ব-দর্শন,
 সাক্ষিরূপে ভূমা-আত্মা সমভাবে স্থিত ॥

সত্ত্ব-রজ-তম-গুণ মায়ার নিহিত,
 মনেও এ গুণত্রয় আছে বিদ্যমান ।
 গুণ-সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় বিচিত্রিত,
 ভাল-মন্দ উচ্চ-নীচ বিবিধ বিধান ॥

সত্ত্বগুণে ধর্মজ সন্তাপ উপজয়,
 রজোগুণ সাংসারিক দুঃখের কারণ ।
 দৈহিক যাতনা শুধু তমোযোগে হয়,
 তাপত্রয় সমন্বিত হয় জীবমন ॥

ধর্মজ আনন্দ হয় সত্ত্বগুণ-যোগে,
 রজোগুণ-যোগে সাংসারিক সুখ হয় ।
 দৈহিক আনন্দ শুধু তমোযোগে ভোগে,
 এইরূপে হয় সুখ-দুঃখ সমন্বয় ॥

গুণত্রয় যোগে জীব সুখ-দুঃখ ভোগে,
 গুণভেদে মাত্রাভেদে বিচিত্রতা হয় ।
 বিষয়-সংযোগে আর বিষয়-বিয়োগে,
 জীবের হৃদয়ে সুখ-দুঃখের উদয় ॥

জীব-জন্ম-পুনর্জন্ম, মায়ার বিকাশ,
 যা দেখায় মায়া, মন করে দরশন ।
 মায়ার ছলনা জাত ইচ্ছা-অভিলাষ,
 নিয়তি-স্বরূপে মায়া জগৎ-কারণ ॥

পুরুষ কর্তৃত্বহীন কর্তা অহঙ্কার,
 অহঙ্কার-যোগে বিশ্বে সর্ব কর্ম হয় ।
 আমি কর্তা এইরূপ বোধ নাহি যার,
 তাহার কর্তব্য-কর্ম সম্ভাবিত নয় ॥

চৈতন্য-আশ্রয়ে সদা ক্রিয়া করে মন,
কর্তৃরূপে অহঙ্কার কন্ঠে নিয়োজিত ।
মন ভোগে সুখ-দুঃখ-জনম-মরণ,
মন কর্তা-ভোক্তা, আত্মা সাক্ষিরূপে স্থিত ॥

মায়িক এ জড় বিশ্ব, মায়িক সংসার,
মায়িক এ জড় দেহ ইন্দ্রিয়াদি যত ।
মায়াময় মনোবুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার,
নিত্য শুদ্ধ মুক্ত আত্মা অব্যয় শাস্ত ॥

মনের জনম-মৃত্যু পুনর্জন্ম হয়,
মন-অনুরূপ হয় দেহের গঠন ।
মনের বন্ধন-মোক্ষ-স্বরগ-নিরয়,
অথগু আত্মার নাহি বন্ধন-মোচন ॥

বারিহীন মরুভূমি রবির কিরণ,
ভুজঙ্গহীন রজ্জু তবু দেখে তায় ।
ব্রহ্ম বা মায়ায় জড় নাহি কদাচন,
মায়ার কুহকে শুধু জড় দেখা যায় ॥

রজ্জুতে ভুজঙ্গ জীব দরশন করে,
কিন্তু সেই অহি কভু করে কি দংশন ?
দেখে বারি ভ্রান্ত জীব মরুর ভিতরে,
নাহি করে সেই বারি তৃষ্ণা-নিবারণ ॥

ঘটসহ ঘটাকাশ হ'তেছে ঘূর্ণিত,
 ঘটের ঘূর্ণনে শুধু কর দরশন !
 হয় ঘট জাত, ধ্বংস, অবস্থান্তরিত,
 আকাশের ইষ্টানিষ্ট না হয় কখন ॥

অন্ধত্ব-খঞ্জত্ব-রোগ-জরা-মৃত্যু যত,
 ধরম দেহের উহা আত্মধর্ম নয় ।
 দুঃখ-শোক-তাপ মন ভোগিছে নিয়ত,
 মানসিক দুঃখে আত্মা ক্রিষ্ট নাহি হয় ॥

যথা অতীন্দ্রিয় মন স্বপন-সময়,
 পশুপক্ষি-নররূপ করিয়া ধারণ ।
 মুগ্ধ হয় দ্বৈতবোধে ভোগে দুঃখভয়,
 কোষকার স্বীয় কোষে আবদ্ধ যেমন ॥

সেইরূপ জগজাল করিয়া বিস্তার,
 মনোরূপ ধরি মায়া পাশবদ্ধ হয় ।
 ভাল-মন্দ দোষগুণ সুখ-দুঃখ তার,
 কর্তা-কর্ম-কর্মফল সর্ব-মায়াময় ॥

নিয়তি-স্বরূপে মায়া বিশ্ব-নিয়ামক,
 মনোরূপে পুনঃ সুখ-দুঃখ ভোগ করে ।
 মায়া-জন্ম-পুনর্জন্ম সংহারকারক,
 সমষ্টি ব্যষ্টিতে মায়া জগরূপ ধরে ॥

সমষ্টিরূপিণী মায়া অরণ্যের প্রায়,
 ব্যাপ্তি বৃক্ষরূপে তাতে অগণিত মন ।
 বৃক্ষের উৎপত্তি-অন্ত সदा দেখা যায়,
 অরণ্যের ধ্বংস তাতে না হয় কখন ॥

অনন্ত প্রকৃতি মহাসাগরের প্রায়,
 তরঙ্গ-বুদ্ধুদ-রূপে অগণিত মন ।
 উত্থিত হইয়া লুপ্ত হয় পুনরায়,
 বিচিত্র সৃষ্টির এই প্রকৃত কারণ ॥

যত দুঃখস্বপ্নে পুত্র-কলত্র-বিরোগে,
 যত ভয় অস্ত্রাঘাতে স্থাপদ-দংশনে ।
 যত সুখ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য-রত্ন-ভোগে,
 যেইরূপ অন্তর্হিত হয় জাগরণে ॥

সেরূপ পুরুষ যবে হয় প্রবোধিত,
 কুহকী প্রকৃতি লাজে সঙ্কুচিতা হয় ।
 নিষ্কল চৈতন্যসত্তা থাকে বিরাজিত,
 হয় দেহ জ্ঞানসহ নিয়তি-বিলয় ॥

ব্যাপ্তিরূপী মন যবে করিয়া বিস্তার,
 মায়ায় স্বরূপ যোগী করে দরশন ।
 মায়িক বিষয়ে মুগ্ধ নাহি হয় আর,
 দূরে যায় সুখ-দুঃখ-ভয়-প্রলোভন ॥

যোগী ভোগী সুখী দুঃখী মায়ার খেলনা,
 নাহি বিশ্ব, নাহি জীব নামে কোন জন ।
 ব্যবহারে জন্ম-মৃত্যু-নিয়তি-কল্পনা,
 পরমার্থে ভূমা আত্মা শুদ্ধ সনাতন ॥ ৬ ॥

মায়া

স্বাবর-জঙ্গম

চেতনাচেতন

জগতে পদার্থদ্বয় ।

সুখ দরশনে

স্বপ্ন-জাগরণে

সতত লক্ষিত হয় ॥

জঙ্গমসকল

সক্ষম চলিতে

করিতেছে বিচরণ ।

পাথাপদহীন

বৃক্ষাদি স্থারর

নাহি করে সঞ্চরণ ॥

স্পন্দ-অনুভব

আছে যে পদার্থে

হয় তাহা সচেতন !

বোধ-স্পন্দহীন

পদার্থনিচয়

বলে জড় অচেতন ॥

সূক্ষ্ম দরশনে

জগৎ ভিতরে

নাহি কিছু অচেতন ।

সর্ব পদার্থের

মূলে অবস্থিত

চৈতন্যের প্রস্ফুরণ ॥

র'য়েছে উদ্ভিদে স্পন্দন-প্রাণন
ক'রিছে ভোজন-পান ।

করে অনুভব স্পর্শ-শৈত্য-তাপ
তাহে মন বিদ্যমান ॥

স্বর্ণাদি ধাতুর স্পন্দ-অনুভব
বিজ্ঞান করে নিশ্চয় ।

নহে ধাতু জড় স্থূল দরশনে
হেন অনুমিত হয় ॥

কারণে যে গুণ কার্যোও তাহাই
হয় সদা বিকাশিত ।

ক্ষিতি-অপ-তেজঃ মরুতাদি নহে
স্পন্দবোধ বিরহিত ॥

হয় যদি ক্ষিতি স্পন্দনবিহীন
ভিন্ন ভিন্ন ধাতুচয় ।

স্বর্ণ-রৌপ্য-লৌহ- তাম্র-অব্রকাদি
কিরূপে উৎপন্ন হয় ?

মৃত্তিকা-ভিতরে অস্থি-কাষ্ঠ-আদি
বিভিন্ন পদার্থ যত ।

কোন্ শক্তিবলে কি কৌশলে হয়
শিলারূপে পরিণত ?

খাতু-প্রসুতাদি সৃজন করিতে
অগুনিয়মন তরে ।

আছে লুকায়িত চেতন-শক্তি
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ॥

তেজঃ স্পর্শে জল বাষ্পরূপ ধরি'
করে উর্দ্ধে আরোহণ ।

ধরি' মেঘরূপ পুনঃ জলরাশি
করিতেছে বরিষণ ॥

আছে গতিস্পন্দ অনিলে অনলে
নহে স্থির কদাচন ।

জীব-শরীরেও গতি-স্পন্দশীল
সদাকাল ভূতগণ ॥

এ গতিস্পন্দন কোন্ শক্তিবলে
হইতেছে নিয়মিত ?

ভূত-অন্তরালে চেতন-শক্তি
নিয়ামক-রূপে স্থিত ॥

শুক্রের ভিতরে কীটগণ আকারে
চেতন-শক্তি স্থিত ।

প্ররেশি' কীটগণ জরায়ুতে, হয়
নররূপে বিবর্তিত ॥

চেতন-স্বরূপে দেহে তুমি শুধু
 নাহি কর অবস্থান ।
 অগণিত জীব কীটানু-আকারে
 তব দেহে বিদ্যমান ॥

জীবের শরীরে ভিতরে বাহিরে
 কীটগণ বাস করে ।
 জীবের শোণিত কীটপূর্ণ, তাই
 লোহিত বরণ ধরে ॥

প্রতি কীট-অণু স্বতন্ত্র অস্তিত্ব
 করিতেছে অনুভব ।
 তোমার চেতনা কীটানুগণের
 অনুভূতি অসম্ভব ॥

তোমার শরীর কীটানুর তরে
 বিশ্বরূপে অবস্থিত ।
 দেহের বাহিরে জগতের সত্তা
 কীটগণ অবিদিত ॥

স্থূল দরশনে জড়রূপে যাহা
 কর তুমি বিলোকন ।
 নহে তাহা জড় তাহার ভিতরে
 জীবন্ত কীটানুগণ ॥

চেতন কীটাণু- পূর্ণ সর্বভূত
 সর্বত্র কীটাণুস্থিত ।
 জড় ভূত হ'তে চেতন কীটাণু
 নাহি হয় বিশ্লেষিত ॥

সূক্ষ্ম কীটদেহে সূক্ষ্মতর কীট
 সূক্ষ্মতরে সূক্ষ্মতম ।
 সূক্ষ্মত্বের অন্ত জীব-মনেন্দ্রিয়ে
 নাহি হয় অধিগম ॥

পরিচ্ছিন্ন মন পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি
 সসীম ইন্দ্রিয়গণ ।
 তাই জীবগণ চৈতন্যে জড়ত্ব
 করে সদা দর্শন ॥

কঠিন নীতল ধবল তুষার
 জলে পরিণত হয় ।
 সেই জলে শুধু অক্সিজেন আর
 হাইড্রোজেন সমন্বয় ॥

যবে বাষ্পদ্বয় হয় পুনরায়
 সূক্ষ্মভূতে পরিণত ।
 সেই পরিণতি জীব-মনেন্দ্রিয়
 নাহি হয় অবগত ॥

ইন্দ্রিয়-অতীত মনাতীত সত্তা
 কারণ-স্বরূপে স্থিত ।

হয় তাহা হ'তে ব্যোম-বায়ু-তেজঃ-
 জন-ক্ষিতি বিবর্তিত ॥

মনানীত সেই কারণ-সত্তায়
 না হইলে উপনীত ।

সৃষ্টির রহস্য জগতের তত্ত্ব
 নাহি হয় প্রকাশিত ॥

জড় জীব পৃথ্বী গ্রহ-নক্ষত্রাদি
 হয় যদি অন্তরিত ।

নিষ্কল অখণ্ড কাল আর ব্যোম
 থাকে মাত্র অবস্থিত ॥

কাল আর ব্যোম উভয়ের সত্তা
 হয় যবে অন্তর্হিত ।

অভাবজনিত এক নাস্তি জ্ঞান
 থাকে মাত্র বিরাজিত ॥

অতীতের স্মৃতি সহ নাস্তিজ্ঞান
 হয় যবে অন্তর্মিত ।

উপাধিবিহীন ভূমা-চিৎসত্তা
 থাকে মাত্র বিরাজিত ॥

সে চৈতন্য হ'তে যে শক্তিকৌশলে
জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞানোদিত ।
জগপ্রসবিনী সেই ব্রহ্মশক্তি
হয় মায়া নামাধিত ॥

অনন্ত নক্ষত্র গ্রহ-উপগ্রহ
কর উর্দ্ধে দরশন ।
পৃথিবীর প্রায় পৃথ্বী হ'তে বড়
হয় এ জ্যোতিষ্কগণ ॥

অপার সাগরে জল-বিন্দুসম
নরুভূমে রেণুপ্রায় ।
তোমার আবাস এ ক্ষুদ্র পৃথিবী
ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় ॥

কণিকা উপরে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম
আছ তুমি অবস্থিত ।
অপার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তব
তব জ্ঞান-মনানীত ॥

সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অণু তব দেহ
ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় ।
দেহস্থ কীটগণ দেখে তব দেহ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপ্রায় ॥

স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম যেই দিকে তুমি
কর বিশ্ব দরশন ।

অনন্ত অস্ত্রের, তত্ত্ব-নিরূপণে
প্রতিহত হয় মন ॥

নাহি পাবে কভু প্রত্যক্ষানুমানে
অনন্ত বিশ্বের পার ।

ক্ষুদ্র দেহ বিশ্বে জীবন্ত তোমার
দেখ করি' সুবিচার ॥

গিরি-উপত্যকা- প্রান্তর-শোভিত
দেহ-ধরা অবস্থিতা ।

অসংখ্য ধমনী তরঙ্গিনীরূপে
হইতেছে প্রবাহিতা ॥

তরুলতা-গুলা- রূপে রোমরাজি
করে দেহ আবরিত ।

পৃথ্বী-অভ্যন্তরে নিয়ামক যন্ত্র
সূক্ষ্মকোশে সঞ্চালিত ॥

স্থলচরগণ ভিতরে বাহিরে
ক'রিতেছে বিচরণ ।

জলচরগণ ধমনী-নদীতে
ক'রিতেছে সন্তরণ ॥

উড়িছে বসিছে রোম-তরুপরে
কত ব্যোমচরগণ ।

ভোজ্যরূপে কেহ হ'তেছে নিহত
ভঙ্কিতেছে কোন জন ॥

জনম-মরণ- বিচ্ছেদ-মলিন
হইতেছে সজ্জাটিত ।

ভোগিতেছে সুখ সহিছে যাতনা
শোকে তাপে বিমোহিত ॥

এ জড় দেহের দেহস্থ কীটের
অষ্টাপাতা কোন্ জন ?

কাহার ইচ্ছায় হয় জন্ম-মৃত্যু-
সুখ-দুঃখ সংঘটন ?

জলস্থলময় এই ধরাতল
গ্রহ-উপগ্রহগণ ।

আছে তাতে যত স্থল-জলচর
খেচরাদি অগণন ॥

এক শক্তিবলে একই নিয়মে
হয় সবে নিয়মিত ।

হ'য়ে আবির্ভূত কিছুকাল পরে
হয় পুনঃ অন্তর্হিত ॥

জড় দেহ ভিন্ন জীবন্তে সংস্থিত
 আছে আত্মা আর মন ।
 মনের স্বরূপ শক্তি আর গুণ
 কর এবে নিরূপণ ॥

সর্জন-শক্তি সম্ভোগ-বিশ্রাম
 এই তিন গুণ মনে ।
 সৃষ্টিতে বিশ্রাম সর্জন-সম্ভোগ
 হয় স্বপ্ন-জাগরণে ॥

তুমি তব মন বিভিন্ন হ'লেও
 অবিকৃত সর্বক্ষণ ।
 জাগ্রত স্বপন সুষুপ্তি-সময়ে
 তোমাতেই স্থিত মন ॥

সনিলে তারল্য অনলে দাহন
 যথা স্পর্শ সমীরণ ।
 মদে মাদকতা প্রস্তরে কাঠি
 সেরূপ তোমাতে মন ॥

তারল্য, দাহন নহে জল, বহি
 স্পর্শ সমীরণ নয় ।
 নহে মদ মত্ত, কাঠি প্রস্তর
 কভু কি সঙ্গত হয় ?

কিন্তু তারল্যাদি জলাদি হইতে
কদাপি বিযুক্ত নয় ।

সলিল-বিহনে তারল্যের সত্তা
কিরূপে সম্ভব হয় ?

তোমার চৈতন্তে মনের চেতনা
নহে মন সচেতন ।

তোমার আশ্রয়ে সুখ-দুঃখ-ভোক্তা
প্রপী-কর্তা-রূপী মন ॥

তোমার অস্তিত্বে মনের অস্তিত্ব
তোমাতেই স্থিত মন ।

নহ তুমি মন স্বতন্ত্রও নহ
কি আশ্চর্য্য সম্মিলন ॥

বৈরাগ্য-উদয় হয় যবে মনে
তুমি ত্যাগী বনবাসী ।

উপজিলে ভক্তি তুমি ভক্তদাস
প্রভুপদ-অভিলাষী ॥

প্রেমযোগে প্রেমী স্নেহে স্নেহবান্
দয়াযোগে দয়াময় ।

মনোবৃত্তি-যোগে নিগুণ তোমাতে
গুণ অধ্যাসিত হয় ॥

সুষুপ্তি-স্বপন জাগ্রত অবস্থা
নহে তব কদাচন ।
মনের স্বভাব, আত্মাতে আরোপ
করে অজ্ঞ জীবগণ ॥

চৈতন্য-স্বরূপ শান্ত তুহ্য তুমি
অহংজ্ঞানে অবস্থিত ।
মনের সংযোগে জীবত্ব তোমাতে
হইতেছে অধ্যাসিত ॥

যথা নানা বর্ণে রঞ্জিত গাভীর
দুহ্ম একরূপ হয় ।
বিভিন্ন শরীরে অহংগ্রাহী আত্মা
এক ভিন্ন বহু নয় ॥

জীবাখ্য চৈতন্যে ব্যাপ্তিরূপী মায়া
মন আখ্যা সমন্বিতা ।
সমষ্টি চৈতন্যে মনের সমষ্টি
মায়ারূপে বিরাজিতা ॥

ঘট-অনুরূপ ব্যোম-পরিমাণ
কর যথা দরশন ।
মন-অনুরূপ জীব-পরিমাণ
করে জ্ঞানী নিরূপণ ॥

পরমার্থে ব্যোম

অপার অখণ্ড

কভু সীমাবদ্ধ নয় ।

ব্যবহার-ক্ষেত্রে

ঘটাদি-সংযোগে

খণ্ড খণ্ড দৃষ্ট হয় ॥

সেইরূপ আত্মা

অনন্ত অখণ্ড

পরমার্থে খণ্ড নয় ।

মন-সহযোগে

বহু জীবরূপে

খণ্ড খণ্ড বোধ হয় ॥

স্বপন-সময়ে

কল্পনা-কোশলে

অজড় অদৃশ্য মন ।

স্থাবর-জঙ্গম-

দেশ-কাল-কর্ম-

রূপে করে বিবর্তন ॥

স্বাঙ্গিক বস্তু

মন-উপাদান

মনই নিমিত্ত হয় ।

মনে সৃষ্টি-স্থিতি

মনেই প্রলয়

সর্ব বস্তু মনোময় ॥

সেইরূপ বিশ্ব

মায়া প্রকল্পিত

পরমার্থে সত্য নয় ।

মায়া-উপাদান

মায়াই নিমিত্ত

সর্ব বস্তু মায়াময় ॥

একব্রহ্ম সত্তা বহুরূপে যেই
ক'রিতেছে প্রদর্শন ।

তার নাম মায়া বলে তত্ত্ববেত্তা
সূক্ষ্মদর্শি-জ্ঞানিগণ ॥ ১ ॥

অনাদি প্রসূতি সতী বা অসতী
কিংবা সদসতী নয় ।

অজ্ঞানাবস্থায় আছে সত্তা যার
জ্ঞানকালে লুপ্ত হয় ॥

স্বয়ং অবিকারী কিন্তু যাহা সর্ব
বিকারের হেতু হয় ।

লক্ষণবিহীন হেন শক্তি মায়া
করে শ্রুতি নিরণয় ॥ ২ ॥

'স্বধা' এই নামে মায়ার স্বরূপ
করে ঋক্ নিরূপণ ।

"ধীয়তে ধীয়তে আশ্রিত্য বর্ততে"
সায়ণের বিভাষণ ॥ ৩ ॥

পঞ্চরাত্র আদি বৈষ্ণবশাস্ত্রেও
রাধা-কৃষ্ণ ভিন্ন নয় ।

বিশ্বসৃষ্টি-হেতু কৃষ্ণদেহ হ'তে
রাধা প্রকাশিতা হয় ॥

কৃষ্ণ-রাধিকার সঙ্গমে বা যোগে
 মহাবিশ্ব প্রসবিত ।
 বিষ্ণু-মহত্ত্ব হিরণ্যগর্ভাদি
 নহে ভিন্ন কদাচিত ॥ ৪ ॥

প্রকৃতি-ভবানী- রাধা-স্বধা-মায়া
 নামে মাত্র ভিন্ন হয় ।
 দেখ করি' ভেদ শাস্ত্র-প্রহেলিকা
 এই বিশ্ব মায়াময় ॥

হর-পার্বতীর প্রশ্নোত্তর ছনে
 তত্ত্বশাস্ত্র বিরচিত ।
 মায়ার স্ত্রীমূর্তি কালী-কাত্যায়নী
 হইয়াছে প্রকল্পিত ॥

প্রসূর-বিহনে কাঠিন্যের সত্তা
 অনুভূত নাহি হয় ।
 ব্রহ্ম হ'তে ভিন্ন মায়ার অস্তিত্ব
 কদাপি সম্ভব নয় ॥

অনন্ত ব্রহ্মের অসীম প্রকৃতি
 নারীরূপে প্রকল্পিত ।
 কর ভেদ এবে তত্ত্বের রূপক
 হ'য়ে মোহ-বিরহিত ॥

নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট দিগম্বর শিব
 আত্মানন্দে নিমগন ।
 ক্রিয়াশীল মায়া শান্ত তুর্য্য শিবে
 আছে করি' আবরণ ॥

দিগম্বর-রূপ ভূমত-জ্ঞাপক
 উলঙ্গ-বাচক নয় ।
 জ্ঞানগুহ্য শিব শ্যামার বরণ
 অবিজ্ঞা-বোধক হয় ॥

উগ্র স্তম্ভুর দ্বিবিধ রসের
 প্রকৃতিতে সমন্বয় ।
 স্তম্ভুর রসে হয় সৃষ্টি-স্থিতি
 উগ্র রসে হয় লয় ॥

একরূপে মায়া ভুবন-মোহিনী
 ধন-ধান্য প্রদায়িনী ।
 অন্য রূপে তিনি নৃমুণ্ডমালিনী
 ভয়ঙ্করী সংহারিণী ॥

সর্ববভূতে মায়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা-
 ভ্রান্তি-রূপে অবস্থিতা ।
 স্মৃতি-বুদ্ধি-শ্রদ্ধা- দয়া-কান্তি-তৃষ্টি-
 বৃত্তি-রূপে বিরাজিত ॥

বৃত্তির সমষ্টি মনরূপে, মায়ী
 ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী ।
 মনের সমষ্টি ত্রিগুণা প্রকৃতি
 মহামায়ী জগদ্ধাত্রী ॥

অবিভ্যাক্ষপিনী মোহময়ী মায়ী
 জীবগণে বদ্ধ করে ।
 করে পুনরপি মুক্তি-প্রদান
 ব্রহ্মবিভ্যাক্ষ-রূপ ধরে ॥ ৫ ॥

কৈটভ অম্বর জীবাত্মাভিমান
 ক্রোধের মহিষরূপ ।
 লোভ-রক্তবীজ হয় কাম-মোহ
 শূন্ত ও নিশূন্ত ভূপ ॥

চণ্ডমুণ্ড-রূপে মদ প্রকল্পিত
 মাৎস্য-ধূত্রলোচন ।
 সত্ত্বগুণজোহী বড়রিপু হয়
 চণ্ডীর অম্বরগণ ॥

শান্ত ব্রহ্ম হ'তে কৈটভ-স্বরূপ
 জীবজ্ঞান সমুদিত ।
 ভূতলে সলিলে নাহি ধ্বংস তার
 হয় ব্রহ্মে অন্তর্মিত ॥

ষড়্‌রিপু-রূপ অশুরের ভয়ে
সত্ত্বগুণী সুর যত ।

বিষয়-বিচার- উপহারে পূজে
মহামায়া অবিরত ॥

সাধক-হৃদয়ে বৈরাগ্যরূপিণী
দেবী আবিভূতা হয় ।

ভীষণ সমরে করে একে একে
প্রবল অশুর জয় ॥

ব্রহ্মের চৈতন্তে মায়ার চেতনা
কিন্তু মায়া অচেতন ।

বৃথা ঢাকঢোল- পূজা-বলিদান
বৃথা মাতৃ-সম্বোধন ॥ ৬ ॥

কামক্রোধ-রূপ অজা-মহিষাদি
বলি ফলপ্রদ নয় ।

নরবলি-রূপ জীবত্বের লয়ে
দেবী আবিভূতা হয় ॥

জীব-অবস্থায় ব্রহ্ম-অনুভূতি
নহে কভু সম্ভাবিত ।

জীবত্বাবশেষে হয় তত্ত্বজ্ঞানী
ব্রহ্মরূপে বিরাজিত ॥

বিনা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মশক্তি-মায়া

কভু অনুভব্য নয় ।

না দেখিলে বারি তারল্যের জ্ঞান

কিরূপে সম্ভব হয় ?

প্রঃ—জ্ঞানরূপ-ব্রহ্মে অজ্ঞান মায়ার

নহে স্থিতি সম্ভাবিত ।

এই যুক্তিবলে মায়াবাদ কেহ

ক'রিতেছে নিরাকৃত ॥

মীঃ—এক ভূমাজ্ঞান অনন্ত অপার

ব্রহ্ম এই নামাধিত ।

অজ্ঞান আখ্যায় জ্ঞানেতর কিছু

নহে কভু সম্ভাবিত ॥

অজ্ঞানী অজ্ঞান ব্যবহার-ক্ষেত্রে

হইতেছে অনুমিত ।

অজ্ঞান, জ্ঞানের বিকাশ-বিশেষ

নহে জ্ঞান বিরহিত ॥

অমা-অন্ধকারে জ্যোতির অভাব

ক'রিতেছ অনুমান ।

নহে অন্ধকার জ্যোতি বিরহিত

জ্যোতি সদা বিদ্যমান ॥

দিবাচর-চক্ষে জ্যোতির্ময় দিবা
নিশা অন্ধকারময় ।

নিশাচর-নেত্রে দিবা অন্ধকার
নিশা জ্যোতির্ময় হয় ॥

তমোজ্ঞান-হীন সিংহ-ব্যাঘ্র-বৃক-
মার্জারাদি পশুগণ ।

তামস নিশায় দীপ্তরবি-করে
করে সম দরশন ॥

আলো-অন্ধকার একের বিকাশ
পরমার্থে ভিন্ন নয় ।

আলোকে অঁধার বিজ্ঞানে অজ্ঞান
একে অন্য দৃষ্ট হয় ॥

কেহ দেখে জড় চিজ্জড় উভয়
বলে সত্য কোন জন ।

অহং-জ্ঞানগম্য শুদ্ধাচিং দেখে
সমাহিত যোগিগণ ॥

প্রঃ—রজ্জু-সর্পভমে রজ্জুর স্বরূপ
যবে নিরূপিত হয় ।

পুনঃ সে রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস
কদাপি সম্ভব নয় ॥

সমাধি-প্রসাদে জানে যদি যোগী
সৃষ্টি মিথ্যা, মায়াময় ।

ব্যুত্থান সময়ে পুনঃ জড় জীব
কি হেতু প্রত্যক্ষ হয় ?

মীঃ—অপ্রত্যক্ষ ব্যোমে নীলাভ বরণ
বাস্তবিক সত্য নয় ।

সে অধ্যাস্ত রূপ কূপাদি ভিতরে
তথাপি বিদ্বিত হয় ॥

সলিল-স্পন্দনে বিদ্বিত আকাশ
হয় যেন বিচলিত ।

অধ্যাসিত বস্তু নহে স্থিতি-রূপ-
স্পন্দনাদি বিরহিত ॥

যে অজ্ঞ বালক ব্যোমের নীলিমা
ক'রিছে যথার্থ জ্ঞান ।

তাহার বিচারে সত্য, রূপ-বিশ্ব-
স্পন্দনাদি সর্ব ভাগ ॥

হ'লেও প্রত্যক্ষ এ সকল দৃশ্য,
বয়স্ক অভিজ্ঞগণ ।

ব্যোমের নীলিমা বিশ্ব-স্পন্দনাদি
জানে ভ্রম-দরশন ॥

অজ্ঞ বা জ্ঞানীর থাকে যতক্ষণ
নেত্রদ্বয় উন্মীলিত ।

নেত্রের স্বভাব এ ভ্রমদর্শন
নাহি হয় নিবারণিত ॥

স্বপ্নবৎ মিথ্যা। মায়াময় বিশ্ব
জানিলেও জ্ঞানিগণ ।

করে অনুভব থাকে যতক্ষণ
নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ ॥

নেত্র-নির্মীলনে রূপবিশ্ব-সহ
হ'লে স্মৃতি অন্তর্হিত ।

কি থাকে তখন ? অরূপ আকাশ
হৃদিমাঝে বিরাজিত ॥

যবে ভ্রান্তিবশে স্থাগুতে পুরুষ
করে জীব দরশন ।

দেখে ক্রমে তার চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-
হস্ত-পদ প্রসারণ ॥

এক ভ্রম হ'তে সংখ্যাতীত ভ্রম
হয় ক্রমে উপচিত ।

সৃষ্টিভ্রম হ'তে স্রষ্টা ধর্ম্মাধর্ম্ম
স্বরগাদি বিকল্পিত ॥

নির্বিকল্প ব্রহ্মে মায়ার কুহকে
হয় বিশ্ব অধ্যাসিত ।

বিশ্ব-অভিमानে নীলাকাশ-প্রায়
ব্রহ্ম-ঈশ নামাঙ্কিত ॥

সেই ঈশ পুনঃ কূপে ব্যোমপ্রায়
দেহিরূপে বিরাজিত ।

দেহেন্দ্রিয় মন হইলে স্পন্দিত
হয় যেন বিচলিত ॥

সৃষ্টি-ঈশ-জীব অজ্ঞের বিচারে
হয় সত্য অনুমিত ।

দয়া-প্রেম-আদি গুণরাজি ঈশে
হয় ক্রমে প্রকল্পিত ॥

হ'লে যোগবলে ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ
মনোনেত্র নিম্নীলিত ।

থাকে অহংগ্রাহী অখণ্ডৈক রস
ভূমা-আত্মা বিরাজিত ॥

আবরণ আর বিক্ষেপ সংজ্ঞক
মায়ার শক্তিদ্বয় ।

জীবত্বের মূল ত্রিতাপের হেতু
সংসারের ভিত্তি হয় ॥

যথা বায়ুবেগে হ'লে বিদূরিত

জনদের আবরণ ।

প্রদীপ্ত সূর্য্যের সমুজ্জ্বল প্রভা

করে জীব দরশন ॥

তত্ত্ব-জ্ঞানানিলে হ'লে অপমৃত

মায়ারূপ আবরণ ।

দেখে যোগিজন স্বতঃ প্রকাশিত

আত্মা-ব্রহ্ম সনাতন ॥

বিক্লেপ-শক্তিতে যবে পুনঃ যোগী

জীবত্বে ব্যুথিত হয় ।

করে অনুভব দেহ, দেহধর্ম-

ক্ষুধা-তৃষ্ণা সমুদয় ॥

কিন্তু জানি সৃষ্টি মরীচিকা-সম

অসার মায়ার ভাগ ।

হয় নির্মূলিত আসক্তি-বাসনা-

হরষ-বিষাদ-জ্ঞান ॥

থাকে যত কাল প্রারব্ধের বেগ

ততকাল যোগিজন ।

বিক্লেপ শক্তিতে হইয়া ব্যুথিত

করে সৃষ্টি দরশন ॥

অপরোক্ষ-জ্ঞানে

মায়া-আবরণ

স্বতঃ তিরোহিত হয় ।

প্রারব্ধের ক্ষয়ে

বিক্ষেপ-বিলয়ে

হয় যোগী ব্রহ্মে লয় ॥

প্রঃ—রজ্জুতে ভুজঙ্গ

শুক্লিতে রজত

ভ্রম ক্ষণস্থায়ী হয় ।

সৃষ্টি-দর্শন

যদি ভ্রম মাত্র

কি হেতু ক্ষণিক নয় ?

মীঃ—উঠি' দিবাকর

পূরব. গগনে

পশ্চিমে ডুবিয়া যায় ।

পশু-পক্ষি-নর

জ্ঞানী কি অজ্ঞানী

সকলে দেখিতে পায় ॥

করিতেছে পৃথ্বী

রবি-প্রদক্ষিণ

বিজ্ঞান নির্ণয় করে ।

এই ভ্রমদৃষ্টি

চির প্রচলিত

নহে ক্ষণিকের তরে ॥

আছে কত কীট

ক্ষণমাত্র যার

জীবনের পরিমাণ ।

হয় ক্ষণমধ্যে

বাল্য-বার্দ্ধক্যাদি

জীবনের অবসান ॥

যে কীটের তরে তোমার জীবন
অনন্ত কালের প্রায় ।

পক্ষান্তরে তব স্থিতি ক্ষণমাত্র
পৃথিবীর তুলনায় ॥

অনন্তের সহ তুলনায় পুনঃ
বিশ্ব ক্ষণস্থায়ী হয় ।

অনন্তে সংস্থিত হ'য়ে দেখ বিশ্ব
ক্ষণস্থায়ী মায়াময় ॥

রজ্জুতে ভুজঙ্গ ভ্রমের কারণ
কভু রজ্জু জ্ঞান হয় ।

'ইহা রজ্জু'-বোধে সর্প-দর্শন
কিরূপে সম্ভব হয় ?

'কিছু আছে' এই অস্তি জ্ঞানাশ্রয়ে
হয় সর্পাদির ভান ।

সত্তা ভ্রান্তিহীন আকারে জনমে
একে অপরের জ্ঞান ॥

সচ্চিদানন্দের সম্ভাব-অস্তিত্ব
কভু ভ্রমাত্মক নয় ।

'অহমস্মি' সং ইদমাদি যত
অস্তিতে অধ্যস্ত হয় ॥

সমভাবে বিদ্যমান ॥

হয় তাহে প্রকটিত ॥

হয় পূর্ণ তিরোহিত ॥

হয় জড় প্রকল্পিত ॥

কিরূপে নিশ্চিত হয় ?

মীঃ—দেশকাল-পাত্রে পরিচ্ছিন্ন হেতু
মন ব্যাপ্তিরূপী হয় ।

মনের শক্তি মনের কল্পনা
সেহেতু অসীম নয় ॥

অনাদি অনন্ত ব্রহ্মশক্তি-মায়া
দেশকালে বদ্ধ নয় ।

অনাদি-প্রবাহে সৃষ্টির সংস্কার
মায়ায় সিদ্ধান্ত হয় ॥

প্রঃ—সাদৃশ্য-বিহনে নাহি হয় ভ্রম
রজ্জুতে ভুজঙ্গপ্রায় ।

বিপরীত-ভাবে ভুজঙ্গমে রজ্জু
পক্ষান্তরে দেখা যায় ॥

ব্রহ্মের সত্তায় যদি দৃশ্যমান
বিশ্ব অধ্যাসিত হয় ।

পূর্ব রীতক্রমে বিশ্বে ব্রহ্ম ভ্রম
কেন সম্ভাবিত নয় ?

মীঃ—প্রত্যক্ষ বর্ণাদি অপ্রত্যক্ষ বোম
স্বাপ্নিক বিষয় মন ।

নহে সমধর্মী তথাপি অধ্যাস
হইতেছে অনুক্ষণ ॥

অপ্রত্যক্ষ বোম নীলিম কটাহ

অধ্যাসিত সর্বক্ষণ ।

কিন্তু নাহি হয় নীলিম কটাহে

বোমরূপ-দরশন ॥

স্বপন-সময়ে অপ্রত্যক্ষ মনে

জড় অধ্যাসিত হয় ।

কিন্তু জড় দ্রব্যো মন-দরশন

কদাপি সম্ভব নয় ॥

অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যো প্রত্যক্ষের ভ্রম

হয় সদা সজ্জাটিত ।

প্রত্যক্ষ বস্তুতে অপ্রত্যক্ষ বস্তু

নাহি হয় অধ্যাসিত ॥

সেই হেতু বিশ্ব অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মে

যদিও প্রত্যক্ষ হয় ।

দৃশ্যমান বিশ্বে ব্রহ্ম-দরশন

কদাপি সম্ভব নয় ॥

প্রঃ—হয় যদি ব্রহ্ম মায়ারূপ-শক্তি

কিংবা গুণ সমন্বিত ।

সগুণ সে ব্রহ্মে নিগুণ আখ্যায়

কেন কর অভিহিত ?

মীঃ—অনিলে স্পর্শাদি সনিলে তারল্য
বস্তুর স্বরূপ হয় ।

স্বাভাবিক ধর্ম নহে 'গুণ'বাচ্য
সেহেতু সগুণ নয় ॥

সমীরণে গন্ধ সনিলে উষ্ণতা
স্বাভাবিক ধর্ম নয় ।

হয় অনুভূত ভিন্ন বস্তুযোগে
সে হেতু সগুণ নয় ॥

বায়ুস্পর্শ-প্রায় ব্রহ্মে মায়্যাশক্তি
স্বাভাবিক ধর্ম হয় ।

মায়্যা-সহযোগে সেই হেতু ব্রহ্ম
কদাপি সগুণ নয় ॥

মন-প্রকল্পিত রূপ-গুণ-নাম,
করি ব্রহ্মে আরোপণ ।

সে নিগুণ ব্রহ্মে সগুণ উপাধি
প্রদানে বিমূঢ়গণ ॥

প্রঃ—ব্রহ্ম আর মায়্যা দ্বিবিধ পদার্থ
কর যদি অঙ্গীকার ।

'ভূমা অদ্বিতীয়' এই বিশেষণ
কিরূপে হইবে তার ?

মীঃ—বারি ও তারন্য উপাধির ভেদ

অস্তিত্বে বিভিন্ন নয় ।

ব্রহ্মে মায়াশক্তি সেইভাবে স্থিতি

তাই অদ্বিতীয় হয় ॥

রবি ও রশ্মিতে দৃশ্যতঃ বিভেদ

কিন্তু বস্তু দুই নয় ।

ব্রহ্মে মায়াশক্তি সেইরূপ, তাহে

দ্বৈতাপত্তি ব্যর্থ হয় ॥

প্রঃ—ঈশের ইচ্ছায় হয় বিশ্বসৃষ্টি

ব'লিতেছে কত জন ।

ঈক্ষণ-কামনা- জাত বিশ্ব, বলে

যত শ্রুতিকারগণ ॥

অনাদি জীবের মুখ, শুভ তরে

হয় বিশ্ব বিরচিত ।

এ সকল মতে নাহি হয় কেন

মায়াবাদ নিরাকৃত ?

মীঃ—ঈশ্বরের ইচ্ছা সৃষ্টির কারণ

কর যদি অঙ্গীকার ।

নিমিত্তোপাদান উভয় কারণ

ঈশ, আর ইচ্ছা তার ॥

তাহ'লে ঈশ্বরে হয় প্রমাণিত
 ইচ্ছার আধার মন ।
 ইচ্ছার অভাবজ ইচ্ছাশীল নহে
 পূর্ণ, তৃপ্ত কদাচন ॥

দুঃখের নিবৃত্তি সুখ-প্রাপ্তি-আশে
 হয় ইচ্ছা সমুদিত ।
 একান্তের ভয় সঙ্গ, ভোগস্পৃহা
 ঈশ্বরের কি সম্ভাবিত ?

অনাদি জীবের সুখ, শুভ তরে
 নহে বিশ্ব বিরচিত ।
 জগতের অগ্রে জীবের অস্তিত্ব
 নাহি হয় প্রমাণিত ॥

ভূতজাত দেহ দেহ-অভিমান
 নাহি ছিল যে সময় ।
 জীবে ঈশে আর জীবে জীবে ভেদ
 কিরূপে সিদ্ধান্ত হয় ?

বিষয়-বিহনে ছিল সুপ্তপ্রায়
 অসার নিশ্চেষ্ট মন ।
 শুভাশুভ-জ্ঞান সুখ-দুঃখ-বোধ
 নাহি ছিল কদাচন ॥

সুখ, শুভ তরে হইনে সৃজিত
বিশ্ব বিচিত্রতাময় ।

মোহ-পাপ-তাপ- অশুভ-অসুখ
কি হেতু উৎপন্ন হয় ?

সুখাদি-প্রদান সঙ্কলে রচিত
যদি এ সংসার তার ।
হ'য়ে জীবগণ ত্রিতাপে তাপিত
কেন করে হাহাকার ?

সুখময় বিশ্ব দুঃখে পরিণত
করে যদি জীবগণ ।
সংসঙ্কল্প কিংবা সর্বশক্তিমান্
নহে ঈশ কদাচন ॥

জৈব ইচ্ছা, কর্মে ঈশের সঙ্কল্প
শক্তি, যদি ব্যর্থ হয় ।
সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ উপাধি
কভু যুক্তিযুক্ত নয় ॥

উপাদান হ'তে কার্যের পার্থক্য
কদাপি সম্ভব নয় ।
নামরূপে ভিন্ন স্বর্ণ-অলঙ্কার
উভয় স্বর্ণত্বময় ॥

নিমিত্তোপাদান উভয় কারণ

যদি এক বস্তু হয় ।

সে কারণ হ'তে কার্যের স্বাতন্ত্র্য

কভু সম্ভাবিত নয় ॥

স্বাঙ্গিক বস্তুর মন-উপাদান

মনই নিমিত্ত হয় ।

মনে সৃষ্টি-স্থিতি মনে ক্রিয়ালয়

সর্ব বস্তু মনোময় ॥

সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল এক আত্মা

নাহি ছিল কিছু আর ।

সেই আত্মা ব্রহ্ম ভূমা-চিনময়

কর যদি অঙ্গীকার ॥

বিনা দৃশ্য, নেত্র চাক্ষুষ দর্শন

কদাপি সম্ভব নয় ।

স্বকল্পিত বস্তু মনোনেত্রে দেখা

ঐক্ষণের অর্থ হয় ॥

যদি ঐশ ইচ্ছা ঐক্ষণ-কামনা

সৃষ্টি-উপাদান হয় ।

তার কার্যরূপ এই জড় বিশ্ব

তাহা হ'তে ভিন্ন নয় ॥

বিষয়-সংযোগে ইচ্ছার উদ্দেশ্য

হয় সদা সজ্জাটিত ।

অঙ্কনের অগ্রে চিত্রকর মনে

হয় চিত্র প্রকল্পিত ॥

অগ্রে ঈশ মনে বিচিত্র এ বিশ্ব

হ'য়েছিল বিকল্পিত ।

পরে ইচ্ছাবলে জড় জীবরূপে

হ'য়েছিল প্রকটিত ॥

কিংবা সৃষ্টিতরে প্রথমেই ইচ্ছা

হ'য়েছিল সমুদিত ।

পরে ঈশমনে বিচিত্র এ বিশ্ব

হ'য়েছিল প্রকল্পিত ॥

চিত্রকর মনে প্রকল্পিত চিত্র

পটে বিচিত্রিত হয় ।

পট-উপাদান অভাবে সে চিত্র

কাল্পনিক মনোময় ॥

ঈশমন হ'তে মনঃ প্রকল্পিত

বিশ্ব কভু ভিন্ন নয় ।

কল্পিত বস্তুর মন-উপাদান

মনই নিমিত্ত হয় ॥

পরিচ্ছিন্ন জীবে যেই ব্যাষ্টিশক্তি
 মন নামে আখ্যায়িত ।
 ভূমা-ঈশে তাহা সমষ্টিরূপিনী
 মায়া নামে অভিহিত ॥

সেই মায়া শক্তি বিচিত্র বিশ্বের
 নিমিত্তোপাদান হয় ।
 হ'য়ে মোহমুক্ত দেখ প্রজ্ঞানেত্রে
 এই বিশ্ব মায়াময় ॥

প্রঃ—শুক্লিতে রজত রজ্জুতে ভুজঙ্গ
 মরুভূমি-মারো জল ।
 প্রত্যক্ষ বস্তুতে প্রত্যক্ষের ভ্রম
 হইতেছে এ সকল ॥

অধ্যাস ভ্রাণজ রাসন শ্রাবণ
 চাক্ষুষ স্পর্শন হয় ।
 অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মে জড়ের অধ্যাস
 কদাপি সম্ভব নয় ॥

মীঃ—অপ্রত্যক্ষ মনে জড় অধ্যাসিত
 দেখ স্বপ্ন যতক্ষণ ।
 অপ্রত্যক্ষ ব্যোমে নীলিম কটাহ
 কর সদা দরশন ॥

অধিষ্ঠান কভু . অধ্যাসের দোষে
কুত্রাপি দূষিত নয় ।

নহে রজ্জু সর্প আকাশ রঞ্জিত
যদিও প্রত্যক্ষ হয় ॥

সেইরূপ ব্রহ্মে এ জড় ব্রহ্মাণ্ড
যদিও প্রত্যক্ষ হয় ।

মায়ার কুহকে ভ্রমদৃষ্টি ইহা
পরমার্থে সত্য নয় ॥

প্রঃ—ব্রহ্ম জ্ঞানময় জীব-ব্রহ্মে ভেদ
নাহি কর অঙ্গীকার ।

চিৎসত্তায় জড় কে করে দর্শন
অধ্যাস হ'তেছে কার ?

মীঃ—যেই রূপ স্বপ্নে জড় জীবরূপ
ধরি' স্বকল্পনা-যোগে ।

আত্মেতর বোধে সত্য বস্তুভ্রমে
মন সুখ-দুঃখ ভোগে ॥

সেই রূপে মায়ী করিয়া বিস্তার
জগ-জ্ঞান মোহময় ।

ধরি' মনরূপ হয় বিমোহিত
অধ্যাস মনের হয় ॥

প্রঃ—গতি-স্পন্দনাদি পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যে
করি' সদা দরশন ।

গমন-স্পন্দন- ক্রিয়াদির তরে
হয় স্থান প্রয়োজন ॥

হইলে সসীম ব্রহ্মাণ্ড সর্জনে
প্রকৃতি সক্ষমা নয় ।

যদি ভূমাব্যাপী স্পন্দনাদি তাতে
কিরাপে সম্ভব হয় ?

মীঃ—জড় পদার্থের স্থিতি-গতি-স্পন্দে
হয় স্থান প্রয়োজন ।

অজড় পদার্থ স্থানাদিতে বদ্ধ
নাহি হয় কদাচন ॥

আধেয় পদার্থ আধারের মধ্যে
যদি সর্বব্যাপী হয় ।

স্থানাভাব-হেতু গমন-স্পন্দন
তাহাতে সম্ভব নয় ॥

কিন্তু আধারের গতি-স্পন্দনাদি
কভু নাহি রুদ্ধ হয় ।

জগদ্ধাত্রী-মায়া স্থানের আধার
কদাপি আধেয় নয় ॥

মায়ার স্পন্দনে স্থান-কাল-ব্যাপ্তি
 পদার্থ, প্রতীত হয় ।
 দ্বৈত প্রতীতিও মায়ার কুহক
 পরমার্থে সত্য নয় ॥

যন্ত্রের সাহায্যে যবে যন্ত্রী করে
 প্রতিকৃতি উদ্ভোলন ।
 সেই প্রতিচ্ছায়া বিপরীত-ভাবে
 দেয় সদা দরশন ॥

আত্ম-ছায়ামৃষ্টি আত্মেতর রূপে
 দেখে সদা জীবগণ ।
 সেই হেতু বিশ্ব বিপরীত-ভাবে
 করে সবে দরশন ॥

চিৎসত্তায় জড় একত্বে বহুত্ব
 নিরাকারে রূপ যত ।
 নিরন্তরে গুণ নিরাখ্যায় খ্যাতি
 নিষ্ক্রিয়ে করম শত ॥

বিপরীত-ভাবে বিচিত্র আকারে
 হয় বিশ্ব-দরশন ।

স্বরূপাধিগমে হয় দৃশ্য লুপ্ত
 ব্যক্ত আত্মা-সনাতন ॥

ভ্রাণজ রাসন

চাক্ষুষ শ্রাবণ

স্পর্শন মানস জ্ঞান ।

সেই জ্ঞান জ্ঞেয়

জড় বস্তু যত

কর সত্য অনুমান ॥

আত্মন্তে অভাব

সর্ব পদার্থের

মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য যত ।

আত্মন্তবিহীন

বস্তু মিথ্যা, ইহা

মনীষিগণের মত ॥ ৭ ॥

যাহা সত্য বস্তু

তাহার অভাব

কদাপি সম্ভব নয় ।

অসতের সত্তা

নহে সম্ভাবিত

তাই বিশ্ব মায়াময় ॥ ৮ ॥

গম-ধাতু হ'তে

'জগৎ' সাধিত

কিছু স্থিতিশীল নয় ।

করে সংসরণ

সতত 'সংসার'

সে হেতু অনিত্য হয় ॥

জনম-অবধি

জড় জীব যত

সদা বিবর্তিত হয় ।

পরিবর্তনের

পরিণতি হয়

মৃত্যু বা কারণে নয় ॥

প্রতিক্ষণ এই জড় ভাররাজ্য
হইতেছে বিবর্তিত ।

পরিবর্তনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব হয়
জীব-মনেন্দ্রিয়াতীত ॥

স্থূল দরশনে ইহা এই বস্তু
করে জীব দরশন ।

দেখ জ্ঞাননেত্রে এই বিশ্ব এক
অন্তহীন বিবর্তন ॥

দে'খে পরিণাম বিষয় অনিত্য
করে জীব অঙ্গীকার ।

মায়ার বিবর্ত দে'খে জ্ঞানী বলে
মায়াময় এ সংসার ॥ ৯ ॥

রজ্জুতে ভুজঙ্গ অধ্যাস-সময়ে
রজ্জুজ্ঞান তিরোহিত ।

ব্রহ্মে জড় বিশ্ব অধ্যাস-সময়ে
ব্রহ্মজ্ঞান লুপ্তায়িত ॥

রজ্জুর স্বরূপ হ'লে নিরাপিত
সর্পজ্ঞান দূর হয় ।

ভূমা-ব্রহ্ম-সত্তা হ'লে প্রকাশিত
হয় সৃষ্টিজ্ঞান লয় ॥

ব্রহ্ম আর বিশ্ব যুগল দর্শন
কদাপি সম্ভব নয় ।

একই সময়ে রজ্জু ও ভুজঙ্গ
কভু কি প্রত্যক্ষ হয় ?

মায়ার কুহকে দেখে জড় সৃষ্টি
বিমোহিত হয় মন ।

মন সাম্য হ'লে লুপ্ত জড় বিশ্ব
ব্যক্ত ব্রহ্ম-নিরঞ্জন ॥ ১০ ॥

তত্ত্বমসি

‘আমি’ ‘আমি’ মুখে বলি’ অনুক্ষণ এ ভব-ভবনে কর বিচরণ
বল তুমি কোন্ জন ?

দেহ অভিমানে সতত স্পন্দিত স্বীয় মহিমায় সদা বিরাজিত
তুমি জড় কি চেতন ?

ক্ষিতি-তেজ-আদি ভূত সন্মিলন হয় কি হে তব সৃষ্টির কারণ
দেহসহ ধ্বংস হবে ?

কিঁবা চিৎস্বরূপ আত্মা স্বপ্রকাশ দেহের বিনাশে নাহি তব নাশ
তুমি চিরকাল রবে ?

শরীরে যখন কর অভিমান বল তুমি “মম আত্মা, মন, প্রাণ,
চিন্তা, বুদ্ধি, অহঙ্কার” ।

কহু বল “মম বাহু, উরু, কর, নাসা, নেত্র, কণ, উপস্থ, উদর”
তখন চৈতন্যাকার ॥

জননীর ক্রোড়ে শৈশবে যখন স্তন্য পানে হ’ত শরীর পোষণ
ছিল এই ‘আমি’ জ্ঞান ।

দেহ-মন-বুদ্ধি বিকশিত যবে কোমারের ক্রোড়া আমোদ-উৎসবে
সেই ‘আমি’ অভিমান ॥

কৈশোরে বিদ্যা অধ্যাস-সময় উৎসাহ-উত্তম-আশার উদয়
‘আমি’ একভাবে রহে ।

যৌবনের মোহে ইন্দ্রিয়-তাড়নে বিচ্ছেদ-মিলনে প্রিয়জন-সনে
কভু ‘আমি’ শূন্য নহে ॥

প্রবীণ অবস্থা আসিল যখন চিন্তার আবেগে আনোড়িত মন
নহে ‘আমি’ অন্তরিত ।

বার্দ্ধক্যে শরীর জরা-জর্জরিত রোগ-শোক-তাপে মন বিকলিত
সেই ‘আমি’ বিরাজিত ॥

জ্ঞানাজ্ঞানে সুখ-দুঃখ-যাতনায় জাগ্রতে স্বপনে আশা-নিরাশায়
তুমি সদা প্রতিষ্ঠিত ।

বাহু সহযোগে দেহ-বুদ্ধি-মন ক’রিতেছে কাল সদা আবর্তন
তুমি সমভাবে স্থিত ॥

সুষুপ্তি-সময়ে যবে লুপ্ত মন দেহাত্মক ‘আমি’ থাকে না তখন
দ্বৈতজ্ঞান লুপ্ত হয় ।

সুপ্তিতে আমিত্ব হইলে উদিত তাহাই সমাধি যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত
তাই ব্রহ্ম চিন্ময় ॥

অবিচ্ছিন্ন হ’য়ে দেহ-অভিমাণে ‘আমি’ যুবা-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ এ অজ্ঞানে
আছ মগ্ন অবিরত ।

কভু ভাব ‘আমি’ অসুস্থ দুর্বল কুরূপ সুরূপ নীরোগ সর্বল
দেহধর্ম ইহা যত ॥

আমার আমার বল সর্বক্ষণ আমি যে কি তাহা ভাবনা কখন
আমি মমত্বের মূল ।

আমিকে ত্যজিয়ে আমার লইয়ে পরের ভাবনা ভাবিয়ে ভাবিয়ে
আছ সদা চিন্তাকুল ॥

পশুপক্ষি-কীট-আদি জীব যত 'আমি আছি' বোধ করিছে নিয়ত
কেহ 'আমি' শূন্য নয় ।

জড় দেহমন হ'লে অন্তর্হিত একভূমা 'আমি' রহে প্রতিষ্ঠিত
বিশুদ্ধ চৈতন্যময় ॥

বাহা ধ্বংসশীল তাহাই অস্থির নিত্যসিদ্ধ এই বিধি প্রকৃতির
বলে তত্ত্ববিদগণ ।

দেহ-বুদ্ধি-মন হয় ধ্বংসগত সমস্থিতি-হেতু চৈতন্য শাস্ত্রত
নহে ক্ষর কদাচন ॥

সর্ব অবস্থায় সকল সময় ক্ষয়বুদ্ধি তব কভু নাহি হয়
সমভাব সর্বক্ষণ ।

দেহেন্দ্রিয় মন হইলে অন্তর অজ্ঞেয় অব্যক্ত তুমি পরাৎপর
তুমি নিত্য নিরঞ্জন ॥

নহ তুমি নারী, নহ তুমি নর নহ জীব জল-স্থল-ব্যোমচর
তুমি আত্মা সনাতন ।

মায়ায় কুহকে হয় দেহজ্ঞান দেহ অনুরূপ হয় অভিমান
অভিমান করে মন ॥ ২ ॥

সাধন-ভজন-প্রার্থনা-প্রচার সকল কর্মের কর্তা অহঙ্কার
অহঙ্কার 'আমি' নয় ।

যে 'অহং' হ'তে ব্যক্ত অহঙ্কার 'তৎ'-পদে নির্দিষ্ট হয় সত্তা তার
তাই 'তৎ' বাচ্য হয় ॥

তব 'আমি' বাক্যে লক্ষ্য অহঙ্কার মম 'আমি' আত্মা সর্বমূল্যধার
তাহে তব ভ্রম হয় ।

সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, কর অঙ্গীকার হ'য়ে অন্তর্মুখী দেখ সত্তা তার
দূরে যাবে ভ্রম ভয় ॥

'তত্ত্বমসি'-বাক্যে দ্বৈত্যাভিগণ যজ্ঞীবিভক্তির করিয়া যোজন
'তৎ'-পদে তস্ত্য করে ।

শ্রুতিবচনের না হয় লক্ষণা করে শ্রুতহানি অশ্রুত কল্পনা
স্বমত পোষণ তরে ॥*

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ করিয়া বিচার বাক্যের তাৎপর্য্য না হ'লে উদ্ধার
লক্ষণার প্রয়োজন । ৩ ।

মহাবাক্যে অর্থ ব্যক্ত পরিষ্কার, স্বমত রক্ষিতে লক্ষণা তাহার
করে অবিবেকিগণ ॥

* শ্রবণমাত্র বাক্যের যে অর্থবোধ হয় তাহা গ্রহণ না করিয়া ভিন্ন
অর্থ কল্পনা করা ।

আসক্তি-আকাঙ্ক্ষা-তাৎপর্য-যোগ্যতা সকল বিষয়ে রাখিয়া সমতা
লক্ষণা করিতে হয় ।

‘সৈন্ধবমানয়’ ভোক্তার বচনে ত্যজিয়া ‘লবণ’ ঘোটক-গ্রহণে
হয় অর্থ বিপর্যয় ॥

করিতে আত্মার তত্ত্ব-নিরূপণ শ্বেতকেতু-প্রতি আকৃষ্ণি-বচন-
সম্বন্ধ উদ্দেশ্য নয় ।

‘তস্য হুং অসি’ এই লক্ষণায় ভোক্তার বচনে ঘোটকের প্রায়
তাৎপর্যের হানি হয় ॥

মহাবাক্যে যদি করিবে লক্ষণা অজহতী কিংবা জহতী বলনা
তাৎপর্যজ্ঞাপক নয় ।

‘ভাগত্যাগ’-রূপ লক্ষণা-গ্রহণে এই চতুর্বিদ বৈদিক বচনে
অর্থের সমতা হয় ॥

গঙ্গাবাসী বাক্যে যবে লক্ষ্য তীর তাহাই লক্ষণ হয় জহতীর
সম্বন্ধ প্রতীত হয় ।

‘রৌদ্র উঠিয়াছে’ এরূপ বচনে অজহতী যোগে সূর্য্যার্থ গ্রহণে
ধর্ম্মাধর্ম্মী ভিন্ন নয় ॥

‘এই সেই অশ্ব’ এরূপ বচনে ত্যজি’ কাল এক ঘোটক-গ্রহণে
যথা ভাগ ত্যাগ হয় ।

করি সেইরূপে দেহাদি বর্জন ‘অহং’ ‘হুং’ পদে চিৎসত্তা-গ্রহণ
কর বাক্য সমন্বয় ॥

‘তৎ’-পদের লক্ষ্য ব্রহ্ম নিরঞ্জন নহে. ‘ত্বং’-পদের লক্ষ্য দেহ-মন-
চিন্তা-বুদ্ধি-অহঙ্কার ।

তদাখ্যাত আত্মা অগ্রাহ যেমন ‘ত্বং’ বাচ্য আত্মাও অগ্রাহ তেমন
মনাতীত একাকার ॥

ত্যজিয়া শব্দার্থ দ্বৈতবাদিগণ বর্ণে বর্ণে অর্থ ক’রিতে গ্রহণ
মহাবাক্য ব্যাখ্যা তরে ।

করিয়া অকারে নাস্ত্যর্থবিধান ‘হং’-পদের অর্থ করি’ হত্য়মান
অহমের অর্থ করে ॥

‘স্মি’-পদে অপূর্ণ জীব লক্ষ্য হয় ‘অস্মি’ অর্থ বিষ্ণু ব্যাপ্ত সর্বদয়
এই বিশেষণদ্বয় ।

ব্রহ্মশব্দ-সহ হ’য়ে সংযোজিত অহং ব্রহ্ম অস্মি মন্ত্র বিরচিত
‘আমি ব্রহ্ম’ অর্থ নয় ॥

এইরূপ ব্যাখ্যা যদি যুক্ত হয় বহু শব্দার্থের হয় বিপর্যয়
শুধু ‘অহমস্মি’ নয় ।

গোলোক গোস্বামী এই শব্দদ্বয়ে আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতা-অর্থ-সম্বন্ধে
বিপরীত ব্যাখ্যা হয় ॥

বলে ঋক্-যজু-সাম-অথর্বণ এক মহাসত্য করিতে জ্ঞাপন
মহাবাক্য চতুষ্টয় ।

তদ্ব্যমসি অর্থ বল ‘তুমি তার’ ‘অহং অয়ং’ অর্থ হবে কি প্রকার
কর বাক্য সম্বন্ধ ॥ ৪ ॥

তচ্ছব্দে 'পরোক্ষ' বস্তু নিরূপিত ঙ্গ-পদে 'প্রত্যক্ষ' হয় সম্বোধিত
দ্ব্যর্থ এই বাক্যদ্বয় ।

সেই হেতু বলে দ্বৈতবাদিগণ তত্ত্বমসি এই বেদান্ত-বচন
একতত্ত্বাপেক্ষ নয় ॥ ৫ ॥

আমি সেই জন যিনি সীতাপতি সীতা অপহারী তুমি হৃষ্টমতি
সেই ব্রহ্ম দশানন ।

এরূপ বচন চির-প্রচলিত তুমি, সেই, যিনি, হ'য়ে সম্বোধিত
করে একে নিরূপণ ॥

'অহংব্রহ্ম অস্মি' এরূপ মননে, কিংবা 'সোহংমস্মি' এরূপ বচনে
হয় পাপ-প্রত্যাবার ।

বলে এই কথা দ্বৈতবাদী যত ভক্তি-প্রবর্তক গ্রন্থে এই মত
বহু স্থলে দেখা যায় ॥

দৃষ্ট, জ্ঞাত, জনে দ্রষ্টা, জ্ঞাতৃগণ, তুমি তিনি বাক্যে করে সম্বোধন
এই রীতি বিশ্বময় ।

অব্যক্ত, অদৃশ্য, অজ্ঞেয় যে জন, তারে তিনি তুমি বাক্যে আবাহন
কিরূপে সঙ্গত হয় ?

করিয়া 'তৎতৎ'-পদে ভক্তগণ ব্যক্ত-অব্যক্তের একত্ব-স্থাপন
সিদ্ধ করে অবতার ।

তথাপি তৎতৎ এই বাক্যদ্বয় ব্যক্ত-অব্যক্তের করে সমন্বয়
নাহি করে অঙ্গীকার ॥

আন্তের জ্ঞানে তুমি সম্বোধন ব্রহ্মের ভূমত্ব করে নিরাসন
 দেখ ক'রে সুবিচার ।

‘অহং ব্রহ্ম অস্মি’ বলে যেই জন তিনি, তুমি, সর্ব, ব্রহ্মসনাতন
 এরূপ সঙ্কল্প তার ॥

যদি বল, যেই সিদ্ধ যোগিজন জীবব্রহ্মে ঐক্য করে দরশন
 ভেদজ্ঞান নাহি যার ।

‘অহং ব্রহ্ম অস্মি’ এরূপ বচনে ‘তত্ত্বমসি’-বাক্যে অন্তে সম্বোধনে
 অধিকার শুধু তার ॥

না দেখিয়া ঈশে গুণ-নির্বীচনে নানা রূপ যোগে ভেদ-নিরূপণে
 সাধন-ভজনে তার ।

পিতা-মাতা-সখা সম্বন্ধ-স্থাপনে স্তুতি-অনুরোধ কিংবা সম্বোধনে
 আছে কোন্ অধিকার ?

অনুমান মাত্র করি আলম্বন তুমি সম্বোধনে, সাধন-ভজনে
 ধর্মকর্ম প্রচলিত ।

সেই অনুমানে ভোগাসক্ত জন বলে যদি ‘আমি’, তাহার বচন
 কেন হবে বিগর্হিত ?

ইহামূঢ়-ভীত লুপ্ত দীনজন করে দাস্যভাবে প্রার্থনা-ক্রন্দন
 করি, প্রভু নিরমাণ ।

নির্লোভী, নির্ভীক, শাস্ত, দাস্ত জন তব ঈশসম বীত প্রয়োজন
 তার ‘সোহং অস্মি’ জ্ঞান ॥

যদিও মন্বয় ঘটকুন্ত যত 'অহংমৎ'-বাক্য কুন্তে সুসঙ্গত
কিন্তু ঘটাদিতে নয় ।

নহে এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কখন বাতুলের এই প্রলাপ-বচন
অবজ্ঞার যোগ্য হয় ॥

যোগি-ভোগি-জ্ঞানি-মুঢ় জীবগণ বিকাশে বিভিন্ন, কিন্তু কোন জন
কারণে বিভিন্ন নয় ।

কারণে একত্ব হইলে সুস্থির 'সোহহমস্মি' বাণী বিমুঢ় ভোগীর
পরমার্থে মিথ্যা নয় ॥

যদি বল, বহু কর্তা-ভোক্তা-জীবে শান্ত সাক্ষী ভূমা অদ্বিতীয় শিবে
একত্ব সম্ভব নয় ।

বিচিত্র জীবন-দেহ-বুদ্ধি-মন ভিন্ন কর্মফল ভোগে অনুক্ষণ
জীবব্রহ্ম ভিন্ন হয় ॥

এক জীবমুক্ত, অন্য বদ্ধ হয় এক সুখী, অন্য ভোগে দুঃখভয়
দেখি সদা সর্বক্ষণ ।

এক আত্মা যদি সর্ব দেহে স্থিত একের সম্ভাপে সকলি দুঃখিত
নাহি হয় কি কারণ ?

নীল পীত শ্বেত ক্ষুদ্র বড় ঘট সর্ব ঘটেই এক ব্যোম প্রকট
ভিন্ন কিংবা বহু নয় ।

ঘটোপাধি ভেদে ভিন্ন নিরূপিত ঘটলোপে ভেদ হয় তিরোহিত
থাকে ব্যোম সর্বময় ॥

হ'লে এক ঘট স্পন্দিত পতিত, অন্তের স্পন্দন নহে সম্ভাবিত
ঘটাকারে ভিন্ন নয় ।

ভিন্ন দেহেন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন মন ভিন্ন কর্মফল ভোগে অনুক্ষণ
আত্মা-কর্তা-ভোক্তা নয় ॥

সেই আত্মা তুমি ভূমা নিরমল মায়ার বিকার অপর সকল
বুদ্ধি দেহেন্দ্রিয় মন ।

মনের অবস্থা বন্ধ মোক্ষ যত বন্ধ মোক্ষাতীত অব্যয় শাস্ত
তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥

'অহং ব্রহ্ম অস্মি' বলে যেই জন ব্রহ্মশব্দ তার হ'য়ে বিশেষণ
বিভূত্ব জ্ঞাপন করে ।

আত্মা আর ব্রহ্ম এই শব্দদ্বয় ঐক্যে একার্থে ব্যবহৃত হয়
ভূমা চৈতন্যের তরে ॥ ৬ ॥

আমি জীব, তুমি ব্রহ্ম, এই জ্ঞান জীবব্রহ্মে যদি করে ব্যবধান
কিরাপে মিলন হবে ?

বৃথা আজীবন সাধন-ভজন উপাসনা-ধ্যান-প্রার্থনা-ক্রন্দন
চিরকাল ভিন্ন রবে ॥

নামরূপ যত করিয়া সর্জন তাহাতে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম সনাতন
ইহা ঐক্য-প্রবচন ।

দাস কিংবা দাশ কিতবাদি আর স্ত্রী-পুরুষ-ষণ্ড-কুমারী-কুমার
সর্ব ব্রহ্ম নিরঞ্জন ॥ ৭ ॥

হার-বলয়াদি স্বর্ণ-অলঙ্কার ধরে যবে নামরূপে ভিন্নাকার

স্বর্ণত্ব কি দূর হয় ?

আমি হার, নহি স্বর্ণ কদাচন একরূপ ভাবনা একরূপ বচন

কদাপি সঙ্গত নয় ॥

যেমন বুদ্ধ দ তরঙ্গসকল নামে রূপে ভিন্ন পরমার্থে জল

জীবব্রহ্ম তদাকার ।

একভূমা আত্মা ব্যাপ্ত সর্বময় উপাধি সংযোগে ভিন্ন বোধ হয়

দ্বিতীয় কে আছে আর ?

তোমার মায়ায় তুমি অভিভূত তাই দ্বৈতবস্তু হয় অনুভূত

বাস্তবিক দ্বৈত নাই ।

তুমি, আমি, ইহা, যাহা দৃষ্ট হয় তব মায়ামাত্র অণু কিছু নয়

তুমি ব্যাপ্ত সর্ব ঠাই ॥

করি' অহঙ্কার আমিহে মিশ্রিত নানাবিধ ভাবে আছ আবরিত

তাহে জীবহাভিমান ।

গুনি, তত্ত্বমসি হও চমকিত অহংব্রহ্ম বোধ না হয় উদিত

মায়াবৃত তত্ত্বজ্ঞান ॥

জালিয়া হৃদয়ে বৈরাগ্য-অনল করি' ভস্ম-রাগ-দ্বेष-চিন্তামল

কর লয় ছুষ্ট মন ।

হ'লে বিমোচিত মন-আবরণ তুমি ভূমা আত্মা নিত্য নিরঞ্জন

তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥ ৮ ॥

উপসংহার

বিষয়-বিচারে অনিত্য বিষয়ে
বাসনা-বিহীন জন ।

স্বত্ব-বিচারে পুত্র-পরিজনে
অনাসক্ত যার মন ॥

জাতি-বর্ণাশ্রম করিয়া বিচার
সংস্কারাদি বিরহিত ।

কর্ম-ফলাফল করিয়া বিচার
যিনি কর্ম বিবর্জিত ॥

স্বরগ-নরক করিয়া বিচার
নাহি পারত্রিকে আশ ।

ঈশ্বর-বিচারে কল্লিত ঈশ্বরে
হ'য়েছে বিশ্বাস নাশ ॥

জানিয়া বিচারে আত্মেতর জ্ঞান
নাহি ঈশে কদাচন ।

সন্তাপে বিপদে প্রার্থনা-মিনতি
নাহি করে যেই জন ॥

সম্পদ-বিপদে নিয়তি নিয়ন্ত্রী

করি' স্থির নিরূপণ ।

জানিয়া প্রারব্ধ প্রশান্ত নির্ভয়

হইয়াছে যেই জন ॥

আত্মতৃপ্তি-হেতু আরাধ্য আসক্তি

ভাবে অভিভূত মন ।

করিয়া নিশ্চয় দেবে ভক্তিহীন

হইয়াছে যেই জন ॥

করিয়া বিচার ঈশ-অবতার

জানিয়াছে যেই জন ।

জীবে অবতারে আত্মিক প্রভেদ

নাহি হয় কদাচন ॥

গুরু দায়িত্ব শিষ্যের কর্তব্য

করি' সদা সুবিচার ।

তত্ত্বজ্ঞান-হীন দীক্ষাগুরু, মন্ত্ৰ

করিয়াছে পরিহার ॥

করিয়া বিচার সামাজিক ধর্ম

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিরহিত ।

আহার-বিচারে খাওয়ার সংস্কার

হইয়াছে অন্তরিত ॥

মানস বিচারে মনের স্বভাব
জানিয়া যে বিজ্ঞ জন ।
পরিচ্ছিন্ন মনে ভূমা ব্রহ্মধ্যানে
নাহি করে আকিঞ্চন ॥

যোগ নামাশ্রিত দৈহিক মানস
ক্রিয়া করি' সুবিচার ।
যোগ-যোগফল বিভূতির লোভ
ক'রিয়াছে পরিহার ॥

জানি' একাগ্রতা নিরোধ বিরোধী
তাজিয়াছে যেই জন ।
শাস্ত্রের জটিল সত্যানুত পথে
নহে ভ্রান্ত কদাচন ॥

শাস্ত্রের রূপক করিয়া মীমাংসা
জানিয়াছে যেই জন ।
কল্পিত মূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ॥

অহং ব্রহ্ম অস্মি তত্ত্বমসি আদি
চতুর্বিধ প্রবচন ।
করিয়া বিচার জীবব্রহ্ম এক
জানিয়াছে যেই জন ॥

বিনা তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃত সন্ন্যাস

সম্ভবে না কদাচন ।

সন্ন্যাস-গ্রহণ অবিচার খেলা

জানিয়াছে যেই জন ॥

মায়ার স্বরূপ জগতের তত্ত্ব

করি' স্থির নিরণয় ।

হ'য়েছে যাহার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়

সৃষ্টি মিথ্যা, মায়াময় ॥

পঞ্চবিধ কোষ করিয়া বিচার

জানিয়াছে যেই জন ।

কোষাতীত আত্মা ভূমা অদ্বিতীয়

নহে খণ্ড কদাচন ॥

চৈতন্যের ধর্ম করিয়া বিচার

জেনেছে যে মহাশয় ।

অহং জ্ঞানগম্য আত্মা কোন কালে

ইদং জ্ঞানে গ্রাহ নয় ॥

তুমি তাহা পদে মনেন্দ্রিয় গ্রাহ

বিষয় নির্ণীত হয় ।

আমি এই বোধে গৃহীত বিষয়ী

ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ নয় ॥

সর্ব অবস্থায় জ্ঞাতরূপী আমি
আমি কভু জ্ঞেয় নয় ।

জ্ঞাতা জ্ঞেয় হ'লে পুনঃ জ্ঞাতা তার
কেমনে সিদ্ধান্ত হয় ?

আত্মার স্বরূপ মনেদ্রিয়াতীত
কভু অনুভব্য নয় ।

আত্ম-দর্শন আত্ম-অনুভূতি
ব্যবহারে বলা হয় ॥

তুমি তিনি পদে নিদিষ্ট আরাধ্য
নহে ব্রহ্ম কদাচন ।

হয় দ্বৈতবোধে জড় উপাসনা
জানিয়াছে যেই জন ॥

মুক্তি বন্ধনের করিয়া বিচার
জানিয়াছে যেই জন ।

বন্ধন মনের, আত্মা চিরমুক্ত
নহে বন্ধ কদাচন ॥

মায়ার বিকাশে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা
চিৎসত্তায় অধ্যাসিত ।

দেহেন্দ্রিয় মন মায়ার বিকার
আত্মা শান্ত গুণাতীত ॥

সম্যক্ বিচারে রাগ-দ্বेष-ভ্রম-
 সংশয়-বিহীন মন ।
 সংযত হৃদয় পরোক্ষ সংজ্ঞক
 জ্ঞানে জ্ঞানী সেই জন ॥

অপরোক্ষ জ্ঞান লভিবার তরে
 করিবেন প্রত্যাখ্যান ।
 'নেতি নেতি' বলি' মায়িক প্রপঞ্চ
 জড় দেহ অভিমান ॥

'অহং' এই জ্ঞানে হইলে সংস্থিত
 নিরোধ করিয়া মন ।
 হয় প্রকাশিত আত্মার স্বরূপ
 ভূমা ব্রহ্ম নিরঞ্জন ॥

প্রথম অভ্যাসে যদি দুষ্ট মন
 বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয় ।
 সবলে তাহাকে করি' আকর্ষণ
 করিবে অহমে লয় ॥

অভ্যাস-সময়ে যদি পুনঃ পুনঃ
 ব্যর্থ হয় আকিঞ্চন ।
 বিক্ষেপক বস্তু পুনর্বিচারের
 নাহি কোন প্রয়োজন ॥

বাহার মনের যেই মনোবৃত্তি
 দৃঢ় ক্ষিপ্ত ছর্নিবার ।
 সেই বৃত্তিমাত্র রাখিয়া সম্মুখে
 বিচার স্বরূপ তার ॥

তন্ন তন্ন করি' সে বৃত্তির ক্রিয়া
 উৎপত্তি-সংস্থিতি-লয় ।
 করিলে বিচার বৃত্তির স্বরূপ
 স্বতঃ প্রকাশিত হয় ॥

নগ্ন নারীপ্রায় হয় ব্যক্ত বৃত্তি
 লাজে ভয়ে সঙ্কুচিতা ।
 হৃদয়-কন্দরে প্রবেশে, হইয়া
 বৈরাগ্য বসনাবৃত্তা ॥

এইরূপে বৃত্তি হইলে সংযত
 প্রতিহত হয় মন ।
 মনের নিরোধে বিলুপ্ত জীবত্ব
 ব্যক্ত আত্মা সনাতন ॥

নিদ্রা-তন্দ্রা-ভয় করি পরিহার
 শব্দহীন নিরঞ্জে ।
 মনের নিরোধে করিবে প্রয়াস
 দিবানিশি প্রাণপণে ॥

আত্মচিন্তা বিনা করিবে না চিন্তা

অন্য কিছু কদাচন ।

আত্মকথা বিনা করিবে না অন্য

বিষয়ের আলাপন ॥

অনায়াস লব্ধ অবাচিত দ্রব্যে

করি' প্রাণ সংরক্ষণ ।

প্রারব্ধে নির্ভর করিয়া থাকিবে

আত্মধ্যানে নিমগন ॥

সুরম্য ভবনে কিংবা তরুতলে

নগরে অথবা বনে ।

যেখানে প্রারব্ধ রাখে যে সময়

থাকিবে প্রশান্ত মনে ॥

প্রথম অভ্যাসে মনের বিলয়ে

প্রবুদ্ধ সন্ন্যাসিজন ।

বিজলীর প্রায় ক্ষণেকের তরে

করে আত্ম-দর্শন ॥

নিয়ত অভ্যাসে আত্ম-অনুভূতি

যবে স্থিতিশীল হয় ।

তাহাই সমাধি অপরোক্ষ জ্ঞান

নির্বাক, কারণে লয় ॥

রাজর্ষি-দেবর্ষি মহর্ষি বাঙ্কিত
নিরালস্য জ্ঞানযোগ ।
এই যোগে যোগী হ'য়ে জীবমুক্ত
করে আত্মানন্দ-ভোগ ॥

ক্রমে কালবশে দেহ-অবসানে
হয় ভূমব্রহ্মে লয় ।
নাহি অন্য পন্থা ব্রহ্মপদ-লাভে
করে শ্রুতি নিরণয় ॥

পারিশিষ্ট

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সৰ্ব্বং নচাপিকাব্যং নবমিত্যবদ্বম্ ।

সম্ভঃ পরৌক্ষ্যান্ততর জন্তে মৃতঃ পরপ্রত্যয়নেনবুদ্ধিঃ ॥

—মালবিকাগ্নিমিত্রঃ

স্বতঃপ্রকাশিত দীপ্ত মধ্যাহ্ন তপন ।

হয় কি দেখিতে তারে দীপ প্রয়োজন ?

সত্য, চিরসত্য, ব্যক্ত স্বীয় মহিমায় ।

কিবা প্রয়োজন শাস্ত্র, যুক্তি উপমায় ?

কোটি দীপ সমতনে করি' প্রজ্জ্বলন ।

পারে কি করিতে অন্ধ সূর্য্য-দরশন ?

মোহাক্ষ সকল শাস্ত্র করি অধ্যয়ন ।

না পারে করিতে সত্য তত্ত্ব-নিরূপণ ॥

বিশুদ্ধ সুবর্ণখণ্ড দিলে অজ্ঞ জনে ।

পিপ্তল কি স্বর্ণ ইহা ভাবে মনে মনে ॥

শুনিলে ও তত্ত্বকথা সরল ভাষায় ।

অজ্ঞের সংশয় থাকে, শান্তি নাহি পায় ॥

কৃত্রিম সুবর্ণখণ্ড রাজ-চিহ্নাঙ্কিত ।

হইতেছে মুদ্রারূপে সাদরে গৃহীত ॥

হইলেও যুক্তিহীন শাস্ত্রের বচন ।

ঐব সত্য বলি' লোকে করিছে গ্রহণ ॥

সন্দিকের দ্বৈধজ্ঞান করিতে মোচন ।

পারিশিষ্টে সন্ন্যাস শাস্ত্রীয় বচন ॥

সংসার

১। সহস্রাকুরশাখাভক্ষকপল্লবশালিনঃ ।

অশ্রু সংসার-বৃক্ষশ্রু মনোমূলমিদং স্থিতম্ ॥

—মুক্তিকোপনিষৎ

২। সংসারঃ স্বপ্নতুল্যোহি রাগ-দ্বेषাদি-সঙ্কুলঃ ।

স্বকালে সত্যবদ্ব্যতি প্রবোধেহসত্যবদ্ভবেৎ ॥

—পীঠমানাত্ত

৩। আসন-স্থান-বিধয়ো ন যোগশ্রু প্রসাধকাঃ ।

বিলম্ব-জননাঃ সর্বের বিস্তরাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥

—গরুড়পুরাণ

৪। পরিগ্রহোহি দুঃখায় যদ্যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্ ।

অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যন্তুকিঞ্চনঃ ॥

—ভাগবত

আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্র্যং পরমং সুখম্,

যথা সঞ্জিহ্য কান্তাশাং সুখং সুষাপ পিঙ্গলা ॥

গৃহারন্তোহি দুঃখায় ন সুখায় কথঞ্চন ।

সর্প পরকৃতং বেষ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥

—মাংখ্যসার

৫। বাগদণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কৰ্মদণ্ডস্তথৈবচ ।

যন্তোহুতে নিয়তা দণ্ডা দ্বিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥

—দক্ষস্মৃতি

জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে ।

কার্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্বানী জ্ঞানবর্জিতঃ ।

স যাতি নরকাজ্জ্বারান্নহারৌরব-সংজ্ঞিতান্ ॥

—পরমহংসোপনিষৎ

৬। ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা সম্যগনুষ্ঠিতৈ বেদানু-
বচনাদিভিরুৎপন্নয়া বিবিদিষয়া সম্পাদিতহাদয়ং বিবিদিষাসন্ন্যাসঃ ।
সম্যগনুষ্ঠিতৈঃ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনৈঃ পরতত্ত্বং বিদিতবন্তিঃ
সম্পাদ্যমানো বিদ্বৎসন্ন্যাসঃ ॥

৭। রাজ্যং স্মৃতাঃ কলত্রাণি শরীরানি ধনানি চ ।
সংসক্তস্ত্যপি নষ্টানি তব জন্মনি জন্মনি ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা

৮। মমেতি মূলং দুঃখস্য ন মমেতি চ নিবৃত্তেঃ ।
শুকস্য বিগমে দুঃখং ন দুঃখং গৃহমৃষিকে ॥

—বিষ্ণুপুরাণ

৯। উপভুক্তং বিষং হস্তি বিষয়াঃ স্মরণাদপি ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

১০। বিষয়েহনন্তদোবা যে শ্রুতিস্মৃতিসমীরিতাঃ
তত্রাদৌ পরিদ্রষ্টব্যান্চিত্তস্তৈর্ষ্যায় যোগিভিঃ ॥

১১। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসোবাধ্য-
লিঙ্গাৎ ।

—শৃঙ্খকোপনিষৎ

১২। নমোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে ।
সর্ববীশা সজ্জয়ে চেতঃকরো মোক্ষ ইতি শ্রুতেঃ ॥

—সাত্ত্ব্যসার

১৩। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥

—কাঠকোপনিষৎ

গুরুশিষ্য

১। স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি
—মুণ্ডকোপনিষৎ

২। যস্মাজ্জাতং জগৎ সর্বং যস্মিন্নেব বিলীয়তে ।
যেনেদং ধার্য্যতেচৈব তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

—শঙ্কর

৩। অজ্ঞান-তিমিরাক্ষশ্চ জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকয়া ।
চক্ষুরন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

৪। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাণ্ডং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

—গুরুগীতা

যো বিজানাতি বেদান্তৈঃ স্বানুভূত্যাচ নিশ্চিতম্ ।
সোহতিবর্ণাশ্রমী প্রোক্তঃ স এব গুরুরন্তমঃ ॥

—স্বতসংহিতা

৫। দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম্মবাসনা ।
তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ব-বেদিত্তিঃ ॥

—গোতমীরত্ন

৬। মননং বিশ্ব-বিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার-বন্ধনাৎ ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধৌ মন্ত্র ইত্যাচ্যতে ততঃ ॥
মন্ত্রা মননাচ্ছন্দাংসিচ্ছাদনাৎ ॥

—পৈঙ্গলছন্দোমঙ্গরী

মন জ্ঞানে + ত্বন্ (উণাদি সূত্রেণ) মন্যন্তে জ্ঞায়ন্তে সর্কে-
শ্বনুয়ৈঃ সত্যঃ পদার্থা যেন যস্মিন্ বা স মন্ত্রঃ ।

—নিরুপ

৭। হস্ত্যযভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ ।
সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমন্যত নাননুশিষ্যং হরেতেতি ।
—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

অনুশিষ্যঃ শিষ্যঃ কৃতার্থমকৃত্য শিষ্যাদ্বনং ন হরেতেতি মম
পিতা অমন্তত মমাপ্যমেবাভিপ্রায়ঃ । —শঙ্করভাষ্য

৮ । মধুলুকো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাং পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ ।

জ্ঞানলুক স্তথা শিষ্যো গুরোগুর্বস্তুরং ব্রজেৎ ॥

৯ । শুশ্রূষালাভ-পূজার্থং যশোহর্থং বা পরিগ্রহঃ ।

শিষ্যানাং ন তু কারুণ্যাৎ স জ্ঞেয়ঃ শিষ্যসংগ্রহঃ ॥

—মহুভাষ্যে-মেধাতিথি

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য-বিস্তাপহারকাঃ ।

হ্রল্লভস্ত গুরুর্দেবি ! শিষ্যতাপাপহারকঃ ॥ —মায়ামন্ত্র

কানফুঁকা গুরু হৃদকা বেহৃদকা গুরু আউর

যব্ বেহৃদকা গুরু মিলেতো লেও ঠিকানা ঠৌউর ॥

—কবীর

তুলসী যিস্কা গুরু হ্যায় গৃহী আউর চেলা গৃহী হোই

কীচ্ কীচ্ কো ধোয়ে দাগ না ছুটে কোই ॥ —তুলসীদাস

১০ । কিং হ্রল্লভং ? সদৃগুররস্তি লোকে ।

সৎ সঙ্গতিব্রহ্মবিচারগাচ ॥

—মণিরত্নমালা

তদ্বিকি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তদ্বদর্শিনঃ ॥ —ভগবদগীতা

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ
ব্রহ্মনিষ্ঠম্ । তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায়
শমাস্থিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তদ্বতো
ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ ॥ —মুণ্ডকোপনিষৎ

হিত্বা সর্বকর্মাণি কেবলেহৃদয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য সোহয়ং
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ । —শঙ্করভাষ্য

১১ । শ্রবণায়াপি বহুভির্ঘো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোহপি বহবো
 যন্নবিদ্যাঃ । আশ্চর্যো বক্তা কুশলোহস্ম লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা
 কুশলানুশিষ্টঃ ॥ —কাঠকোপনিষৎ

১২ । ন মলিন-চেতস্যুপদেশ-বীজ-প্ররোহোহজবৎ ।
 নাভাস-মাত্রমপি মলিন দর্পণবৎ ॥ —সংখ্যাদর্শন

শাস্ত্র

১ । যস্তাগমঃ কেবলজীবিকায়ৈঃ । তং জ্ঞানপণ্যং বণিজং বদন্তি ॥
 —মালবিকাগ্নিমিত্র

২ । তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বত্রুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে ।
 ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ —যজুর্বেদ

যস্মাদৃচো অপাতক্ষণ্ যজুর্যস্মাদপাক্ষণ্ ।
 সামানি যস্য লোমাশ্চত্বর্বাঙ্গিরসৌ মুখম্ ॥ —যজুর্বেদ

৩ । স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ॥
 —মুণ্ডকোপনিষৎ

ব্রহ্ম-বিদ্যাপ্নোতি পরম্ ॥ —তৈত্তির্যোপনিষৎ

৪ । আগম-প্রত্যয়াৎ সর্বজ্ঞত্ব-সিদ্ধিঃ । সর্বজ্ঞত্ব-প্রত্যয়াচ্চাগম-
 সিদ্ধিরিতি ॥ —শারীরকভাষ্য

৫ । যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি ।
 যত্র তস্য সর্বমাত্মৈবাত্মত্বং তৎ কেন কং পশ্যেৎ,
 তৎ কেন কং মমী , তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ ।
 —বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

৬ । অস্মাৎ ইল্লৈ মিত্রাবরুণা দিব্যানিধন্তে । ইল্লল্লেবরুণো-
রাজা পুনর্দদুঃ ॥

—আল্লোপনিষৎ

৭ । কৈলাসং গত্বা শুকস্য যোগাসনং ॥ (ভীষ্ম উবাচ)

“গিরিশৃঙ্গং সমারুহ্য সূতো ব্যাসস্য ভারত !

সমে দেশে বিবিক্তে স নিঃশলাক উপাবিশৎ ॥

ধারয়ামাস চাত্মানং যথাশাস্ত্রং যথাবিধি ।

পাদপ্রভৃতি-গাত্রেষু ক্রমেণ ক্রমযোগবিৎ ॥

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং ব্রহ্মর্ষি স্তুমহাতপাঃ ।

প্রাতিষ্ঠত শুকঃ সিদ্ধং হিহা দোষাংশ্চতুর্বিধান্ ॥

তমো হৃষ্টবিধং হিহা জহৌ পঞ্চবিধং রজঃ ।

ততঃ সত্ত্বং জহৌ ধীমান্ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥

ততস্তস্মিন্ পদে নিত্যে নিগুণে লিঙ্গবর্জিতে ।

ব্রহ্মাণি প্রত্যতিষ্ঠৎ স বিধুমোহগ্নিরিব জ্বলন্ ॥

শুকস্ত মারুতাদূর্দ্ধং গতিং কুতাস্তরীক্ষগাম্ ।

দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং ব্রহ্মভূতোহভবত্তদা ॥

শুকঃ সর্বগতো ভূত্বা সর্বাঙ্গা সর্বতোমুখঃ ।

প্রত্যভাষত ধর্ম্মাত্মা ভোঃ-শব্দেনানুনাদয়ন্ ॥

তমুবাচ মহাদেব সান্ত্ব পূর্বমিদং বচঃ ।

পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং তদা ॥

ইতি জন্ম গতিশ্চৈব শুকস্য ভরতর্ষভ ।

বিস্তরেণ সমাখ্যাতা যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥”

—মোক্ষধর্ম্ম, শান্তিপর্ক, মহাভারত

- ৮। যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ ।
 অন্তে চ মুনয়ঃ স্মৃত ! পরাবরবিদো বিদ্বঃ ॥
 ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম সন্মিতম্ ।
 উত্তম-শ্লোকরচিতং চকার ভগবানুবিঃ ॥
 —ভাগবত
- ৯। যথাহি চৌরঃ স তথাহি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্বি ॥
 —রামায়ণ
- ১০। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা
 কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি ॥
 অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥
 —মুণ্ডকোপনিষৎ

ঈশ্বর

- ১। অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বমঙ্গং তন্ন জানতে ।
 জীবেশয়োর্মায়িকয়োর্বৈব কলহং যযুঃ ॥
 তৃণার্চকাদি-যোগান্তা ঈশ্বরে ভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ ।
 লোকায়তাদি-সংখ্যান্তা জীব বিভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ ॥
 মায়াখ্যায়াঃ কাম-ধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরবুভৌ ।
 যথেষ্টং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বদ্বৈতমেব হি ॥
 মায়া-ভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতততঃ ।
 কল্পিতাবে জীবেশৌ, তাভ্যাং সর্বং প্রকল্পিতম্ ॥
 তন্মানুমুগ্ধুভিনেব মতি-জীবেশবাদয়োঃ ॥
 —পঞ্চদশী

কার্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ ।

কার্যাকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোহবশিষ্ঠ্যতে ॥

—স্বরেশ্বরবার্ত্তিক

২ । আপ্তকামস্ত কা স্পৃহা ॥

—মাণ্ডুক্যকারিকা

৩ । অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপাণ্যকর্ষণাম্ ।

কর্তারং ভজতে সোহপি নহাকর্তৃঃ প্রভূর্হিসঃ ॥

—ভাগবত

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ । মুক্তবন্ধয়োরনৃতরাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ ।

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ । সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ॥

—সাংখ্যদর্শন

পত্যুরসামঞ্জস্তাৎ । সম্বন্ধানুপপত্তেঃ ।

অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ । অন্তবদ্ধমসর্বজ্ঞতা বা ॥

—বেদান্তদর্শন

৪ । ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ধা ।

ক্লেশকর্ম-বিপাকাশয়ৈরপরাযুষ্ঠঃ

পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ । তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্ । স
পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ । তস্মৈ বাচকঃ প্রণবঃ ॥

—পাতঞ্জলদর্শন

৫ । আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্বং
যদয়মাত্মা । দৃষ্টান্তোহপি । যথা সৌম্যৈকেন যুৎপিণ্ডেন সর্বং
যুগ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ ॥

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৬ । জাগরিত-স্থানো বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথমা মাত্রা ।

স্বপ্নস্থানন্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা ।

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকার স্তৃতীয়া মাত্রা ।

অমাত্রশ্চতুর্থোহব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্বৈত

একমোঙ্কার আত্মৈব ॥

—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

৭। সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ ।
তদভাবান্ততোহন্তেতু কথ্যন্তে ব্যাপ্তি সংজ্ঞয়া ।

—পঞ্চদশী

সর্ব্ব স্থূল-শরীরাত্মিমানী বিরাটঃ তদুপহিতং বিশ্ব-
বৈশ্বানরাদীশ্বর পর্য্যন্তঃ চৈতন্যমপি একমেব ।

—বেদান্তসার

একস্মিন্বেব চিদাত্মনি অনাত্মনির্ব্বাচ্যাবিছাকল্পিতজীবৈশ্বর-
জগদ্বৈদঃ । তত্র কল্পিতোপাধি উৎকর্ষনিকর্ষবশাৎ ঈশিত্র-
ঈশিতব্যাবস্থা । বস্তুতস্ত সর্ব্বকল্পনাতীতং চিদেকতানমদ্বৈত-
মিতি ভাবঃ ।

—শারীরকভাষ্যে আনন্দগিরি টীকা

৮। যুদ্ধদম্যৎপ্রত্যয়-গোচরয়োর্ব্বিষয়বিষয়িণৌস্তমঃপ্রকাশ-
বদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ ।

—শারীরকভাষ্য

অহংতমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভূতিমুপাসতে ।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥

—যজুর্বেদ

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিম্ ।

—কঠোপনিষৎ

৯। মায়োপাধিঃ সন্ ঈশ্বর ইত্যাচ্যতে । এবমুপাধি-
ভেদাজীবৈশ্বরভেদদৃষ্টি যাবৎ পর্য্যন্তঃ তিষ্ঠতি তাবৎ পর্য্যন্তঃ
জন্মমরণাদিরূপসংসারো ন নিবর্ত্ততে । তস্মাৎ কারণাৎ ন
জীবৈশ্বরয়োর্ভেদবুদ্ধিঃ কার্য্যা ॥

—তত্ত্ববোধ

১০। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-জ্ঞানভেদঃ পরাত্মনি ন বিচ্যতে ।

চিদানন্দস্বরূপত্বাদীপ্যতে স্বয়মেবহি ।

—গীটামালাতন্ত্র

কুশ্বেজিহ্না, কুশ্বেজিহ্না । কুশ্বেজিহ্নি

—সমণ্ডতন্ত্রেজ

ঈশ্বরাদেশে উখিত হও ।

আমার আদেশে উখিত হও ॥

অবতার

- ১। অগ্নিহোত্রস্ত্রয়ো বেদা ত্রিদণ্ডং ত্র্যমণ্ডলম্ ।
বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকেনি বৃহস্পতিঃ ॥
ত্রয়ো বেদস্ত কৰ্ত্তারো তদুদ্বৰ্জনশাচরাঃ ।
জবরীতুৰীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্ ॥

—চাৰ্ব্বাকদৰ্শন

- ২। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

—ভগবদগীতা

- ৩। ব্রহ্মদাশাব্রহ্মদাসা ব্রহ্ম মে কিতবা উত ॥

—আখৰ্ব্বনিক ব্রহ্মসূক্ত

ত্রেতাдиषু হরেরচা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥

—ভাগবত

এবং জন্মানি কৰ্ম্মাণিহকৰ্ত্তুরজনশ্চ চ ।
বৰ্ণয়ন্তি স্ম কবয়ো বেদ-গুহানি হৃৎপতেঃ ॥

—ভাগবত

উজ্জহাৱান্ননঃ কেশো সিতকুণ্ডো মহামুনে ।

—বিষ্ণুপুরাণ

ভূমে: সুরেতরবরুথ-বিমৰ্দ্দিতায়া:
ক্ৰেশব্যায় কলয়া সিতকুণ্ড-কেশ: ।
জাত: কৰিষ্যতি জনানুপলক্ষ্য-মার্গ:
কৰ্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥

—ভাগবত

সিতঃ—রুদ্রঃ । কুণ্ডঃ—বিষ্ণুঃ । কঃ—ব্রহ্মা । ঈশঃ—
পূৰ্ণ ভগবান ॥

—বিষ্ণুনাথ চক্রবৰ্ত্তা

সচাপি কেশৌ হরিরুচ্চত্রে শুক্লৈকমপরাং চাপি কৃষ্ণম্ ।

—মহাভারত

কেশী, কেশারশ্ময় স্তৈ স্তদ্বান্ ভবতি ।

কাশনাং বা প্রকাশনাং বা কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে ॥

—‘নরহু

যথা নভসি মেঘৌঘোরৈণুর্বা পার্থিবোহনিলে ।

এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্মারোপিতমবুদ্ধিভিঃ ॥

—ভাগবত

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাহবস্থিতং সদা ।

তমবজ্জায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহর্চা-বিড়ম্বনম্ ॥

—ভাগবত

মায়া হেমা মায়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যতি নারদ ।

সর্বভূতগুণৈযুক্তং নৈবাং মাং দ্রষ্টৃমহসি ॥

—মহাভারত, শাস্তিপর্ক

যোগাভ্যাসরতং চিত্তমেবাত্মানমাবিশং ।

সর্বেষু প্রাণিজাতেষু হহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ ।

তমজ্জাত্বা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ

ক্রিয়োৎপন্নৈ নৈকভেদৈ দ্রবৈর্মোহায় । তোষণম্ ॥

—উত্তরকাণ্ড, রামায়ণ

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্বশঃ ।

—যজুর্বেদ

অন্ধ্রং তমঃ প্রবিশস্তি যেহসমুত্তিমুপাসতে

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সমুত্ত্যাং রতাঃ ।

—যজুর্বেদ

নাস্ত শত্রুর্ন প্রতিমানমস্তি ॥

—ঋগ্বেদ

প্রতিমানং প্রতিনিধিনাস্তি

—সায়ণভাষ্য

ব্রহ্মো বধিঃ প্রতিমানং বুভুধন্ ॥

—ঋগ্বেদ

প্রতিমানং সাদৃশম্ ।

—সায়ণভাষ্য

ক্যা মক্সুদ হায় মচ্ছকচ্ছহোনা সঙ্খাসুর সংহারাণা য়হকাম্
সাহেবকা নেহি বুটকহে জগবোরণা ॥

— কবীর

ধর্ম

- ১। চোদনা-লক্ষণোহর্থো ধর্ম । —পূর্বমীমাংসা
যতোহভূদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম ॥ —দৈশেষিকদর্শন
বেদপ্রনিহিতং কস্ম-ধর্মস্তন্মঙ্গলং পরম্ । —মহাতারত
স হি ধর্ম সুপর্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদ-বেদনম্ ॥ —উত্তরগীতা

- ২। ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ ।
ব্রহ্মণা পূর্বমৃষ্টং হি কস্মভিবর্ণতাং গতম্ ॥
কাম-ভোগ-প্রিয়াস্তিক্কাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়-সাহসাঃ ।
ত্যক্তস্বধর্মারক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ ।
স্বধর্ম নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুন্নাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ ।
কৃষাঃ শৌচ-পরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥
ইত্যেতৈঃ কস্মভিব্যস্তা দ্বিজাঃ বর্ণান্তরং গতাঃ ॥
—মোক্ধর্ম প্রকরণ, মহাতারত

ধর্মচর্য্যা জঘন্তোবর্ণঃ পূর্বং পূর্বং বর্ণমাপত্তে
জাতিপরিবর্ত্তৌ অধর্মচর্য্যা পূর্বো বর্ণো জঘন্তং বর্ণ
মাপত্তে জাতিপরিবর্ত্তৌ ॥

—আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্ ।
 ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্ত বিত্যাঁদৈশ্চাত্তৈষচ ॥
 তপোবীৰ্য্যপ্রভাবৈশ্চ তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে ।
 উৎকর্ষধাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যৈষিহ জন্মতঃ ॥

—মহুস্বতি

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্বিজ উচ্যতে ।
 বেদাভ্যাসাং ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥
 ব্যক্তিভেদঃ কৰ্ম্ম-বিশেষাং ॥

—সাম্বাদর্শন

৩। অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা ।
 দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥

—মহুস্বতি

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাজ্জবমেব চ ।
 জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকৰ্ম্ম স্বভাবজম ॥

—ভগবদগীতা

অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাহস্মাল্লোকাং পৈতি স
 ব্রাহ্মণঃ ।

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

৪। শূদ্রেব ভার্য্যা শূদ্রস্ত্য সাচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে ।
 তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞ স্যুঃ তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ ॥

৫। যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমত্তত্র কুরুতে শ্রমম্ ।
 স জীবনৈব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সাধয়ঃ ॥

—মহুসংহিতা

৬। ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ ।
 অসজ্জোহসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী স্মৃথী ভব ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা

৭। ন যশো ন পুমান্ ন স্ত্রী ন বোধো নৈব কল্পনা ।
 সানন্দং বা নিরানন্দমাত্মানং মত্তসে কথম্ ॥

—গোরক্ষসংহিতা

- ৮। অত্যন্ত মলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তুনির্মলঃ ।
উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে ॥
—মুক্তিকোপনিষৎ
- ৯। ধর্ম-রজ্জ্বা ব্রজেদুর্দ্ধং পাপরজ্জ্বা ব্রজেদধঃ ।
দ্বয়ং জ্ঞানাসিনা হিষ্ট্বা বিদেহঃ শাস্তিমুচ্ছতি ॥
—শ্বেতাশ্বতরভাষ্যে শঙ্করধ্বতবচন
- ১০। অত্ৰ ধর্মান্ধাত্ৰাধর্মান্ধাত্ৰাস্মাৎ কৃতাকৃত্যং ।
অত্ৰ ভূতাস্ত ভব্যাস্ত যন্তং পশ্যসি তদ্বদ ।
—কাঠকোপনিষৎ
- মহাদেবং বিজানাতি সোহতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ ।
বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়ায়া পরিকল্পিতাঃ ॥
নাঅনো বোধরূপস্ত মম তে সন্তি সর্বদা ।
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোহতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ ॥
যস্ত বর্ণাশ্রমাচারো গলিতঃ স্বাঅদর্শনাৎ ।
স বর্ণানাশ্রমান্ সর্বানতীত্য স্বাঅনি স্থিতঃ ॥
—হৃদসংহিতা, মুক্তিধণ্ড
- গুন্ম গুদন্ দর্ গুন্ম গুদা দীনয়ে মন্ অস্ত্ ॥
অব্যক্তে লীন হওয়াই আমার ধর্ম ॥
—সমশ্রুতব্রহ্ম

মন

- ১। ভবচিত্তং বাত ইব ব্রজীমান্ ।
—ঋগ্বেদ
- তব চিত্তং মনঃ
—সায়ণভাষ্য
- মন—আদি-চতুর্ভিঃ করণৈরাত্মা শব্দাদিবিষয়ান্ সঙ্কল্পাদি-
ধর্মান্ যদা করোতি তদা মনোময়কোষঃ ॥
—সর্বোপনিষৎসার

কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি হ্রীর্ধী
ভীর্ধী রিত্যেতৎ সর্বং মন এবৈতি ॥ —বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

২। অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ । অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে
তস্ম যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতু স্তং পুরীষং ভবতি । যো মধ্যম স্তন্মাসঃ
যোহর্নিষ্ঠস্তন্মনঃ ॥ —ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩। পুরুষস্য কত্বভূভোক্তৃস্বখত্বঃখাদিলক্ষণশ্চিহ্নধর্মঃ ক্লেশ
রূপত্বাদ্বন্ধো ভবতি তন্নিরোধনং জীবনুক্তি । —মুক্তিকোপনিষৎ

মনসোহভ্যুদয়ো নাশো মনোনাশো মহোদয়ঃ ॥

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥ —ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্ঠতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥

—কঠোপনিষৎ

৪। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি । —ঐতরেয়োপনিষৎ

সোহিকাময়ত বহুশ্চাং প্রজায়েয়েতি ॥ —তৈত্তিরীয় উপনিষৎ

৫। মনঃ সৃজতি বৈদেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ ।

তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবন্ত্য সঃসৃতিঃ ॥ —ভাগবত

উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্ ॥ —মধুসংহিতা

মনসঃ স্বরূপস্য সদসত্বাত্ম্যং বিশেষাৎ । —জীবনুক্ত বিবেক

মহদাখ্যাত্ম্যং কার্য্যং তন্মনঃ । চরমোহঙ্কারঃ । তৎকার্য্যত্ব-

মুক্তরেশাম্ ।

—সাংখ্যদশন

মায়াময়োহপ্যচেতাগুণকরণগণঃ করোতি কর্ম্মাণি ।

তদধিষ্ঠাতা দেহী সচেতনোহপি ন করোতি কিঞ্চিৎ ॥

—পরমার্থদার

আহার

- ১। আয়ুঃ-স্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবৰ্দ্ধনাঃ ।
রস্ভাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃতা আহাৰাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥
- ২। কটু-লবণাতুষ্ণ তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ ।
আহাৰা রাজসস্তেষ্ঠা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥
- ৩। যাতযামং গতরসং পুতিপর্যুষিতঞ্চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥

—ভগবদ্গীতা-

- ৪। বায়ু পৰ্ণ-কণা-তোয়-ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশু-পক্ষিজলেচরাঃ ॥

—মহানিৰ্দ্ধণতন্ত্র

- ৫। যজ্ঞার্থং ব্রহ্মণৈৰ্বধ্যাঃ প্রশস্তা যুগ-পক্ষিণঃ ।
ভৃত্যানাঞ্চৈব বৃত্ত্যর্থমগস্ত্যোহাচরণং পুরা ॥
বভূবুর্হি পুরোডাশা ভক্ষ্যাণাং যুগ-পক্ষিণাম্ ।
পুরাণেষ্বাপি যজ্ঞেষু ব্রহ্ম-ক্ষত্র-সর্বেষু চ ॥

—মহুসংহিতা

- ৬। হগস্তো বর্ষ সাহস্রিকে সত্রে যুগয়াং চকার ।
তস্ত্রাসংস্কৃত্য রসাময়া পুরোডাশা যুগপক্ষিণাম্
প্রশস্তানামপি হন্নম্ ॥

—বশিষ্ঠসংহিতা

- ৭। সৌধাতকিঃ—তেন পরাপতিতেনৈব সা বরাটিকা কল্যাণিকা
মড়মড়ায়িতা ॥

—উত্তররামচরিত

বরাটিকা কল্যাণিকা---নবপ্রসূতা বৎসতরী। বরাটিকা—
সামাশ্রা, নবপ্রসূতেত্যর্থঃ। কল্যাণিকা—বৎসতরী। কল্যাণী
মাস পর্ণী গৌরিত্তি রাজনির্ঘণ্টঃ। হ্রস্বার্থেক প্রত্যয়ঃ (টিকা) ঐ

ভাগ্যায়নঃ—সমাংসো মধুপর্ক ইত্যায়ানং বহুমন্ত্যমানাঃ শ্রোত্রিয়ানা-
ভাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষং বা নিকর্বপন্তি গৃহমেধিনঃ জ-
হি ধর্মমূত্রকারাঃ সমামনন্তি ॥

—উত্তররামচরিত

৮। পাঠীন রোহিত-রাজীব-সিংহতুণ্ড-শকুল-বর্জ্য সর্বমৎস্য-
মাংসাশনে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ॥ তিত্তিরি-কপিঞ্জল-লাবক-বর্তিকা-
নয়ুর-বর্জ্য সর্বপক্ষিমাংসাশনে চাহোরাত্রম্ ॥

—বিষ্ণুসংহিতা

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাঃ গোধা-কচ্ছপসল্লকাঃ ।
শশশ্চ মৎস্যেষুপি হি সিংহতুণ্ডক-রোহিতাঃ ।
তথা পাঠীন-রাজীব-সশঙ্কশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥

—বাজবল্যসংহিতা

সুরান্নমত্ৰপানেন গোমাংসভক্ষণে কৃতে ।
তপ্তকুচ্ছ্রচ্চরেদ্বিপ্রস্তম্ভপাপন্ত প্রণশ্যতি ॥

—ষমসংহিতা

নাশ্নায়াদ্ ব্রাহ্মণো মাংসমনিয়ুক্তঃ কথঞ্চন ।
ক্ৰতো শ্রাদ্ধে নিযুক্তো বা অনশ্নন্ পততি দ্বিজঃ ॥
যুগয়োপার্জিতং মাংসমভর্জ্য পিতৃদেবতাঃ ।
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশোনাং তৎ ক্রীত্বা বৈশ্যোহপি ধর্মতঃ ॥

—ব্যাসসংহিতা

অনুচো মানবো জ্ঞেয় এণঃ কৃষ্ণমৃগঃ স্মৃতঃ ॥
রুরুর্গৌরমৃগঃ প্রোক্তঃ স্তম্বলঃ শোণ উচ্যতে ।
গৌর্বিশিষ্টতয়া বিপ্রৈর্বেদেষুপি নিগত্বতে ॥

*

*

*

সপ্ত তাবন্ মূর্দ্ধন্যানি তথা স্তনচতুষ্টয়ম্ ।
নাভিঃ শ্রোণিরপানঞ্চ গো স্ত্রোতাংসি চতুর্দশ ।
চরিতার্থা শ্রুতিঃ কার্য্যা যস্মাদপ্যনুকল্পশঃ ॥

অতোহষ্টর্চেন হোমঃ স্বাচ্ছাগপক্ষে চরাবপি
 তাবতঃ পায়সান্ পিণ্ডান্ পশ্বভাবেহপি কারয়েৎ ।

—কাত্যায়ন-সংহিতা

- ৯ । প্রাণস্থান্ন-মিদং সর্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ ।
 স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্বং প্রাণস্য ভোজনম্ ॥
 চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রীণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ ।
 অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ ॥
 ক্রীত্বা স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃতমেব বা ।
 দেবান্ পিতৃংশ্চার্চয়িত্বা খাদন্মাংসং ন দ্রুশ্যতি ॥
 যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ।
 যজ্ঞোহস্য ভূতৈ্য সর্বস্য তস্মাদ্যজ্ঞে বধোহবধঃ ॥

—মহুসংহিতা

- ১০ । হবিষ্যমৎস্রমাংসৈস্তু শশস্য শকুনস্য চ ।
 শৌকরচ্ছাগলৈ রৈগৈ রৌরবৈর্গবয়েন চ ॥
 ঔরভ্রগবৈশ্চ তথা মাসবৃদ্ধ্যা পিতামহাঃ ।
 প্রযান্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্তু নিত্যঃ বাঙ্গৌণসামিধৈঃ ॥
 খড়্গমাংসমতীবাত্র কালশাকং তথা মধু ।
 শস্তানি কৰ্ম্মণ্যত্যন্ততৃপ্তিদানি নরেশ্বর ॥

—বিষ্ণুপুরাণ

কৃষ্ণগ্রীবো রক্তশিরাঃ শ্বেতপক্ষো বিহঙ্গমঃ ।
 স বৈ বা ঙ্গৌণসঃ প্রোক্ত ইত্যেসা নৈগমী শ্রুতিঃ ॥

—শ্রীধরস্বামীর টীকা

শশকঃ শলাকো গোধা সমেধা মৎস্যকচ্ছপৌ ।

তদ্বদ্বিদলকাদীনি ভোজ্যানি মনুরব্রবীৎ ॥

—মহাবাহন পুরাণ

তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্ধর্ষোদরভাজনঃ ।

সর্বভক্ষোহপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ ॥

—ভাগবত

ভাণ্ডায়নঃ—সমাংসো মধুপৰ্ক ইত্যায়ানং বহুমন্ত্যমানাঃ শ্রোত্রিয়ান্না-
ভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষং বা নিকৰ্বপন্তি গৃহমেধিনঃ জ-
হি ধৰ্ম্মমূত্রকারাঃ সমামনন্তি ॥

—উত্তররামচরিত

৮। পাঠীন রোহিত-রাজীব-সিংহতুণ্ড-শকুল-বর্জং সৰ্ববৎস-
মাংসাশনে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ॥ তিত্তিরি-কপিঞ্জল-লাবক-বৰ্জিকা-
ময়ূর-বর্জং সৰ্বপক্ষিমাংসাশনে চাহোরাত্রম্ ॥

—বিষ্ণুসংহিতা

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাঃ গোধা-কচ্ছপসল্লকাঃ ।
শশশ্চ মৎস্তেষুপি হি সিংহতুণ্ডক-রোহিতাঃ ।
তথা পাঠীন-রাজীব-সশঙ্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥

—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

সুরান্নমত্ৰপানেন গোমাংসভক্ষণে কৃতে ।
তপ্তকৃচ্ছ্চরেদ্বিপ্রস্তংপাপন্ত প্রণশ্যতি ॥

—যশসংহিতা

নাশ্নায়াদ্ ব্রাহ্মণো মাংসমনিযুক্তঃ কথঞ্চন ।
ক্রেতৌ শ্রাদ্ধে নিযুক্তো বা অনশ্নন্ পততি দ্বিজঃ ॥
মৃগয়োপার্জিতং মাংসমভর্জ্য পিতৃদেবতাঃ ।
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশোনাং তৎ ক্রীড়া বৈশ্যোহপি ধৰ্ম্মতঃ ॥

—ব্যাসসংহিতা

অনুচো মানবো জ্ঞেয় এণঃ কৃষ্ণমৃগঃ স্মৃতঃ ॥
রুরু গোঁরনৃগঃ প্রোক্তঃ স্তম্বলঃ শোণ উচ্যতে ।
গোঁর্বিশিষ্টতয়া বিপ্রৈর্বেদেষুপি নিগততে ॥

*

*

*

সপ্ত তাবন্ মূর্দ্ধস্থানি তথা স্তনচতুষ্টয়ম্ ।
নাভিঃ শ্রোণিরপানঞ্চ গো স্ত্রোতাংসি চতুর্দশ ।
চরিতার্থা শ্রুতিঃ কার্য্যা যস্মাদপ্যনুকল্পশঃ ॥

অতোহষ্টর্চেন হোমঃ স্বাচ্ছাগপক্ষে চরাবপি
তাবতঃ পায়সান্ পিণ্ডান্ পশ্বভাবেহপি কারয়েৎ ।

—কাত্যায়ন-সংহিতা

- ৯। প্রাণস্থান্ন-মিদং সর্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ ।
স্বাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্বং প্রাণস্য ভোজনম্ ॥
চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রীণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ ॥
ক্রীড়া স্বয়ং বাপ্যুৎপাত্ত পরোপকৃতমেব বা ।
দেবান্ পিতৃশ্চার্চয়িত্বা খাদন্মাংসং ন হৃষ্যতি ॥
যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ন্তুবা ।
যজ্ঞোহস্য ভূতৈ সর্বস্য তস্মাদ্যজ্ঞে বধোহবধঃ ॥

—মনুসংহিতা

- ১০। হবিষ্যমৎস্রমাঃসৈশ্চ শশস্য শকুনস্য চ ।
শৌকরচ্ছাগলৈ রৈণৈ রৌরবৈর্গবয়েন চ ॥
ঔরভ্রগবৈশ্চ তথা মাসবৃদ্ধ্যা পিতামহাঃ ।
প্রযান্তি তৃপ্তিঃ মাঃসৈশ্চ নিত্যঃ বাঙ্গণসামিশৈঃ ॥
খড়গমাংসমতীবাত্র কালশাকং তথা মধু ।
শস্তানি কৰ্ম্মণ্যত্যন্ততৃপ্তিদানি নরেশ্বর ॥

—বিষ্ণুপুরাণ

কৃষ্ণগ্রীবো রক্তশিরাঃ শ্বেতপক্ষো বিহঙ্গমঃ ।
স বৈ বা ঙ্গীণসঃ প্রোক্ত ইত্যেমা নৈগমী ঋতিঃ ॥

—শ্রীধরস্বামীর টীকা

শশকঃ শলাকো গোধা সমেধা মৎস্যকচ্ছপৌ ।
তদ্বদ্বিদলকাদীনি ভোজ্যানি মনুরব্রবীৎ ॥

—মহাবাহন পুরাণ

তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্দ্ধবোদরভাজনঃ ।
সর্বভক্ষোহপি যুক্তাত্মা নাদন্তে মলমগ্নিবৎ ॥

—ভাগবত

নান্তা দ্ব্যতদন্নতান্ প্রাণিনোহহন্তহন্তপি ।
 ধাত্রেব সৃষ্টাহ্যাছাশ্চ প্রাণিনোহন্তার এবচ ॥
 মধুপর্কে চ যজ্ঞেচ পিতৃদৈবতকর্ষণি ।
 অত্রৈব পশবো হিংস্তা নাশ্যত্রেত্যত্রবীক্ষমুঃ ॥

—মহুসংহিতা

সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্তারগ্যা ইতি গবাদয়োহপক্ষিণশ্চতুষ্পা-
 জ্জাতিবচনপশুশব্দঃ মধুপর্কব্যাখ্যাতঃ, তত্র গোবধো বিহিতঃ ॥
 * * ইত্যাত্যেথ্যেষ্টিঃ ব্রাহ্মণঃ গোবধো মধুপর্কবিধাবুক্তো
 গোম্নোহতিথিরিতি । যতোহস্তি মধুপর্কে দধিদানং মাংসভোজ-
 নাদি দানঞ্চ ॥

—মহুসংহিতাতাষ্মে মেধাতিথি

১১ । অশ্বাশ্বতরগোখরৌষ্ট্রবস্তোরভ্রমেদঃ পুচ্ছকপ্রভৃতয়ো গ্রাম্যাঃ ॥
 গ্রাম্যা বাতহরাঃ সর্বে বৃংহণাঃ কফপিত্তলাঃ ।
 মধুরা রসপাকাভ্যা দীপনা বলবর্দ্ধনাঃ ॥
 বৃংহণঃ কুক্কটো বগ্ন স্তদ্বদ্গ্রাম্যো গুরুস্ত সঃ ।
 বাত্রোগক্ষয়বমি বিষমজ্বরনাশনঃ ॥

—স্বত্রস্থানম্ সুশ্রুতসংহিতা

মাংসং বৃংহণীয়ানাং । কুক্কটো বল্যানাং । নত্ররেতো বৃশ্চাণাঃ ।
 স্নেহনং বৃংহণং বৃশ্চ্যং শ্রমঘ্নমলিনাপহম্ ।
 বরাহপিণ্ডিতং বল্যং রোচনং শ্বেদনং গুরু ॥
 বল্যো বাতহরো বৃশ্চ্যশ্চক্ষুশ্চো বলবর্দ্ধনঃ ।
 মেধাস্থিতিকরঃ পথ্যঃ শোষণ কূর্ম উচ্যতে ॥
 গব্যং কেবলবাতেষু পীনসে বিষমজ্বরে ।
 শুষ্ককাসশ্রমাত্যগ্নিমাংসক্ষয়হিতঞ্চ যৎ ॥

স্নিক্কাঞ্চমধুরং বৃষ্যং মাহিষদুরুবৃহণম্ ।
 দাৰ্ঢ্যং বৃহত্তমুৎসাহং স্বপ্নঞ্চ জনয়ত্যতি ॥
 ধার্ত্তরাষ্ট্রচকোরাণাং দক্ষাণাং শিখিনামপি ।
 চটকানাঞ্চ যানি সূর্যগুণিচ হিতানিচ ॥
 শরীরবৃহণে নাত্যদাত্যং মাংসাদ্বিশিষ্যতে ! ॥

—চরকসংহিতা

১২। স য এবং বিদ্বান্নাংসমুপসিচ্যোপহরতি ॥

—অথর্কবেদ

বিদ্বান্ অতিথিকে মাংস দিবে ॥

এতদ্বা উ স্বাদীয়ো যদধিগবং ক্ষীরং বা মাংসং বা তদেব
 নান্দ্রীয়াৎ ॥ যজ্ঞে ব্রতী যজমান এ সকল ভক্ষণ করিবেন না ॥

অপূপবান্ মাংসবাংচরুরেহসৌদতু । লোককৃতঃ পথিকৃতো-
 যজামহে যে দেবানাং হৃতভাগাদহস্ব ॥

—অথর্কবেদ

বায়ব্যাং শ্বেতচ্ছাগলমালভেত বায়ুবাগে । পশুনা রুদ্ভং
 যজ্ঞে । অগ্নিবোমীয়ং পশুমালভেত ॥

—যজুর্বেদ

যং তে মনুং যমোদনং যন্মাংসং নিপৃণামি তে তে তে সন্ত-
 স্বধাবন্তো মধুমন্তো যতশ্চুতঃ ॥

—অথর্কবেদ

যে মধ্যমাঃ স্যু স্তামগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালং
 কুর্ঘ্যাৎ । পত্নী যজমানবেদবেদী বর্হিষূপাজ্যপশ্বৃ ত্বিগাত্তনুক্রমনাৎ ॥
 —তৈত্তিরীয় আরণ্যক

ছাগশ্চ বপায়া মেদসোহনুক্রহি ॥

—যজুর্বেদ

১৩। অহিংসনং সর্বভূতান্যত্র তীর্থেভ্যঃ ।

—হন্দোগ্যোপনিষৎ

অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ তীর্থ নামং শাস্ত্রানুজ্ঞাবিষয় স্ততোহন্যত্রেত্যর্থঃ ॥

—শাঙ্করভাষ্য

১৩ক। এষ ছাগঃ পুরো অশ্বেন বাজিনা পুষ্পে ভাগ্যো নো যতে
বিশ্বদেব্যঃ অভিপ্রিয়ং যৎ পুরোডাশমব্বতা ত্বষ্টেদেবং সৌশবনায়
জিহ্বন্তি ॥

—যজুর্বেদ

মরুতাং স্বন্ধা বিশ্বেষাং বেদানাং প্রথমা কীকসা রুদ্রানাং
দ্বিতীয়াদিত্যানাং তৃতীয়া বায়োঃ পুচ্ছমগ্নাবোময়োভাসদৌ
ত্রুক্ষৌ শ্রোণিভ্যামিত্রাবৃহস্পতী উরুভ্যাং মিত্রাবরুণা বন্নাভ্যা-
মাক্রমণং স্থুরাভ্যাং বলং কুষ্ঠাভ্যাম ॥

—যজুর্বেদ

পৃষ্ঠবাহো বিরাজ উন্নাগো বৃহত্যা ঋষভাঃ কুকুমেনডাহঃ
পাক্ত্যৈ ধেনবোহতিচ্ছ কৃষ্ণগ্রীবা আগ্নেয়া বভ্রবঃ সৌমা উপধস্তাঃ
সাবিত্রা বৎসতর্য্যঃ সারস্বত্যঃ শ্যামা পৌষ্কপৃশ্নয়ো মারুতা বহুরূপা
বৈশ্বদেবা বশা ছাব্যাপৃথিবীয়াঃ ॥

বসন্তায় কপিগুলানালভতে । মিত্রায় মৎস্তান্ । সোমায়
হংসানালভতে । বায়বে বলকে মিত্রায় মদগূণ । বরুণায় চক্র-
বাকান্ । অগ্নয়ে কুটরুনালভতে । বরুণাভ্যাং কপোতান্ ।

—যজুর্বেদ

১৩খ। সন্মিশ্রো অরুণো ভুবঃ সুপস্থাভির্ন ধেনুভিঃ সীদং ছ্যোনোন
যোনিমা ॥

—সামবেদ

ধেনুভিঃ গোভিঃ গোবিকারৈঃ পয়োভিরিত্যর্থঃ ॥

—সায়ণভাষ্য

সবাজ্যক্ষাঃ সহস্ররেতা অস্তিম্বজানো গোভিঃ শ্রোণানঃ ।

—সামবেদ সায়ণভাষ্য

গোভিঃ গোবিকারৈঃ ক্ষিরাদিভিঃ ।

ইমং তং শুক্রং মধুমন্তুমিন্দুং সোমং বাজানমিহ ভক্ষয়ামি ॥

যদত্র রিপুং রসিনঃ স্মৃতস্ত যদিহ্রো অপবচ্ছটীভিঃ ।
অহং তদস্ত মনসা শিবেন সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি ॥

—যজুর্বেদ-

১৪ । যজ্ঞায় জগ্নিস্মাংসস্তোষ দৈবো বিধিঃ স্মৃতঃ ।

—যজুর্বেদ-

ষট্শতানি নিযুজ্যন্তে পশুনাং মধ্যমেহনি ।
অশ্বমেধস্ত যজ্ঞস্ত নবভিচ্চাধিকানিচ ॥

—যজুর্ভাষ্যে মহীধরবৃত্ত বচন-

যস্মিন্স্থানস ঋষভাস উক্লগো বশা মেঘা অবসৃষ্টাস আহতাঃ
কৌলালপে সোমপৃষ্টায় বেধসে হৃদামতিং জনয় চারুমগ্নয়ে ॥

—যজুর্বেদ-

১৫ । নিযুক্তা স্তত্র পশব স্তত্ত্বদ্দিগ্য় দৈবতম্ ।
উরগাঃ পক্ষিণশ্চৈব যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ ॥
শামিত্রে তু হয়স্তত্র তথা জলচরাশ্চ যে ।
ঋত্বিগ্ভিঃ সর্বমেবৈতন্নিযুক্তং শাস্ত্রতস্তদা ॥
পশুনাং ত্রিশতং তত্র যুপেষু নিয়তং তদা ।
অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্ত হ ॥
কৌশল্যাং তং হয়ং তত্র পরিচর্য্য সমন্ততঃ ।
কুপাণৈর্বিবশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা ॥

—আদিকাণ্ড, রামায়ণ-

১৬ । ততো নিযুক্তাঃ পশবো যথা শাস্ত্রং মনীষিভিঃ ।
তং তং দেবং সমুদ্दिগ্য় পক্ষিণঃ পশবশ্চ যে ॥
ঋষভাঃ শাস্ত্রপঠিতা স্তথা জলচরাশ্চ যে ।
সর্বাংস্তানভ্যযুঞ্জ্যন্তে যত্রাগ্নিচয় কৰ্ম্মণি ॥
যুপেষু নিযতা চাসীং পশুনাং ত্রিশতী তথা ।

অপরিহা পশুনত্বান্ বিধিবদ্ভুজসত্তমাঃ ।
তং তুরঙ্গং যথাশাস্ত্রমালভন্ত দ্বিজাতয়ঃ ॥

— অশ্বমেধপর্ব, মহাভারত

১৭। “তস্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্মা ধীমতঃ ।”
উপানয়ত ধর্ম্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং ততঃ ॥

— অযোধ্যাকাণ্ড

১৮। আজৈশ্চাবিকবারাহৈ নিষ্ঠান-রসসঞ্চয়ৈঃ ।
ফলনিযু্যহসংসিদ্ধৈঃ সূপৈর্গন্ধরসান্বিতৈঃ ॥
বাপ্যো মৈরেষপূর্ণাশ্চ মৃষ্টমাংসচয়ৈর্ধৃতৈঃ ।
প্রতপ্তপৈঠরৈশ্চাপি মার্গামায়ুর-কৌকুটৈঃ ॥
মাংসানিচ স্নুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছতি ॥

— অযোধ্যাকাণ্ড

১৯। “সলক্ষণং কৃষ্ণমৃগং হত্বা মেধ্যং প্রতাপবান্ ।
অথ চিক্ষেপ সৌমিত্রিঃ সমিদ্ধে জাতবেদসি ॥
ততু পকং সমাস্ত্রায় নিষ্টপ্তং হিন্নশোণিতম্ ॥”
“মৃগং হত্বানয়র্ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণেহ শুভক্ষণে ॥”
“ক্ৰোশমাত্রং ততো গত্বা ভাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ।
বহুন্ মেধ্যান্ মৃগাণ্ হত্বা চেরতুর্ধমুনাবনে ॥”
“আগমিষ্যতি মে ভর্তা বত্সমাদায় পুঙ্কলম্ ।
রুরান্ গোধান্ বরাহাংশ্চ হত্বাদায়ামিষং বহু ॥”
“নিহত্য পৃথতঞ্চাত্তং মাংসমাদয় রাঘবঃ ॥”

— অরণ্যাকাণ্ড, রামায়ণ

২০। তস্মিন্ গাং মধুপর্কঞ্চাপ্যুদকঞ্চ জনার্দনে ॥

— উত্তোগপর্ব

২১। রুরান্ কৃষ্ণমৃগাংশ্চৈব মেধাংস্থান্ বনেচরান্ ।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি স্নাতকানাং মহাত্মনাম্

ব্রাহ্মণানাং নিবেদ্যাগ্রমভূঞ্জন পুরুষৰ্ষভাঃ ।

—বনপৰ্ব, মহাভারত

২২। পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ অৰ্ঘ্যং গাঞ্চ বিধানতঃ ।

পিতামহায় কৃষ্ণায় তদর্হায়-শ্রবেদয়ৎ ॥

—আদিপৰ্ব, মহাভারত

২৩। ‘পশৌ চ লিঙ্গদর্শনাৎ’ । ‘ছাগোবা মন্তবর্ণাৎ’ । ‘মাংসন্ত

সবনিয়ানাং চোদনাবিশেষাৎ’ ॥ ‘এ্যঙ্গৈর্বা শরবদ্বিকারঃ স্রাৎ’ ।

“এ্যঙ্গৈঃ স্থিষ্টকৃতং যজতি” ঋতিঃ ॥ হৃদয়াদিভ্য একাদশভ্যোহন্থানি

ত্রীণাঙ্গানি স্থিষ্টকৃতে সমায়ান্তে ॥ দক্ষিণোহসঃ সব্যাশ্রোণিঃ

গুদং তৃতীয়ং ইতি সৌবিষ্টকৃতানি ॥ (ভাষ্য) একথেত্যেক-

সংযোগাদভ্যাসেনাভিধানং স্রাৎ । “একথা গাঃ পায়য়তি” ঋতিঃ ।

অথচ একথাহস্রম্ভচমাচ্ছ্যতাৎ ইতি হিন্দীত্যাৎ ॥ পশ্বনেকত্বে-

হপি ত্রুণংপাটনৈশ্চককানীনত্বং বহুপুরুষকর্তৃকস্র যটতে ইতি-

প্রাপ্তে ততঃ প্রতিপশুং সকৃদ্বমভিধাতুং “একথা” ইত্যয়ং মন্ত

অভ্যসিতব্যঃ ॥

—পূর্বমীমাংসা

২৪। অশুদ্ধমিতিচেন্ন শব্দাৎ ॥

—বেদান্তদর্শন

২৫। স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শুক্লো জায়েত বেদমনুক্রবীত
সর্বমায়ুরিষাদিতি ক্লীরোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষন্তমশ্বীয়াতামীশ্বরৌ
জনয়িতবৈ ॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে কপিলঃ পিঙ্গনো জায়েত দ্বৌ

বেদাবনুক্রবীত সৰ্ব্বমায়ুরিয়াদিতি দধ্যৌদনং পাচয়িত্বা সৰ্পিগ্নন্তু
মশ্মীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত ত্রীন
বেদাননুক্রবীত সৰ্ব্বমায়ুরিয়াদিত্যদৌদনং পাচয়িত্বা সৰ্পিগ্নন্তু
মশ্মীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিজিগীথঃ সমিতংগমঃ
শুশ্রূষিতাঃ বাচং ভাষিতা জায়েত সৰ্বান্ বেদাননুক্রবীত সৰ্ব-
মায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সৰ্পিগ্নন্তুমশ্মীয়াতামীশ্বরৌ
জনয়িতরা ঔক্ষেণ বা ঋষভেণ বা ॥

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

২৬। মাংসৌদনং মাংসমিশ্রৌদনং তন্মাংসনিয়মার্থমাহ ঔক্ষেণ বা
মাংসেন উক্সা সেচনসমর্থঃ পুঙ্গবস্তদীয়ং মাসম্ ঋষভ
স্ততোহপ্যধিকবয়স্তদীয়মার্বভঃ মাংসম্ ॥

—শাঙ্করভাষ্য

২৭। বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধংমালাং-রসান্ ত্রিয়ঃ ।

অভ্যঙ্গমগ্জনকাক্ষৌ রূপাণিচ্ছত্রধারণম্ ॥

—মনুসংহিতা

যথা মাংসং যথাহন্ধ অধিবেদনে । যথা পুংসো বৃষণ্যতঃ ত্রিয়াঃ
নিহন্ততে মনঃ ॥

—অথর্ববেদ

২৮। ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ।
অজো নিত্যঃ শাস্ততোহয়ং পুরাণো ন হন্ততে হন্তমান শরীরে ॥
হস্তা চেন্নহন্ততে হস্তং হতশ্চেন্নহন্ততে হতম্ ।

—কাঠকোপনিষৎ

উৰ্ত্তৌ তৌ ন বিজানীতো নায়াং হস্তি ন্ হন্ততে ॥

নৈনং হিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।

নর্চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

—ভগবদ্গীতা

২৯। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ক্রবা স্মৃতিঃ স্মৃতিভ্যে
সর্বগ্রন্থীনং বিপ্রমোক্ষঃ ॥

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

বিষয়োপলব্ধিক্রমশ্চ বিজ্ঞানশ্চ শুদ্ধিঃ আহারশুদ্ধিঃ ।

রাগদ্বৈষমোহদোষৈরসংসৃষ্টবিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ ।

—শাঙ্কবভাষ্য

ইন্দ্রিয়ৈবিষয়ানামাহরণং গ্রহণমাহারঃ ॥

—নিরুক্ত

আমিষং বিষয়াঃ তদভিলাষ-রাহিত্যং নিরামিষং আমিষবর্জিতং

বা ।

—দেবলভাষ্য

৩০। বিপ্রান্নং স্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্ ।

দেশং কালং তথা পাত্রমশ্লীয়াদবিচারয়ন্ ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র

“চতুৰ্ণ বর্ণেষু ভৈক্ষচর্য্যং চরেৎ” যথালভমশ্লীয়াৎ প্রাণ-
সন্ধারণার্থম্ ॥

—কণ্ঠশ্রুত্য়ুপনিষৎ

ন হবা এবং বিদি কিঞ্চিনান্নং ভবতি ইতি । ন হবা
অস্তান্নং জঙ্কং ভবতি নান্নং প্রতিগৃহীতং ইতি ॥ কিমন্নম্
কিং মে বাস ইতি—যদিদং কিঞ্চাশ্চ ভ্য আকুমিভ্য আকীট-
পতঙ্গেভ্যস্তত্তেহন্নম্ ॥

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

স হোবাচ কিং মেহন্নং ভবিষ্যতি ইতি যৎকিঞ্চিদিদমাশ্চ ভ্য
আশকুনিভ্য ইতি হোচুঃ ॥

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩১। অহমন্নম্ অহমন্নম্ অহমন্নম্ । অহমন্নাদো অহমন্নাদো অহমন্নাদঃ ॥

—তৈত্তিরীয় আরণ্যক

যস্ম ব্রহ্মচ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনং ।

মৃত্যুর্যশ্চোপসেচনং ক ইথা বেদ যত্র সং ॥

—কঠবল্লী উপনিষৎ

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥

—বেদাস্তদর্শন

পুনর্জন্ম

১। অস্মনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্
পুনর্মনঃ পুনরায়ুম্ আগন্ পুনঃ প্রাণঃ ॥

—ঋগ্বেদ

পুনরাত্মা আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রম্ আগন্ ।
বৈশ্বানরো অদন্ধস্তনুপা অগ্নিনঃ পাতু হরিতাদবভাৎ ॥

—যজুর্বেদ

অয়ো ধর্ম্মাণি প্রথমঃ স সদা ততো বপুংষি কৃণবে পুরুণি ।
ধাস্ম্যযোনিং প্রথম আবিবেশাযো বাচমত্নুদিতাং চিক্রেত ॥

—অথর্ববেদ

২। অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ ॥

—সাংখ্যদর্শন

৩। অভিব্যক্তৌ চাভিভবাৎ ॥

—জ্ঞানদর্শন

অতিদূরাৎ সামিপ্যাদিত্রিয়বাধান্মনোহনবস্থানাৎ
সৌক্ষ্মাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাক্ষ ॥

—সাংখ্যকারিকা

৪। উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাস্থিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥

—ভগবদ্গীতা

৫। নামরূপবিনির্মুক্তং যস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে জগৎ ।
তমাত্মঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকেহপরে ত্বণন্ ॥

—সাংখ্যসার

৬। ন বিনাভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনিবৃত্তিঃ

—সাংখ্যকারিকা

নাশরীরস্থাত্মনো ভোগঃ কশ্চিদস্তীতি ॥

—জ্ঞানভাষ্যে বাৎস্তায়ন

৭। স্বরসবাহী বিদোষহপি তথাহভিরূঢ়োহভিনিবেশঃ ॥

—পাতঞ্জলদর্শন

পূর্বাভ্যাস্তম্ভতানুবন্ধাৎ জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ ।

প্রেত্যাহার্যভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ ॥ —স্মারদর্শন

সতি মূলে তর্দ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ।

—পাতঞ্জলদর্শন

৮। পিতৃভুক্তান্জাদবীৰ্য্যাজ্জাতোহনেনৈব বর্ধতে ॥

—পঞ্চদশী

৮(ক)। মাতাপিতৃজং স্তুলং প্রায়শ ইতরন্নতথা । —সাংখ্যদর্শন

অতো বৈ খলু দুর্নিম্প্পতরং যো যোহন্নমন্তি যো রেতঃ
সিঞ্চ ত তদ্ব্যয় এর ভবতি ॥ —হান্দোগ্যোপনিষৎ

৯। মৃতশ্চাহংপুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুরমৃতঃ ॥ —নিরুক্ত

আশাপাশশতৈর্বন্ধা বাসনাভাবধারিণঃ ।

কারাৎ কায়ামুপযন্তি বৃক্ষাদ্ বৃক্ষমিবাণ্ডজাঃ ।

যচ্চিন্তন্তম্ময়োমর্ত্যঃ গৃহ্যমেতৎ সনাতনম্ ॥ —যোগবাশিষ্ঠ

শরীরজৈঃ কস্মদোষৈ র্যতি স্থাবরতাং নরঃ ॥

—মহুসংহিতা

যোনিমন্তে প্রপদন্তে শরীরদ্বার দেহিনঃ ।

স্থানুমন্তে হ্নুসংযন্তি যথাকস্ম যথাক্রমতম্ ॥

—কাঠকোপনিষৎ

বৃক্ষলতোষধিবনস্পতিতৃণবীকৃষাদীনাংপিভোক্তৃভোগায়তনং

পূর্ববৎ ।

—সাংখ্যদর্শন

পূর্বকৃতফলানুবন্ধাত্তুৎপত্তিঃ ।

—স্মারদর্শন

মরণন্ত আদৌ জন্মঃ বিনা ন সম্ভবতি । অতো মরণস্য

জন্মোত্তরং লভ্যতে ॥

—পাতঞ্জলদর্শন

১০। সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ ॥

বহুনি মেব্ভব্যতাতানি জন্মানি তব চার্জুন ॥

—ভগবদ্গীতা

তান্নহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং নেথ পরন্তপ ॥

I too have been a young maiden, a tree, a bird, a mute fish in the sea.—*Empedocles*.

And as his disciples asked him, saying, why then say the scribes that Elias must first come. And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall come and restore all things, but I say unto you that Elias is come already, and they know him not. Then the disciples understood that he spoke unto them of John the Baptist.—*S. Mathews*, Ch. XVII. 10 to 13.

Plato, Pythagoras' Greek Philosophy hold that the souls of the wicked pass into the bodies of animals. Dr. L. Figueirs, Descartes have demonstrated that the human understanding possesses ideas called innate that is to say ideas which we bring with us to our birth.

In the sixth century the Council of Constantinople issued the following: "Whoever shall support the mythical presentation of the pre-existence of the soul and the consequently wonderful opinion of its return let him be an anathema." Thus the Christian doctrine of the pre-existence of the soul received its death-blow in the Western World.

—*Theosophist*, October, 1902.

হৃৎসদ কালিব্ দিদাম্ । মনচু সৰ্ভজাহঃ বর্হা রুইদা অম্ ॥
 আমি সপ্তশত সপ্ততি দেহ দেখিয়াছি তথাপি খেতশ্রম
 দেখিয়া রোদন করি ।

—মৌলানারুম

১১ । ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশন্তি ॥

—ভগবদগীতা

১২ । সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥ নোপমর্দেনাতঃ ।

—বেদান্তদর্শন

১৩ । ন তস্মা প্রাণা উৎক্রমন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ।

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

১৪ । ন জায়তে ন ভ্রিয়তে ক্চিৎ কিঞ্চিৎ কদাচন ।

জগদ্বিবর্তরূপেণ কেবলং ব্রহ্ম জন্ততে ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

কর্ম

১ । কামাস্তদগ্রে সমবর্ততাধিনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ সতো
 বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীয়া কবরো মনীষা ॥

—ঋগ্বেদ

অহঙ্কারঃ কর্তা ন পুরুষঃ ॥

—সাংখ্যদর্শন

২ । নহি কশ্চিৎ ক্রণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।

—ভগবদগীতা

৩। আত্মজ্ঞা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজ্ঞা ভবেৎ কৃতিঃ
কৃতিজ্ঞা ভবেচ্ছেষ্টা চেষ্টাজ্ঞা ভবেৎ ক্রিয়া ॥

—বাক্যদীয় ভর্তৃহরি

৪। তমেতমবিজ্ঞাত্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব
প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারে লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ সর্বাণি চ
শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরাণি প্রাক্ চ তথাভূতাত্মবিজ্ঞানাৎ
প্রবর্তমানং শাস্ত্রমবিজ্ঞাবদ্বিষয়ং নাতিবর্ততে ॥

—শারীরক ভাব্য ভূমিকায় শঙ্কর

৫। মনোহধিকৃতেনায়াত্মসিঞ্জরীরে ॥

—প্রশ্লোপনিষৎ

৬। নেশ্বরাদিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কৰ্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ ॥

—সাংখ্যদর্শন

৭। ধৰ্ম্মং জৈমিনিরতএব ॥ ফলমত উপপত্তেঃ ॥ পতুর-
সামঞ্জস্যং ॥ সন্থকানুপপত্তেঃ চ ॥ অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ চ ॥
অন্তবত্ত্বমসর্বজ্ঞতা বা ॥

—বেদান্তদর্শন

৮। ব্রাহ্মণো যজেতেতাদীনি শাস্ত্রাণি আত্মনি বর্ণাশ্রমবয়ো-
হবস্থাদিবিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্তন্তে ॥

—শারীরকভাষ্য

৯। দর্শনে স্পর্শনে হিত্ব স্বয়ং কেবল রূপতঃ
যন্তিষ্ঠতি সতু ব্রহ্ম ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥

—শঙ্করশ্রুতি

অথ পরিব্রাড্ ববর্ণবাসা মুণ্ডোহপরিগ্রহঃ শুচিরজোহী
ভৈক্ষণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি । স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য ইদমেবাস্তু
তদ্ যজ্ঞোপবীতং য আত্মা ॥

—জাবালে ন্যাপনিষৎ

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্তব্যমাস্তিচেন্ন স তদ্বিৎ ॥

(লৌকিকবৈদিকনিত্যনৈমিত্তিকনিষিদ্ধকাম্যানি সংগৃহ্যন্তে)
আশাস্বরো ন নমস্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দা ন স্তুতির্ন
বষট্কারো যাদৃচ্ছিকো ভবেত্তিষ্ঠুঃ ॥

নাবাহনং ন বিসর্জনং ন মন্ত্রো ন ধ্যানং নোপাসনঞ্চ । যেন
আত্মন্ত্বেবাবস্থীয়তে স এব যোগীচ স এব জ্ঞানীচ ॥ যৎপূর্ণানন্দৈক-
রসবোধং তদ্ব্যাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি ॥

—পরমহংসোপনিষৎ

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থো বা লৌকিকাগ্নীতুদরার্নো সমা
রোপয়েৎ । গায়ত্রীঞ্চ স্বাচার্নো সমবারোপয়েৎ ॥

উপবীতং শিখাং ভূমাবঙ্গু বা বিমুজেৎ ।

—শ্রাৱণেশ্বোপনিষৎ

যো বা এবং ক্রমেন সন্ন্যাসতি যো বা ব্যুত্তিষ্ঠতি কিমস্ত্য
যজ্ঞোপবীতং ক বাস্তু, শিখা, কথং বাস্ত্রোপম্পর্শনমিতি ॥
স যঃ সায়ং প্রাশ্নীয়াৎ সোহস্তাঃ সায়ং হোমঃ যৎ প্রাতঃ সোহয়ং
প্রাতঃ যদর্শে তদর্শে যৎপৌর্ণমাস্ত্রে তৎপৌর্ণমাস্ত্রে যদ্বসন্তে
কেশশ্মশ্রলোমনখানি বাপয়েৎ সোহস্ত্যাগ্নিষ্টোমঃ ।

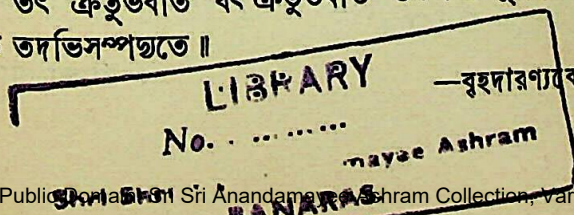
—কণ্ঠশ্রুতাপনিষৎ

১০ । যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহতি ॥

—যজুর্বেদ

১১ । অথ খন্ডাহ্নঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথা কামো
ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে যৎকর্ম
কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে ॥

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ



সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ কামাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ
ব্রতনিয়মধৰ্ম্মাশ্চ সৰ্ব্বৈ সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ ॥

—মহেশ্বতি

১২ । যদাত্মা প্রজ্ঞয়াত্মানং সন্ধতে পরমাত্মনি ।
তেন সন্ধ্যাধ্যানমেব তস্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্ ॥
নিরোদকা ধ্যানসন্ধ্যা বাক্যাক্ৰেশবর্জিতা ।
সন্ধিনী সৰ্বভূতানাং সা সন্ধ্যা হেতুদণ্ডিনাম্ ॥

—ব্রহ্মোপনিষৎ

১৩ । জ্ঞানাগ্নিদম্বকস্মাৎ তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥

—ভগবদ্গীতা

১৪ । মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেবচ ।
অশুদ্ধং কামসঙ্কলং শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্ ॥

—ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ

নৈকস্ম্যেণ ন তস্যার্থ স্তস্যার্থোহস্তি ন কর্ম্মভিঃ ।
ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নিব্বাসনং মনঃ ॥

—মুক্তিকোপনিষৎ

দ্বৌ ক্রমৌ চিন্তনাশস্ত্র যোগং জ্ঞানঞ্চ রাঘব ।
যোগ স্তদ্বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্ ॥

—যোগবাসিষ্ঠ

অবিশেষলোভয়োঃ ॥

—সাংখ্যদর্শন

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হবিষ্তদ্বিক্রিয়াতিশয়যুক্তঃ ।

—সাংখ্যকারিকা

বাহে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা । মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্ ॥

—বিবেকচূড়ামণি

১৫ । ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশস্তি ॥

—ভগবদ্গীতা

তদ্ যথৈহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্য
জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ॥

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

নাশরীরস্তান্নো ভোগঃ কশ্চিদস্তীতি ॥ ত্রায়দর্শনভাষ্যে
বাৎস্তায়ণ । ন বিনাভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনিবৃত্তিঃ ॥

—সাংখ্যকারিকা

সূক্ষ্মাৎ প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥ নোপমর্দেনাতঃ ॥

—বেদান্তদর্শন

১৬ । স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ নরকস্তম উন্নাহো ॥

—ভাগবত

মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্ধ্যয়ঃ ।

—বিষ্ণুপুরাণ

এতেষু হীদং সর্বং বস্তু হিতমেতে হীদং সর্বং বাসয়ন্তে
তদ্যদিদং সর্বং বাসয়ন্তে তস্মাদ্ভব ইতি ॥

—শতপথব্রাহ্মণ

যেনৈব ব্যবহারেণ ব্রহ্মাণ্ডেহস্মিন্ জনাঃ স্থিতাঃ ।

তেনৈবাহন্তেষু তিষ্ঠন্তি সন্নিবেশবিলক্ষণাঃ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

জনস্তপ স্তথা সত্যমিতি চাকৃতকংত্রয়ম্ ।

কৃতাকৃতকয়ো মধ্যে মহল্লোক ইতি শ্রুতিঃ ॥

বড়্ গুণেণ তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে ।

অপূর্ণভাবকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ ॥ —বিষ্ণুপুরাণ

সলিল একো দৃষ্টাহৈবৈতো ভবত্যেব ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড্ভিতি ॥

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

তস্মৈ সপ্তধা প্রাস্তভূমিপ্রজ্ঞা ॥

—পাতঞ্জলদর্শন

অজ্ঞানভূঃ সপ্তপদা জ্ঞভূঃ সপ্তপদৈব হি, তত্র তে সপ্তলোকাঃ
সর্ব এব ব্রহ্মলোকা বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্ত মোক্ষপদে বর্তন্তে, ন
লোকমধ্যে ত্রাস্তা ইত্যেতদ্যোগিনা সাক্ষাৎ কথ্যব্যম্ ॥
অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বेषাভিনিবেশাঃ ক্লেশা ইতি, অতএব স্বসংজ্ঞা-
ভিস্তমোমোহো মহামোহ স্তমিশ্রাস্কতামিশ্র ইতি ।

—যোগদর্শনভাষ্যে ব্যাস

বীজজাগ্রৎ তথাজাগ্রন্মহাজাগ্রৎ তথৈবচ ।
জাগ্রৎস্বপ্ন স্তথা স্বপ্নঃ স্বপ্নজাগ্রৎসুষুপ্তকম্ ॥
ইতি সপ্তবিধো মোহঃ পুনরেব পরম্পরম্ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

১৭। ইষ্টাপূৰ্ণং মন্থমানা বরিষ্ঠং নাত্মশ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ ॥

—যুক্তকোপনিষৎ

১৮। পরীক্ষ্য লোকান্ কৰ্ম্মচিহ্নান্ ব্রাহ্মণো নিৰ্বেদ মায়াভাস্যকৃতঃ
কৃতেন ॥ তদ্বিজ্ঞানার্থং সপ্তরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

—যুক্তকোপনিষৎ

হিত্বা সৰ্বকৰ্ম্মাণি কেবলেহদ্বয়ে ব্রহ্মাণি নিষ্ঠা যন্ত স ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ॥

—শাঙ্করভাষ্য

১৯। প্ৰবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কৰ্ম্ম-
এতচ্ছেয়ো যেহভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি

—যুক্তকোপনিষৎ

২০। ন ক্রিয়াকৃত্যনপেক্ষণাজ্ জ্ঞানবৎ ॥

—শাণ্ডিল্যসূত্র

২১। স্নানং পূজা তিথির্হোমস্তথা মোক্ষময়ী স্থিতি ।

ব্রতোপবাসনিয়মা মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥

ধ্যোয়ো ধ্যানং তথা মন্ত্ৰো দানং খ্যাতির্দিশাসু চ ।

বাপীকুপতড়াগাদিপ্রাসাদারামকল্পনা ॥

যজ্ঞ চান্দ্রায়ণং কুচ্ছং তীর্থানি বিষয়াণি চ ।

দৃশ্যন্তে চ ইমে বিদ্যা ধৰ্ম্মরূপেণ সংস্থিতাঃ ॥

—শিবসংহিতা

২২। কাম্যানি স্বর্গাদৌষ্টাসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনী।
 নিত্যানি অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনী।
 নৈমিত্তিকানি পুত্রজন্মাত্মনুদ্ববন্ধীনী জাতেষ্টাদীনী ॥

—বেদান্তসার:

২৩। বিনা কর্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্লণাক্ষমপি দেহিনঃ।
 অনিচ্ছন্তোহপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্মবায়ুনা ॥

*

*

*

অতো বহুবিধং কর্ম কথিতং সাধনাস্থিতম্।
 প্রবৃত্তয়েহ্নবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ॥
 যাবন্ন ক্লীয়তে কর্ম শুভং বা শুভমেব বা।
 তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাঃ কল্পশৈতরপি ॥
 ন মুক্তির্জপনাক্রোমাদুপবাসশতৈরপি।
 ব্রহ্মবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥
 বালক্রৌড়নবৎ সর্বং রূপ নামাদিকল্পনম্।
 বিহার ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥
 মুচ্ছিতা ধাতুদার্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
 ক্লিষ্টান্তু স্তপসা মূঢ়া পরাং শান্তিং ন যাস্তি তে ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র

২৪। যন্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে স কহিচিৎ।
 জনৈষ্যভিষ্টেষু সএব গোথরঃ ॥

—ভাগবত

অস্তি গাত্ৰাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।

—মহুসংহিতা

২৫। প্রভাবাদ্ভুতাং ভূমেঃ সলিলশ্চৈব তেজসা ।
প্রতিগ্রহাস্থুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা ॥

—স্বন্দপুৰাণ

২৬। ব্রহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নিৰ্মলং সৰ্বকায়িকম্ ।
যেবাং বাক্যোদকে নৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ ॥

—কাশীখণ্ড

ব্রাহ্মণাং পরমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥

—বাসস্থতি

এতেবাং দর্শনস্পর্শাদালাপাং পরিতোষণাং ।
সর্বতীর্থকলাব্যাপ্তিজায়তে মনুজন্মনাম্ ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র

২৭। তীর্থং পরং কিম্ স্বমনো বিমুক্তম্ ॥

—মণিরত্নমালা

গঙ্গাতোয় কৃতস্নানৈর্মৃদারৈশ্চ নগোপমৈঃ ।
আমৃত্যুস্নাতকশ্চৈব ভাবহুষ্ঠো ন শুধ্যতি ॥

—শঙ্কর

তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান্ পাবাণমুন্নয়ান্ ।
যোগিনোনপ্রপত্ত্বন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ ॥

—উত্তরগীতা

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ ।
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং প্রীতিবিরাননে ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহং ।
সর্বভূতদয়া তীর্থং সর্বব্রাহ্মজীবমেব চ ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে ।
ব্রহ্মচর্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা ॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণং তীর্থমুদাহৃতম্ ।
তীর্থানাংপি তন্তীর্থং বিমুক্তির্মনসঃ পরা ।
এতন্তে কথিতং দেবি মানসং তীর্থলক্ষণম্ ॥

—অগস্ত্যস্মৃতি

ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা যত্র তত্র বসেন্নরঃ ।

তত্র তস্মৈ কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা ॥

—পদ্মপুরাণ

২৮ । জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং নহ্যক্রবৈঃ প্রাপ্যতে হি ক্রবন্তঃ ॥

—কাঠকোপনিষৎ

শ্রুতকৃতঃ কৃতেন ॥

—মুক্তকোপনিষৎ

অকৃতপরমাত্মা কৃতেন কৰ্ম্মণা ন লভ্যঃ ॥

—শাঙ্করভাষ্য

২৯ । কার্য্যাকার্য্যে কিমপি সততং নৈব কৰ্ত্তৃভ্রমস্তি ।

নিষ্ট্রেগুণ্যে পথিবিচরতঃ কো বিধি কো নিষেধঃ ॥

—শুকাস্তক

ব্রহ্মাত্মবগতো সত্যং সৰ্ব্বকৰ্ত্তব্যতাহানিঃ কৃতকৃত্যা চ ।

যথা—আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ ॥

কিমিচ্ছন্ কস্মৈ কামায় শরীরমনুসঞ্জয়েৎ ॥

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

অভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ ।

অথ সোহভয়ং গতৌ ভবতি ॥

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

এতং হবাব ন তপতি কিমহং সাধুনা করবম্ কিমহং পাপ-

মকরবমিতি । স য এবং বিদ্বানেতে আত্মনং স্পৃগুতে য

এবং বেদ ॥

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

স ন সাধুনা কৰ্ম্মণা ভূয়ান্ ভবতী, নো এবাহসাধুনা কনীয়ান্

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

হঃখাদ্ হঃখং জলাভিষেকবন্ন জ্যড্য-বিমোকঃ ।

কাম্যেহকাম্যেহপি সাধ্যত্বাবিশেষাৎ ॥

—সাংখ্যদর্শন

উপপন্নশ্চ তদ্বিয়োগঃ কৰ্ম্মক্ষয়োপপত্তেঃ ॥

—শ্রায়দর্শন

ধর্মার্থ-কামমোক্ষাংশচ দ্বিপদাদি-চরাচরম্ ।

মত্তন্তে যোগিনঃ সর্বং মরীচিজলসন্নিভম্ ॥

—অবধূতগীতা

অনন্তং কর্মশোচকং তপোযজ্ঞস্তথৈবচ ।

তীর্থযাত্রাদিগমনং যাবত্তজ্জং ন বিন্দতি ॥

ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ ।

নাপি ধ্যোয়ো নবা ধ্যাতা সর্বং ব্রহ্মোতি জানতঃ ॥

—জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র

যথা বহির্মহাদীপুঃ শুষ্কমাত্রঞ্চ নির্দহেৎ ।

তথা শুভাশুভং কর্ম জ্ঞানান্নির্দহতে ক্ৰণাৎ ॥

—শিবপুরাণ

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ ।

নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্তব্যমস্তিচেন্ন স তত্ত্ববিৎ ॥

—বিষ্ণুপুরাণ

অবিদ্যাচ ক্রিয়াঃ সর্বা বিদ্যা জ্ঞানং প্রচক্ষতে ।

কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে ॥

তস্মাৎ কর্ম ন কুর্বাস্তু যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ।

*

*

*

*

অজ্ঞানমলপূর্ণত্বাৎ পুরাণো মলিনঃ স্মৃত ।

তৎক্ষয়াদৈ ভবেমুক্তির্নান্নতথা কর্মকোটিভিঃ ॥

তাজ ধর্মমধর্মঞ্চ উভে সত্যানুতে ত্যজ ।

উভে সত্যানুতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ ॥

—শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যতত্ত্বচক্ৰ

যথোক্তানুপি কর্ম্মানি পরিহার্য দ্বিজোত্তমঃ ।

আত্মজ্ঞানে শমে চাস্মাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ।

এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ ।

—মহাসংহিতা

নিঃস্তোত্রো নির্নমস্কারঃ পূজ্যপূজাবিবর্জিতঃ ।

ন কুতেনাকুতেনার্থো ন শ্রুতি-স্মৃতি-বিভ্রমৈঃ ॥

—সাংখ্যসার

পূর্ববাস্যসবলাং কার্যো ন লোকো নচ বৈদিকঃ ।

অপুণ্যপাপঃ সর্বাত্মা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

—নারদীরশ্বতি

চক্রভ্রমণবদ্ধ্ তশরীরঃ সংস্কারলেশতন্তুৎসিদ্ধিঃ ।

—সাংখ্যদর্শন

ন তস্য প্রাণা উৎক্রমন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যোতি ।

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

ব্রহ্ম-জ্ঞানাগ্নিনা বিদ্বান্নির্দহেৎ কর্মবন্ধনম্ ॥

—পীঠমালাতন্ত্র

ধর্ম্মাধর্ম্মো সুখদুঃখকল্পনা স্বর্গনরকবাসশচ ।

উৎপত্তি-নিধন-বর্ণাশ্রমা ম সন্তীহ পরমার্থে ।

—পরমার্থসার

নেস্তি দ্রহ্ স্ত অইন্য়েমন অস্ত্ ।

—সমশ্ তব্রহ্ম

দৃশ্যমান পদার্থে অতীন্দ্রিয় চৈতন্যসত্তা দর্শন আমার কর্ম ॥

ভক্তি

১। নবা অরে সর্বস্ব কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত
কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি ।

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

সুখানুশয়ী রাগঃ । দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ।

—পাতঞ্জলদর্শন

প্রিতম্ জান্লেহ মনমাহি । প্রিতমজান্ লেহ মনমাহি ।

আপ্নে সুখমে সব্ জগবান্ধা কো কাহকো নাহি ।

—নানক

২। অপি কীটঃ পতঙ্গো বা ভবেয়ং শঙ্করাজ্জয়া ।

—মহাভারত, অমুশাসনপর্ক

বরং বৃন্দাবনারণ্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহম্ ।

নতু বৈশেষিকীং মূক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন ॥

—বিদ্যোদাদিতরঙ্গিনী

৩। যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাগ্নে সুখমস্তি ॥

—হান্দোগ্যোপনিষৎ

৪। রোদিতি রাধা শ্যাম করি কোড় ।

হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর ॥

—গোবিন্দদাস

দুহু কোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া ॥

—চণ্ডীদাস

৫। বাসুদেব পরংব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ ।

ভুবনানামুপাদানং কর্তা জীব নিয়ামকঃ ॥

—রামানুজদর্শন

৬। তস্মিন্ প্রসঙ্গে কিমিহাস্ত্যলভ্যম্ ॥

—পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনম্ ।

অর্চনং বন্দনং দাস্ত্যং সখ্যমাশ্রয়নিবেদনম্ ॥

—ভাগবত

স্মরণং কীর্তনঞ্চৈব বন্দনং পাদ-সেবনম্ ।

পূজনং সততং ভক্ত্যা পরং স্বাত্ম-নিবেদনম্ ॥

—পঞ্চরাত্ররহস্য

৭। তদর্থং লীলয়া স্বীয়াঃ পঞ্চমূর্ত্তিঃ করোতি বৈ ।

প্রতিমাদিকমর্চ্যাস্মাদতবারাস্ত্র বৈভবাঃ ॥

—রামানুজদর্শন

সএব করুণা সিদ্ধু ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ।

উপাসকানুরোধেন ভজতেমূর্ত্তি-পঞ্চকম্ ॥

—পঞ্চরাত্ররহস্য

৮। মায়া হ্যেবা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশুতি নারদ ॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ক

৯। কলিঃ শয়ানো ভবতি সংজিহানস্ত দ্বাপরঃ ।

উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্বতে চরন্ ॥

—ঐতরেয়ব্রাহ্মণ

৯(ক)। তৎস্পৃহা তদনুভবহেতুকোল্লাসাত্মক-জ্ঞানবিশেষঃ প্রিয়তা ॥

—বট্‌সম্ভর্ভ

ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি জ্ঞানত্বসামান্যং তমেবেতি
বিদ্যেবেতি চ ব্যবদেশঃ ॥ সিদ্ধান্তরত্ন ॥

অন্যভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্মাগ্ধনাবৃতম্ ।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাম্ ।

ভক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে ।

তাবন্তক্তিমুখস্তাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

৯(খ)। কর্মকাণ্ডে জ্ঞানকাণ্ডে, কেবল বিষের ভাণ্ডে,

অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।

নানা যোনি সদা ফেরে, কদর্যা ভক্ষণ করে,

তার গতি অধঃপাতে যায় ॥

যোগী শ্রাসী কর্মী জ্ঞানী অন্তদেবপূজক ধ্যানী

ইহলোকে দূরে পরিহারি ॥

—নরোত্তম দাস

৯(গ)। “নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্বতে ।”

“স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥”

—ভগবদ্গীতা

৯(ঘ) । গোপী কুচালঙ্কৃতস্ত তব গোপেন্দ্র নন্দন ।

দাস্তং যথা ভবেদেবং বুদ্ধিযোগং প্রযচ্ছ মে ॥

—রত্নাগবান্ চন্দ্রিকা

কৃষ্ণপ্রিয়াদাসীভাবং সমাশ্রিতঃ প্রযত্নতঃ ।

তৎপর্য পরমা গতি য়া সদানন্দরূপিণী ॥

—শ্রীবৈদম্ভাবিলাস

পঠতি য ইহ রাত্রৌ নিত্যমব্যগ্রচিত্ত ।

বিমলমতিতসু রাধানীসু সৌখ্যং লভেত ॥

—নিকুঞ্জরহস্ত স্তব

৯(ঙ) । লীলাতলে কলিতবপুষোর্ব্যাবহাসীমনল্লাম্

স্মিতোসিত্তা জয়কলনয়া কুব্বতোঃ কোতুকায়

মধ্যে কুঞ্জং কিমিহ যুবয়োঃ কল্পরিণ্যাম্যধীশৌ

সদ্ধ্যারম্ভে লঘু লঘু পদান্তোজসম্বাহনানি ॥

—রাধাকৃষ্ণ-কুপামৃতকণিকা স্তোত্র

৯(চ) । হরি হরি আর এমন দশা কবে হব ।

ছাড়িয়া পুরুষদেহ কবে বা রমণী হব ॥

সেবার আশে নরোত্তম কাঁদে দিবানিশি ।

কৃপা করি কর মোরে অনুগতা দাসী ॥

—নরোত্তম দাস

১০ । নানাবিধানি সৰ্ব্বাণি জীবরূপাণি সৰ্ব্বতঃ ।

মধ্যমানি চ ক্ষুদ্রাণি মহান্তি চাপি সৰ্ব্বতঃ ॥

আব্রহ্মস্তম্বপর্ধ্যন্তং সৰ্বং কৃষ্ণচরাচরম্ ।

কৃষ্ণে নিত্যশরীরীচ তস্মৈ তেজোহি বর্ভতে ॥

—পঞ্চরাত্ররহস্ত

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞে স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্ ।

যাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীৰ্ত্য কেশবম্ ॥

—ব্রহ্মপুরাণ

১১। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

অনেক-দিব্যান্তরণং দিব্যানেকোত্তরায়ুধম্ ॥

দিব্য-মাল্যাস্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।

অনেক-বাহুদর-বক্ত্র নেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্ ।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিঃ পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥

‘কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ ।’ ‘বহুদরং বহুদংষ্ট্রা-করালং দৃষ্ট্বা
লোকাঃ প্রব্যথিতা স্তথাহম্ ।’ ‘দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোত্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ! ॥’

—ভগবদগীতা

১২। অগ্নিস্মৃদ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যো দিশঃ শ্রোত্রে বাণিবৃতাশ্চ
বেদাঃ । বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্ত পদ্ভ্যাং পৃথিবী হোষ সর্বং
ভূতান্তরাশ্চ ॥ দিব্যো হৃমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হৃজঃ ॥

—মুক্তকোপনিষৎ

সর্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্বতোহঙ্কি-শিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

বিশ্বতশ্চক্ষুরূত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরূত বিশ্বতস্পাৎ ॥

—যজুর্বেদ

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।

সভূমিঃ বিশ্বতো বৃত্তা অত্যতিষ্ঠদদশাঙ্গুলম্ ॥

বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্বাঙ্গনং সর্বগতং বিভূষাৎ ।

—ঋতাস্থতরোপনিষৎ

বিশ্ব-মূর্দ্ধা বিশ্বভূজো বিশ্ব-পাদাঙ্কিনাসিকঃ ।

একশ্চবতি ভূতেষু স্বেচচারী যথা স্মৃতম্ ॥

—মহাভারত

যস্মিন্ ত্র্যোঃ পৃথিবীচাস্তরীক্ষমোতম্ । মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সৰ্বৈঃ
তমেবৈকং জানথ আত্মানমত্যা বাচো বিমুক্তথ, অমৃতশ্চৈষ সেতুঃ ॥

—মুক্তকোপনিষৎ

ত্রৈলোক্যবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ভক্ষ পশ্চাদ্ভক্ষ দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ
অধশ্চোৰ্দ্ধক্ষ প্রমৃতং ত্রৈলোক্যবেদং বিশ্বমিদং বারিষ্ঠম্ ॥

—মুক্তকোপনিষৎ

যস্তাগ্নিরাশ্রং ত্র্যো মূৰ্দ্ধা খং নাভিশ্চরণো ক্ষিতিঃ ।

—শারীরকভাষ্য

সূর্য্যশ্চক্ষু দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাঅনে নমঃ ॥

—ধৃতবচন

১৩ । মমাস্তুরাত্মা তবচ যে চাত্রে দেহ-সঙ্গিতাঃ ।

সৰ্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোহসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ ॥

—মহাভারত

১৪ । আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু ।

বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ ॥

ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহ বিঘ্নান্তেষু গোচরান্ ।

আত্মেন্দ্রিয়-মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥

—কাঠকোপনিষৎ

১৫ । রথস্থং বামনকৈব নিৰ্ব্বাণং দৃষ্টিমাত্রতঃ ।

কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায়াঞ্চ রাধার্জাদৃষ্টি-পূজনম্ ॥

—পঞ্চরাত্ররহস্য

দেবরাজ উবাচ—

১৫(ক) । তেন হমেবং গমিতো ময়া শ্রেয়োহর্থিনা নৃপ ।

ব্যাঞ্জন হি তয়া দ্রোণ উপচীর্ণঃ স্মৃতং প্রতি ॥

ব্যাজেনৈব ততো রাজন্ ! দর্শিতো নরকস্তব ।
 তথৈব ত্বং তথা ভীমস্তথা পার্থো যমো তথা ॥
 দ্রোপদীচ তথা কৃষ্ণ ব্যাজেন নরকং গতাঃ ।
 আগচ্ছ নর-শার্দূল ! যুক্তান্তে চৈব কল্মষাং ॥

—মহাভারত

১৬।

যুধিষ্ঠির উবাচ—

পক্ষপাতো মহানস্থা বিশেষেণ ধনঞ্জয়ে ।
 তস্মৈতৎ ফলমগ্ৰৈষা ভুঙক্তে পুরুষসত্তম ॥

(দ্রোপদী)

আত্মনঃ সদৃশং প্রাপ্ত্বং নৈষোহমগ্ৰত কঞ্চন ।
 তেন দোষণে পতিতস্তস্মাদেব নৃপাত্মজঃ ॥

(সহদেব)

রূপেণ মৎসমো নাস্তি কশ্চিদিত্যস্ত দর্শনম্ ।
 অধিকশ্চাহমেবৈক ইত্যস্ত মনসি স্থিতম্ ॥

(নকুল)

একহা নির্দহেয়ং বৈ শক্রনিত্যজু নোহব্রবীৎ ।
 ন চ তৎ কৃতবানৈব শূরমানীততোহপতৎ ॥

(অর্জুন)

অতিভুক্তঞ্চ ভবতা প্রাণেন চ বিকথসে ।
 অনবৌক্ষ্য পরং পার্থ ! তেনাসি পতিতঃ ক্ষিতো ॥

(ভীম)

১৭। অর্চোপাসনয়া ক্ষিপ্তে কল্মষেহধিকৃতো ভবেৎ ।
 বিভবোপাসনে পশ্চাদ্ভূতাহোপাপাস্তো ততঃ পরম্ ।
 সূক্ষ্মে তদনুসক্তঃ স্যাদন্তর্যামিনমীক্ষিতুম্ ॥

—রামানুজ দর্শন

১৮। চিন্ময়স্থা প্রমেয়স্তা নিকলস্তাশরীরিণঃ ।
 সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কলনা ॥

—জ্ঞানসঙ্কলনী ভদ্র

১৯। ত্রিগুণা-চেতনত্বাদিদ্বয়োঃ ।

—সাংখ্যদর্শন

ত্রিগুণমবিবেকি-বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্শ্মি ।

ব্যক্তং, তথা প্রধানং, তদ্বিপরীতস্থখা চ পুমান ॥

—সাংখ্যকারিকা

অগ্নিন কালে সুরেশানি ! প্রকাশো জায়তে ভূবি ।

তমো-ধর্ম্মেণ সর্বত্র দেবতা-প্রতিমাং সদা ॥

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাং শনি-ভৌময়োঃ ।

সংক্রান্ত্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ পঞ্চয়োরুভয়োরপি ॥

কৃতা তু পূজয়িষ্যন্তি মহাবিভাং সতৈরবাম্ ।

এবং হি তামসীং পূজামনিত্যাঞ্চ ভবেৎ কলৌ ॥

—মারাতন্ত্র

অন্ধ্রতমঃ প্রবিষ্ণুস্তি যেহসন্তু তিমুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সন্তু ত্যাং রতাঃ ॥

—যজুর্বেদ, ঈশ উপনিষৎ

২০। রামস্তান্নগ্রহার্থং বৈ রাবণস্ত বধায় চ ।

রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা ॥

ততস্ত ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দারামাশ্বিনেহসিতে ।

জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীদ্রাঘবঃ পুরা ॥

—কালিকা উপপুরাণ

২১। শ্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ ॥ লৌকিকেশ্বরবদিতরূপা ॥

—সাংখ্যদর্শন

ঈশ্বরাদিষ্ঠাতৃত্বে শ্বোপকারার্থমেব লোকবদধিষ্ঠানং স্মাদি-
তার্থঃ । কারুণ্যে 'হি' সত্যস্ত দুঃখং ভবতি তেন তৎ প্রহরায়
প্রবর্ততে ॥

—ভাষা

—ইতি কারুণিকা অপি স্বার্থপ্রযুক্তা এব প্রবর্তন্ত ইতি ॥

ঈশ্বরশ্রীপু্যপকারস্বীকারে লৌকিকেশ্বরবদেব সোহপি সংসারী
শ্রীং । অপূর্ণকামতয়া হুঃখাদি-প্রসঙ্গাদিত্যর্থং । নহি কশ্চিদ-
দোষপ্রযুক্তঃ স্বার্থে পরার্থে বা প্রবর্তমানো দৃশ্যতে ॥ স্বার্থপ্রযুক্ত-
এব চ সর্বেরা জনঃ পরার্থেইপি প্রবর্তত ইত্যেবমপ্যাসামঞ্জস্যং ।
স্বার্থবদ্ধাদীশ্বরস্যানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥

—শারীরকভাব্য

অনাদি-দ্বেষিণো দৈত্য্য বিষোদেষৌ বিবর্জিতঃ ।

তমশ্রদ্ধে পাতয়তি দৈত্যানন্ধে বিনিশ্চয়াদিতি ॥

—পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন

২২ । পরিচ্ছিন্নত্বমপি হেতুঃ, তচ্চ দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চেতি
ত্রিবিধম্ । কাল-পরিচ্ছেদাভাবো নিত্যত্বম্ । দেশপরিচ্ছেদ-
দাভাবো বিভূত্বম্ । বস্তুপরিচ্ছেদাভাবঃ পূর্ণত্বম্ ॥

—অদ্বৈতসিদ্ধি

২৩ । স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণু নির্দোষোত্তমশেষসদৃশঃ
তথা জীবৈশ্বর্যো ভিন্নো সর্বদৈব বিনাক্ষণো ॥
ন স্বরূপৈকতা তস্মৈ মুক্তস্যাপি নিরূপতঃ ॥

—পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন

২৪ । ঈশ্বরশ্চিদচিচ্ছেতি পদার্থ-ত্রিতয়ং হরিঃ ।
ঈশ্বরশ্চিৎ ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনঃ ॥
তত্র চিচ্ছব্দবাচ্য জীবাত্মনঃ পরাত্মনঃ সকাশাদভিন্নাঃ নিত্যশ্চ ॥

—রামানুজদর্শন

সোহয়ং সত্যোহপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চৈমাশমাপ্নুয়াৎ ॥

—পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন

২৫ । দৃষ্টা শ্রুতা সর্ববিশ্বং উদ্ধৃৎপাদসি তুল্যকম্ ।
সৃষ্টু শ্রুতশ্চ ত্রীকৃষ্ণঃ সৃষ্টিং কৰ্ত্তুং সমুত্তমতঃ ॥

—শ্রীনারদপঞ্চরাত

- ২৬। ব্রহ্মসর্বশরীরেষু বাহে চাভ্যস্তরে স্থিতম্ ।
 ভ্রান্ত্যারূঢ়ঃ স এবাত্মা জীবসংজ্ঞা সদা ভবেৎ ॥ —বিষ্ণুপুরাণ
 নহি বিবেকিনাং পরস্মাদন্তো জীবো নাম কৰ্ত্তা ভোক্তা ব
 বিত্বতে নাত্তোহতোহস্তি দৃষ্টা ইত্যাদি শ্রবণাৎ ।
 —শারীরকভাষ্য
- ২৭। প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্ ।
 ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধৰ্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥
 আৰ্য্যং ধৰ্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা ।
 যন্তর্কেণানুসন্ধ্যন্তে স ধৰ্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥ —মহাশ্বতি
 অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্কাঃ ।
 —মুণ্ডকোপনিষৎ
- ২৮। ব্রহ্মলোকস্থানং বিষ্ণু-পার্ষদানামপি জয়-
 বিজয়াদীনাং পুনঃ ব্রাহ্মসযনো হুঃখধারেতি ॥
 —শারীরকভাষ্য
- ২৯। যদ্বৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় ! জায়তে ।
 তদেব হুঃখ-বৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি ॥ —বিষ্ণুপুরাণ
- ৩০। আত্মৈব প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিভ্রাৎ প্রেয়ঃ সর্বস্মাৎ
 তস্মাৎ আত্মৈব উপাসীত ॥
 —শতপথব্রাহ্মণ
- ৩১। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ । য আত্মা অপহতপাপা সো
 অয়েষ্টব্যঃ । স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ । আত্মৈত্যেবোপাসিতঃ ।
 আত্মানমেব লোকমুপাসীত ॥
 —বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
- আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্বং যদয়মাত্মা ॥
 —মুণ্ডকোপনিষৎ
- যোহত্মাং দেবতামুপাস্তে ন স বেদ । আত্মৈত্যেব উপাসীত স
 যোহত্মাত্মনঃ প্রিয়ং ক্রবাণো ক্রয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি ॥
 —শতপথব্রাহ্মণ

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ । ন প্রতীকে ন হি সঃ ।

—বেদান্তদর্শন

আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ ন প্রতীকমাত্মত্বেনানু-
ভবতি, অতো ন প্রতীকেষ্বাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে ॥

—শারীরকভাষ্য

আত্মস্থং যঃ পরিত্যজ্য বহিস্থং যজতে শিবম্ ।

হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য লিহ্যাৎ কুপূরমাত্মনঃ ॥

—শিবপুরাণ

যস্মিন্ কালে স্বমাত্মানং যোগী জানাতি কেবলম্ ।

তস্মাৎ কালং সমারভ্য জীবনমুক্তো ভবেদসৌ ॥

—ব্রহ্মপুরাণ

যদা পশ্যন্তি চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ ।

—পরামর্শ

আত্মসংস্থং মনঃ কুত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥

—ভগবদ্গীতা

৩২ । সা পরানুরক্তিরীশ্বরে । তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ ।

জ্ঞানমিতি চেন্ন দ্বিত্যতোহপি জ্ঞানস্য তদসংস্থিতেঃ ॥

—শাণ্ডিল্যসূত্র

ব্রহ্মসংস্থোহমৃতত্বমেতি ।

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৩ । যন্নমনসা ন মনুতে যেনাত্মস্বনোমতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

—সামবেদীয়তলবকারোপনিষৎ

৩৪ । ব্রহ্মেত্যাত্মব্রহ্মশব্দয়োরিতরেতরবিশেষণবিশেষ্যত্বং ব্রহ্মে
ত্যাখ্যাঅপরিচ্ছিন্নমাত্মানং নিবর্তয়ত্যাত্মেতি চ আত্মব্যতিরিক্তঃ
স্যাদিত্যাদি ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং নিবর্তয়তি ॥

—ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্কর

তস্মাদ্ভা একস্মাদাত্মন আকাশঃ সন্তু তঃ ।

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

আত্মৈব দেবতাঃ সর্বাঃ সর্বমাত্মশ্রবণস্থিতম্ ॥

—মহুসংহিতা

বৃহম নিন্ বিংহের্ণোহচ্ছেতি উনাঃ ।

—পাণিনি

একান্তান্ন নান্নদোঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি ।

—নিরুক্ত

৩৫ । অথ চত্বারো বেদবিষয়াঃ সন্তি । বিজ্ঞানকর্মোপাসনা-
জ্ঞানকাণ্ড-ভেদাৎ । চতুষু বেদেষু পরং শ্রেয়োহলক্ক । শাণ্ডিল্য
ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্ ॥

—শারীরকভাষ্য

৩৬ । স যো হবৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।
তরতি শোকমাত্মবিৎ ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ

৩৭ । সনৎকুমারং যোগীশ্বরং ব্রহ্মনিষ্ঠং নারদ উপসন্ন-
বান্ধুবাচ । সোহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ শ্রুতং হ্যেবম
ভগবদৃষেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি । সোহং ভগবঃ শোচামি
ঈ মা ভগবাত্তোকস্য পারং তারয়ত্বিতি ।

(সনৎকুমারোক্তি)—যোবৈ ভূমা তৎসুখং নান্নে সুখমস্তি ।
ভূমৈব সুখং ভূমাত্তেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি । যত্র নাত্মং পশুতি
নাত্মচ্ছৃণোতি নাত্মদ্বিজানাতি স ভূমা ।

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

৩৮ । ওঁ গুণমাহাত্ম্যাসক্তিঃ রূপাসক্তিঃ পূজাসক্তিঃ স্মরণা-
সক্তিঃ দাসাসক্তিঃ সখাসক্তিঃ কান্তাসক্তিঃ বাৎসল্যাসক্তিঃ
আত্মনিবেদনাসক্তিঃ তন্ময়াসক্তিঃ পরম-বিরহাসক্তিঃ ।

—নারদস্মৃত্ত

৩৯ । তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নাত্মঃ পশ্বা বিতৃত্যেহয়নায় ।

—যজুর্বেদ

যোগ

- ১। তাং যোগমিতি মন্ত্ৰেণ্ডে স্থিরামিन्द्रিয়ধারণাম্ ॥
—কাঠকোপনিষৎ
- ২। যোগগচ্চিবৃত্তি-নিরোধঃ ।
—পাতঞ্জলদর্শন
- ৩। যোগো জীবাত্মনোরৈক্যম্ ॥
—মহানির্বাণতন্ত্র
- ৪। সংকল্প-বিকল্পত্যাগো যোগঃ ।
—হিরণ্যগর্ভসংহিতা
- ৫। মন্ত্র-যোগো হৃষ্ঠৈশ্চ লয়যোগস্বতীয়কঃ ।
চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধা-ভাব-বর্জিতঃ ॥
চতুর্থী সাধকো জ্ঞেয়ো মুহু মধ্যাধি-মাত্রকঃ ।
অধিমাাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাকৌ লজ্জন-ক্ষমঃ ॥
—শিবসংহিতা
- জ্ঞানবৃত্তিরাজযোগে প্রাণায়ামাসনে হঠৈ ।
—সাংখ্যসার
- আত্মাকার-প্রত্যয়েন নিবৃত্তিকতাপাদনং যোগঃ ।
—শঙ্করভাষ্য
- ৬। নহি বিবেকিনাং পরস্মাদন্তো জীবো নাম কর্তা ভোক্তা বা
বিভূতে । অবিজ্ঞাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ কর্তৃভোক্তৃভয়োঃ ॥
—শারীরকভাষ্য
- ৭। অভ্যাস-বৈরাগ্যাত্যাং তন্নিরোধঃ ।
- ৮। তত্র স্থিতৌ যত্নো অভ্যাসঃ ॥
- ৯। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্ ॥
—পাতঞ্জলদর্শন

১০। উদাসীনস্যাত্তত্ত্বং স্বয়মেব প্রকাশতে ॥

—সাংখ্যসার

১১। যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যানসমাধয়ঃ ॥

—পাতঞ্জলদর্শন

১২। আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ।

ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্ ॥

১৩। ধ্যানং ধারণা সমাধিস্ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥

১৪। তে সমাধ্যুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥

১৫। তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষ-বীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ।

—পাতঞ্জলদর্শন

অনিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা ।

ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥

—অষ্টসিদ্ধি

১৬। ষট্কর্মাণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্বদৃঢ়ম্ ।

মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরত ।

প্রাণায়ামান্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাভূনি ।

সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥

১৭। প্রাণায়ামাৎ খেচরত্বং প্রাণায়ামাৎ রোগনাশনম্ ।

—ষেরণ্ডসংহিতা

১৮। যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ।

তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

—কেনোপনিষৎ

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ন্তো জীবতি কশ্চন ।

ইতরেণ তু জীবতি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতো ॥

—কাঠকোপনিষৎ

প্রাণোহস্মি প্রজ্জাত্মা প্রাণো ব্রহ্ম প্রাণোহ পিতা ।
 প্রাণোহ মাতা প্রাণো বা অমৃতং যো বৈ ভূমা তদমৃতম্ ॥
 “প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণে অন্তমেতি ।”

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

ন বায়ুকৃতে পৃথগুপদেশাৎ ॥

—বেদান্তদর্শন

প্রাণো ন চায়ুন বা ক্রিয়াকরণং ব্যাপারঃ কিন্তু তদ্বাস্তুরমেব ।
 যতঃ প্রাণস্তা তাত্ম্যং পৃথক্ভং জায়তে ॥

—শারীরকভাষ্য.

১৯ । অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণানি যথাশাস্ত্রাণি বোধয়েৎ ॥

তথাযোগং সমাসাত্ত তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ।

—ঘেরঙসংহিতা

২০ । ক্ষুরস্ত ধারা নিশিতা ছুরত্যয়া ছুর্গম্পথস্তৎ কবরো বদন্তি ॥

—কাঠকোপনিষৎ.

২১ । তত্র চিচ্ছব্দবাচ্যা জীবাত্মনঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদভিন্না ।
 নিত্যশ্চ, তথা চ ক্রটিঃ-দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখ্যয়েত্যাদিকা ॥

—রামানুজদর্শন

দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখ্যা সমানং বৃক্ষং পরিবস্বজাতে ।

তয়োরন্থঃ পিপ্পলাং স্বাদ্বন্ত্যনশ্নন্থোহভিচাক্ষীতি ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশায় শোচতি মুহমানঃ ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যনামীশমস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

—মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ.

২২ । তয়োরন্থ পিপ্পলাং স্বাদ্বন্তীতি স ত্বম্ ॥ অনশ্নন্থো
 হভিচাক্ষীতি জ্ঞস্তাবেতো স ব্রহ্মৈবপ্রজ্জাবিতি ।

—পৈঙ্গিরহস্ত ব্রাহ্মণ.

নাথোহতোহস্তু দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা, নাথদতোহস্তু
 দ্রষ্টৃ মন্তৃ বিজ্ঞাতৃ ॥

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ.

৫২৬

সোহং গীতা

মৃত্যোঃ স মৃত্যুগাপ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি ॥

—কাঠকোপনিষৎ

২৩। তদৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥

—পাতঞ্জলদর্শন

ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভি স্তম্ভিরোধঃ ।

—সাংখ্যদর্শন

দ্বৌ ক্রমৌ চিন্তনাশস্ত যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব ।

যোগস্তদ্বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্ত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥

—কাঠকোপনিষৎ

২৪। তুষ্টি ন বধা ॥ সিদ্ধিরষ্টথা ॥

২৫। তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেক-সিদ্ধিঃ ॥

—সাংখ্যদর্শন

বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাস-পূর্বকঃ সংস্কারশেষোহনুঃ ।

পাতঞ্জলদর্শন

২৬। ত্যক্ত্বা সর্ববিকল্পাশ্চ স্বাশ্রয়ং নিশ্চলং মনঃ ।

কুত্বা শান্তো ভবেদ যোগী দক্ষেদ্ধন ইবানলঃ ॥

—কাবষেয়গীতা

এবং চৈবজানন্নাশ্রয়তি রাশ্রক্রেড় আশ্রমিথুন আশ্রানন্দঃ স
স্বরাড়্ ভবতি ।

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

জ্ঞান

১। প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম ॥

—ঋগ্বেদ

উৎপত্তিবিনাশরহিতং চৈতন্যং জ্ঞানমিত্যভিধীয়তে ॥

—সর্বোপনিষৎসার

জ্ঞানং ব্রহ্ম চৈতন্যম্ ॥

—শ্রীধরস্বামীর টীকা

একং জ্ঞানং নিত্যমাদৃতশূন্যং নাত্মং কিঞ্চিদ্বৰ্ত্ততে বস্তু সত্যম্ ॥

—শিবসংহিতা

দ্বৈতভানং ন যত্রাস্তি তদ্বৈ জ্ঞানমুদাহৃতম্ ॥

—পীঠমালাতন্ত্র

২। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং শশ্যতি ॥

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে ।

চিদানন্দ-স্বরূপত্বাদীপ্যাতে স্বয়মেব হি ॥

—পীঠমালাতন্ত্র

৩। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং বতীতি ।

দে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্রূপবিদো বদন্তি পরাটোবাপরাচ ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ

৪। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা-

কল্লো ব্যাকরণং নিকৃন্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ

৫। শ্বেনবৎ সুখ দুঃখী ত্যাগ-বিরোগাভ্যাম্ ॥

বিরক্তস্ত তৎসিদ্ধেঃ ॥

—সাংখ্যদর্শন

সর্ববাসনা ক্ষয়ান্তরাভঃ ।

—যুক্তিকোপনিষৎ

ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন । ত্যাগেনৈক অমৃতত্বমানুভুঃ ।

—কৈবল্যোপনিষৎ

৬। স্বাধিকারানুপযুক্তানাং অফলত্ব জ্ঞানপূর্বকস্ত্যাগঃ শমঃ ।

তথারূপবাহকরণ-ব্যাপারস্ত্যাগো দমঃ ॥

—বেদাহুদর্শনভাষ্য টীকায় আনন্দগিরি

৭। তস্মৈ সবিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমাদ্বিতায়
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্ম-বিজ্ঞাম্ ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ

৮। আভ্যামধ্যারোপাপবাদাভ্যাং তত্ত্বং পদার্থ-শোধনমপি সিদ্ধং
ভবতি ॥

—বেদান্তসার

মার্যাবিলসিতং বিশ্বং জ্ঞাত্বৈব ঞ্জতিযুক্তিতঃ ।

অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং লয়ং কুর্বন্তি যোগিনঃ ॥

—শিবসংহিতা

৯। সাচ বিজ্ঞা দৃশ্য-মিথ্যাৎ দৃক্-বস্তুনঃ সত্যত্বং স্বপ্রকাশত্বক্
বোধয়তি ॥

—শারীরকভাষ্য

১০। আত্মা বিবেক্তুং বাহ্যার্থে ন শক্যো বৃত্তিমিশ্রণাৎ ।

—সাংখ্যসার

পরাক্ষি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্ম্যাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাগ্নন।
কচ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মান-মৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন ॥

—কাঠকোপনিষৎ

১১। তে যদন্তরা তদ্বন্ধ তদমৃতং স আত্মা ॥
—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

১২। যো জাগর্তি সুষুপ্তিস্থো যশ্চ জাগ্রন্ন বিদ্বতে ॥
—সাংখ্যসার

১৩। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহঃ পরমাং গতিম্ ॥
—কঠোপনিষৎ

প্রসংখ্যানেহপাকুসৌদম্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে ধর্ম্মমেঘঃ
সমাধিঃ ॥ সত্ত্ব-পুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥
—পাতঞ্জলদর্শন

তদভাবে সংযোগাভাবঃ প্রাহুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ ।
—বৈশেষিকদর্শন

জ্ঞানানুষ্টিঃ বন্ধো বিপর্যয়াৎ ॥
—সাংখ্যদর্শন

মুক্তস্য ব্রহ্মণোহভিন্নত্বম্ ॥ অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ চিতি
তন্মাত্রেন তদাত্মকত্বাদিত্যোড়লোমী ॥
—বেদান্তদর্শন

ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ । চিন্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ । ব্রহ্মৈব
হি মুক্ত্যবস্থা । স্বাতন্ত্র্যেব স্থানং মোক্ষঃ । পরাতন্ত্র্যং বন্ধঃ
স্বাতন্ত্র্যং মোক্ষঃ ॥ জ্ঞানং ন মানসী ক্রিয়া, বৈলক্ষণ্যং ।
জ্ঞানং চিন্তনং যতপি মানসং তথাপি পুরুষেণ কর্তৃমকর্তৃমগ্ৰথা
ব্দ কর্তৃং শক্যং পুরুষতন্ত্রত্বাৎ । জ্ঞানন্ত প্রমাণজ্ঞাত্যং ন
চোদনাতন্ত্র্যং নাপি পুরুষতন্ত্রম্ ।
—শারীরকভাষ্য

বাধনালক্ষণং দুঃখং তদত্যন্ত বিমুক্তোহপবর্গঃ ।
—ভাস্করদর্শন

পুরুষস্য কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখদুঃখাদি লক্ষণশ্চিৎত্বধর্ম্মঃ ক্লেশ-
রূপত্বাদ্ বন্ধো ভবতি, তন্নিরোধনং, জীবনমুক্তিঃ, উপাধি বিনির্মুক্ত-

ঘটাকাশবৎ প্রারব্ধক্ষয়াদিদেহ-মুক্তিঃ ॥

—মুক্তিকোপনিষৎ

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তুমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।

—যজুর্বেদ

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাত্মঃ পস্থা বিততেহয়নায় ॥

—পুরুষসূক্ত

সোহিং চিন্মাত্রমেবেতি চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে ।

ধানস্ত্য বিস্মৃতিঃ সম্যক্ সমাধিরভিধীয়তে ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

আকাশং মানসং কৃতা মনঃ কৃতা নিরাঙ্গুশম্ ।

নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্ত্য লক্ষণম্ ॥

উর্দ্ধশূন্যমধঃশূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকম্ ।

সর্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্ত্য লক্ষণম্ ॥

—উত্তরগীতা

ঘটাদ্বিন্নং মনকৃতা ঐক্যং কুর্যাৎ পদ্মাত্মনি ।

সমাধিস্থদ্বিজানৌরান্মুক্ত-সংজ্ঞে দশাদিভিঃ ॥

—ধেরঙসংহিতা

ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ব্যেক গোচরম্ ।

নির্বাত দীপবচ্ছিত্তং সমাধিরভিধীয়তে ॥

—পঞ্চদশী

প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং চিদাত্মকম্ ।

অতদ্ব্যবত্তিরূপোহসৌ সমাধিস্থনিভাবিতঃ ॥

—মুক্তিকোপনিষৎ

ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্বা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ ॥

—যোগিবাস্তবসূত্র

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ ॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

তস্মৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ ।

মনসা ধ্যাননিষ্পাত্তঃ সমাধিঃ সোহভিধীয়তে ॥

—বিষ্ণুপুরাণ

নির্বাক নিবৃত্তি-বৃত্তং নির্বাণঞ্চ ন লভ্যতে ।

অপ্রবৃত্তেযু ধর্মেযু যথা পশ্চাত্তথা পুরা ॥

—বুদ্ধচরিতগাথা

রাগ-দ্বेष-মোহ ক্রয়াৎ পরিনির্বাণম্ ॥

—রত্নকুটস্থত

তৃষ্ণা বিপ্রহানেন নির্বাণমিতি কথ্যতে ॥

—রত্নমেঘ

নচাভাবোহপি নির্বাণং কুত এবাস্ত্য ভাবঃ ॥ তৎতাবাভাব-
পরামর্শ-ক্ষয়ো নির্বাণমুচ্যতে । আত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য মনঃ
পরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্মত্বম্ ॥

—রত্নাবতী

১৪ । দর্ হক্কিত্ দিগর্ নেস্ত্ খোদায়েম্ হম্ ।

লেকিন্ অজ্ গরদিশে ইয়েক নুজ্জয়ে জুদায়েম্ হম্ ।

—শমশ্ তব্রেজ

পরমার্থে দ্বৈত নাই আমিই খোদা । কিন্তু দেহজ্ঞানরূপ
বিন্দুবৈষম্যে নিয়তিবশে ভিন্ন বোধ করি ॥

আঁহাঁকে তলব্গার খোদয়েদ্ খোদায়েদ্ ।

বেরুণে শুমানেনস্ত্ শুমায়েদ্ শুমায়েদ্ ॥

—শমশ্ তব্রেজ

ঈশ্বরানুসন্ধানকারিগণ জান যে ঈশ্বর বাহিরে নহে, তুমিই
খোদা, তোমার বাহিরে কিছু নাই ।

অনল্ হক্ । অনল্ ঈয়েকিন্ ॥ আমি খোদা । —মনসুর

Let me tell you what's man's supreme vocation,

There was no world 'tis my creation.

It was I who raised the sun from out the sea

The moon began its changeful course with me.

I am the owner of spheres of seven stars and
solar years.

Of Lord Christ's heart and Shakespeare's strain,

Of Caesar's hand and Plato's brain.

Goethe—German Philosopher.

If the slayer thinks he slays
 If the slain thinks he's slain
 Both do not know the subtle ways,
 I come and go and pass away.

—Emerson

১৫। বিঘ্না তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ ।

ন তত্র দক্ষিণা যান্তি ন বিদ্বাঃসস্তপস্বিনঃ ॥

বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধস্বাঃ ।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বৈঃ ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ

ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে ।

সর্ববিশাসংক্ষয়ে চেতঃক্ষয়ো মোক্ষ ইতি শ্রুতে ॥

—সাংখ্যসার

ন চক্ষুসা গৃহ্যতে নাপি বাচা নাত্মৈর্দেবৈস্তপসা কৰ্ম্মণা বা ।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ

রজ্জ্ব-সর্পবদাত্মনং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ ।

নাহং জীবঃ পরাশ্চেতি জ্ঞানধ্বংসিভয়ো ভবেৎ ॥

—পীঠমালাতন্ত্র

ন তস্ম প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সনব্রহ্মাপ্যেতি ।

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

সব্কে ঘট্বে হরি বৈঠে পহচানত নাহি কোই ॥

নাভিকাস্মগন্ধ মৃগ নাহি জানত ঢুড়ত ব্যাকুল হোই ॥

—তুলসীদাস

শিব

১। ততঃ পপাত দেবস্ত নিঙ্গং পৃথ্বীং বিদারয়ৎ ।

—মহাবাহনপুরাণ

২। আশী-বরুণরৌশ্মধ্যে পঞ্চক্ৰোশং মহত্তরম্ ।
অমরা মরণমিচ্ছন্তি কা কথা ইতরে জনাঃ ॥

—স্কন্দপুরাণ

৩। চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্ত্র পাদা দ্বৈ শীর্ষে সপ্তহস্তা সো অস্ত্র
ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহাদেবো মন্ত্যা আবিবেশ ॥

—ঋগ্বেদ

৪। জাগরিত-স্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ বৈশ্বানরঃ স্বপ্নস্থানো ।
অস্তঃপ্রজ্ঞঃ তৈজসো যত্র সুপ্তো প্রাজ্ঞস্তৃতীয় পাদঃ ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ

৫। পাদত্রয়াণাং বিশ্বতৈজসঃ প্রাজ্ঞানাং বিরাড়্-হিরণ্য-
গর্ভেশ্বরাণাং বা প্রকাশত্বেন লোচনাং প্রকাশরূপাং ত্রিলোচনম্ ॥

—শঙ্করানন্দভাষ্য

ত্রীণি সোম-সূর্য্যগ্ন্যাশ্বকানি লোচনানি যস্ত স ত্রিলোচনঃ ।
—কৈবল্যোপনিষদে নারায়ণভাষ্য

৬। অসকৃচ্চাগ্নিনা দক্ষং জগত্তদ্ব্যস্মসাৎ কৃতম্ ।
যশ্চৈতৎ ভস্মসম্ভাবং জ্ঞাত্বাহভিস্মানাতি ভস্মনা ।

—বৃহজ্জ্যাবালোপনিষৎ

৭। মনো বৈ সমুদ্রঃ তদেবা নিরখনন্ ॥

—শতপথব্রাহ্মণ

বিদ্বাংসো হি দেবাস্তুদ্বিপন্নীতা অবিদ্বাংসো অস্মরাঃ ॥

—শতপথব্রাহ্মণ

দয়াহপ্রজাপত্য। দেবাশ্চাসুরাশ্চ । দয়ং বা ইদং ন তৃতীয়মস্তি ॥

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

৭। স এব মায়্যা-পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্বম্ ॥

—কৈবল্যোপনিষৎ

৮। তত্র চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভেতি । জাগরিতং স্বপ্নং সুষুপ্তং তুরীয়মিতি ॥

—ব্রহ্মোপনিষৎ

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু ।

স্থানত্রয়াদ্যতীতস্ত পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

—ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ

তুরীয়ং ত্রিষু সন্তনং ত্রিষু জাগ্রদাদিষু সন্তনং একরূপং
আত্মতত্ত্বমেবেত্যর্থঃ ॥

—শাঙ্করভাষ্য

যদৈ চতুর্থং তত্তুরীয়ম্ ॥

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

তুরীয় পর্যায়ে যথা, অর্কেন্দুঃ অর্কমাত্রা কলারশিঃ সদা-
শিবঃ অনুচর্যা, তুরীয়াপরা ॥

—বীজার্ণবাভিধানঃ

অর্কমাত্রা তু সা জ্যেষ্ঠা প্রণবস্তোপরি স্থিতা ॥

—জাবালোপনিষৎ

৯। সোহবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি । বরুণায়াং নাশ্চাঞ্চ-
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ কাবৈবরুণা কাচ নাশীতি সর্বানিন্দ্রিয়-
কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরুণা ভবতীতি । সর্বানিন্দ্রিয়-
কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতি ॥
“অবোধ্রাণস্ত চ যঃ সন্ধিঃ ॥”

—জাবালোপনিষৎ

১০। কৰ্মণাং কৰ্মণাং সা বৈ কাশীতি পরিকথ্যতে ॥

—জানসংহিতা শিবপুরাণ

ভুলে'কেনৈব সংলগ্নমন্তরীক্ষে মমালয়ম্ ।
 অবিমুক্তা ন পশ্যন্তি মুক্তাঃ পশ্যন্তি চেতসা ॥
 শ্মশানমেতদ্বিখ্যাতমবিমুক্তমিতি স্মৃতম্ ॥

—কুর্খপুরাণ

১১ । স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোহঙ্করঃ পরমঃ স্বরাট্ ।
 স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোহগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ ॥
 স এব সর্বং যদ্ব্যুতং যচ্চভব্যং সনাতনম্ ।
 জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নাত্মা পশ্বা বিমুক্তয়ে ॥

—কৈবল্যোপনিষৎ

১২ । নাস্তুঃপ্রজ্ঞঃ ন বহিঃপ্রজ্ঞঃ নোভয়তঃ প্রজ্ঞঃ ন প্রজ্ঞানঘনঃ
 ন প্রজ্ঞঃ নাপ্রজ্ঞম্ । অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহমলক্ষণমচিন্ত্যমব্য-
 পদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমবৈতং
 চতুর্থং মত্তান্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ।

—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

১৩ । শিবমাত্মনি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ ।
 আত্মস্থং যঃ পরিত্যজ্য বহিঃস্থং যজ্ঞতে শিবম্ ॥
 হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য লিহাৎ কুপূরমাত্মনঃ ॥

—শিবপুরাণ

জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গুঢ়ং বিশ্বশ্চৈকং পরিবেষ্টিতারং
 জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

জীবঃ কেন প্রকারেণ শিবো ভবতি কস্মচ ।
 ভ্রান্তিবদ্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তি-মুক্তঃ সদাশিবঃ ॥

—পীঠমালাতন্ত্র

যো হি মুখ্যং পরিত্যজ্য গোণং সমনুধাবতি ।
 ত্যক্ত্বারসায়নং সিদ্ধং সাধ্যং সংসাধয়ত্যসৌ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

সৃষ্টিরহস্য

১। বাসুদেবো নাম পরমাত্মোচ্যতে । সৰ্ব্বৰূপে নাম জীবঃ ।
প্রহ্ম্যনো নাম মনঃ । অনিরুদ্ধো নামহঙ্কারঃ ॥

—ভাগবত

২। “অথ কো বেদ যত আবভূব, ইয়ং বিসৃষ্টিৰ্যত আবভূব”
কো অন্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং
বিসৃষ্টিঃ ।

—ঋগ্বেদ

৩। আদ্যন্তেচ যন্নাস্তি বর্তমানেহপি তত্তথা ।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোহবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥

—মাণ্ডুক্যকারিকা

৪। মরীচো ত্যোবৎ তদ্বৎ ব্যোমাদৌ নগরাদিবৎ ।
কালত্রেয়েহপি নাস্ত্যেব ময়ি বিশ্বং সনাতনে ॥

—সাংখ্যসার

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ তন্নাস্তি কিমপি ধ্রুবম্ ।

যথা গন্ধর্ব্বনগরং যথা বারি মরুস্থলে ॥

জগদ্বিবৰ্ত্তরূপেণ কেবলং ব্রহ্ম জৃম্বতে ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

ব্যবহারিকং বস্তুজাতং যথেতি বিবক্ষয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-
লক্ষণম্ ।

—স্বরাজ্যসিদ্ধি

অবিভাকল্পিত—নাম-রূপ-ব্যবহার-গোচরত্বাদব্রহ্মাত্ম্যপ্রতি-

পাদনপরত্বাৎ চেত্যেতৎ সৃষ্টি-শ্রুতিনৈব বিশ্বব্রহ্মব্যম্ ।

তস্মাদ্ভ্যুৎপত্ত্যাদি-শ্রুতয়ঃ আত্মৈকত্ব-বুদ্ধ্যাবতারায়ৈব নাত্মার্থাঃ

কল্পয়িতুং যুক্তাঃ । অতো নাস্তি উৎপত্তাদিকৃতো ভেদঃ কথঞ্চন ॥
—শারীরকভাষ্য

ভ্রান্তি জ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ ॥
—মহাভারত, পরাশর

প্রভাত স্বপ্নবদ্বিশ্বমনিত্যং কৃত্রিমং মূনে ! ॥
—নারদপঞ্চরাত্র

তাবৎ সত্যং জগদ্ভ্রান্তি শুদ্ধিকারজতং যথা ।
স্বাবল্ল জ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্বাবধিষ্ঠানমদ্বয়ম্ ॥
—পীঠমালাতন্ত্র

সন্ন্যাসী

এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্তা যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রবব্রাজ ।
—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

উর্দ্ধ্বরেতঃসু চাশ্রমেষু বিদ্যা শ্রয়তে ॥
—শারীরকভাষ্য

যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেদ্ বনাদ্বা গৃহাদ্বা
ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ ॥
—শতপথব্রাহ্মণ

সন্ন্যাসমন্ত্রবিধি

ওঁ ভূঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি তৎসবিতুর্বরেন্যম্ । ওঁ ভুবঃ
 সাবিত্রীং প্রবিশামি ভর্গোদেবস্ত ধীমহি । ওঁ স্বঃ সাবিত্রীং
 প্রবিশামি ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ সাবিত্রীং
 প্রবিশামি তৎসবিতুর্বরেন্যম্ ভর্গোদেবস্ত ধীমহি ধিয়োয়ো নঃ
 প্রচোদয়াৎ । * * * * * পুত্রৈষণায়াশ্চ
 বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চোখায়াশ্চ ভিক্ষার্চর্য্য চবন্তি ।
 পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা ময়া পরিত্যক্তা, মত্তঃ সর্ব-
 ভূতেভ্যোহভয়মস্ত স্বাহা ॥ ওঁ ভূঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি
 তৎসবিতুর্বরেন্যম্ । ওঁ ভুবঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি ভর্গোদেবস্ত
 ধীমহি । ওঁ স্বঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥
 ওঁ ভূ ভুবঃ স্বঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি পরো রজসেহসাবদৌম্ ।
 ওঁ ভূঃ সংতস্ত্যং ময়া । ওঁ অভয়ং সর্বভূতেভ্যো মত্তঃ স্বাহা ।
 যেনা সহস্রং বহসি যেনাগ্নে সর্ববেদসম্ । তেনেমং যজ্ঞং নো
 বহ স্বর্দেবেষু গন্তবে ॥

— অধর্কবেদ

তস্মৈবং বিদুষো যজ্ঞস্তান্না যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী শরীরমিহ
 মুরো বোদি লোমানি বহির্বেদঃ শিষ্টা হৃদয়ং যুগং কাম আজ্যম্ ।
 মন্যুঃ পশুস্তপোহগ্নিদমঃ শময়িতা দক্ষিণ বাগ্ঘোতা প্রাণ-

উদ্গাতা চক্ষু রথযুগ্মনোত্রঙ্গা শোত্রমগ্নীং । যদশ্নাতি তদ্বি-
ষং পিবতি তদস্মৈ সোমপানম্ ॥

—তৈত্তিরীয় আরণ্যক

যদেদবা যতনো যথা ভুবনাত্মপিন্নত । অত্রাসমুদ্র অগুঢ়
মাসূর্য্যমজ ভৰ্ত্তন ॥

—ঋগ্বেদ

পুত্র-দ্রব্য-কলত্রেষু ত্যক্ত-স্নেহো নরাধিপ !

চতুর্থমাশ্রমং স্থানং গচ্ছেন্নিস্থিত-মৎসরঃ ।

ত্রৈবর্গিকাস্ত্যজ্ঞেং ॥

—বিষ্ণুপুরাণ

ত্রৈবর্গিকান্ ধর্ম্মার্থ-কাম-হেতুভূতান্ আরন্তান্ লৌকিক-
বৈদিকোদ্যোগান্ ত্যক্ত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ।

—শ্রীধরস্বামীর টীকা

মহর্ষি পিতৃদেবানাম্ গতা নৃণাং যথাবিধি ।

পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য বসেন্মাধ্যাস্ত্যমাশ্রিতঃ ॥

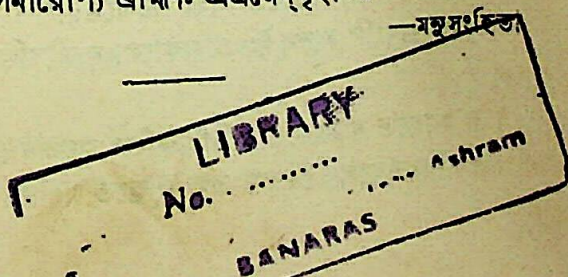
একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ ।

এষোদিতা গৃহস্থস্ত্য বৃত্তির্বিপ্রস্ত্য শাস্বতী ॥

প্রাজাপত্যং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদ সদক্ষিণাম্ ।

আত্মতপস্বীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদগৃহাং ॥

—মহাভারত



নিয়তি

১। কারণ-গুণ পূর্বকঃ কার্য্যগুণঃ ।

—বৈশেষিকদর্শন

২। কর্ম্ম-বৈচিত্র্যং সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্ ॥

—সাংখ্যদর্শন

শরীরোৎপত্তি-নিমিত্তবৎসংযোগোৎপত্তি-নিমিত্তং কর্ম্ম ॥

—জ্ঞানদর্শন

উপপত্তিতে চাপ্যপলভ্যতেচ ।

—বেদান্তদর্শন

৩। স প্রতিপক্ষ-স্থাপনানীনা বিতণ্ডা ॥

—জ্ঞানদর্শন

৪। A man is mind ever more he takes
The tool of thought and shaping what he wills
Brings forth a thousand joys a thousand ills,
He thinks in secret and it comes to pass
Environment is but his looking glass,
They themselves are maker of themselves
As a man thinketh.

—James Allen

৫। অবশ্যস্তাবি-ভাবানাং প্রতিকারো ভবেদ্যদি ।
তদা হুঃখৈর্ন লিপ্যেয়ন্ নল-রাম-যুধিষ্ঠিরাঃ ॥
নাপ্রাপ্তকালো ত্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি ।
কুশাগ্রেণাপি সম্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥

—বিষ্ণুস্মৃতি

৬। ন জায়তে ন ত্রিয়তে কচিৎ কিঞ্চিৎ কথঞ্চন ।
জগদ্বিবর্ত্তরূপেণ কেবলং ব্রহ্ম জু স্তুতে ॥

—অগ্নিসংহিতাবিবরণ

কস্তবায়ং জরো মুকো দেহো ভবতি রাঘব ! ।

যদর্থং সুখ-দুঃখাভ্যামবশঃ পরিভূয়সে ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে ।

অজমনিদ্রস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥

—শারীরক ভাষ্যবৃত্ত বচন

মায়ী

১। মীয়ন্তে পরিচ্ছিত্তে অনয়া পদার্থ । ইতি মায়ী ।

—নিরুক্ত

২। অনাদিরন্তুর্বলী প্রমাণাপ্রমাণ সাধারণা ন সতী না-সতী
ন সদসতী স্বয়মবিকারা বিকারহেতৌ নিরূপ্যামানে অসতী
নিরূপ্যামানে সতী লক্ষণশূন্যা সা মায়েত্যাচ্যতে ॥

—সর্বোপনিষৎসারঃ

৩। অনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ব্যগ্ররূপঃ কিঞ্চিনাস ॥

—ঋগ্বেদ

স্বস্মিন্ ধীয়তে প্রিয়তে আশ্রিত্য বর্তত ইতি স্বধা মায়ী ।

—সায়ণভাষ্য

৪। এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ ।

একাত্মী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভূঃ ॥

স রেমে রময়া সাক্ষং যাবদৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ।

বিদক্ষয়া বিদগ্ধেন বভূব সঙ্গমঃ শুভঃ ॥

* * * *

ডিম্বাস্তুরেচ যো বালো মহাবিষ্ণুঃ স এবহি ।

তল্লোমবিবরেদ্বব ব্রহ্মাণানি পৃথক্ পৃথক্ ॥

প্রত্যেকং মায়য়া সংখ্যা ডিম্বাশ্চাপ্যভবন্ পুরা ॥

—শ্রীনারদপঞ্চরাত্র

৫ । “স বিদ্যা পরম মুক্তেহেতুভূতা সনাতনী

সংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ।”

“নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্ ॥”

“আধারভূতা জগতন্তমেকা মহীশ্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ।”

“বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি ময়া ॥” “সর্বভূতা যদা দেবী
সর্বস্ত বুদ্ধিরূপেণ জনস্ত হৃদি সংস্থিতে ।”

—মার্কণ্ডেয়পুরাণ চণ্ডী

৬ । ত্রিগুণা চেতনহাদি দ্বয়োঃ ॥

—সাংখ্যদর্শন

ত্রিগুণমবিবেকি-বিষয়ঃ সামান্যচেতনং প্রসবধর্ম্মি ।

ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথাচ পুমান্ ॥

—সাংখ্যকারিকা

৭ । আদ্যন্তেচ যন্নাস্তি বর্তমানেহপি তত্তথা ।

—মাণ্ডু ক্যকারিকা

৮ । নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহন্ত স্ত নয়োস্তদ্বদর্শিভিঃ ॥

—ভগবদ্গীতা

৯ । মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ ।

তস্তাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥

—শ্বেতাশ্বতেরোপনিষৎ

মায়ৈব বিশ্বজননী নাত্মা তদ্বন্ধিয়া পরা ।

যদা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদা খলু ॥

বিক্ৰেপাবরণা শক্তির্দুর্ভুতাহমুখরূপিণী ।

জড়রূপা মহামায়া রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণা ॥

শিবসংহিতা

১০। আত্মৈব তদ্দিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ ।

ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ ॥

তস্মান্নহ্যাত্মনোহন্যস্মাদন্তো ভাবো নিরূপিতঃ ।

নিরূপিতেহয়ং ত্রিবিধা নির্মূলা ভাতিরাঅনি

ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্ ॥

—ভাগবত

যন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥

যদা পশুন্তি চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ ।

মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতং তদা ভবতি নিবৃত্ততঃ ॥

—ভগবান পরাশর, মহাভারত

দৈবহেমা গুণময়ী মম মায়া ছুরতয়া ।

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

“নাহং প্রকাশঃ সর্বত্র যোগমায়া-সমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥”

মায়াক্ষ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্মরতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কোন্তেয় ! জগদ্বিপরিবর্ততে ॥

—ভগবদগীতা

তচ্ছক্তিস্নায়ী জড়সামান্যং ॥

—শাণ্ডিল্যসূত্র

ওঁ কস্তরতি কস্তরতি মায়াং যঃ সঙ্গং ত্যজতি যো মহানুভবঃ

সেবতে যো নির্মমো ভবতি ॥

—নারদসূত্র

লোক-ব্যবহার-কৃতাং যে ইহাবিছামুপাসতে মূঢ়াঃ
তে জননমরণ-ধৰ্ম্মাণো ধ্বাস্তমত্রেত্য খিদন্তে ।

— পরমার্থসার

তত্ত্বমসি

১। স য এবোহর্নিমৈতদাত্মমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা
তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥

— ছান্দোগ্যোপনিষৎ

২। অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃহীতো মর্ত্তো মর্ত্তেনাসযোনিঃ
তাশশস্তা বিষুটীনা বিয়ন্তানাত্মং চিক্যুর্গ নিচিক্যুরণ্যম্ ॥

— ঋগ্বেদ

অমর্ত্যঃ অমরণ ধৰ্ম্মায়মান্মা মর্ত্তেন মরণধৰ্ম্মণাভূতাত্মনা
দেহেন সযোনিঃ সমানস্থানত্রয়-পরিচ্ছেদকো দেহোহস্তি তত্র
সর্বত্র সোহয়মপি তিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ । * * * * পরমাত্মৈব
সূক্ষ্মশরীরোপাধিকঃ সন্ নানাবিধং কৰ্ম্ম কৃত্বা তদ্ভোগায়
জীবসংজ্ঞং লব্ধ্বা শরীরত্রয়েণ সম্বন্ধো লোকান্তরেষু সঞ্চরতি ॥

— সায়ণভাষ্য

অহমঙ্কি পিতৃস্পরি মেধামৃতশ্চ জগ্রহ অহং সূর্য ইবাজনি ।

— সামবেদ

যোহসাবাদিত্যপুরুষঃ সোহসাবহম্ । ওঁ খং ব্রহ্ম ॥

— যজুর্বেদ

৩। লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাং পর্যানুপপত্তিতঃ ।

— ভাষা পরিচ্ছেদ

- ৪। প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম ॥ (ঋগবেদ) অহং ব্রহ্মাস্মি ।
(যজুর্বেদ) তত্ত্বমসি । (সামবেদ) অয়মাত্মা ব্রহ্মা ॥

—অথর্কবেদ

হং নাম হনুমানহাং জীবন্ত সমুদাহৃতম্ ।
জীবাদন্তো যতো বিষ্ণুরহংনামা ততঃ স্মৃতঃ ॥
পূর্ণত্বাদস্মি নামাসৌ পূর্ণপূর্ণত্ব হেতুতঃ ।
ব্রহ্মাস্মীত্যুচ্যতে বিষ্ণুং বৃহৎপূর্ণো যতঃ সদা ॥

—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

- ৫। আহ নিত্য-পরোক্ষন্ত তচ্ছব্দোহ্যবিশেষতঃ ।
ত্বংশব্দশ্চাপরোক্ষার্থং তয়োরৈক্যং কথং ভবেৎ ॥
ধাতরন্তি হি রাজোনো রাজাহমিতিবাদিনঃ ।
দদত্যখিলমিষ্টঞ্চ স্বগুণোৎকর্ষবাদিনামিতি ॥

—পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন

- ৬। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ ॥

—তৈত্তিরীরোপনিষৎ

ব্রহ্মোত্যাগ্ন-ব্রহ্মশব্দয়োরিতরেতর-বিশেষণ-বিশেষ্যত্বং ব্রহ্মোত্যা-
ধ্যাত্ম-পরিচ্ছিন্নমাত্মানং নিবর্তয়ত্যাগ্নেতিচ আত্ম-ব্যতিরিক্তত্যা-
দিত্যাদিব্রহ্মণ উপাস্তত্বং নিবর্তয়তি ॥

—চান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্কর

- ৭। ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্ম মে কিতবা উত ।

—আথর্কণিকব্রহ্মসূক্ত

৮। স এবাধস্তাং স উপরিষ্ঠাং স পশ্চাৎ স পুরস্তাং স
দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিত্যখাতোহহঙ্কারাদেশ
এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্ঠাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতো-
হহমুত্তরতোহহমেবেদং সর্বমিতি ॥

—চান্দোগ্যোপনিষৎ

হং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন
বধসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

যৎ পরং ব্রহ্ম সৰ্ব্বাত্মা বিশ্বশ্চায়তনং মহৎ ।

সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ ॥

—কৈবল্যোপনিষৎ

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি-প্রপঞ্চঃ যৎ প্রকাশতে ।

তদব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সৰ্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

মযোব সকলং জাতং ময়ি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

ময়ি সৰ্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদয়মস্ম্যাহম্ ॥

তদেব নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্বিবকল্পং নিরঞ্জনম্ ।

তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ধ্রুবম্ ॥

—ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নচৈবায়ং নপুংসকঃ ।

যদ্যচ্ছরীরমাদন্তে তেন তেন স যুজ্যতে ॥

এষ হ দেব প্রবিশোহনুসৰ্ব্বাঃ পূৰ্ব্বো হ জাতঃ স উ গৰ্ভে
অন্তঃ । স এব জাতঃ স জনিষ্যমানঃ প্রত্যঙ জনান্তিষ্ঠতি
সৰ্ব্বতোমুখঃ ॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ ॥

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

অনেন জীবেনাত্মনাহনুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

স বা এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু ।
স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব ॥
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি । ইদং ব্রহ্ম ইদং
ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সৰ্বং যদয়মাত্মা ।
সৰ্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্যেতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি । স
যোয়মাত্মোদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সৰ্বস্ ॥ স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম

বিজ্ঞান-ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্গময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ ॥

যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরন্তম্ ॥

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্বম্ ।
 স্ত্রিয়ন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তমেতি ॥
 স্বপ্নে স জীবঃ সুখদুঃখভোক্তা স্বমায়য়া কল্পিত জীবনোকে ।
 সুষুপ্তিকালে সকলে বিনীনে তমোহভিভূতঃ সুখরূপমেতি ॥
 পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপ্নিতি প্রবুদ্ধঃ ।
 পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীবন্ততন্তু জাতং সকলং বিচিত্রম্ ।
 আধারমানন্দমখণ্ডবোধং যস্মিন্লয়ং যতি পুরত্রয়ঞ্চ ॥

—ঐকবল্যোপনিষৎ

তেজো যন্তে রূপং কল্যাণতমন্তুতে পশ্যামি যোহসাবসৌ
 পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥

—বাজসনেয়-সংহিতোপনি

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥

—ব্রহ্মোপনিষৎ

যস্মিন্ ভ্রোঃ পৃথিবী চাস্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈ
 তমেবৈকং জানথ আত্মানমত্মা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতসৌষ সেতুঃ ।
 সত্যেন লভ্যস্তপসাহেধ আত্মা সম্যগজ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ
 নিত্যম্ ॥ স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ

ধাতু-প্রসাদান্নহিমানমাত্মনঃ । মহাত্মা বিভূমান্নানং মহা,
 ধীরো ন শোচতি ॥ এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়াত্মা ন প্রকাশতে ॥
 —কোঠকোপনিষৎ

কোহয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা ॥

—ঐতরেয়োপনিষৎ

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ ।

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

ন জাতোহং মৃতো বাপি ন মে কস্মি শূভাশূভম্ ।

বিশুদ্ধা নিগুণং ব্রহ্ম বন্ধো মুক্তিঃ কথং মম ॥

—অবধূতগীতা

আলোচ্য চতুরো বেদান্ ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বদা ।

যোহংব্রহ্ম ন জানাতি দবর্ষীপাকরসং যথা ॥

হত্যানুষ্টিভিরাকাশং ক্ষুধার্থঃ কুণ্ডয়েত্তুম্ ।

নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি তস্য মুক্তির্ন বিদ্যতে ॥

অর্জুন উবাচ :

জ্ঞাত্বা সর্বগতং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞং পরমেশ্বরম্ ।

অহংব্রহ্মেতি নির্দেষ্টুঃ প্রমাণং তত্র কিং ভবেৎ ॥

কৃষ্ণ উবাচ :

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতম্ ।

অবিশেষো ভবেত্তে জীবাত্মা-পরমাত্মনোঃ ॥

—উত্তরগীতা

আত্মানং পরমং ব্রহ্ম বিদ্ধি চৈকং নিরন্তরম্ ।

অহং ধাতা পরং ধ্যেয়মখণ্ডং খণ্ডসে কথম্ ॥

নাহং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সূদৃঢ়ং বধ্যতে মনঃ ।

—যোগবাশিষ্ঠ

ন মুক্তির্জপনাক্রোমাহুপবাস-শতৈরপি ।

ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভুং ॥

গুরুরুখাপ্য তৎশিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্ ॥

তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোহং বিভাবয় ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখঞ্চর ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র

স্থানো পুরুষবৎ ভ্রান্ত্যা কুতা ব্রহ্মণ জীবতা ।

জীবন্ত তাদ্বিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ততে ॥

রজ্জু-সর্পবদাত্মানং জীবং জ্ঞাত্বা ভয়ং ভবেৎ ।

নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানক্ষেম্নির্ভয়ো ভবেৎ ॥

—পীঠমালতন্ত্র

ত্বয়া ব্যাপ্তাদিং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোক্তং ষথার্থতঃ ।

শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপস্তং মা গমঃ ক্ষুদ্রচিন্ত্যতাম্ ॥

অয়ং সোহংময়ং নাহং বিভাগমিতি সন্ত্যজ ।

সর্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য নিঃসঙ্কল্পঃ সুখী ভব ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা

অহং ব্রহ্ম নচাত্মোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্ ।

সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্যমুক্ত্যস্বভাববান্ ॥

আত্মা ঘটস্থচৈতন্যমদ্বৈতং শাস্ত্বতং পরম্ ।

ঘটাদ্বিভিন্নতো জ্ঞাত্বা বীতরাগো বিবসনঃ ॥

—ঘেরণ্ডসংহিতা

যদ্বৈদোহস্মিন্দ্রিয়োপাধিনা বৈ ।

জ্ঞানশ্রায়াং ভাসতে নাশ্চৈব ॥

—শিবসংহিতা

অহমেব পরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমব্যয়ম্ ।

এবং যদ্বেদনং তচ্চ সগুণং ধ্যানমুচ্যতে ॥

ব্রহ্মময়োহং শ্রামিতি যদ্বেদনং ভবেৎ ।

তদেতৎ নিগুণং ধ্যানমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥

—যোগিষাজ্জবদ্য

অজোহপি বন্নব্যাত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবামাত্মমাশ্রয়া ॥

—ভগবদ্গীতা

LIBRARY

No.

ram

অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ ।
অহং ব্রহ্মেতি চেদেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে ॥

—পঞ্চদশী

স্বমায়য়া স্বমাত্মানং মোহয়েদ্বৈতরূপয়া ॥

—শিবপুরাণ

অহং হরিঃ সর্বমিদং জনার্দনো নাত্মন্ততঃ কারণকার্যজাতম্ ।
ঈদৃগ্মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগতা ভবন্তি ॥
সোহং সচ স্ব সচ সর্বমেতত্তদাত্মরূপং ত্যজ ভেদ-মোহম্ ।

—বিষ্ণুপুরাণ

আত্মৈত্যেব পরং দেবমুপাস্ত্য হরিরব্যয়ম্ ॥

—গরুড়পুরাণ

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্ ।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মধ্যানায় নিকলে ॥
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ ॥
জ্ঞান বিজ্ঞান সংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাম্ ।
আত্মানুভব-তুষ্ঠাত্মা নাত্তরায়ে নিহতসে ॥
অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেযু ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন ।
ব্যাপ্তাহব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো মুনির্ন ভঙ্কং বিততস্য ভাবয়েৎ ॥

—ভাগবত

সো তেঁ তাহি তোহি নাহি ভেদা । বারিবীচি ইব গাবহি
বেদা ॥ সোহহস্মি ইতি বৃত্তি অখণ্ডা । দীপশিখাছই পরম-
প্রচণ্ডা ॥ আতম অনুভব সুখ সুপ্রকাশা । তবভবমূল ভেদভ্রম
নাশা ॥

—তুলসীদাস রামায়ণ

অজব্ মন্ শমশ্ তব্রৈজম্কে আশিক্গস্তা অম্ খুদ্ ।
 চুঁ খুদ্ৰা খুদনজর্ কর্দম্ নদিদম্ যুজ্ খোদাদর্খুদ্ ॥
 দর্ হকিকত্ দিগর্নেস্ত্ খোদায়েম্ হাম্ ।
 লোকিন্ অজ্গর্দিশে ইয়েক্ নুক্তয়ে জুদায়েম্ হাম্ ॥

—শমশতব্রৈজ

অনল্ হক্ । অনল্ইয়েকিন্

—মনসুর

